Scanned with CamScanner

অব্যর্থ

সর্ব্ব মনস্কামনা সিদ্ধ পুস্তক

(বহু প্রাচীন দুর্লভ, বিভিন্ন ভাষাভাষি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

[চুরি নিবারণ, প্রেত সাধনা, চোর ধরা, নিরুদ্দেশ প্রাপ্তি, লটারিতে জয়লাভ, সাংসারিক অশান্তি দূর, সম্পত্তি লাভ, চাকরিতে স্থায়িত্ব, বিভিন্ন তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা, ষটকর্ম্ম, কাঠকাণ, জপবিধি, সাধনা, আসনাদি, রোগ নিবারণ, মামলায় জয়লাভ, পরিক্ষায় ভাল ফল, ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি, সর্ব্বমনস্কামনা সিদ্ধ কবচ তৈরী প্রণালী।]

দশ মহাবিদ্যার দশটি চিত্র এবং ৯১টি যন্ত্রের চিত্র সম্বলিত

ভূমিকা

তন্ত্রশাস্ত্র চিরন্তন এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। তন্ত্র স্বয়ং মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী—এ কথা সকলেই জানেন। অনেকে হয়তো বলবেন—তন্ত্র যদি সত্য হয়, তাহলে কোনও কাজ হয় না কেন? অনেকে আবার তন্ত্র-মন্ত্রের কথা শুনলে নাক সিট্‌কে বলেন—তন্ত্র-মন্ত্র কিছু নয় মশায়, ওসব বুজরুকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, তন্ত্র হেয় বস্তু নয়। আমাদের এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে তন্ত্র-মন্ত্র পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ভারতবর্ষ বহুবার বহিরাগতদের হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে। ধন-রত্নাদির সঙ্গে বহু অমূল্য গ্রন্থও লুণ্ঠিত হয়েছে, তার উপর ভারত দীর্ঘদিন পরাধীন থাকায় ভারতবাসী তাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির কথা একপ্রকার ভুলে যেতে বসেছে। ভারতের অমূল্য গ্রন্থরাজি বৈদেশিকগণ তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে নানারকম গবেষণা করছে, কিন্তু আমরা সব ভুলে যেতে বসেছি। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরানুকরণ করতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অন্ধের মত বিদেশীদের অনুকরণ করতে ছুটে চলেছি, ভারতীয় তন্ত্র-মন্ত্রের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—আমাদের শাস্ত্রে হাজার বছর আগে আর্য্য ঋষিগণ বলে গেছেন—'শব্দই ব্রহ্ম'। আমাদের বিজ্ঞানীরাও সে কথা স্বীকার করে বলেছেন—শব্দ অপরিসীম শক্তিশালী। শব্দ মানুষকে সচকিত করে, ভয় আনে মনে, উত্তেজিত করে আবার আদান-প্রদান করে।

মন্ত্রও তো শব্দ বা শব্দের সমষ্টি। তাহলে তার শক্তি নেই বলা বাতুলতা মাত্র। তবে সে শব্দের উচ্চারণ, তার ক্রিয়াকলাপ নিখুঁত হওয়া চাই। তন্ত্রের ক্রিয়া এবং মন্ত্রোচ্চারণ নির্ভুল হলে অবশ্যই তার ফল ফলবে, তা না হলে নিষ্ফল হবে। আমি আমার আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারা, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পর্বতসঙ্কুল তিব্বতের গুহায় গুহায় ঘুরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের সেবা-যত্ন করে যে সব দুষ্প্রাপ্য বিষয় সংগ্রহ করেছি, সেগুলি খুব যত্নসহকারে এবং সাবধানতার সঙ্গে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

এই গ্রন্থে যে সব বিশিষ্ট যন্ত্রের চিত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে, উপযুক্ত ভাবে যথাবিধি প্রয়োগ করলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে করি। কবচাদিতে যারা অবিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাসের জন্য কতকগুলি কবচ এবং তার ক্রিয়া-কর্মাদিসহ লিপিবদ্ধ করেছি। গ্রহশান্তির বিষয়েও বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লিখিত ক্রিয়া-কলাপগুলি করে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি সকলের কাছে।

আজ বয়সের ভারে জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি। ঈশ্বরের খোঁজে তাঁহার সাধনায় দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়াই। অনেকে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যার নিজেরই কোন ঠিকানা নাই তার খোঁজ করা বৃথা, যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে আমি নিজে তাঁর কাছে পৌঁছে যাব।

আমি বিশ্বাস করি— এই গ্রন্থে যে সব নিয়মাদি লিখিত হয়েছে, সেইসব তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মাদি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে অবশ্যই সুফললাভ করবেন। তান্ত্রিক এবং পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করলে, আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলেই আশা করি।

গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

তন্ত্র-মন্ত্রের যে কতদূর অদ্ভুত শক্তি তাহা অনেকেই অবগত আছে। তন্ত্র শক্তির প্রভাবে ব্যক্তি মাত্রকেই বশীভূত করা যায় এবং সর্ব্ব মনস্কামনাও সিদ্ধ হয়, যদি তাহা বিশ্বাস ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়। যদি দেখেন কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, সাধনায় ফল লাভ হইতেছে না তবে অবশ্যই উপযুক্ত গুরুর সাহায্য লইবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় **তন্ত্রবিশারদ কামাক্ষাচরণ শাস্ত্রী** মহাশয় তাঁহার অপরিসীম পরিশ্রমে সংগৃহীত অতি দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন বিভিন্ন ভাষাভাষী পুঁথি হইতে এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধকের সহিত বহুদিন যাবত নানা আলোচনার মাধ্যমে নানান দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহার সাহায্য ব্যতিত এই গ্রন্থ প্রকাশ কখনই সম্ভব হইত না। পণ্ডিত প্রবর **ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ জ্যোতিষতীর্থ, পৌরহিত্য-বিশারদ** মহাশয় এই গ্রন্থ সংশোধনায় এবং পরিমার্জনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথা স্মরণ না করিলে গ্রন্থ প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সর্বশেষে চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিতেই হয় কারণ এই গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনা বিনা প্রকাশ করিবার সাহস হইত না, কারণ তিনি ইতিপূর্বে বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন এবং পাঠকবৃন্দ তাহা সাদরে গ্রহণও করিয়াছেন।

এইরূপ দুর্লভ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সমস্ত দুর্লভ তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করায় গ্রন্থের কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পুস্তকে বর্ণের আকার কিছু ছোট রাখিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি কিছু কম করিয়া গ্রন্থের মূল্য কম রাখিয়াছি, যাহাতে সকল ক্রেতাই ইহা ক্রয় করিতে পারেন।পুস্তকের পরিচয় তাহার নিজস্বতায়, সুতরাং ক্রেতাসাধারণ এবং তান্ত্রিকাচার্যগণেরাই বিচার করিবেন— যদি একজন পাঠকেরও এই বই সৎকাজে লাগে তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সংক্ষিপ্ত তন্ত্র-পরিচয়	২৫
জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারত	২৫
মন্ত্র ও তার প্রভাব	২৬
যন্ত্র	২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
গুরু ও শিষ্য লক্ষণ	২৭
দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য	২৯
মুহুর্ত ও তার প্রভাব	২৯
দীক্ষাগ্রহণে শুভাশুভ নক্ষত্র	৩১
উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত আসন	৩২
দীক্ষাগ্রহণে শুভস্থান	৩৩
অশুভ স্থান	৩৩
ভট্টগ্রাম	৩৩
মালাজপ	৩৩
রুদ্রাক্ষ মালা	৩৪
রুদ্রাক্ষ ধারণের ফলাফল	৩৪
রুদ্রাক্ষ ধারণ	৩৫
শিষ্যের লক্ষণ	৩৬
তন্ত্র-ক্রিয়ার কতকগুলি পালনীয়	৩৬
আসনভঙ্গী ও মুদ্রা	৩৭
মুদ্রা	৩৭
পূজা উপচার	৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মন্ত্র এবং জপাদির নিয়ম	৩৮
মন্ত্র কি	৪০
বীজমন্ত্রের উৎপত্তি	৪০
পুরশ্চরণ	৪১
পুরশ্চরণের স্থান নির্ণয়	৪২
কূর্মচক্র	৪২
কূর্মচক্রের স্থান বিচার	৪৩
মন্ত্র সংস্কার	৪৩
মন্ত্র জপের ফল	৪৪
জপের প্রকার	৪৫
মন্ত্র-চৈতন্য	৪৫
জপের সেতু	৪৬
জপ সংখ্যা	৪৬
জপ-সংখ্যা রাখার নিয়ম	৪৬
করমালা জপের নিয়ম	৪৭
প্রাণায়াম ও নিয়ম	৪৭
জপের পূর্বে পূজাদি বিষয়	৪৮
দ্বাদশ রাশি ও মন্ত্র	৪৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
ষট্‌কর্ম	৪৯
কোন্ কর্মে কি হয়	৪৯
ষট্‌কর্মের দেবতা	৫০
ষট্‌কর্মের কাল বা ঋতু	৫০
ষট্‌কর্মের দিক নির্ণয়	৫১
ষট্‌কর্মের আসন	৫১
ষট্‌কর্মের মুদ্রা	৫১
ষট্‌কর্মের তত্ত্ববিচার	৫২
ষট্‌কর্মের মন্ত্রবীজ	৫২
ষট্‌কর্মের পদ যোজনা	৫২
ষট্‌কর্ম সাধনে সাধকের কর্তব্য	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
বশীকরণ মন্ত্রাদি	৫৩
সর্ব বশীকরণ মন্ত্র (১)	৫৪
ঐ (২)	৫৫
ঐ (৩)	৫৫
পতি বশীকরণ তিলক	৫৫
পতি বশীকরণ মন্ত্র (১)	৫৫
ঐ (২)	৫৬
সিন্দুর পড়া	৫৬
সর্বজন বশীকরণ তিলক	৫৭
সর্বজন বশীকরণ বটিকা	৫৭
সর্বজন বশীকরণ চূর্ণ	৫৭
সর্বজন বশীকরণ চুটকী	৫৮
সর্বজন বশীকরণ কাজল	৫৮
স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্রাদি (১)	৫৮
ঐ (২)	৫৮
ঐ (৩)	৫৯
ঐ (৪)	৫৯
ঐ (৫)	৫৯
ঐ (৬)	৬০
বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র	৬০
বশীকরণে চণ্ডী মন্ত্র	৬০
বশীকরণে রুদ্র মন্ত্র	৬১
বশীকরণে ভূতনাথ মন্ত্র	৬১
রাজা বশীকরণ মন্ত্র	৬১
রাজার ক্রোধ উপশম	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
এলাচ পড়া	৬৩
লবঙ্গ পড়া	৬৩
পান পড়া	৬৪
ফুল পড়া	৬৪
সুপারী পড়া	৬৫
বশীকরণে শয়তান প্রয়োগ	৬৫
পতিতা বশীকরণ— (১)	৬৫
ঐ (২)	৬৬
জুয়ায় বশীকরণ প্রয়োগ	৬৬
শত্রু বশীকরণ	৬৬
স্ত্রী বশীকরণ যন্ত্র-তন্ত্র	৬৬
যন্ত্র	৬৭
স্ত্রী-পুরুষ বশীকরণ যন্ত্র	৬৮
স্বামী বশীকরণ যন্ত্র	৬৯
রাজা বশীকরণ যন্ত্র	৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আকর্ষণ বিধি	৭০
তন্ত্রোক্ত আকর্ষণ প্রক্রিয়া	৭০
দ্বিতীয় আকর্ষণ পদ্ধতি	৭১
নারী আকর্ষণে কার্তবীর্য্যার্জুন মন্ত্র প্রয়োগ	৭১
নারী আকর্ষণে চামুণ্ডা মন্ত্র	৭২
নারী আকর্ষণ চূর্ণ	৭২
নারী পুরুষ আকর্ষণ প্রয়োগ	৭২
নারী পুরুষ আকর্ষণ পুত্তলিকা	৭৩
নারী আকর্ষণ যন্ত্র প্রয়োগ	৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মোহন প্রকরণ	৭৪
শাবরোক্ত মোহিনী মন্ত্র (১)	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোহনে জন্তাদি মন্ত্র প্রয়োগ	৭৫
মোহনে পান পড়া	৭৫
মোহনে মুখ মার্জন	৭৫
নর নারী মোহনে গ্রন্থি	৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
স্তম্ভন প্রকরণ	৭৬
স্তম্ভনে বগলামুখী মন্ত্র প্রয়োগ	৭৬
অগ্নি স্তম্ভন	৭৬
আসন স্তম্ভন	৭৭
নৌকা স্তম্ভন	৭৭
শত্রুমুখ স্তম্ভন	৭৭
বীর্য স্তম্ভন	৭৭
সভা স্তম্ভন	৭৮
স্তম্ভনে চামুণ্ডা মন্ত্র প্রয়োগ	৭৮
স্তম্ভনে মহিষমর্দিনী মন্ত্র প্রয়োগ	৭৯
যাত্রা স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ	৭৯
মুখ স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ	৭৯
অগ্নি স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ	৮০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
বিদ্বেষণ প্রকরণ	৮১
বন্ধুদ্বয় মধ্যে বিদ্বেষণ	৮১
প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিদ্বেষণ	৮২
পরস্পর মধ্যে বিদ্বেষণ	৮২
শত্রু বিদ্বেষণ যন্ত্র প্রয়োগ	৮২
বন্ধু বিদ্বেষণে যন্ত্র প্রয়োগ	৮৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
উচ্চাটন প্রকরণ	৮৩
উচ্চাটন কর্মের বিধি	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
উচ্চাটন (১)	৮৪
ঐ (২)	৮৪
ঐ (৩)	৮৪
ঐ (৪)	৮৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
মারণ বিধি	৮৫
মারণ-(১)	৮৫
ঐ-(২)	৮৬
ঐ-(৩)	৮৬
ঐ-(৪)	৮৬
ঐ-(৫)	৮৭
তৃতীয় অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সৌভাগ্য বৃদ্ধি মন্ত্র	৮৭
লক্ষ্মীপ্রদ ও জপ পূজাদি	৮৭
সৌভাগ্য বৃদ্ধি মন্ত্র	৮৮
মহালক্ষ্মী মন্ত্র	৮৮
ধনদা লক্ষ্মী মন্ত্র	৮৮
মহালক্ষ্মী স্তোত্রম্	৮৮
জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী মন্ত্র	৮৯
ধনদা কুবের মন্ত্র	৮৯
ঋদ্ধিদাতা মন্ত্র	৯০
লক্ষ্মীদাতা মন্ত্র	৯০
মনোস্কামনা সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ	৯০
লক্ষ্মীপ্রদ বিভিন্ন মন্ত্রাদি	৯১
সর্বতোভদ্র লক্ষ্মীলাভার্থ যন্ত্র	৯১
লক্ষ্মীপ্রদ যন্ত্র (১)	৯২
ঐ (২)	৯২

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অশান্তি নাশক যন্ত্র	৯৩
ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকারক সুশীলা যন্ত্র	৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
(বিবিধ প্রকার মন্ত্র ও যন্ত্র)	
গৃহ-কলহ শান্তি মন্ত্র	৯৪
বিঘ্ন বিনাশক মন্ত্র	৯৪
মনের ইচ্ছা পূরণকারী মন্ত্র	৯৫
সমস্যা সমাধান কারক মন্ত্র	৯৫
ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি মন্ত্র	৯৫
বাণিজ্য বৃদ্ধি যন্ত্র	৯৫
বাণিজ্য বৃদ্ধি লাখিয়া যন্ত্র	৯৬
গুপ্তধন দর্শন প্রক্রিয়া	৯৭
গুপ্তধন দর্শন মন্ত্র	৯৭
গুপ্তধন দর্শন ক্রিয়া	৯৭
পকেট ভর্তি রাখার প্রক্রিয়া	৯৭
ইচ্ছা পূরণ প্রক্রিয়া	৯৮
বিদ্যালাভে সরস্বতী মন্ত্র	৯৮
বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক মন্ত্র	৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
মামলায় জয়লাভার্থ যন্ত্র	৯৯
বিজায়প্রদ যন্ত্র	১০০
যোগিনী যন্ত্রম্	১০১
যোগিনী যন্ত্র (১)	১০১
ঐ (২)	১০২
ভাগ্য সুপ্রসন্ন কারক যন্ত্র	১০৩
পুত্র বা কন্যার বিবাহ	১০৩
কন্যার শীঘ্র বিবাহ	১০৪
শীঘ্র বিবাহ-দায়ক যন্ত্র প্রয়োগ	১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
স্বপ্ন প্রকরণ	
স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ পক্রিয়া	১০৫
স্বপ্নবতী মন্ত্র (১)	১০৬
ঐ (২)	১০৬
দুঃস্বপ্ন নাশকারী যন্ত্র	১০৬
স্বপ্নভয় নাশকারী যন্ত্র	১০৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
চুরি এবং চোর ধরা প্রকরণ	১০৭
চুরির সন্ধান মন্ত্র প্রয়োগ	১০৭
চুরির সন্ধান জপ মন্ত্র	১০৮
বাটি চালা (১)	১০৮
জল সাহায্যে চোর ধরা	১০৮
বাটি চালা (২)	১০৯
ঐ (৩)	১১১
ঐ (৪)	১১১
চোর ধরা মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১১১
ঐ (২)	১১২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
কারা মুক্তি প্রকরণ	১১২
বন্দী মুক্ত মন্ত্র (১)	১১২
ঐ (২)	১১২
ঐ (৩)	১১৩
ঐ (৪)	১১৩
চতুর্থ অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
(বিভিন্ন মন্ত্রাদি)	
ভয় নাশ মন্ত্র	১১৩
আর্থিক সঙ্কট দূরীকরণ	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সঙ্কট নাশন মন্ত্র	১১৪
চিন্তা নাশক মন্ত্র	১১৪
বিঘ্ননাশকারী মন্ত্র	১১৫
গৃহ কলহ নাশ মন্ত্র	১১৫
কার্য সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র	১১৫
মনোস্কামনাপূর্ণ মন্ত্র	১১৬
ব্যবসায় বিক্রয়বৃদ্ধি মন্ত্র	১১৬
পুত্রলাভার্থ মন্ত্র	১১৬
চাকুরীস্থলে উন্নতিলাভ মন্ত্র	১১৬
রাজ কার্য্য সিদ্ধ মন্ত্র	১১৭
অঘোরাস্ত্র মন্ত্র	১১৭
জ্বর শান্তি কবচম্	১১৮
বিদ্যালাভার্থ মন্ত্র	১১৯
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মন্ত্র	১১৯
শ্রীগণপতি মন্ত্র	১১৯
উচ্ছিষ্ট গণেশ মন্ত্র	১২০
বিনায়ক মন্ত্র	১২০
শক্তি বিনায়ক মন্ত্র	১২০
হরিদ্রা গণেশ মন্ত্র	১২০
মোহিনী গণেশ মন্ত্র	১২১
লক্ষ্মী-গনেশ মন্ত্র	১২১
উচ্ছিষ্ট গণেশ মন্ত্র	১২১
দ্বিতীয় পরিচেছদ	
রোগ-ব্যাধি প্রকরণ	১২২
নিরন্তর রোগ নাশ	১২২
সাধারণ জ্বর নিরাময়	১২২
রাত্রি জ্বর নিরাময়	১২৩
বিষম জ্বর নিরাময়	১২৩
ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর নিরাময়	১২৩
ভূত জ্বর নিরাময়	১২৪
শীত জ্বর নিরাময়	১২৪
তীব্র জ্বর নিরাময়	১২৪
আধকপালী নিরাময় (১)	১২৪
ঐ (২)	১২৫
আধকপালী নিরাময় মন্ত্র (১)	১২৫
ঐ (২)	১২৫
শিরোবেদনা নিরাময় মন্ত্র (১)	১২৫
ঐ (২)	১২৬
পেটবেদনা নিরাময় মন্ত্র	১২৬
স্বাস্থ্যলাভে মন্ত্র প্রয়োগ	১২৬
কঠিন ব্যাধি নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১২৭
রোগ নিরাময় মন্ত্র	১২৭
অতিসার নিরাময় প্রয়োগ	১২৭
সংগ্রহণী নিরাময় প্রয়োগ	১২৮
পাথুরী রোগ নিরাময় প্রয়োগ	১২৮
অণ্ডবৃদ্ধি নিরাময় মন্ত্র	১২৮
অনিদ্রা রোগ নিরাময় প্রয়োগ	১২৯
স্বপ্নদোষ নিরাময় প্রয়োগ	১২৯
অর্শরোগ নিরাময় প্রক্রিয়া	১২৯
রক্তার্শ নিরাময় মন্ত্র (১)	১৩০
ঐ (২)	১৩০
অর্শ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩০
মৃগী রোগ নিরাময় মন্ত্র	১৩০
বায়ু রোগ নিরাময় মন্ত্র	১৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রক্তচাপ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩১
হৃদরোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩১
শূলরোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩১
ন্যাবা রোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৩১
ঐ (২)	১৩২
কর্ণপীড়া নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩২
চক্ষুজ্যোতি রক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৩
চক্ষু উঠা নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৩
মৃত্যুভয় নাশক মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৩
পঞ্চম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
স্ত্রী-রোগ প্রকরণ	১৩৩
নিরোগ বিধিতে গর্ভ (১)	১৩৪
ঐ (২)	১৩৪
গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৩৫
ঐ (২)	১৩৫
ঐ (৩)	১৩৫
ঐ (৪)	১৩৬
সুখপ্রসব মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৭
সুখ প্রসব যন্ত্র প্রয়োগ	১৩৭
গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৭
শীঘ্র প্রসব পঞ্চদশী যন্ত্র প্রয়োগ	১৩৭
শীঘ্র প্রসব যন্ত্র প্রয়োগ	১৩৮
ঋতুস্রাব বন্ধে মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৮
অসময়ে ঋতুস্রাবে মন্ত্র প্রয়োগ	১৩৮
পুত্রোৎপাদনে যন্ত্র প্রয়োগ	১৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বিষদোষ নাশক প্রকরণ	১৩৯
সর্পবিষ নাশক তন্ত্র প্রয়োগ	১৩৯
সর্পভয় নিবারক তন্ত্রোক্ত ঔষধ	১৪০
সর্পবিষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৪০
ঐ (২)	১৪০
ঐ (৩)	১৪০
গরল নাশক লেবুপড়া	১৪১
গরল নাশক তেলপড়া	১৪১
চিতি সাপের গরলে চুনপড়া	১৪১
কুকুর কামড়ানোর ঝাড়ন (১)	১৪২
ঐ (২)	১৪২
বৃশ্চিক দংশনে প্রয়োগ	১৪২
বৃশ্চিক তাড়ানো	১৪৩
বৃশ্চিক বিষে মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৪৩
ঐ (২)	১৪৪
ঐ (৩)	১৪৪
ঐ (৪)	১৪৪
বৃশ্চিক বিষ চড়ানো মন্ত্র	১৪৪
বৃশ্চিক বিষ নাশকারী ঔষধ	১৪৫
কীটাদি দংশনের মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৪৫
ঐ (২)	১৪৫
তৃতীয় প্রকার প্রয়োগ	১৪৬
চতুর্থ প্রকার প্রয়োগ	১৪৬
বিষনাশক যন্ত্র প্রয়োগ	১৪৬
সর্পবিষ নাশকর যন্ত্র (১)	১৪৬
ঐ (২)	১৪৭
সাপ তাড়ানো যন্ত্র	১৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
(শিশু রোগ নাশক মন্ত্র ও যন্ত্র প্রয়োগ)	
শিশু রক্ষাকারী মন্ত্র প্রয়োগ (১)	১৪৮
দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগ	১৪৯
তৃতীয় প্রয়োগ	১৪৯
চতুর্থ প্রয়োগ	১৪৯
পঞ্চম প্রয়োগ	১৫০
[তুক্-তাক্ নাশ মন্ত্র]	**১৫১**
প্রথম প্রয়োগ	১৫১
দ্বিতীয় প্রয়োগ	১৫১
তুক্-তাক্ কারী ব্যক্তিকে দেখা	১৫২
শিশু রক্ষাকারক তাবিজ	১৫২
ডাইনী নজর ঝাড়ন প্রয়োগ	১৫৩
শিশুর নজরদোষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৪
শিশুর কান্না শান্তি যন্ত্র প্রয়োগ	১৫৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
ভূত-প্রেত-ডাইনী প্রকরণ	১৫৫
ভূতনাশক মন্ত্র	**১৫৫**
প্রথম প্রকার	১৫৫
দ্বিতীয় প্রকার	১৫৬
ভূত তাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৬
ভূতাবেশ দূরীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৬
নৃসিংহ মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৭
ভূত-বাধানাশক মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৮
ভূত-প্রেত ভয়নাশ যন্ত্র প্রয়োগ	১৫৮
ভূত-প্রেত ছাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ	১৫৯
ভূত মারণ মন্ত্র প্রয়োগ	১৬০
ভূতের কথা বলা মন্ত্র প্রয়োগ	১৬০
ভূত বন্দীমন্ত্র প্রয়োগ	১৬১
তুক্-তাক্ ও ভূত-প্রেত নিবারণ মন্ত্র	১৬১
ভূত-নাশ মন্ত্র প্রয়োগ	১৬২
ডাইনী দোষ নাশ মন্ত্র	১৬২
রাক্ষস দোষ নাশ মন্ত্র	১৬২
সর্ববাধা নাশ মন্ত্র প্রয়োগ	১৬৩
শ্মশান বাধা নাশ মন্ত্র	১৬৩
ডাইন্ তাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ	১৬৪
ডাকিনী-শাকিনী তাড়ানো মন্ত্র	১৬৫
ভূত-প্রেত নাশকারী যন্ত্র প্রয়োগ	১৬৬
ভূত-নাশকারী যন্ত্র প্রয়োগ	১৬৬
ভূতাবেশ দূরীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ	১৬৭
দেহরক্ষা মন্ত্র	১৬৭
প্রথম প্রকার	১৬৮
দ্বিতীয় প্রয়োগ	১৬৮
তৃতীয় প্রয়োগ (ধূলা পড়া)	১৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তন্ত্রোক্ত বিশিষ্ট মন্ত্র প্রয়োগ	১৬৯
শ্রীহনুমন্তজীর উপাসনা	১৬৯
শ্রীহনুমৎ মালা মন্ত্র	১৭০
সিদ্ধি দায়ক মহাবীর মন্ত্র	১৭০
সিদ্ধিদায়ক শ্রীহনুমৎ মন্ত্র	১৭০
পেটের পীড়ানাশক হনুমৎ মন্ত্র	১৭০
সুগ্রীব মন্ত্র	১৭১
সিদ্ধিদাতা সুগ্রীব মন্ত্র	১৭১
গর্ভরক্ষা নৃসিংহ মন্ত্র	১৭১
ভূত-প্রেতাদি ভয় নিবারক নৃসিংহ মন্ত্র	১৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
জয়ে প্রদায়ক নৃসিংহ মন্ত্র	১৭২
বিঘ্ননাশক নৃসিংহ মন্ত্র	১৭২
লক্ষ্মীলাভার্থ নৃসিংহ মন্ত্র	১৭৩
কার্তবীর্যার্জুন মন্ত্র	১৭৩
কার্তবীর্য আকর্ষণ মন্ত্র	১৭৩
হারানো বস্তু পুনরুদ্ধার জন্য কার্তবীর্য মন্ত্র	১৭৩
প্রথম প্রকার	১৭৩
দ্বিতীয় প্রকার	১৭৩
কার্তবীর্য রাজ বশীকরণ মন্ত্র	১৭৪
সর্বরক্ষা শ্রীনারায়ণ মন্ত্র	১৭৪
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	১৭৫
অসাধ্য রোগ নিবারক লঘু মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	১৭৫
মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	১৭৬
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	১৭৬
মনোস্কামনাপূরক বটুক ভৈরব মন্ত্র	১৭৬
অভিষ্ট সিদ্ধিপ্রদ মহাকাল ভৈরব মন্ত্র	১৭৭
বিবাহ সিদ্ধিপ্রদ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র	১৭৭
বিবাহ সিদ্ধিপ্রদ গন্ধর্বরাজ মন্ত্র	১৭৭
বাঞ্ছিত নারী লাভার্থ সিদ্ধ গন্ধর্বরাজ মন্ত্র	১৭৮
শীঘ্র বিবাহের জন্য কুমার মন্ত্র	১৭৯
সম্মোহন মন্ত্র—প্রথম প্রকার	১৭৯
দ্বিতীয় প্রকার	১৭৯
সর্ব বশীকরণ মন্ত্র	১৭৯
সর্বকার্যে বিজয়লাভ মন্ত্র	১৭৯
বিদ্যালাভে সরস্বতী মন্ত্র	১৮০
বাক্‌সিদ্ধি ও বিদ্যাপ্রদ মন্ত্র	১৮০
শত্রু বশীকারক মহাকালী মন্ত্র	১৮১
বাক্‌সিদ্ধি নীল সরস্বতী মন্ত্র	১৮১
অলৌকিক শক্তি লাভে ভদ্রকালী মন্ত্র	১৮২
কামনা সিদ্ধি তারা মন্ত্র	১৮২
কার্যসিদ্ধি উগ্রতারা মন্ত্র	১৮২
মামলা ও বিবাদে জয় লাভার্থ শ্যামা মন্ত্র	১৮৩
রাজকার্যে সাফল্য ও বন্দীমুক্তি ছিন্নমস্তা মন্ত্র	১৮৩
স্তম্ভনে বগলামুখী মন্ত্র	১৮৪
স্বপ্নযোগে গুপ্ত সংবাদ জ্ঞাত হবার জন্য বারাহী মন্ত্র	১৮৪
বাক্‌সিদ্ধি ও বিদ্যালাভে শারদা মন্ত্র	১৮৫
বীর্যস্তম্ভন কামেশ্বরী মন্ত্র	১৮৫
সন্তান ও স্ত্রী সুখে গৌরী মন্ত্র	১৮৫
ত্রৈলোক্য মোহনে গৌরী মন্ত্র	১৮৬
অন্নভাব ও দুঃখনাশক অন্নপূর্ণা মন্ত্র	১৮৬
ধনৈশ্বর্য লাভে কুলবাগীশ্বরী মন্ত্র	১৮৭
ধনৈশ্বর্য লাভার্থ ইন্দ্রাক্ষী মন্ত্র	১৮৭
অতীত রহস্য জ্ঞাতার্থ মাতঙ্গী মন্ত্র	১৮৭
অতীত রহস্য জ্ঞাতার্থ উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী মন্ত্র	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শুভাশুভ জ্ঞতাকারী রক্তাবতী মন্ত্র	১৮৮
সর্বসিদ্ধিপ্রদ ত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্র	১৮৯
শত্রুনাশ ও শত্রুজয় জ্বালামুখী মন্ত্র	১৯০
লক্ষ্মীপ্রদ রুক্মিণী মন্ত্র	১৯০
গুপ্তধন সন্ধানের পদ্মাবতী বিদ্যামন্ত্র	১৯০
স্বপ্নবতী বিদ্যামন্ত্র (প্রথম প্রকার)	১৯১
ঐ (দ্বিতীয়প্রকার)	১৯১
প্রশ্নের উত্তর শ্রবণার্থ শ্রুতদেবী মন্ত্র	১৯১
ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি নিমিত্ত রত্নেশ্বরী মন্ত্র	১৯১
সুবর্ণাদি বৃদ্ধির হৈমবতীস্বরী মন্ত্র	১৯২
শত্রুনাশক শক্তি মন্ত্র	১৯২
সম্পত্তিদাতা ভুবনেশ্বরী মন্ত্র	১৯২
আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভার্থ প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র	১৯২
শত্রুনাশকারী সাম্ভরী মন্ত্র	১৯৩
পাপনাশক গঙ্গা মন্ত্র	১৯৩
আকর্ষণে সুমুখীদেবী মন্ত্র	১৯৩
মোক্ষপ্রদ মণিকর্ণিকা মন্ত্র	১৯৩
শান্তিপ্রদ ও দুঃখনাশক গোপাল মন্ত্র	১৯৪
বসন্ত নাশক শীতলা মন্ত্র	১৯৪
অর্থ লাভার্থ রুক্মিণীবল্লভ মন্ত্র	১৯৪
জ্ঞানলাভার্থ ব্যাস মন্ত্র	১৯৪
জয়প্রদ ও রক্ষাকারী কলাগ্নিরুদ্রমন্ত্র	১৯৪
সহসা অর্থ-লাভার্থ কুবের মন্ত্র	১৯৫
জয় লাভার্থ জয় মন্ত্র	১৯৫
অদৃশ্যকারী মন্ত্র	১৯৫
ভূ-নিম্নস্থ দ্রব্য দর্শনার্থ অঞ্জন মন্ত্র	১৯৫
সিদ্ধিদায়ক মদনাযক্ষিণী মন্ত্র	১৯৬
শান্তিদাতা মন্ত্র	১৯৬
পুত্র লাভার্থ শ্রীগোপাল মন্ত্র	১৯৬
যক্ষসিদ্ধি মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	১৯৭
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	১৯৭
গুপ্তধন দর্শন মন্ত্র	১৯৭
গায়ত্রী মন্ত্র বা ব্রহ্ম মন্ত্র	১৯৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
যক্ষিণী সাধন	১৯৮
হংসী যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	১৯৮
স্মশান যক্ষিনী সাধন মন্ত্র	১৯৯
ঘণ্টা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	১৯৯
ভিক্ষিণী যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	১৯৯
বিভ্রমা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	১৯৯
জনরঞ্জিনী যক্ষিণী মন্ত্র	১৯৯
মহামায়া যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	২০০
মদনা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	২০০
বিচিত্র যক্ষিণী সাধন মন্ত্র	২০০
পদ্মিনী–সাধনা	২০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ — বিভিন্ন কার্যের জন্য মন্ত্র প্রয়োগ	
সূচী বন্ধন মন্ত্র	২০১
অস্ত্রের ধার বন্ধন (প্রথম প্রকার)	২০২
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	২০২
অস্ত্র-শস্ত্র স্তম্ভন মন্ত্র	২০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
তলোয়ার স্তম্ভন মন্ত্র	২০৩
তোপ-স্তম্ভন মন্ত্র	২০৩
অগ্নি স্তম্ভন মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	২০৪
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	২০৪
ঐ (তৃতীয় প্রকার)	২০৪
ঐ (চতুর্থ প্রকার)	২০৫
কড়াই স্তম্ভন মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	২০৫
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	২০৫
তেল স্তম্ভন মন্ত্র	২০৬
অগ্নি স্তম্ভন মুক্তি মন্ত্র	২০৬
হাঁড়ি বন্ধন মন্ত্র	২০৬
কুস্তিতে জয়লাভ	২০৭
পয়সা ওড়ানো মন্ত্র	২০৮
বাঘ তাড়ানো মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	২০৮
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	২০৮
ঐ (তৃতীয় প্রকার)	২০৯
ঐ (চতুর্থ প্রকার)	২০৯
ঐ (পঞ্চম প্রকার)	২১০
ঐ (ষষ্ঠ প্রকার)	২১০
পাথর বর্ষণ মন্ত্র	২১১
পথে সাপ চোর প্রভৃতির ভয় নাশ	২১১
সাপ তাড়ানো মন্ত্র	২১১
ইঁদুর ও শূয়ার তাড়ানো মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	২১২
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	২১২
ঐ (তৃতীয় প্রকার)	২১২
ঐ (চতুর্থ প্রকার)	২১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাজ, সাপ, বাঘ ও চোর ভয় নাশক মন্ত্র	২১৩
ঠুন্‌কা ঝাড়ন মন্ত্র	২১৩
চক্ষু ঝাড়ন মন্ত্র	২১৩
চক্ষুরোগ নাশক মন্ত্র	২১৪
চক্ষু ওঠা ঝাড়ন মন্ত্র	২১৪
রাতকানা রোগনাশক মন্ত্র	২১৪
কর্ণমূল নাশক মন্ত্র	২১৫
দাঁতের বেদনানাশক মন্ত্র (প্রথম প্রকার)	২১৬
পেট কামড়ানি নাশক নুন পড়া	২১৬
পেট কামড়ানি নাশক মন্ত্র	২১৭
মূর্চ্ছা রোগ নাশক মন্ত্র	২১৭
ফোড়ার মাটি পড়া	২১৮
নালি-ঘা আরোগ্যের মন্ত্র	২১৯
রক্তামাশয় নাশক জলপড়া	২২০
পোড়া-ঘা আরোগ্যের তেল পড়া	২২০
ঘা-ভারা নাশক মন্ত্র	২২১
ভারা ঘায়ের রোগীর জ্বর নাশক মন্ত্র	২২১
সপ্তম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
তন্ত্রোক্ত প্রভাবশালী মন্ত্রাদি	২২২
অর্থ বৃদ্ধি প্রদ মন্ত্র	২২৩
ধনদায়ক কুবের-মন্ত্র	২২৩
উপার্জন বৃদ্ধিকারক মন্ত্র ও যন্ত্র	২২৩
করালিনী মন্ত্র	২২৪
গণেশ মন্ত্র ও যন্ত্র	২২৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গণেশ মন্ত্র	২২৪
গণেশের ধ্যান	২২৫
উচ্ছিষ্ট গণপতি মন্ত্র	২২৫
তৈলোক্য মোহন গণেশ মন্ত্র	২২৬
সিদ্ধি বিনায়ক মন্ত্র	২২৭
ঋণমোচক গণেশ মন্ত্র	২২৮
শক্তি বিনায়ক মন্ত্র	২২৮
লক্ষ্মী-গণেশ মন্ত্র	২২৯
হরিদ্রাগণেশ মন্ত্র	২৩০
ষড়ক্ষর গণেশ মন্ত্র	২৩০
সূর্য্য মন্ত্র	২৩১
সূর্য যন্ত্র প্রয়োগ	২৩২
বিষ্ণু মন্ত্র	২৩৩
বিষ্ণু যন্ত্র প্রয়োগ	২৩৩
বিষ্ণু যন্ত্র	২৩৩
দ্বিতীয় প্রকার	২৩৪
দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র বা বাসুদেব মন্ত্র	২৩৪
ষড়ক্ষর শিব মন্ত্র	২৩৫
শিব মন্ত্র	২৩৬
অষ্টাক্ষর শিবমন্ত্র	২৩৬
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	২৩৭
মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র	২৩৭
ত্র্যম্বক মন্ত্র	২৩৮
রুদ্র মন্ত্র	২৩৯
ত্বরিত রুদ্রমন্ত্র	২৩৯
রাম মন্ত্র	২৪০
দশাক্ষর রাম মন্ত্র	২৪০
কৃষ্ণ মন্ত্র	২৪১
নৃসিংহ মন্ত্র	২৪১
বরাহ মন্ত্র	২৪২
লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র	২৪২
হনুমান মন্ত্র	২৪৩
দশাক্ষর বীর সাধন মন্ত্র	২৪৩
দ্বাদশাক্ষর হননুমান মন্ত্র	২৪৪
অষ্টাদশাক্ষর হনুমান মন্ত্র	২৪৫
বিপদনাশক বটুক মন্ত্র	২৪৫
স্বর্ণ-আকর্ষণ ভৈরব মন্ত্র	২৪৫
বাধা বিনাশক ক্ষেত্রপাল মন্ত্র	২৪৬
কামদেব মন্ত্র	২৪৭
অর্থ লাভার্থ কুবের মন্ত্র	২৪৭
বরুণ মন্ত্র	২৪৮
ষোড়শাক্ষর কুবের মন্ত্র	২৪৮
ধর্মরাজ (যম) মন্ত্র	২৪৮
ঘন্টাকর্ণ মন্ত্র	২৪৯
শান্তিকর্মে গরুড় মন্ত্র	২৪৯
গরুড়মালা মন্ত্র	২৪৯
চরণায়ুধ মন্ত্র	২৫০
পুত্রলাভার্থ মন্ত্র	২৫০
পুত্রপ্রাপ্তি মন্ত্র	২৫০
কার্তবীর্য মন্ত্র	২৫১
চিত্রগুপ্ত মন্ত্র	২৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য	২৫১
দেবী-মহাত্ম অন্তর্গত কয়েকটি জপ মন্ত্র	**২৫৪**
সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভের জন্য	২৫৪
বাধা-বিঘ্ন নাশ জন্য	২৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্বপ্রকার ব্যাধি নিরাময় জন্য	২৫৫
বাধামুক্তি ও পুত্র-অর্থাদি লাভার্থ	২৫৫
ভক্তি লাভার্থ	২৫৫
শূলরোগ নিরাময় নিমিত্ত	২৫৫
মারীভয় নিবারণার্থ	২৫৫
বিশ্বের মঙ্গলার্থে	২৫৬
মোক্ষ লাভার্থ	২৫৬
মনোমত স্ত্রী লাভার্থ	২৫৬
শত্রুনাশ জন্য	২৫৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
শ্রীশ্রীদুর্গা মন্ত্র ও যন্ত্র	২৫৭
দুর্গা যন্তম্ (প্রথম প্রকার)	২৫৭
দুর্গা স্তোত্রম্	২৬০
শ্রীশ্রীদুর্গা কবচম্	২৬১
শ্রীশ্রীদুর্গা নবাক্ষর মন্ত্র ও প্রয়োগ	২৬২
নবাক্ষর বশীকরণ মন্ত্র	২৬৩
নবাক্ষর মোহন মন্ত্র	২৬৩
নবাক্ষর স্তম্ভন মন্ত্র	২৬৩
নবাক্ষর বিদ্বেষণ মন্ত্র	২৬৩
নবাক্ষর মারণ মন্ত্র	২৬৪
দেবী দর্শনার্থ দুর্গা মন্ত্র	২৬৪
দশ মহাবিদ্যা বর্ণনা	২৬৫
নব্যক্ষর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহামন্ত্র	২৬৫
নবদুর্গা	২৬৫
অষ্টম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
দশ মহাবিদ্যা সাধনা	২৬৬
কালিকা সাধন	২৬৬
কালিকা যন্ত্র ও মন্ত্র	২৬৬
পূজাবিধি	২৬৭
কালীর ধ্যান	২৭১
একাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান	২৭২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তারা সাধনা	২৭৩
তারা ধ্যানম্	২৭৩
ষোড়শী সাধনা	২৭৫
ষোড়শীর ধ্যানম্	২৭৭
ভুবনেশ্বরী সাধনা	২৭৭
ভুবনেশ্বরী ধ্যানম্	২৭৮
ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের ফল	২৭৮
ত্রিপুর ভৈরবী সাধনা	২৮০
ত্রিপুর ভৈরবী ধ্যানম্	২৮০
মন্ত্র ফল	২৮২
ছিন্নমস্তা সাধনা	২৮২
ছিন্নমস্তা ধ্যানম্	২৮৩
ধূমাবতী সাধনা	২৮৫
ধূমাবতী ধ্যানম্	২৮৬
ধূমাবতী মন্ত্রের ফল	২৮৬
বগলামুখী সাধনা	২৮৮
বগলামুখী ধ্যানম্	২৯০
মাতঙ্গী সাধনা	২৯১
মাতঙ্গী ধ্যানম্	২৯৩
কমলাত্মিকা সাধনা	২৯৩
কমলাত্মিকার ধ্যানম্	২৯৫
পুরশ্চরণ ক্রিয়া	২৯৭
কমলাত্মিকা স্তোত্রম্	২৯৯
কমলাত্মিকা কবচম্	২৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
লক্ষ্মী-গণপতি প্রয়োগ	৩০২
লক্ষ্মী-গণপতি প্রয়োগ বিধি (প্রথম প্রকার)	৩০২
ধ্যানম্	৩০৩
মঙ্গল কামনায় প্রয়োগ	৩০৪
গণপতির দ্বাদশ নাম স্তোত্রম্	৩০৪
সর্বরক্ষা নিমিত্ত্ প্রয়োগ	৩০৫
লক্ষ্মীলাভ হেতু প্রয়োগ	৩০৬
গণপতি স্তোত্রম্	৩০৬
শ্মশান কালিক মন্ত্র	৩০৬
ভদ্রকালী মন্ত্র প্রয়োগ	৩০৬
একাক্ষরী সরস্বতী মন্ত্র	৩০৭
সরস্বতী মন্ত্র	৩০৭
সরস্বতী ধ্যানম্	৩০৭
নীল সরস্বতী মন্ত্র	৩০৮
পঞ্চাক্ষর তারা মন্ত্র	৩০৮
বিদ্যামন্ত্র	৩০৮
বাগ্‌দেবী মন্ত্র	৩০৯
অন্তরীক্ষ সরস্বতী মন্ত্র	৩০৯
ভগমালিনী মন্ত্র	৩০৯
কামেশ্বরী মন্ত্র	৩০৯
লক্ষ্মী বীজ মন্ত্র	৩১০
চতুরক্ষর লক্ষ্মী মন্ত্র	৩১০
ধ্যানম্	৩১০
দশাক্ষর লক্ষ্মী মন্ত্র	৩১০
ধ্যানম্	৩১০
মহালক্ষ্মী মন্ত্র	৩১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধ্যানম্	৩১১
দ্বাদশাক্ষর মহালক্ষ্মী মন্ত্র	৩১২
সিদ্ধলক্ষ্মী মন্ত্র	৩১২
ধ্যানম্	৩১২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
মন্ত্র সিদ্ধির নিয়ম	৩১৩
শান্তি প্রয়োগ	৩১৫
শান্তি স্তোত্রম্	৩১৫
বহু দেব-দেবীর গায়ত্রী	৩১৬
প্রকারান্তর	৩১৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালীমন্ত্র	৩১৮
ধনদা প্রয়োগ	৩১৮
ধ্যানম্	৩২০
সিদ্ধ লক্ষী স্তোত্রম্	৩২২
প্রর্থনা মন্ত্র	৩২৩
ধ্যানম্	৩২৪
কর্ণপিশাচিনী প্রয়োগ বিধি	৩২৪
কর্ণপিশাচিনী ধ্যানম্	৩২৪
কর্ণপিশাচিনী অন্যান্য প্রয়োগ মন্ত্র	৩২৫
কর্ণপিশাচিনী পিণ্ডমন্ত্র	৩২৫
সিদ্ধ কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র	৩২৫
ধ্যানম্	৩২৬
অষ্টাদশাক্ষর কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র	৩২৬
কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র	৩২৬
ঐ (প্রথম প্রকার)	৩২৭
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	৩২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঐ (তৃতীয় প্রকার)	৩২৭
ঐ (চতুর্থ প্রকার)	৩২৭
বৃহৎ কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র	৩২৮
বার্তালী মন্ত্র	৩২৮
বিপ্রচাণ্ডালিনী মন্ত্র	৩২৮
প্রেত সাধনা	৩২৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
নানাপ্রকার চেটক প্রয়োগ বিধি	৩২৯
নানা সিদ্ধি চেটক	৩২৯
বট্-যক্ষিনী চেটক	৩৩০
সাগর চেটক	৩৩০
লিঙ্গ চেটক	৩৩০
কালিকা চেটক	৩৩০
রতিরাজ চেটক	৩৩১
তস্বর গ্রহণ চেটক	৩৩১
ফেৎকারিণী চেটক	৩৩১
দর্শনশক্তি লাভার্থ চেটক	৩৩২
স্বর্ণসিদ্ধি চেটক	৩৩২
চোর ধরা চেটক	৩৩২
রোগনাশক প্রত্যঙ্গিরা মন্ত্র	৩৩৩
চুরি নিবারণ মন্ত্র	৩৩৩
প্রেত-বাধা নাশক মন্ত্র	৩৩৩
জ্বর বিনাশক মন্ত্র	৩৩৪
নজর নাশক মন্ত্র	৩৩৪
সর্প বিষ ঝাড়ন মন্ত্র	৩৩৫
বৃশ্চিক বিষ ঝাড়ন মন্ত্র	৩৩৫
সুখ প্রসব মন্ত্র	৩৩৫
নবম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
অত্যন্ত শক্তিশালী কতকগুলি তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ (পূজাবিধি সহ)	৩৩৬
শ্মশান-কালিকা প্রয়োগ	৩৩৬
সংক্ষিপ্ত পূজাবিধি	৩৩৬
শ্মশান-কালিকা ধ্যানম্	৩৩৭
আবরণ পূজা	৩৩৮
শ্মশান-কালিকার দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র	৩৩৯
গুহ্য কালিকা প্রয়োগ	৩৩৯
নবাক্ষর বা নবার্ণ গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪০
চতুর্দশাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪০
ষোড়শাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪০
সপ্তদশাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪০
একবিংশত্যক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪১
বিশেষ কয়েকটি গুহ্যকালী মন্ত্র	৩৪১
ভদ্রকালী প্রয়োগ বিধি	৩৪১
ভদ্রকালী ধ্যান	৩৪২
ষোড়শাক্ষর ভদ্রকালী মন্ত্র	৩৪২
ষোড়শাক্ষর দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র	৩৪২
বিংশত্যক্ষর ভদ্রকালী মন্ত্র	৩৪৩
মহাকালী সাধনা	৩৪৩
মহাকালীর ধ্যান	৩৪৩
শ্রীশ্রীকালী কীলকম্	৩৪৫
অথ কীলকম্	৩৪৫
শ্রীশ্রীকালিকা অর্গলম্	৩৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
বগলামুখী প্রয়োগ	৩৫০
বগলামুখী পূজা যন্ত্র	৩৫১
শ্রীশ্রীবগলা ধ্যানম্	৩৫১
মতান্তরে ধ্যানম্	৩৫১
শ্রীশ্রীবগলামুখী গায়ত্রী	৩৫২
ষড়ত্রিংশত্যক্ষরী বগলা মন্ত্র	৩৫২
দেবীর সংক্ষিপ্ত পূজা	৩৫২
তন্ত্রোক্ত বিশেষ প্রকার ন্যাস	৩৫৩
পীঠপূজা	৩৫৩
পুরশ্চরণ	৩৬০
বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ	৩৬১
স্তম্ভন যন্ত্র	৩৬১
শ্রীশ্রীবগলামুখী স্তোত্রম্	৩৬৩
শ্রীশ্রীবগলামুখী কবচম্	৩৬৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বীজযুক্ত শ্রীসূক্ত	৩৬৯
প্রয়োগ বিধি	৩৭০
ধ্যানম্ (প্রথম প্রকার)	৩৭২
ঐ (দ্বিতীয় প্রকার)	৩৭২
ঐ (তৃতীয় প্রকার)	৩৭৩
ঐ (চতুর্থ প্রকার)	৩৭৩
শ্রীসূক্তম্	৩৭৩
লক্ষ্মী সূক্তম্	৩৭৫
পাঠফলম্	৩৭৫
ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র	৩৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশম অধ্যায়	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যন্ত্রপ্রকরণ	৩৭৭
পঞ্চদশী যন্ত্র ও প্রয়োগ	৩৭৭
পুরশ্চরণ বিধি	৩৭৯
যন্ত্রের স্বরূপ	৩৮১
প্রয়োগ বিধি	৩৮১
স্তোত্রম্	৩৮৩
ধ্যানম্	৩৮৬
বর্ণ অনুযায়ী যন্ত্রের শুভাশুভ ফল	৩৮৭
কয়েকটি যন্ত্রসিদ্ধি প্রণালী	৩৮৯
বিভিন্ন প্রকার বিশাংক যন্ত্র ও তার প্রয়োগ	৩৮৯
শ্রীবিষ্ণু বিশাংক যন্ত্র	৩৯০
শ্রীকৃষ্ণ বিশাংক যন্ত্র	৩৯০
শ্রীদুর্গা নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র (১)	৩৯০
সিদ্ধ বিশাংক মন্ত্র	৩৯৩
নবকোষ্ঠা বিশংক যন্ত্র (১)	৩৯৩
ঐ (২)	৩৯৪
শ্রীমহালক্ষ্মী বিশাংক যন্ত্র	৩৯৪
লক্ষ্মীপ্রদ বিশাংক যন্ত্র	৩৯৫
লক্ষ্মীদাতা বিশাংক যন্ত্র	৩৯৬
ষট্‌কোণ বিশাংক যন্ত্র	৩৯৬
বিঘ্ননাশকারী যন্ত্র	৩৯৭
বালাত্রিপুরা যন্ত্র	৩৯৮
লক্ষ্মীদাতা বালাত্রিপুরা যন্ত্র	৩৯৯
ধ্যানম্	৩৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
বালা ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র	৩৯৯
নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র	৪০০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
তন্ত্র ও কামশাস্ত্র	৪০০
যৌনাঙ্গের পুষ্টি সাধন	৪০১
যৌনক্রিয়ায় মানুষ অতৃপ্ত কেন	৪০১
যৌনসুখের তন্ত্রোক্ত উপায়	৪০১
পুরুষেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা বাড়ানো	৪০২
বাজীকরণ তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি	৪০২
যোনি সঙ্কোচন পদ্ধতি	৪০৪
স্তন উন্নত করার পদ্ধতি	৪০৪
মুখের দুর্গন্ধ নাশ	৪০৪
দেহকান্তি বর্ধক প্রয়োগ	৪০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
গ্রহ প্রকরণ	৪০৫
সূর্যযন্ত্র প্রয়োগ	৪০৬
প্রাণ প্রতিষ্ঠা	৪০৮
চন্দ্র যন্ত্র প্রয়োগ	৪০৮
মঙ্গল যন্ত্র প্রয়োগ	৪০৯
বুধ যন্ত্র প্রয়োগ	৪১০
বৃহস্পতি যন্ত্র প্রয়োগ	৪১১
শুক্র যন্ত্র প্রয়োগ	৪১২
শনি যন্ত্র প্রয়োগ	৪১৩
রাহু যন্ত্র প্রয়োগ	৪১৪
কেতুযন্ত্র প্রয়োগ	৪১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
রত্ন, মূল ও ধাতু প্রকরণ	৪১৬
রত্নের উপরত্ন	৪১৬
রোগের ওপর রত্নের প্রভাব	৪১৬
গ্রহদোষে মূল ধারণ	৪১৮
মূল তোলার বিধি	৪১৮
মূল তোলার শুভদিন ও সময়	৪১৮
গ্রহদোষে ধাতু ধারণ	৪১৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
ধ্যানমালা	৪২০
সূর্য্যের ধ্যান	৪২০
চন্দ্রের ধ্যান	৪২০
মঙ্গলের ধ্যান	৪২০
বুধের ধ্যান	৪২১
বৃহস্পতির ধ্যান	৪২১
শুক্রের ধ্যান	৪২১
শনির ধ্যান	৪২১
রাহুর ধ্যান	৪২২
কেতুর ধ্যান	৪২২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
কবচমালা	৪২২
নবগ্রহ কবচম্	৪২২
সূর্য কবচম্	৪২৩
চন্দ্র কবচম্	৪২৫
মঙ্গল কবচম্	৪২৫
বুধ কবচম্	৪২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃহস্পতি কবচম্	৪২৭
শুক্র কবচম্	৪২৮
শনি কবচম্	৪২৯
রাহু কবচম্	৪৩০
কেতু কবচম্	৪৩১
গ্রহগণের জপ সংখ্যা	৪৩২
গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা	৪৩৩
গ্রহগণের নৈবেদ্য	৪৩৩
গ্রহগণের পূজাদ্রব্য	৪৩৩
গ্রহগণের সমিধ	৪৩৪
কবচ সংস্কার বিধি	৪৩৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
দ্বাদশ রাশি	৪৩৬
মেষ রাশি	৪৩৬
বৃষ রাশি	৪৩৭
মিথুন রাশি	৪৩৭
কর্কট রাশি	৪৩৮
সিংহ রাশি	৪৩৯
কন্যা রাশি	৪৩৯
তুলা রাশি	৪৪০
বৃশ্চিক রাশি	৪৪০
ধনু রাশি	৪৪১
মকর রাশি	৪৪১
কুম্ভ রাশি	৪৪২
মীন রাশি	৪৪৩
রাশি অনুসারে ব্যবহার্য রত্ন	৪৪৩
রাশি অনুসারে ব্যবহার্য ধাতু	৪৪৪
রাশি অনুসারে ব্যবহার্য মূল	৪৪৪
লগ্ন অনুসারে রত্নাদি ধারণ	৪৪৫
নক্ষত্র পরিচয়	৪৪৫
রাশিনাম নির্ণয়	৪৪৬
মনোস্কামনা সিদ্ধ কবচ	৪৪৭
সাধারণ কবচ শোধন বিধি	৪৪৮

—ঃ সূচীপত্র সমাপ্ত ঃ—

চিত্রসূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রী বশীকরণ যন্ত্র	৬৭	স্বপ্নভয় নাশকারী যন্ত্র	১০৭
স্ত্রী-পুরুষ বশীকরণ যন্ত্র	৬৮	সুখপ্রসব যন্ত্র	১৩৭
স্বামী বশীকরণ যন্ত্র	৬৯	শীঘ্রপ্রসব পঞ্চদশী যন্ত্র	১৩৮
রাজা বশীকরণ যন্ত্র	৬৯	পুত্রোৎপাদনে যন্ত্র	১৩৯
তন্ত্রোক্ত আকর্ষণ যন্ত্র	৭০	সর্পবিষ নাশকর যন্ত্র (১)	১৪৭
নারী আকর্ষণ যন্ত্র	৭৪	ঐ (২)	১৪৭
যাত্রা স্তম্ভন যন্ত্র	৭৯	সাপ তাড়ানো যন্ত্র	১৪৮
মুখ স্তম্ভন যন্ত্র	৮০	শিশুর কান্না শান্তি যন্ত্র	১৫৫
অগ্নি স্তম্ভন যন্ত্র	৮০	ভূত-প্রেত ভয় নাশক যন্ত্র	১৫৯
শত্রু বিদ্বেষণ যন্ত্র	৮২	ভূত-প্রেত নাশকারী যন্ত্র	১৬৬
বন্ধু বিদ্বেষণ যন্ত্র	৮৩	ভূত-নাশকারী যন্ত্র	১৬৬
সর্বতোভদ্র		ভূতাবেশ দূরীকরণ যন্ত্র	১৬৭
লক্ষ্মী লাভার্থ যন্ত্র	৯১	পদ্মিনী-সাধনা যন্ত্র	২০১
লক্ষ্মীপ্রদ যন্ত্র (১)	৯২	উপার্জন বৃদ্ধিকারক যন্ত্র	২২৪
ঐ (২)	৯২	গণেশ যন্ত্র	২২৫
অশান্তি নাশক যন্ত্র	৯৩	সূর্য্য যন্ত্র	২৩২
ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকারকসুশীলা যন্ত্র	৯৩	বিষ্ণু যন্ত্র	২৩৪
বাণিজ্য বৃদ্ধি যন্ত্র	৯৬	দুর্গা যন্ত্রম্	২৫৭
বাণিজ্য বৃদ্ধি লাখিয়া যন্ত্র	৯৬	ঐ	২৫৮
মামলায় জয় লাভার্থ যন্ত্র	৯৯	কালিকা যন্ত্র	২৬৭
বিজয়প্রদ যন্ত্র	১০০	কালিকা চিত্র	২৬৯
যোগিনী যন্ত্র (১)	১০২	তারা সাধনা যন্ত্র	২৭৩
ঐ (২)	১০৩	তারা চিত্র	২৭৪
ভাগ্য সুপ্রসন্নকারক যন্ত্র	১০৩	ষোড়সী সাধন যন্ত্র	২৭৫
শীঘ্র বিবাহ-দায়ক যন্ত্র	১০৫	ষোড়শী চিত্র	২৭৬
দুঃস্বপ্ন নাশকারী যন্ত্র	১০৬	ভুবনেশ্বরী সাধনা যন্ত্র	২৭৭

চিত্রসূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভুবনেশ্বরী চিত্র	২৭৯
ত্রিপুর ভৈরবী সাধনা যন্ত্র	২৮০
ত্রিপুর ভৈরবী চিত্র	২৮১
ছিন্নমস্তা সাধনা যন্ত্র	২৮৩
ছিন্নমস্তা চিত্র	২৮৪
ধূমাবতী সাধনা যন্ত্র	২৮৫
ধূমাবতী চিত্র	২৮৭
বগলামুখী সাধনা যন্ত্র	২৮৮
বগলামুখী চিত্র	২৮৯
মাতঙ্গী সাধনা যন্ত্র	২৯১
মাতঙ্গী চিত্র	২৯২
কমলাত্মিকা সাধনা যন্ত্র	২৯৪
কমলাত্মিকা চিত্র	২৯৮
মহালক্ষ্মী যন্ত্র	৩১১
শ্মশান-কালিকা যন্ত্র	৩৩৬
গুহ্য কালিকা যন্ত্র	৩৩৯
মহাকালী যন্ত্র	৩৪৩
বগলামুখী পূজা যন্ত্র	৩৫১
স্তম্ভন যন্ত্র	৩৬২
পঞ্চদশী যন্ত্রের স্বরূপ	৩৮১
পঞ্চদশী যন্ত্র	৩৮৬
বর্ণ অনুযায়ী যন্ত্রের শুভাশুভ ফল	৩৮৭
ঐ	৩৮৮
ঐ	৩৮৯
শ্রীকৃষ্ণ বিশাংক যন্ত্র	৩৯০
শ্রীদুর্গা নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র	৩৯১
ঐ	৩৯২
ঐ	৩৯২
সিদ্ধ বিশাংক যন্ত্র	৩৯৩
নবকোষ্ঠা বিশাংক যন্ত্র (১)	৩৯৩
ঐ (২)	৩৯৪
শ্রীমহালক্ষ্মী বিশাংক যন্ত্র	৩৯৫
লক্ষ্মীপ্রদ বিশাংক যন্ত্র	৩৯৫
লক্ষ্মীদাতা বিশাংক যন্ত্র	৩৯৬
ষট্‌কোণ বিশাংক যন্ত্র	৩৯৭
বিঘ্ননাশকারী যন্ত্র	৩৯৭
বালা ত্রিপুরা যন্ত্র	৩৯৮
লক্ষ্মীদাতা বালাত্রিপুরা যন্ত্র	৩৯৯
বালা ত্রিপুরা সুন্দরী যন্ত্র	৩৯৯
নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র	৪০০
সূর্য যন্ত্র	৪০৭
চন্দ্র যন্ত্র	৪০৯
মঙ্গল যন্ত্র	৪১০
বুধ যন্ত্র	৪১০
বৃহস্পতি যন্ত্র	৪১১
শুক্র যন্ত্র	৪১২
শনি যন্ত্র	৪১৩
রাহু যন্ত্র	৪১৪
কেতু যন্ত্র	৪১৫
মনোস্কামনা সিদ্ধ যন্ত্র	৪৪৭

চিত্রসূচী সমাপ্ত

অব্যর্থ
সর্ব্ব মনস্কামনা সিদ্ধ পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংক্ষিপ্ত তন্ত্র-পরিচয়

সকলেই হয়তো বলবেন—তন্ত্র কি ?

সংস্কৃতে এ সম্পর্ক বলা হয়েছে— 'তন্ত্র'। 'তন্' শব্দটি হলো—তনু, অর্থাৎ দেহ বা শরীর। আর 'ত্র' শব্দটি হলো—ত্রাণ বা রক্ষা। এই হলো 'তনত্র' অর্থাৎ তন্+ত্র=তন্ত্র। কথাটির বাংলা অর্থ হলো—যার সাহায্যে তনুকে ত্রাণ করা যায়, অর্থাৎ দেহ (শরীর)-কে রক্ষা করা যায়, তার নামই তন্ত্র। তন্ত্রের অন্যান্য দিকগুলি হলো—জন-কল্যাণ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, মন্ত্রানুষ্ঠান, জীবন-বিজ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির দিশারী।

অনেকেই বলেন—বেদের অনেক আগে তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। বেদ রচনাকালীন তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত ছিল না। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই তন্ত্র-মন্ত্র ও তার প্রভাব শুধু ভারতেই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও আদৃত হয়েছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারত

ইতিহাসের জন্মের বহুকাল আগে থেকেই ভারত নানারকম গবেষণা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে অগ্রসর ছিল। ভারতীয় যোগের যে কত শক্তি— সে কথা আজ আর কারও অবিদিত নয়। ভারতীয় যোগের প্রভাব দেখে সারা বিশ্ব আজ বিস্মিত। তারই ফলস্বরূপ আজ সারা বিশ্বে যোগাসন ও যোগ-ব্যায়ামের শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

সূক্ষ্মদর্শী আর্য ঋষিগণের চিন্তা ছিল খুবই প্রখর। তারফলে বিজ্ঞানীগণও মাথা নত করেছিলেন। বনচারী ঋষিগণ বনের ফলমূল খেয়ে দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকতেন কি

ভাবে!— সে কথা চিন্তা করে আজ সারা বিশ্ব বিস্মিত। বর্তমানে আমরা নানারকম উপাদেয় খাদ্য, খাদ্যপ্রাণ খেয়েও স্বল্পায়ু— এটা সকলেরই ভেবে দেখার বিষয়। প্রচণ্ড শীতে যখন আমরা লেপ-কম্বল গায়ে দিয়ে কাঁপতে থাকি, তখন একজন যোগী নগ্ন দেহে হিমালয়ের বরফে অবিচলিত ভাবে বসে আছেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্মকে তাঁরা জয় করেছেন।

মন্ত্র ও তার প্রভাব

মন্ত্র হলো শব্দ বা শব্দের সমষ্টি। কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ অক্ষর ও শব্দের সমষ্টিগত গুণ আছে যে, যাকে বার বার বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে তার সংঘর্ষণে আবহাওয়ায় একটা বিশেষ প্রকার বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে মানসিক চিন্তাকে অভীষ্ট উদ্দেশ্যে পুষ্ট করতে থাকে, এই শব্দই হলো মন্ত্র। এই মন্ত্র সাধকের ইচ্ছা পূরণ করে। এই মন্ত্রের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, আবার মন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছাশক্তিও প্রবল হয়। কাজেই উভয়ের উভয়েই পরিপূরক, তাই মন্ত্র সাধনা করতে হয়।

মন্ত্র হলো ভারতের সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণের একটায় অসীম প্রভাবশালী উপলব্ধি। তাঁরা মননবৃত্তির উপর নির্ভর করেই মন্ত্র রচনা করেছিলেন। মনন দ্বারা পেয়েছিলেন বা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মন্ত্র নাম হয়েছে। সাহিত্য অন্তর্গত শব্দ হলো মন্ত্র। মূল অক্ষর এবং বীজ, তার ধ্বনি বা শব্দের প্রভাব এবং তারও তারতম্যের আনুষঙ্গিক সমস্ত বিশ্লেষণ করেই 'মন্ত্র' বিদ্যার বিকাশ। কাজেই মন্ত্র যে শক্তিহীন নয়, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

মন্ত্র এবং তার উপজীব্য হলো যন্ত্র-তন্ত্র। এরই মাধ্যমে প্রাচীন ঋষিগণ মোক্ষ ও মহাসমাধি লাভ করতেন। অপরদিকে এই ভৌতিক জগতে এর প্রয়োগের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধিগুলিও লাভ করতেন। সাধকগণ সবার হিত সাধনের জন্য এই সব প্রয়োগ করতেন, আবার কেউ নিজস্বার্থেও প্রয়োগ করতেন। তবে একটা কথা বলা যায়— তাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তা জনকল্যাণেই প্রয়োগ করতেন, স্বার্থপরের ন্যায় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নয়।

যন্ত্র

পরবর্তীকালে 'মন্ত্র' তিনটি রূপে প্রকাশ লাভ করে। প্রথম হলো মন্ত্র, দ্বিতীয় যন্ত্র এবং তৃতীয় তন্ত্র। মন্ত্রের বিষয় এর আগেই বলেছি। এবার 'যন্ত্রের' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করছি।

এই যন্ত্র পদ্ধতিটি কোনও ভৌতিক পদার্থবাদীর সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে। যন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে জপ করতে হয়। যন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে সাধক মন্ত্র জপের সঙ্গে নানা রকম চিত্রের মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। এই সব চিত্রের রেখা, অঙ্ক, বিন্দু ও সেইসঙ্গে শব্দ সংযোজন করে, ধাতুনির্মিত পাত্র, ভূর্জপত্র কিংবা অপর কোনও বস্তুর উপরে যন্ত্র অঙ্কন করতে হয়। এতে তিনটি প্রভাব একত্রে সক্রিয় হয়ে অসীম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেমন—মন্ত্র জপের দ্বারা উদ্ভুত ধ্বনি বা শব্দের প্রভাব (Sound)। যন্ত্রে লিখিত অঙ্ক ও রেখার প্রভাব বা দর্শন প্রভাব। ধাতব বা অন্য কোনও বস্তুর ভৌতিক প্রভাব। যথাযথ নিয়মে তৈরী যন্ত্র কোনও স্থানে রাখলে, ধারণ করলে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে টাঙিয়ে রাখলে মন্ত্র প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এটি অত্যন্ত ফলপ্রদ।

তন্ত্র সাধকগণ মহাদেবকে নিজেদের আদিদেব বলে স্বীকার করেন। এর কারণ—তন্ত্রশাস্ত্র হলো স্বয়ং শিব শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন ভাবে এই তন্ত্রকে সকল সম্প্রদায়ই মান্য করে চলেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায়— খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার প্রায় দু'হাজার বছর আগে তন্ত্র-গ্রন্থসমূহের রচনা শুরু হয়েছিল। দেড় হাজার বছর আগে তন্ত্র শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছড়িয়েছিল। বর্তমানে অনেক দুর্লভ তন্ত্রমন্ত্র বা পাণ্ডুলিপি বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বিদেশীরা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও শ্রীকে নষ্ট করার জন্যই—শুধু তন্ত্রশাস্ত্রই নয়, আরও বহু অমূল্য গ্রন্থ অগ্নিদগ্ধ করে নষ্ট করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরু ও শিষ্য লক্ষণ

সমস্ত শিক্ষা বিষয়েই গুরুর প্রয়োজন। গুরু ছাড়া জ্ঞানলাভ অসম্ভব। সেজন্যই বলা হয়েছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ গুরুদেবই জ্ঞানরূপ কজ্জ্বল শালাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে তিনিই জ্ঞানচক্ষু প্রদান করেন। সেই গুরুকে প্রণাম করি। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে পথ প্রদর্শকরূপে গুরুর প্রয়োজন। তাঁর আদেশ উপদেশ মেনে এগিয়ে যেতে হবে

সাধন পথে।

আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক অথবা অন্য কোনও কাজই হোক, তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে গুরুর প্রয়োজন। গুরুর কৃপা, তাঁর পথ নির্দেশনা সাধন পথের সম্বল বলে জানতে হবে। যিনি কঠোর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন, এইরকম সিদ্ধপুরুষই হলেন গুরু। তবে বর্তমানে এইরকম সিদ্ধপুরুষ দুর্লভ, থাকলেও তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। ক্বচিৎ কখনও কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরকম গুরুর সন্ধান পান।

এই রকম সিদ্ধ মহাপুরুষের সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তন্ত্রস্রষ্টা মহাদেবকে মানসিক গুরুরূপে মেনে নিয়ে সাধনা করতে হবে। সাধন সম্পর্কের গ্রন্থাদি পাঠ করে, সেইরকম নিয়মগুলি ও আচার-অনুষ্ঠান করতে হয়।

সাধককে উপযুক্ত গুরু বেছে নিতে হয়। এজন্য, অরণ্যচারী বা গুহাবাসী সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী, বা মঠাধ্যক্ষের প্রয়োজন হয় না। যে কোনও সদ্‌গুণসম্পন্ন সংসারী মানুষ গুরু হতে পারেন। এজন্য তাঁর নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক।

১। শিষ্যের আপন দেশবাসী, ঈশ্বরবিশ্বাসী, নিত্য-পূজা পাঠকারী এবং বর্ণাশ্রমানুযায়ী কোনও আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে, সেই অনুযায়ী আচরণকারী হতে হবে।

২। সদাচারী, সত্যভাষী, শান্ত-সৌম্য ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার।

৩। যাঁর মনে লোভ, ক্রোধ, হিংসা, ছলনা নেই, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত, সহজ, সরল, পবিত্র জীবন-যাপন করেন, তিনি গুরু পদবাচ্য।

৪। যিনি চরিত্রগত দুর্বলতা, বিলাসিতা, প্রসাধন প্রিয়, চঞ্চলতা থেকে মুক্ত, তিনিই গুরুপদ বাচ্য।

৫। যিনি সামাজিক কুসংস্কার মুক্ত, রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র কিছুতেই লিপ্ত নন, তিনিই গুরু হবার যোগ্য।

৬। আশ্রমনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সংযমী, শাস্ত্রাধ্যায়নকারী, স্থিরচিত্ত ও মৃদুভাষী গুরু হবার যোগ্য।

৭। নম্র, বিনয়ী, ব্রাহ্মণের ধর্ম পালনকারী, মেধাবী, আস্থাবান, বিবেকী গুরু হবার যোগ্য।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত চিহ্ন বা ব্যাধি থাকলে তাকে গুরুপদে বরণ করা যায় না। যেমন—

১। পঙ্গু, একচক্ষু, খঞ্জ, এক হাতবিশিষ্ট অঙ্গহীন ব্যক্তি গুরুর যোগ্য নয়।

২। যার দেহে শ্বেতী বা শ্বেতকুষ্ঠ আছে।

৩। অধিক অঙ্গযুক্ত। ৪। বিকৃতাঙ্গ। ৫। ছলনাকারী, প্রতারক, বিলাসী, শঠ, লোভী, আলসী। ৬। অমিতাহারী, ভোজনবিলাশী। ৭। গুরুনিন্দাকারী, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, অজ্ঞাতকুলশীল, দম্ভী, অজ্ঞানী, অশিক্ষিত। ৮। কুৎসিত দেহধারী, বিকৃত নখ, চক্ষুদোষ ও কালো দন্তযুক্ত। ৯। চরিত্রহীন, বিষয়ভোগী, কলহপ্রিয়, তার্কিক, অভিশাপ গ্রস্ত, বেশী কথাবলে, ধূর্ত, অবিশ্বাসী, নিত্যকর্মে বিমুখ। ১০। দয়া-মায়াহীন, কর্কশ-স্বরযুক্ত, নারীচর্চাকারী, বিষয়লোভী, সঞ্চয়ী, অপরাধী, ক্ষমা ও দয়াহীন।

উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণ পাতকী হয়। এই সব অশুভ লক্ষণ থাকলে তাদের সংস্পর্শে আসাও পাপ, এদের গুরু করা যায় না।

দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

উপযুক্ত গুরু পাওয়া গেলে দীক্ষা গ্রহণ করবেন। দীক্ষা অর্থে গুরুকর্তৃক মন্ত্রোপদেশ। গুরুদেব দীক্ষাদান করার সঙ্গেই শিষ্যকে সাধনা সম্পর্কে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়ে দেন। সাধনা একপ্রকার নয়— বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাধনা আছে। গুরু শিষ্যকে সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করে শিষ্যের পাশে থেকে তাকে নির্দেশ দেন এবং বিপদাপন্ন হলে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। শিষ্যকেও গুরুর আদেশ যথাযথ পালন করতে হয়। গুরু কাছে থাকলে কোনও বাধাই শিষ্যকে তার সাধনভ্রষ্ট করতে পারে না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার— দীক্ষা গ্রহণ যখন-তখন হয় না, তার জন্য প্রথমে মুহূর্ত নির্ণয় করতে হবে, তারপর মাস, পক্ষ, তিথি, দিন, লগ্ন, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতি বিচার করে দেখতে হবে।

মুহূর্ত ও তার প্রভাব

দিবা-রাত্রির এক-একটি অংশ এক এক প্রকার বিশেষ শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, একেই বলা হয় মুহূর্ত প্রভাব। প্রহর, ঘন্টা, পল পর্য্যন্ত একটা না একটা বিশেষ প্রভাব যুক্ত হয়। আবার সেইসব প্রভাব বা শক্তি প্রত্যেকটি কাজেই সহায়ক হয় না। কাজেই বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন মুহূর্তের দরকার হয়ে পড়ে। যে মুহূর্তে চলা কাজ নির্বিঘ্ন

ও ফলদায়ক হয়, সেটিই হলো শুভমুহূর্ত। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যে মুহূর্তে ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান করলে নানাপ্রকার বিঘ্ন দেখা দেয় এবং কাজে অসাফল্য দেখা দেয়, তাকে বলা হয় অশুভ মুহূর্ত।

অনুকূল মুহূর্তে সাধনা শুভ ও ফলদায়ক। প্রতিকূল মুহূর্তের সাধনা শুধু নিষ্ফলই নয়, সাধকের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কি প্রাণহানিও হতে পারে। এই মুহূর্তেই প্রয়োজন হয় গুরুর।

পক্ষ নির্ণয়—মুহূর্ত নির্ণয়ের পরেই পক্ষ নির্ণয় করতে হবে। পক্ষ হলো দু'টি—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। প্রতি পক্ষে চন্দ্রের অবস্থিতি ১৫ দিন অন্তর হয়ে থাকে। এখন কোন্ পক্ষে কি কাজ ফলদায়ক, সে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

১। কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করলে—আধ্যাত্মিক লাভ, জ্ঞান লাভ, ঈশ্বর সামীপ্য, মোক্ষ লাভ হয়।

২। সাংসারিক ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, শুক্লপক্ষে দীক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

তিথি-নির্ণয়—পক্ষ নির্ণয় হবার পর তিথি নির্ণয় করার বিশেষ আবশ্যক। চন্দ্রকলার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডল ও সমূহ প্রাণীজগৎ প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে মানুষের মনের ওপর চাঁদের প্রভাব খুব বেশী। দীক্ষা গ্রহণের শুভ তিথিগুলি হলো—দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা।

দিন-নির্ণয়—তিথি নির্ণয় করে দিন নির্ণয় করতে হবে। দিন নির্ণয়ের জন্য শুভ দিনগুলি হলো—রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এ ছাড়া গুরুর আদেশ অনুসারে দিন নির্ণয় করতে হবে।

লগ্ন—দিন, তিথি, নির্ণয় করার পর লগ্ন নির্ণয়েরও বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য শুভলগ্ন বিচার করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শুভলগ্ন হলো—মেষ, কর্কট, বৃশ্চিক, তুলা, মকর এবং কুম্ভ প্রশস্ত লগ্ন।

নক্ষত্র—লগ্ন বিচার করে নক্ষত্র বিচার করতে হবে। শাস্ত্রে পুষ্যা নক্ষত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এ ছাড়া—হস্তা, অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতী, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা এবং শতভিষাও প্রশস্ত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনের ত্রয়োদশী (কৃষ্ণপক্ষের), কার্তিকমাসের শুক্লানবমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি শুভ।

কোন্ মাসে দীক্ষা গ্রহণের কি ফলাফল—চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণে নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। এই মাসটি গোপাল মন্ত্র গ্রহণের প্রশস্ত মাস।

এইভাবে বৈশাখে—অর্থলাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে— মারণ কর্ম। আষাঢ়ে— কুটুম্বহানি। শ্রাবণে—আয়ুবৃদ্ধি। ভাদ্রে—সন্তানহানি। আশ্বিনে—রত্নলাভ অর্থাৎ অর্থলাভ। কার্তিক ও অগ্রহায়ণে—মন্ত্রসিদ্ধি। পৌষে—বিদ্বেষণ। মাঘে—জ্ঞান, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য। ফাল্গুনে—মনোস্কামনা পূর্ণ।

দিনের প্রভাব— রবিবারে— অর্থবৃদ্ধি। সোমবারে— শান্তিলাভ। মঙ্গলবারে—আয়ুনাশ। বুধবারে— সম্পত্তিলাভ। বৃহস্পতিবারে— জ্ঞানলাভ। শুক্রবারে— দুর্ভাগ্য। শনিবারে—অপযশ।

তিথির প্রভাব—তিথি অনুযায়ী চন্দ্র ও সূর্যরশ্মির প্রভাব পৃথিবীর ওপর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। সেজন্য বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন তান্ত্রিক কার্য করতে হয়। এখানে সে সম্পর্কে বলা হলো—

প্রতিপদে—অজ্ঞানতা। দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়ায়—বুদ্ধিভ্রংশ ও অজ্ঞানতা। চতুর্থীতে—অর্থহানি। পঞ্চমীতে—বুদ্ধির বিকাশ। ষষ্ঠীতে—বুদ্ধিনাশ। সপ্তমীতে—সুখবৃদ্ধি। অষ্টমীতে—মানসিক শক্তি বৃদ্ধি। নবমীতে—রোগ-ব্যাধিতে কষ্ট। দশমীতে—সম্মান লাভ। একাদশীতে—সদাচারী। দ্বাদশীতে—সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ। ত্রয়োদশীতে—অর্থনাশ। চতুর্দশীতে—জন্মান্তরে পক্ষীযোনি লাভ। অমাবস্যায়—কর্মনাশ। পূর্ণিমায়—ধর্মবৃদ্ধি।

যোগ প্রভাব—যত প্রকার যোগ আছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত ১৬টি যোগ দীক্ষাগ্রহণে শুভ। যেমন—

আয়ুষ্মান, প্রীতি, শোভন, বুদ্ধি, সৌভাগ্য, ধ্রুব, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সুকর্মা, বরীয়ান্, সাধ্য, সিদ্ধি, হর্ষণ, শুক্র।

দীক্ষাগ্রহণে শুভাশুভ নক্ষত্র

শুভ

অশ্বিনী—	মঙ্গলকারক।	হস্তা—	অর্থলাভ।
রোহিণী—	জ্ঞানবৃদ্ধি।	চিত্রা—	জ্ঞানলাভ।

মৃগশিরা—	সুখলাভ।
পুনর্বসু—	অর্থপ্রাপ্তি।
পুষ্যা—	শত্রুনাশ।
মঘা—	দুঃখনাশ।
পূর্বফল্গুনী—	ঐশ্বর্য ও বুদ্ধিলাভ।
উত্তরফল্গুনী—	জ্ঞানবৃদ্ধি।
স্বাতী—	শত্রুহানি।
অনুরাধা—	বন্ধুপ্রাপ্তি।
মূলা—	যশোলাভ।
শতভিষা—	বুদ্ধিলাভ।
পূর্ব ভাদ্রপদ—	সুখপ্রদ।
রেবতী—	যশোবৃদ্ধি।

অশুভ

ভরণী—	মৃত্যুতুল্য।
কৃত্তিকা—	দুঃখপ্রদ।
আর্দ্রা—	মিত্রহানি।
অশ্লেষা—	মৃত্যুতুল্য।
বিশাখা—	দুঃখপ্রদ।
জ্যেষ্ঠা—	পুত্রনাশ।
শ্রবণা—	দুঃখপ্রদ।
ধনিষ্ঠা—	দারিদ্রতা।

উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত আসন

১। **ভূম্যাসন**—শুধু মাটিতে বসে সাধনাতে সাধকের হানি হয় ও মানসিক কষ্ট হয়।
২। **পত্রাসন**—পাতার তৈরী আসনে সাধকের উদ্বেগ, ভ্রম ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়।
৩। **তৃণাসন**—ঘাস, লতা ইত্যাদির আসনে অর্থনাশ ও কীর্তিনাশ।
৪। **কাষ্ঠাসন**—কাষ্ঠের আসনে সাধকের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটে।
৫। **বংশ নির্মিত আসন** —এই আসনে সাধকের দুঃখ-দারিদ্র দেখা যায়।
৬। **চেয়ার বা বস্ত্রাসন**—এই আসনে সাধকের রোগ-ব্যাধি ও অশান্তি বৃদ্ধি।
৭। **প্রস্তরাসন**—পাথরে বসে সাধনা করলে সাধক পীড়াগ্রস্ত হয়।
৮। **মৃগচর্ম্ম**—এই আসন শ্রেষ্ঠ, এতে জ্ঞান ও সিদ্ধিলাভ হয়। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম খুবই প্রভাবশালী, কিন্তু এটি দুষ্পাপ্য।
৯। **ব্যাঘ্রচর্ম**—এই আসনে সাধকের দারিদ্রতা দূর হয়, মোক্ষলাভ হয়।
১০। **কম্বলাসন**—এই আসনে দেহ-মনের ক্লেশ নাশ করে সিদ্ধি দান করে।
১১। **বেত্রাসন**—বেত নির্মিত আসনে সাধক শান্তি লাভ করে।
১২। **কুশাসন**—এটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সুলভ ও সর্বকার্যে শুভ।

দীক্ষাগ্রহণে শুভস্থান

নিম্নলিখিত স্থানগুলি দীক্ষাগ্রহণে শুভ।

যে স্থলে গরু বাঁধা থাকে।	উপবন	পর্বত গুহা
গোশালা বা গোয়াল	নদীতট	গঙ্গাতীর
দেব মন্দির	তীর্থস্থান	পবর্ত শিখর
অরণ্য	তেতুঁলবৃক্ষ মূলে	শিবালয়।

অশুভ স্থান

চন্দ্রনাথ পর্বত	কন্যাগৃহ (শ্বশুরালয়)	সূর্যক্ষেত্র
মাতঙ্গ ক্ষেত্র	গয়াতীর্থ	বিরজাতীর্থ

চট্টগ্রাম

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—গুরু যদি আদেশ করেন, তবে যে কোনও স্থানে যে কোনও সময় দীক্ষাগ্রহণ করতে পারেন।

মালাজপ

দীক্ষা গ্রহণের পর সাধক যে কার্যে ক্রিয়াকলাপ বা জপাদি করবেন, তার বিভিন্ন মালা দ্বারা জপের নির্দেশ আছে। তন্ত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

১। মারণ, বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি কর্মে অর্থাৎ বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পদ্মবীজের মালায় জপ করতে হবে।

২। পুত্রলাভ কামনায় পত্রজীবের মালায় জপ প্রশস্ত।

৩। কামনাসিদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিক বা রাজসিক উদ্দেশ্যে রূপার মালা প্রশস্ত।

৪। পাপমুক্তির জন্য কুশমূলের গাঁঠ নির্মিত মালা প্রশস্ত।

৫। অর্থলাভ, লক্ষ্মীর কৃপা, আয়বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য মুগার মালা প্রশস্ত।

৬। ত্রিপুরসুন্দরী সাধনা করতে হলে, রক্ত চন্দন কাঠের মালা প্রশস্ত।

৭। বগলা বিষয়ে সাধনার জন্য হরিদ্রার মালা প্রশস্ত।

৮। ভৈরবী সাধনার জন্য সাধক স্ফটিক, শঙ্খমালা, স্বর্ণ, মণি বা মুগার মালা ব্যবহার

করবেন।

মালার অভাবে কর জপ করার বিধিও আছে, তবে তার ফল খুব কম হয়। অঙ্গুলি জপে আটগুণ, পত্রজীবের মালায় দশগুণ, শঙ্খমালায় শতগুণ, মুগার মালায় সহস্রগুণ, রত্ননির্মিত মালায় দশ হাজার গুণ, মতির মালায় লক্ষগুণ, পদ্মবীজের মালায় দশ লক্ষগুণ, সুবর্ণ মালায় কোটি গুণ, কুশমূলের মালায় শতকোটি গুণ ফললাভ হয়।

রুদ্রাক্ষ মালা

যত প্রকার মালা আছে, তার মধ্যে রুদ্রাক্ষ মালা সর্বশ্রেষ্ঠ। রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করলে যে ফল পাওয়া যায়, তার সংখ্যা প্রকাশ করা যায় না।

রুদ্রাক্ষ এক প্রকার ফলের বীজ। পুরাণে দেখা যায়—শিবের চক্ষু থেকে এর সৃষ্টি। সেজন্য এর নাম হয়েছে রুদ্রাক্ষ। রুদ্র+অক্ষ=রুদ্রাক্ষ।

যাই হোক, রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করতে হলে বেছে নিতে হবে। পোকা ধরা, ভাঙ্গা, জলে দিলে ভেসে ওঠে, এরকম রুদ্রাক্ষে ফল হয় না। এই মালা ধারণ করার পূর্বে সংস্কার করে নিতে হবে। রুদ্রাক্ষ একমুখ থেকে শুরু করে ২১ (একবিংশতি) মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। এর মধ্যে একমুখী রুদ্রাক্ষ বেশ মূল্যবান এবং খুব কম পাওয়া যায়, কিন্তু পঞ্চদশ অর্থাৎ পনেরো মুখ থেকে একবিংশতি মুখ অর্থাৎ একুশমুখ রুদ্রাক্ষ খুবই দুষ্প্রাপ্য।

রুদ্রাক্ষ ধারণের ফলাফল

১। **একমুখী রুদ্রাক্ষ**—ধারণে মহাপাপ নাশ, জ্ঞান ও সাত্ত্বিকতা এবং সর্ব সিদ্ধিলাভ হয়। এতে ধন-ধ্যান্যাদি ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে দৈবী কৃপা লাভ হয়।

২। **দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ**—চঞ্চলতা নাশকারী, কামনা-বাসনাপূর্ণ, বশীকরণ, ভূতাদি বাধানাশ, মৃগী ও মুর্চ্ছারোগ নাশক। স্ত্রীলোকের অত্যন্ত উপকারী।

৩। **ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ**—সুখ-শান্তি, কার্যসিদ্ধি, বিদ্যালাভ ও জ্ঞানদায়ক।

৪। **চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ**—একে পূজা, স্পর্শ ও ধারণে সর্ববিধ মঙ্গল হয়।

৫। **পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ**—মোক্ষদাতা, কামনাপূরণকারী শান্তিদাতা। কমপক্ষে তিনটি ধারণ করা বিধেয়।

৬। **ষড়মুখী রুদ্রাক্ষ**—এটি কার্তিকেয়ের অংশজাত। এতে পাপনাশ, জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি, বিদ্যালাভ করায়। বিদ্যার্থীদের অত্যন্ত উপকারী।

৭। **সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষ**—সিদ্ধিদাতা, সুখদাতা, দুঃখনাশক, রোগনাশক।

৮। **অষ্টমুখী রুদ্রাক্ষ**—ভৈরবরূপী এই রুদ্রাক্ষ পাপধ্বংসী, আয়ুপ্রদ শিবলোক প্রাপ্তিদাতা।

৯। **নয়মুখী রুদ্রাক্ষ**—এটি নব দুর্গা স্বরূপা রুদ্রাক্ষ। এটি পরম কল্যাণদায়ক, সুখ-সৌভাগ্য দানকারী।

১০। **দশমমুখী রুদ্রাক্ষ**—নারায়ণের কৃপাধন্য এই রুদ্রাক্ষ রোগ-শোক নাশক, বাধা-বিঘ্ন নাশক, ভূতাদি বাধা অপসারক, কামনা পূরক।

১১। **একাদশ মুখী রুদ্রাক্ষ**—মোহন কর্মে ও ঐশ্বর্য-শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক।

১২। **দ্বাদশমুখী রুদ্রাক্ষ**—সূর্যের প্রিয় এই রুদ্রাক্ষ শ্রীবৃদ্ধি কারক। তেজস্বিতা প্রদায়ক।

১৩। **ত্রয়োদশমুখী রুদ্রাক্ষ**—এটি অত্যন্ত অভীষ্ট সিদ্ধিকারী।

১৪। **চতুর্দশমুখী রুদ্রাক্ষ**—মহাদেবের প্রিয় এই রুদ্রাক্ষ পাপ ধ্বংসকারী, মোক্ষদাতা, সাত্বিকতা বৃদ্ধিকারক।

রুদ্রাক্ষ ধারণ

রুদ্রাক্ষের মালা গেঁথে গলায় ধারণ করলে ফলদায়ক হবে না। রুদ্রাক্ষকে লাল সুতাদ্বারা অথবা সোনা, রূপা বা তামার তারের দ্বারা গ্রন্থি দিয়ে, শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে, পঞ্চগব্য, গঙ্গাজল বা তীর্থজলে স্নান করিয়ে, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, রক্তচন্দন, অক্ষত, বিল্বপত্রাদির দ্বারা শিবের পূজা করে, দশবার শিব গায়ত্রী জপ করবেন।

শিব গায়ত্রী—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

অথবা—

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ।"

অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র **"ওঁ জুং সঃ"** কিংবা **"ওঁ নমঃ শিবায়"** মন্ত্রে বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা ১০৮ হোম করে তারপর শিবলিঙ্গে রুদ্রাক্ষ মালা স্পর্শ করিয়ে ধারণ করবেন। হোমের ভস্মদ্বারা তিলকাদি ধারণ করে, শিবের প্রণাম মন্ত্রে শিবকে প্রণাম করবেন।

যথা—

"ওঁ মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগী মহেশ্বর।
মহাপাপ হরং দেবং মকারায় নমো নমঃ॥"

তারপর মালাতে "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে, জপ সমর্পণ করবেন। যথা—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।"

শিষ্যের লক্ষণ

এর আগে গুরুর লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এখন শিষ্যের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত দোষ-ত্রুটি থাকলে তাকে শিষ্য করা যায় না। যেমন—পাপাশয়, ঝগড়াটে, দুর্দান্ত প্রকৃতির, অত্যাচারী, হিংসাপরায়ণ, কৃপণ, অবিশ্বাসী, আচারভ্রষ্ট, আলস্যপ্রিয়, পরনিন্দাকারী, দীর্ঘসূত্রী দোষযুক্ত, লোভী, ক্রোধী, কপট, কটুভাষী, হিংসা-দ্বেষপূর্ণ, দুষ্কৃতকারী, শাস্ত্রের অবমাননাকারী, অশিক্ষিত, তোষামুদে, দম্ভ ও অহংকারী, দুষ্ট-স্বভাব, চোর, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, চঞ্চল প্রকৃতির প্রভৃতি স্বভাবযুক্ত শিষ্যের অনুপযুক্ত।

তন্ত্র-ক্রিয়ার কতকগুলি পালনীয়

১। তন্ত্র সাধনায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি শুদ্ধ হওয়া চাই। কৃত্রিম, পচা, পুরাতন, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র স্থানে জাত দ্রব্য ব্যবহারে ফল হয় না। জড়ি-বুটি, ধাতু, সুগন্ধি দ্রব্য, হোমের দ্রব্যাদি, ঘৃতাদি, অন্নাদি, তৈলাদি, যেন কৃত্রিম না হয় এবং তন্ত্রোক্ত পরিমাণ মতো ব্যবহার করতে হবে। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়েই হোম করতে হয়। সেজন্য হোমের কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী, ঘৃত, স্থান প্রভৃতি শুদ্ধ হওয়া চাই। কোনও দ্রব্য বা গাছের নাম বুঝতে না পারলে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জেনে নেবেন।

২। তান্ত্রিক ক্রিয়া বা মন্ত্র সাধনার সময় নগ্ন থাকা নিষিদ্ধ। তবে কিছু কিছু তন্ত্রোক্ত কর্মে নগ্ন হয়ে পূজা ও জপের কথা বলা হয়েছে।

৩। যে কার্যের জন্য যে বর্ণের বস্ত্র ব্যবহারের কথা তন্ত্রে উল্লেখ আছে, সেই বর্ণের বস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার করবেন। অপবিত্র, মলিন, দুর্গন্ধযুক্ত, ছিন্ন বা সেলাই করা বস্ত্র নিষিদ্ধ।

৪। তন্ত্রোক্ত যে কোনও ক্রিয়ায় সাধক, জপ, পূজা, যন্ত্র-লিখন, বস্তু-সংযোজন বা অপর যে কোনও প্রয়োগ শুদ্ধাবস্থায় করতে হবে।

৫। শিখাবন্ধন অবশ্যই করবেন, মাথার চুল খোলা রাখবেন না। খোলা মাথায় একখণ্ড বস্ত্র অবশ্যই রাখবেন।

৬। যে কার্যে যে আসনের কথা বলা হয়েছে, সেই আসন ব্যবহার করবেন।

৭। স্থির চিত্তে ও দৃঢ় মনে ক্রিয়াকলাপ করবেন, অস্থির হলে চলবে না।

৮। কোলাহল, লোক সমাবেশ, মানসিক অশান্তি, ধূলিপূর্ণ বা আবর্জনা পূর্ণ স্থান, ধোঁয়া, ঝড়-বৃষ্টি, মানসিক ক্রোধ, উদ্বেগ, শোক, শ্রম, চিন্তা, দুঃখ প্রভৃতি সযত্নে পরিত্যাগ করবেন।

৯। নির্দেশিত সময় অনুযায়ী দিক, আবহাওয়া, স্বর প্রভৃতি যথাযথ মেনে চলবেন।

১০। ক্রিয়া করতে করতে কাশি, হাঁচি, থুথু ফেলা, উঠে পড়া, অঙ্গ-সঞ্চালন, তন্দ্রাভাব, আহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

আসনভঙ্গী ও মুদ্রা

তন্ত্র সাধনায় নয়টি আসন বিশেষ প্রয়োজন। যথা—

১। পদ্মাসন (বদ্ধ), ২। পদ্মাসন (মুক্ত), ৩। বীরাসন, ৪। বজ্রাসন, ৫। ভদ্রাসন, ৬। দণ্ডাসন, ৭। পর্য্যবকাসন, ৮। উৎকটাসন, ৯। গোধিকাসন।

মুদ্রা

সাধন ও জপাদিতে মুদ্রার বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তা সে তান্ত্রিক ক্রিয়াই হোক আর বৈদিক ক্রিয়াই হোক। মুদ্রার অর্থ-টাকা পয়সা নয়, দেহকে একটা বিশেষ স্থিতিতে আনা। এই ক্রিয়াটি শুধু হাতের সাহায্যেই করা হয়। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় যে সকল মুদ্রার প্রয়োজন হয়, নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো। যেমন—

১। আবাহনী, ২। স্থাপনী, ৩। সন্নিধাপনী ৪। সন্নিরোধনী, ৫। সম্মুখীকরণী। ৬। অঙ্কুশ মুদ্রা, ৭। অবগুণ্ঠন মুদ্রা, ৮। নারাচমুদ্রা, ৯। কূর্মমুদ্রা, ১০। যোনিমুদ্রা, ১১। মুণ্ড মুদ্রা, ১২। খড়্গমুদ্রা, ১৩। ভূতিনীমুদ্রা।

পূজা উপচার

পূজা পদ্ধতিতে যে সকল উপচারে পূজা হয়, সেগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন—১। ষট্‌ত্রিংশ উপচার, ২। অষ্টাদশোপচার, ৩। ষোড়শোপচার, ৪। দ্বাদশোপচার, ৫। দশোপচার, ৬। সপ্তোপচার, ৭। পঞ্চোপচার।

১। **ষট্‌ত্রিংশ উপচার**—এর অর্থ হলো ৩৬টি উপচার দ্বারা পূজা। যেমন—১। আসন ২। অভ্যঞ্জন ৩। উদ্বর্ত্তন ৪। প্রোক্ষণ ৫। সমার্জন ৬। পঞ্চগব্যাদি স্নান ৭। পঞ্চামৃত স্নান ৮। আবাহন ৯। পাদ্য ১০। অর্ঘ্য ১১। আচমনীয় ১২। স্নানীয় ১৩। মধুপর্ক ১৪। পুনরাচমনীয় ১৫। বস্ত্র ১৬। যজ্ঞোপবীত ১৭। অলঙ্কার ১৮। গন্ধ ১৯। পুষ্প ২০। ধূপ ২১। দীপ ২২। নৈবেদ্য ২৩। তাম্বুল ২৪। পুষ্পমাল্য ২৫। সাধার ভোজ্য ২৬। অনুলেপন ২৭। শয্যা ২৮। চামরব্যজন ২৯। আদর্শ দর্শন ৩০। প্রণাম ৩১। নৃত্য ৩২। গীতবাদ্য। ৩৩। গান ৩৪। স্তব-স্তুতি ৩৫। প্রদক্ষিণ ৩৬। দন্তকাষ্ঠ প্রদান ও বিসর্জন।

২। **অষ্টাদশোপচার**—১। আসন ২। স্বাগত ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয়। ৬। স্নান ৭। বস্ত্র ৮। অলঙ্কার ৯। গন্ধ ১০। পুষ্প ১১। ধূপ ১২। দীপ ১৩। নৈবেদ্য ১৪। দর্পণ ১৫। মাল্য ১৬। অনুলেপন ১৭। প্রণাম ১৮। বিসর্জন।

ষোড়শোপচার—১। পাদ্য ২। অর্ঘ্য ৩। আচমনীয় ৪। স্নান ৫। বস্ত্র ৬। অলঙ্কার ৭। গন্ধ ৮। পুষ্প ৯। ধূপ ১০। দীপ ১১। নৈবেদ্য ১২। আচমনীয় ১৩। তাম্বুল ১৪। স্তোত্র ১৫। তর্পণ ১৬। প্রণাম।

দ্বাদশোপচার—১। অর্ঘ্য ২। পাদ্য ৩। আচমনীয় ৪। মধুপর্ক ৫। পুনরাচমনীয় ৬। গন্ধ ৭। পুষ্প ৮। ধূপ ৯। দীপ ১০। নৈবেদ্য।

সপ্তোপচার—১। অর্ঘ্য, ২। গন্ধ ৩। পুষ্প ৪। অক্ষত ৫। ধূপ ৬। দীপ ৭। নৈবেদ্য।

পঞ্চোপচার—১। গন্ধ ২। পুষ্প ৩। ধূপ ৪। দীপ ৫। নৈবেদ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্র এবং জপাদির নিয়ম

নিত্যকর্ম সমাপনপূর্বক আচমন, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, বিঘ্নাপসারণ, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্থানশুদ্ধি করে, ইষ্ট দেবতা, গুরু, গণেশ ও মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার পূজা করে জপ করবেন।

মন্ত্রদাতার কর্তব্য—যে সকল মন্ত্রের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে "ওঁ" শব্দ আছে, এরূপ মন্ত্র শূদ্র ও স্ত্রীজাতিকে দিবেন না। শূদ্র বা স্ত্রীজাতিকে আপন মন্ত্র, গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্র, অজপা মন্ত্র, প্রণব ও স্বাহা যুক্ত মন্ত্র প্রদান করলে, দীক্ষাদাতাকে অধোগামী

হতে হয়, মন্ত্রগ্রহণকারীও নরকগামী হয়। প্রণব এবং লক্ষ্মীবীজ শূদ্র ও নারীগণ উচ্চারণ করলে নরকগামী হয়। বারাহী তন্ত্রে বলা হয়েছে—

গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে।
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনস্তথা॥—বারাহী তন্ত্র।

শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণ গোপাল মন্ত্র, শিবমন্ত্র, দুর্গামন্ত্র এবং গণেশ মন্ত্র গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া অন্য মন্ত্র গ্রহণ করলে মহাপাপী হয়।

কোন্ মন্ত্র গ্রহণে অধিকারী, প্রথমে সে সম্পর্কে ভালভাবে বুঝে সেই দেবতার মন্ত্র থেকে নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্র বিচার করে অনুকূল মন্ত্রগুলি গ্রহণ করে তার সাধনা করা দরকার। বীজগুলির মনন, স্মরণ এবং উচ্চারণাদির সাহায্যে সংসার থেকে উদ্ধার হওয়া যায়, সেজন্যই বলা হয় মন্ত্র।

মন্ত্রের জাতি বিচার—কুড়িটি বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মন্ত্রকে মালামন্ত্র বলা হয়। নপুংসক মন্ত্র, সূর্যের অষ্টাক্ষর মন্ত্র, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, দ্বি অক্ষর, ত্রি অক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রগুলির সিদ্ধি বিচার করবে না। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলেছেন—মালামন্ত্র, একাক্ষর মন্ত্র এবং বৈদিক মন্ত্রের সিদ্ধি বিচার করবে না। যে মালা মন্ত্রের শেষে 'হুঁ ফট্' (হূং ফট্) থাকে, সেগুলি পুংলিঙ্গ। যে সকল মন্ত্রের শেষে ''স্বাহা'' আছে, সেগুলি স্ত্রী মন্ত্র। যে সকল মন্ত্রের শেষে 'নমঃ' আছে, সেগুলি নপুংসক মন্ত্র। অতএব লিঙ্গভেদে মন্ত্র ভিন্নপ্রকার। কিন্তু মহাবিদ্যা উপরোক্ত সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত।

মালিনী বিজয় তন্ত্রে বলা হয়েছে—

''কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতাচ্ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদাঃ সকলা দেব্যাঃ কলৌ পূর্ণ ফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা পরিভ্রমঃ।
তথা চৈতা মহাবিদ্যা কলিদোষান্ন বাধিত॥''
—মালিনী বিজয় তন্ত্র।

অর্থাৎ—কালী, নীলা, (নীল সরস্বতী অর্থাৎ তারা), মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, মাতঙ্গী, কামাখ্যা, বাসলী, বালা ও শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবীগণ কলিযুগে পূর্ণ ফল দান করেন। এদের মন্ত্রসকল সিদ্ধমন্ত্র। অতএব এই সব দেবীর আরাধনায় বা জপে যুগ-নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। এই দশটি মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়। যথা—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা।।—মুণ্ডমালা তন্ত্র।

এই দশমহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার, নক্ষত্র চক্রাদিবিচার, কালশোধন, অগ্নিমিত্রাদির বিচারের দরকার হয় না। এই সব সিদ্ধবিদ্যা সাধনে সাধকের কিছুই দুঃসাধ্য থাকে না। তবে শুনে জপ করলে হবে না—গুরুর প্রয়োজন। যার পক্ষে যেটি প্রযোজ্য, সেটিই তাকে জপ করতে হয়। নতুবা বৈরীমন্ত্র লাভ হেতু কুফল হতে পারে।

মন্ত্র কি ?

মন্ত্রগুলি হলো দেব-দেবীর সূক্ষ্ম নাম। সেই সব সূক্ষ্ম নাম করে দেবতার চিন্তা করতে হলে, দেবতার বীজমন্ত্র জপ এবং সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে যথাশক্তি উপচারে দেব-দেবীর পূজা করতে হয়। যাকে মনন ও স্মরণমাত্র সর্বপ্রকার পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তার নাম মন্ত্র। প্রমাণ—

"মনানাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

আবার অপরপক্ষে বলা হয়েছে—যাকে মনন স্মরণমাত্রে সর্বপ্রকার পাপ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়, তার নাম মন্ত্র। ইহা স্মরণ ও মননে বিশ্বজ্ঞান লাভ করা যায়, সংসার বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাকে বলে মন্ত্র। প্রমাণ—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধে মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ।।—পিঙ্গলা তন্ত্র।

বীজমন্ত্রের উৎপত্তি

প্রকৃতির প্রথম তত্ত্ব হলো মহৎ তত্ত্ব। তারপরে যখন প্রকৃতির দ্বিতীয় তত্ত্বের পরিণাম স্বরূপ অহংতত্ত্বের উদ্ভব হয়, তখন সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে নানাপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই সকল শব্দকেই বীজমন্ত্র বলা হয়। এই বীজ থেকেই দেবতাদের নামকরণ করা হয়েছে। এই সব বীজমন্ত্র জপ করলেই দেব-দেবীর নাম ধরে ডাকা হয়। এইভাবে দেব-দেবীকে ডাকার নামই হলো-মন্ত্রযোগ

বা মন্ত্রজপ। প্রমাণ—

"নামরূপাত্মনোঃ শব্দো ভাবয়োববলম্বনাৎ।
যে যোগঃ সাধ্যতে সোঽয়ং মন্ত্রযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বীজেষু শক্তি নিহিতা মন্ত্রঃ বীজবিবর্জিতাঃ॥"
—মন্ত্রযোগ সংহিতা।

এখানে সাধককে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র মন্ত্র জপ করলেই হবে না, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। নামরূপাত্মক শব্দ বা মন্ত্রের ভাব অবলম্বনের মাধ্যমে যে যোগসাধনা করা হয়, তাকেও শব্দ বলা হয়। মন্ত্রের অর্থ সম্যক জেনে নিয়ে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ অভ্যাস করতে হবে। মন্ত্রের অর্থ না জানলে বা উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হলে মন্ত্রজপে ফল হয় না, উপরন্তু তাতে সাধকের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। বীজমন্ত্রের নিজস্ব একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, সেই অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু উচ্চারণ বিশুদ্ধ না হলে সেই শক্তির বিকাশ হয় না—ফললাভও হয় না।

পুরশ্চরণ

শুধুমাত্র দীক্ষা গ্রহণ করে জপ করলেই ফলোদয় হয় না। মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রমাণ—

গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
ততঃপুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্র সংসিদ্ধি কাম্যয়া॥
জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্র প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ গুরুং বা কারয়োদ্বুধঃ।
গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্বপ্রাণি হিতেরতম্॥
স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণ সমন্বিতম্।
স্ত্রিয়ং স্বগুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ॥—শ্রুতি।

শ্রুতির এই প্রমাণে দেখা যায়, একমাত্র শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি গুরুর আদেশে মন্ত্রসিদ্ধি হেতু পুরশ্চরণ করবে। প্রাণহীন দেহ যেমন সর্বকর্মে অক্ষম, সেরূপ পুরশ্চরণ ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধি বা ফলদানে অসমর্থ। এজন্যই আগে গুরুর সাহায্যে অথবা স্বয়ং পুরশ্চরণ করবে। গুরুর অভাবে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী অথবা সবার হিতাকাঙ্ক্ষী সর্বগুণসম্পন্ন সদাচারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে পুরশ্চরণ করাতে হবে। পুত্রবতী ও গুণবতী স্ত্রী-গুরুকেও পুরশ্চরণ

কার্যে নিয়োগ করতে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

পুরশ্চরণের স্থান নির্ণয়

পুরশ্চরণ যেখানে সেখানে করা যায় না, তার কতকগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। শ্রুতিতে এর সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা-পর্বতকন্দরম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসী কাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্॥
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্॥
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্।
সূর্য্যস্যাগ্নের্গুরোরিন্দ্রর্দীপস্য চ জলস্য চ॥
বিপ্রণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ।
অথবা নিবসেত্তত্র যত্রং চিত্তং প্রসীদতি॥—শ্রুতি।

অর্থাৎ পূণ্য তীর্থক্ষেত্র, নদীতীর, পর্বতগুহা, পর্বতপৃষ্ঠ, তীর্থস্থান, উভয়নদীর সঙ্গমস্থল, পুষ্পাদি শোভিত উদ্যান, নির্জনস্থান, বিল্বমূল, তুলসী কানন, গোষ্ঠ অর্থাৎ গোচারণ স্থান, বৃষশূন্য শিবমন্দির, অশ্বত্থবৃক্ষের মূল, আমলকী বৃক্ষের মূল, গোয়াল, জলমধ্যস্থ চর বা দ্বীপ, দেবালয়, সমুদ্রতীর, নিজগৃহ, পুরশ্চরণ কার্যে উপরোক্ত স্থানসমূহ শাস্ত্রসিদ্ধ। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, গুরু, জল, ব্রাহ্মণ ও গাভী এবং প্রজ্বলিত দীপ সাক্ষাতে জপে মন্ত্রসিদ্ধ হয়। অথবা পুরশ্চরণকারীর মনোমত স্থানও পুরশ্চরণের জন্য প্রশস্ত।

কূর্মচক্র

শ্রুতিতে বলা হয়েছে—এমন কতকগুলি স্থান আছে, যেখানে পুরশ্চরণ করলে কূর্ম-চক্রের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোনও গ্রামে বা স্বগ্রামে ও স্বগৃহে পুরশ্চরণ করতে হলে, কোনও অভিজ্ঞ জ্যোতিষদ্বারা কূর্মচক্র বিচার করতে হবে। প্রমাণ—

পর্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে,
যদি কুর্যাৎ পুরশ্চর্যাং তত্রকূর্ম ন চিন্তয়েৎ।
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তত্ত্ব বিচিন্তয়েৎ॥—শ্রুতি।

পর্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যময় অর্থাৎ পবিত্র অরণ্য এবং নদীতীরে পুরশ্চরণ করলে কূর্মচক্র বিচারের দরকার হয় না। কিন্তু গ্রামে বা নিজ বাস্তুতে পুরশ্চরণ করলে অবশ্যই কূর্মচক্র বিচার করতে হবে।

কূর্মচক্রের স্থান বিচার

কূর্মচক্র বিচার করে কূর্মের মুখভাগে বসে পূজা ও জপে সিদ্ধিলাভ হয়। কূর্মের হস্তে বসে উপরোক্ত কাজ করলে আয়ুক্ষয়। কূর্মের কুক্ষিতে বসে পূজা জপ করলে মানসিক উদাসীনতা। কূর্মের পাদভাগে বসে পূজা জপ করলে দুঃখ লাভ হয়। লেজের দিকে বসে পূজা জপ করলে রাজদণ্ড ও দেশত্যাগের ভয়।

মন্ত্র সংস্কার

দীক্ষা গ্রহণের পর মন্ত্রের সংস্কার না করে জপ করলে ফললাভ হয় না। মন্ত্রের সংস্কার হলো দশটি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা।
অর্থভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়েন পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্র সংস্ক্রিয়া॥

অর্থাৎ—১। জনন, ২। জীবন, ৩। তাড়ন, ৪। বোধন, ৫। অভিষেক, ৬। বিমলীকরণ, ৭। আপ্যায়ন, ৮। তর্পণ, ৯। দীপন এবং ১০। গুপ্তি।

১। **জনন**— অর্থাৎ জীবন। মন্ত্রের প্রতিটি বর্ণকে প্রণব 'ওঁ' দ্বারা পুটিত করে, এক-একটি বর্ণ একশতবার করে জপ করলেই মন্ত্রের জনন ক্রিয়া হয়। বিশ্বসার-তন্ত্রে ১০০ বার স্থলে দশবার জপেও কাজ হয় বলা হয়েছে।

২। **তাড়ন**—মন্ত্রকে ভূর্জপত্রে লাল কালির দ্বারা লিখে প্রত্যেকটি বর্ণকে বরুণ বীজ 'বং' দ্বারা চন্দন মিশ্রিত জলদ্বারা একশতবার বা দশবার তাড়না করলে মন্ত্রের তাড়ন ক্রিয়া হয়।

৩। **বোধন**—তারপর মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণকে বহ্নিবীজ 'রং' মন্ত্রে রক্ত করবী দ্বারা পূজা করলে মন্ত্রের বোধন কার্য হয়।

৪। **অভিষেক**—তারপর মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণকে রক্ত করবী দ্বারা 'রং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে অশ্বত্থ পল্লব দ্বারা যে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র, সেই মতানুযায়ী 'অভিষিঞ্চামি' বা 'অভিষিঞ্চামি নমঃ' মন্ত্রে সমস্ত বর্ণগুলিকে অভিষেচন করলে মন্ত্রের অভিষেক ক্রিয়া হয়। এ বিষয়ে গুরুর উপদেশ পালনীয়।

৫। **বিমলীকরণ**- সুষুম্নাকাণ্ডের মূল ও মধ্যভাগে জ্যোতির্ময় ভাবনা করে 'ওঁ ত্রৌং' মন্ত্রদ্বারা পুটিত করে ১০ বার বা ১০০ বার জপ করলে, মন্ত্রগত দোষাদি দূর হয়ে বিমল হয়। এটি হলো মন্ত্রের বিমলীকরণ।

৬। **আপ্যায়ন**—ভূর্জপত্রে মন্ত্রটি লিখে কুশোদক, পুষ্পোদক বা স্বর্ণোদকে অভ্যুক্ষন করলে মন্ত্রের আপ্যায়ন করা হয়।

৭। **তর্পণ**—মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে কিংবা বর্ণসংখ্যাকে জলদ্বারা তর্পণ করলেই তর্পণ করা হয়। তবে শক্তিমন্ত্রে মধুদ্বারা, বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূর মিশ্রিত জলদ্বারা, শিবমন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা তর্পণ করবে। অভিষেকেও একই নিয়ম।

৮। **দীপন**—মন্ত্রকে ''ওঁ হ্রীং শ্রীং'' বীজমন্ত্র দ্বারা পুটিত করে জপ করলে মন্ত্রের দীপন হয়। ''ওঁ'' বীজের নাম—তারা। ''হ্রীং'' বীজের নাম—মায়া। ''শ্রীং'' বীজের নাম—রমা বা লক্ষ্মী।

৯। **গুপ্তি**—মন্ত্র সর্বদা গোপন রাখতে হয়, একেই বলে মন্ত্রগুপ্তি।

মন্ত্র জপের ফল

জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঽখিল যজ্ঞফলং লভেৎ।
সর্বেষাং এব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলম্॥
জপেন দেবতা নিত্যং স্তুয়মালা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্॥
যক্ষঃ রক্ষঃ পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জপ্পিনং নোপসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ ত্বমন্তুতঃ॥
যাবন্ত কর্মযজ্ঞাঃ সুঃপ্রতিষ্ঠাদি তপাংসি চ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগত মানসঃ।
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিক হারবৎ॥

জপযজ্ঞই যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ ফলপ্রদ, জপনিষ্ঠ সাধক সর্বপ্রকার যজ্ঞফল লাভ করে। প্রত্যহ স্তুতির জন্য মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী তুষ্ট হন, সাধককে কাম্যবস্তু প্রদান করেন ও মুক্তি প্রদান করেন। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গ্রহ ও ভীষণ সর্পাদি জপের প্রভাবে ভীত হয়ে জপকারী ব্যক্তির নিকট থেকে দূরে পলায়ন করে।

ক্রিয়া, যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠা, তপ প্রভৃতি কিছুই জপ-যজ্ঞের ষোল ভাগের একভাগ তুল্যও

ফলপ্রদ নয়। বাচিক জপের চেয়ে উপাংশু জপ শতগুণ ফলদায়ক। উপাংশু জপের চেয়ে মানস জপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ।

সাধককে জপ করার সময় বিষয়চিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করে সংযতমনা হয়ে শুধুমাত্র মন্ত্রকে চিন্তা করে খুব দ্রুতও নয় ও খুব আস্তেও নয়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে জপ করতে হয়।

জপের প্রকার

জপ তিন প্রকার। যেমন—মানস জপ, উপাংশু জপ এবং বাচিক জপ। **মানস জপ**—মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করে মনে মনে জপ করাকে মানস জপ বলে। **উপাংশু জপ**—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করে, শুধুমাত্র নিজে শোনা যায় এইভাবে জিভ ও ঠোঁট নেড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করাকে উপাংশু জপ বলে। **বাচিক জপ**—মন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে জপ করার নাম বাচিক জপ।

মানসঃ সিদ্ধি কামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ।
বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ॥

অর্থাৎ, সিদ্ধিলাভ হেতু সাধক মানস জপ করবেন। পুষ্টিকর্মে উপাংশু জপে ফললাভ হয়। মারণকার্য্যের জন্য সাধক বাচিক জপ করবেন।

মন্ত্র-চৈতন্য

চৈতন্যহীন মন্ত্রকে পশুভাবে স্থিত বলা হয়। এজন্য মন্ত্র সুষুম্নাধ্বনিতে উচ্চারণ করে সাধক জপ করলে সিদ্ধিলাভ হয়। মূলাধার পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মনাড়িতে রয়েছেন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা। তার মধ্যেও মন্ত্র গ্রথিত থাকে। তাঁকে চিন্তা করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। অতঃপর সহস্রার পদ্মের মধ্যস্থিত পরমানন্দময় সদাশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন ঘটাতে হয়। প্রথমে সাধনার দ্বারা গুরুর নির্দেশ মত এই যৌগিক শক্তি লাভ করতে হয়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে সাধকের আর আনুষ্ঠানিক পূজা-হোমাদির প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্র জপের সময় যদি সাধকের মন পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থান করে, যদি একত্র করতে না পারা যায়, তাহলে কোনমতে সাধক সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। মন্ত্র জপের পূর্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ অর্থাৎ জননাশৌচ হয় এবং মন্ত্র উচ্চারণের পরে মন্ত্রের মরণাশৌচ হয়। সেজন্য মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন—এই দু'টি অশৌচ নিবারণের জন্য বীজমন্ত্রকে প্রণব (ওঁ) দ্বারা পুটিত করে প্রথমে ১০৮

বার জপ করে নিয়ে তারপর প্রকৃত জপ করবে। মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা না করে জপ করলে তাতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। চৈতন্য না হলে মন্ত্র ফলদায়ক হয় না।

জপের সেতু

তত্র সেতুং বিনা জপস্য ব্যর্থত্বাত্তন্নিরূপ্যতে।
শাস্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্মন্ত্রানাং প্রণবঃ স্মৃতঃ।।
স্রবত্যনৌঙ্কৃতঃ পূর্বং পরস্তাশ্চ বিশীর্য্যতে।
নিঃসেতু সলিলং যদ্বৎ ক্ষণান্নিম্নং প্রগচ্ছতি।।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতু ক্ষণাৎক্ষরন্তি মজ্জনাম্।।
চতুর্দশো স্বরো সোঽসৌ সেতুরৌকার সংজ্ঞকঃ।
স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে।।

অর্থাৎ, সেতুবিহীন জপ নিষ্ফল হয়। 'ওঁ'-কার হলো সকল মন্ত্রের সেতু স্বরূপ। সেতুর সাধারণ অর্থ হলো সংযোগ। কাজেই মন্ত্র ও দেবতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী সেতু (ওঁ) সংযোগ ব্যতীত জপ নিষ্ফল। কাজেই জপের পূর্বে 'ওঁ'-কার রূপ সেতু প্রয়োগ করতে হয়। তা না হলে সেই জপ নদীগর্ভে পতিত হবার মতই নিষ্ফল হয়। চতুর্দশ স্বরবিন্দু নাদ মণ্ডিত ''ওঁ''-কার স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের জপের সেতুর কাজ করে।

জপ সংখ্যা

মন্ত্র জপ করতে হলে সাধককে জপের সংখ্যা রাখতে হয়। তা না হলে কুশ ব্যতীত যেমন স্নান-দানাদি, আবার জল ব্যতীত যেমন দান নিষ্ফল হয়, সেইপ্রকার সংখ্যাবিহীন জপ নিষ্ফল।

জপ-সংখ্যা রাখার নিয়ম

মুক্তাফলৈর্বিদ্রুমেন রুদ্রাক্ষৈঃ স্ফটিকেন বা।
গণনা সর্বথা কার্য্যা সম্যগঙ্গুলি পর্বভিঃ।।

অর্থাৎ, জপের সংখ্যা মনে রাখার জন্য মুক্তা, বিদ্রুমমণি, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, প্রবাল, বা অঙ্গুলির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অঙ্গুলি পর্বেই জপ-সংখ্যা গণনা করা হয়, এর নাম করমালা। করমালা জপ পুরুষ দেবতার

একপ্রকার, স্ত্রী দেবতার অন্যপ্রকার। পুরুষ দেবতার করমালাকে শৈবমালা এবং স্ত্রী-দেবতার করমালাকে শক্তিমালা বলা হয়।

করমালা জপের নিয়ম

হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বসনা হস্তৌ দক্ষিণেন জপেৎ সদা।।

অর্থাৎ, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকল হৃদয়ে বক্রভাবে রেখে, উত্তরীয় দ্বারা হস্ত আচ্ছাদন করে জপ করতে হয়। জপকালীন অঙ্গুলীর পর্ব সন্ধিতে বা অঙ্গুলির অগ্রে জপ করলে জপ নিষ্ফল হয়। শুধুমাত্র পর্বে জপ করতে হবে।

জপ করার সময় মালার মেরু লঙ্ঘন করা চলবে না। পুরুষ দেবতার মন্ত্রে মধ্যমাঙ্গুলির দুটি পর্ব মেরু, এবং শক্তিমন্ত্রে তর্জনীর দু'টি পর্ব মেরু বাদ রাখতে হবে।

পুরুষ দেবতার করাঙ্গুলি—অনামিকার মধ্যপর্ব, নিম্নপর্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব, তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও নিম্নপর্ব।

স্ত্রী-দেবতার করাঙ্গুলি—অনামিকার মধ্যপর্ব ও নিম্নপর্ব, কনিষ্ঠার নিম্ন, মধ্য, অগ্রপর্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও নিম্নপর্ব এবং তর্জনীর মূলপর্বে জপ করবেন।

প্রাণায়াম ও নিয়ম

সাধনা করতে হলে সাধককে অবশ্যই প্রাণায়াম করতে হবে। সাধনার প্রধান সোপান হলো প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে কুম্ভকের সাহায্যে দেহের অভ্যন্তরে শ্বাসবায়ু রোধ করলে, দেহ লঘু হয়। এই রোধশক্তি যত বেশী হবে, শরীর তত বেশী লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা হবে। সেজন্যই শাস্ত্রে সাধককে প্রাণায়ামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

প্রাণায়ামঃ পরমঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্মুখঃ।
ব্রহ্মা চ পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে।
রেচকঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ পরাৎপরতর শিবঃ।।

অর্থাৎ, প্রাণায়াম পরমব্রহ্ম স্বরূপ। প্রাণায়ামের পূরক হলো ব্রহ্মা চতুরানন্। কুম্ভক হলো স্বয়ং বিষ্ণু এবং রেচক অংশ পরাৎপর শিব।

প্রাণায়ামকারী সাধক পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করে মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' মনে মনে ষোড়শ বার জপ করতে করতে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করতে হবে। এবার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও

অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুটও রুদ্ধ করে মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' চতুঃষষ্টি বার জপ করতে হবে। অতঃপর দক্ষিণ নাসাপুট থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে নিয়ে মূলমন্ত্র বা 'ওঁ' দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করবেন।

এইভাবে তিনবার করলে একবার প্রাণায়াম করা হয়। শ্বাসগ্রহণ অর্থাৎ পূরকে যত সংখ্যা জপ করবেন, কুম্ভকে অর্থাৎ শ্বাসরোধে তার চারগুণ এবং রেচকে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগে পূরকের দ্বিগুণ জপ করতে হয়। অর্থাৎ পূরক ১৬ হলে, কুম্ভক হবে ৬৪ সংখ্যা ও রেচক হবে ৩২ সংখ্যা। এইভাবে সাধ্যমত সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে অভ্যাস করবেন।

জপের পূর্বে পূজাদি বিষয়

সাধক শুদ্ধাসনে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করে বিঘ্নাপসারণ, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধাদি করে ভূতশুদ্ধি করবেন। কারণ ভূতশুদ্ধি না হলে কোনও কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না, তারপর প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করে, ন্যাসাদি কার্য করবেন। দেব-দেবী পূজাপদ্ধতি অনুযায়ী ন্যাস করতে হয়। অন্যথায় পূজার্চনা নিষ্ফল হয়।

দ্বাদশ রাশি ও মন্ত্র

সকল মানুষের জন্ম রাশি এক প্রকার হয় না। বিভিন্ন মানুষের জন্মরাশি বিভিন্ন। অতএব জন্মরাশি অনুসারে মন্ত্র জপ করলে, ভাল ফললাভ হয়। নিজ নিজ জন্মরাশি অনুযায়ী নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করলে সংসারে অশান্তি ও রোগাদি দূর হয়, সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়। গ্রহগণ অনুকূল হয়। প্রত্যহ প্রাতেঃ রাশি অনুসারে মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে অন্য কর্ম করবেন।

১। **মেষ রাশির মন্ত্র**—"ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ।"
২। **বৃষ রাশির মন্ত্র**—"ওঁ গোপালায় উত্তরধ্বজায় নমঃ।"
৩। **মিথুন রাশির মন্ত্র**—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।"
৪। **কর্কট রাশির মন্ত্র**—"ওঁ হিরণ্যগর্ভায় অব্যক্ত রূপিণে নমঃ।"
৫। **সিংহ রাশির মন্ত্র**—"ওঁ ক্লীং ব্রহ্মণে জগদাধারায় নমঃ।"
৬। **কন্যা রাশির মন্ত্র**—"ওঁ নমো প্রীং পীতাম্বরায় নমঃ।"
৭। **তুলা রাশির মন্ত্র**—"ওঁ তত্ত্বনিরঞ্জনায় তারকরামায় নমঃ।"
৮। **বৃশ্চিক রাশির মন্ত্র**—"ওঁ নারায়ণায় সুরসিংহায় নমঃ।।"

৯। ধনু রাশির মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং দেবকৃষ্ণায় ঊর্ধ্বসপ্তায় নমঃ।"
১০। মকর রাশির মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং বৎসলায় নমঃ।"
১১। কুম্ভ রাশির মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং উপেন্দ্রায় অচ্যুতায় নমঃ।"
১২। মীন রাশির মন্ত্র—"ওঁ ক্লীং উদ্ধৃতায় উদ্ধারিণে নমঃ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ষট্‌কর্ম

তন্ত্রের প্রধান স্থান অধিকার করে আছে ষট্‌কর্ম। তন্ত্রে যে ষট্‌কর্ম অর্থাৎ ছয়টি কর্ম আছে, তাকেই ষট্‌কর্ম বলা হয়। তন্ত্রে বলা হয়েছে—

শান্তি বশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্মাণি মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ শান্তিকর্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং মারণ। এই ছয়টি তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকে ষট্‌কর্ম বলা হয়।

কোন্ কর্মে কি হয়।

রোগকৃত্য গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা।
বশ্য জনানাং সর্বেষাং বিধেয়ত্বমুদীরিতম্॥
প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং তদুদীরিতম্।
স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদ্বেষণ মতম্॥
উচ্চাটনং স্বদেশাদের্ভ্রংশমং পরিকীর্তিতম্।
প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং তদুদাহৃতম্।
স্বদেবতা দিক্ কালাদীন্ জ্ঞাত্বা কর্মাণি সাধয়েৎ॥

অর্থাৎ, যে কার্যের সাহায্যে রোগ-ব্যাধি, কুকর্মের ফলাদি, গ্রহদোষ প্রভৃতি শান্ত হয়, তাকে শান্তিকর্ম বলে। যে কার্যের দ্বারা সর্বজনকে বশ করা যায়, তাকে বশীকরণ বলা হয়। যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার সাহায্যে সকলের প্রবৃত্তি রোধ করা যায়, তাকে স্তম্ভন বলা হয়। যে তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায়, তার নাম বিদ্বেষণ। যে কার্যের সাহায্যে কোন প্রাণীর প্রাণনাশ করা হয়, তাকে মারণ বলে।

তন্ত্রে উপরোক্ত ছয়টি প্রধান কার্যের কথা বলা হয়েছে। তবে এই সকল কর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ঋতু অর্থাৎ সময়, কাল, দিক, আসন, মুদ্রা, তত্ত্ববিচার, মন্ত্রবীজ,

পদ যোজনা এবং সাধনে কর্তব্য পৃথক। এখানে বিস্তারিতভাবে তন্ত্রোক্ত মত উল্লেখ করা হলো।

ষট্‌কর্মের দেবতা

রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমম্।
ষট্‌কর্মাঃ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্মাদৌ তাং প্রপূজয়েৎ।।

অর্থাৎ, রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, দুর্গা ও কালী হলেন ষট্‌কর্মের দেবতা। তাঁহার মধ্যে রতি হলেন শান্তি কর্মের দেবতা, বাণী হলেন বশীকরণের দেবতা, রমা হলেন স্তম্ভনের দেবতা, জ্যেষ্ঠা হলেন বিদ্বেষণের দেবতা, দুর্গা হলেন উচ্চাটনের দেবতা এবং কালী হলেন মারণ কর্মের দেবতা। যে যে কার্য্যে যে সমস্ত দেবীর কথা বলা হয়েছে, সেই সব কার্য্যে সেই সেই দেবীর পূজার্চনা করতে হয় প্রথমে।

ষট্‌কর্মের কাল বা ঋতু

হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্ত বসন্তো বশ্যকর্মণি।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।।

অর্থাৎ, হেমন্তকালে—শান্তিকর্ম। বসন্তে—বশীকরণ। শীতে—স্তম্ভনকার্য। গ্রীষ্মে—বিদ্বেষণ। বর্ষায়—উচ্চাটন। শরতে—মারণকার্য্য প্রশস্ত।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে যদি শান্তিকর্মের বিশেষ আবশ্যক হয়, সে ক্ষেত্রে কি কি করা যাবে—তন্ত্রে এই সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে—সারাদিনের মধ্যেই ষড়ঋতুর আর্বির্ভাব হয়। যথা—

সূর্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকাদশকং ক্রমাৎ।
ঋতবঃ সুর্বসন্তাদ্যা অহোরাত্রং দিনে দিনে।
বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাখ্যি শরদ্ধেমন্ত শিশিরাঃ।।

অর্থাৎ, সূর্যোদয় থেকে প্রতি দশ দণ্ডে এক-একটি ঋতুর কল্পনা করা হয়েছে তন্ত্রে। যেমন—সূর্যোদয় থেকে প্রথম দশ দণ্ড—বসন্ত। দ্বিতীয় দশ দণ্ড —গ্রীষ্ম। তৃতীয় দশ দণ্ড —বর্ষা। চতুর্থ দশ দণ্ড—শরৎ। পঞ্চম দশ দণ্ড—হেমন্ত। ষষ্ঠ দশ দণ্ড—শীতঋতু।

মতান্তরে— অর্ধরাত্রং শরৎকালো হেমন্তশ্চ প্রভাতকঃ।
পূর্বাহ্নে বসন্তশ্চৈব স্যান্মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এব চ।
প্রাবৃট্‌রূপোঽপরাহ্ন স্যাৎ প্রদোষঃ শিশির স্মৃতঃ।।

মতান্তরে আবার বলা হয়েছে—রাত্রির অর্ধভাগ—শরৎ। প্রভাত—হেমন্ত। পূর্বাহ্ন—বসন্ত। মধ্যাহ্ন—গ্রীষ্ম। অপরাহ্ন—বর্ষা। প্রদোষ বা সন্ধ্যা—শীত ঋতু।

ষট্‌কর্মের দিক নির্ণয়

জপেৎ পূর্বমুখো বশ্যে দক্ষিণঞ্চাভিচারকে।
পশ্চিমে স্তম্ভনং বিদ্যাদুত্তরং শান্তিকং ভবেৎ।।
আকর্ষণমথাগ্নেয্যাং নৈর্ঋতে মারণং তথা।
উচ্চাটনস্তু বায়ব্যে ঐশান্যাং মোক্ষদায়কম্।
তথাভিসারে কার্য্যা চ দক্ষিণাপ্লবনা মহী।—চামুণ্ডা তন্ত্র।

অর্থাৎ, উত্তরমুখে—শান্তিকর্ম। পূর্বমুখে—বশীকরণ। পশ্চিমমুখে—স্তম্ভন। দক্ষিণমুখে—বিদ্বেষণ। উচ্চাটন—বায়ুকোণে এবং মারণকর্ম— নৈর্ঋতমুখে করার নির্দেশ দিয়েছেন তন্ত্র। ঈশাণকোণাভিমুখে জপ করলে সাধক মোক্ষলাভ করে।

ষট্‌কর্মের আসন

আসন সম্পর্কে এখানে দেহভঙ্গীর কথা বলা হয়েছে। এগুলি যৌগিক আসনের অন্তর্গত। তন্ত্রে বলা হয়েছে—

পদ্মাখ্যং স্বস্তিকং ভুয়ো বিকটং কুক্কুটং পুনঃ।
বজ্রং ভদ্রকমিত্য হরাসনানি মনীষিণঃ।।

অর্থাৎ, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বিকটাসন, কক্কুটাসন, বজ্রাসন ও ভদ্রাসন, এই ছয়টি আসনের মধ্যে, শান্তিকর্মে—পদ্মাসন। বশীকরণে—স্বস্তিকাসন। স্তম্ভনে—বিকটাসন। বিদ্বেষণে—কক্কুটাসন। উচ্চাটনে—বজ্রাসন এবং মারণে ভদ্রাসন প্রশস্ত।

ষট্‌কর্মের মুদ্রা

ষট্‌মুদ্রা ক্রমতো জ্ঞেয়াঃ পদ্মপাশগদাহ্বতা।
মুষলানি খড়্গাখ্যাঃ শান্তিকাদিষু কর্মসু।।

অর্থাৎ, পদ্ম, পাশ, গদা, মুষল, বজ্র এবং খড়্গ। এই ছয়টি মুদ্রার মধ্যে শান্তিকর্মের, পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে—পাশমুদ্রা। স্তম্ভনে—গদামুদ্রা। বিদ্বেষণে—মুষল মুদ্রা। উচ্চাটনে—বজ্রমুদ্রা। মারণে—খড়্গমুদ্রা প্রশস্ত।

ষট্‌কর্মে তত্ত্ববিচার

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ।
স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোমকীর্তিতম্॥
উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুভূয়োঽগ্নির্মারণে স্মৃতঃ।
তত্ত্বত্তুতোদয়ে সম্যক্ তত্ত্বন্মণ্ডল সংযুতম্।
তত্তৎকর্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা॥

অর্থাৎ, শান্তিকর্মে—জলতত্ত্ব, বশীকরণে—বহ্নিতত্ত্ব, স্তম্ভনে—পৃথ্বীতত্ত্ব, বিদ্বেষণে—আকাশতত্ত্ব, উচ্চাটনে—বায়ুতত্ত্ব এবং মারণ কর্মে—বহ্নিতত্ত্ব। প্রয়োগ করার তান্ত্রিক বিধি।

ষট্‌কর্মের মন্ত্রবীজ

শীতাংশুসলিল ক্ষৌনী-ব্যোম-বায়ু হবির্ভুজাম্॥
বর্ণা স্যুর্মন্ত্রবীজানি ষট্‌কর্মসু যথাক্রমম্॥

অর্থাৎ, ষট্‌কর্মে নানাপ্রকার বীজমন্ত্রের ব্যবহারের নির্দেশ আছে। এর মধ্যে ঠং, বং, লং, হং, যং ও রং, এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে ষট্‌কর্মে প্রয়োগদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়ে থাকে।

ষট্‌কর্মের পদ যোজনা

উচ্চাটনে 'বষট্' প্রোক্তং হুঁফড়ন্তঞ্চ মারণে।
স্তম্ভনে চ নমঃ প্রোক্তং স্বাহা শান্তিক পৌষ্টিকে॥
হোম তর্পণয়োঃ স্বাহা ন্যাস পূজনয়োর্নমঃ।
মন্ত্রান্তে যোজয়েন্মন্ত্রী জপকালে যথাস্থিতি॥

অর্থাৎ, উচ্চাটন কর্মে মন্ত্রের শেষে—বষট্। মারণ কর্মে—হুঁ ফট্। স্তম্ভন কর্মে—নমঃ। শান্তিকর্মে—স্বাহা॥ বিদ্বেষণে—বৌষট্ পদ যোগ করবেন। হোম এবং তর্পণ কর্মে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' এবং ন্যাস ও পূজাতে—'নমঃ' শব্দ যোগ করবেন। তা ছাড়া মন্ত্র উদ্দীপন কার্য্যেও 'বষট্' শব্দ প্রয়োগ তন্ত্র সম্মত।

ষট্‌কর্ম সাধনে সাধকের কর্তব্য

এক লক্ষং জপেন্মন্ত্রং ধ্যান ন্যাস সমন্বিতঃ।
প্রয়োগ দোষশান্ত্যর্থ্যং মাত্মরক্ষার্থ কারণম্॥
নচেৎ ফলঞ্চনাপ্নোতি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ।

ন কুর্য্যাদ্ মারণং কর্ম কুর্য্যাচ্ছেদযুতং জপেৎ॥
ততঃ প্রায়শ্চিত্ত পরিমিতি॥ —কুমার্ণব তন্ত্র।

অর্থাৎ, ষট্‌কর্ম সাধনের নিমিত্ত আদিতে যথাবিধি ধ্যান করে ১,০০০০০ (এক লক্ষ) মন্ত্র জপ করতে হবে। এই কার্য্যের দ্বারা প্রয়োগজনিত কোনও বাধা, দোষ বা অনিষ্ট হয় না। প্রথমে একলক্ষ মন্ত্র জপ না করে ষট্‌কর্মে লিপ্ত হলে, সুফল লাভ অসম্ভব। উপরন্তু এই কাজে দেবতার অভিশাপ লাগে সাধককে। অন্যান্য তন্ত্রে যে অমৃত জপের কথা উল্লেখ আছে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তা জপ করতে হয়। সাধক যদি মারণকার্য্যে ব্রতী হয়, তার পূর্বে তাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র জপ করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বশীকরণ মন্ত্রাদি

বশীকরণের **দেবী**—বাণী। **কাল**—বসন্ত (দিবাভাগের প্রথম দশ দণ্ড)। **দিক**—পূর্বমুখ। **আসন**—স্বস্তিকাসন। **মুদ্রা**—পাশমুদ্রা। **তত্ত্ব**—বহ্নিতত্ত্ব। **মন্ত্রের শেষে**—স্বাহা।

শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে ন্যাস, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ভূতাপসারণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি শেষ করে, সাধ্যমত উপচারে দেবী বাণীর পূজা সমাপ্ত করে কর্ম করাই তন্ত্রের মত।

সাধারণতঃ কোনও স্ত্রী বা পুরুষকে বশ করার জন্য বশীকরণ ক্রিয়া করা হয়। তা ছাড়াও, অনেক স্থলে—রাজা, রাজকর্মচারী, শত্রু, পতিতা (বেশ্যা) প্রভৃতিকেও বশ করার জন্য বশীকরণ ক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এই বশীকরণ প্রয়োগ মন্ত্র নিচে দেওয়া হলো। যথা—

"ওঁ অস্য শ্রীবামদেব মন্ত্রস্য সম্মোহন ঋষিঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকামদেব দেবতা অমুকবশ্যার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

উপরোক্ত মন্ত্রে যেখানে অমুক শব্দ আছে, সেই স্থলে অভিলষিত নারী বা পুরুষের নাম উল্লেখ করতে হবে। তারপর নিম্নমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করবেন। যথা—

অঙ্গন্যাস—ওঁ কাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ কীং শিরসে স্বাহা, ওঁ কূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ কৈং কবচায় হুং, ওঁ কৌং নেত্রায় বৌষট্। ওঁ কঃ কামদেব দেবতা অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—"ওঁ কাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ কীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ কূং,

মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ কৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ কৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ কঃ কামদেব দেবতা অস্ত্রায় ফট্।" ষড়ঙ্গন্যাস সমাপ্ত করে ধ্যান করবেন। যথা—

ধ্যান—জপারুণং রক্তবিভূষণাঢ্যং চ
মীনধ্বজং চারুকৃতাঙ্গরাগম্।
করাম্বুজৈরংকুশমিক্ষু চাপং
পুষ্পাস্ত্রপাশৌ দধতং নমামি॥

উপরোক্ত ধ্যান শেষে নিম্নমন্ত্র ৫০০০ (পাঁচ হাজার) সংখ্যা জপ করবেন। যথা—"ওঁ কামদেবায় সর্বজন প্রিয়ায় সর্বজন সম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্বজনস্য হৃদয়ং মম বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপ সমাপ্ত করে রক্তকরবী পুষ্পে চামেলী আতর মাখিয়ে জপের দশাংশ অর্থাৎ ৫০০ (পাঁচ শত) হোম করবেন।

তারপর বালকগণের প্রীতিলাভের জন্য কমপক্ষে তিনটি বালককে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাবেন। পরে উপরোক্ত মন্ত্রে চন্দনকে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, বালকদের কপালে সেই চন্দন তিলক দিবেন। অতঃপর যে ব্যক্তিকে বশ করতে হবে, তার কথা মনে মনে চিন্তা করে বালকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। সাধক চিন্তা করবেন, যেন তিনি অভিলষিত ব্যক্তির সঙ্গেই কথাবার্তা বলছেন। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হবে।

সর্ব বশীকরণ মন্ত্র (১)

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে সর্বান্ মম বশ্যং কুরু কুরু সর্বান্ কামান্ মে সাধয় সাধয় স্বাহা।"

সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণকালে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে, এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করা যায় এবং সকলকে বশ করা যায়।

১। মন্ত্র সিদ্ধির পর প্রাতে উক্ত মন্ত্র ২১ বার উচ্চারণ করে, যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে আপন মুখ জলদ্বারা প্রক্ষালন করবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হবে। অথবা—

২। এক গেলাস জল উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে সেই জল যাকে খাওয়াবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হবে।

সর্ব বশীকরণ মন্ত্র (২)

মন্ত্র—"ওঁ ক্লং ক্লীং হ্রীং নমঃ।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণকালে ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে, পাতালবাসীগণ বশীভূত হয়। ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে দেবতা বশ হয়। ১০,০০০০ (এক লক্ষ) জপে ত্রিলোকের প্রাণী বশীভূত হয়।

সর্ব বশীকরণ মন্ত্র (৩)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে মহাহৃদয় কম্পিনি স্বাহা।"

পঞ্জিকা দৃষ্টে যে কোনও শুভমুহূর্তে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র.সিদ্ধ হয়। তারপর উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে একটি পান ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে, যে কোনও স্ত্রী, পুরুষকে খাওয়ালে সে বশীভূত হবে।

পতি বশীকরণ তিলক

১। শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরোচনাসহ পেষণ করে কপালে তিলক ধারণ করে পতির নিকট গমন করলে সে বশীভূত হবে।

২। মনঃশীলা, কুঙ্কুম, শ্বেত-সরিষা, বচ, কুড়, দেবদারু, রক্তচন্দন ও নিজের দেহের রক্ত একত্রে পেষণ করে, সকালে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে পূর্বমুখে বসে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করে, কপালে তিলক ধারণ করলে এবং বাঁ হাতে লেপন করে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সেই স্বামী বশীভূত হবে।

বিঃদ্রঃ—এই প্রক্রিয়া করার পূর্বে নিম্নমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। উপরোক্ত দু'টি প্রক্রিয়াতেই এটি প্রযোজ্য।

মন্ত্র—"ওঁ রক্তচামুণ্ডে পতিং মে বশমানয় নমঃ, ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ফট্।"

পতি বশীকরণ মন্ত্র (১)

মন্ত্র—"ওঁ কামমালিনী ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলেই সিদ্ধ হয়। তারপর নিম্নলিখিত ভাবে একে প্রয়োগ করতে হয়।

প্রয়োগ—১। কৌণ্ডিল্য পাখীর মাংস, ঘৃত, নিজ দেহের ময়লা উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে যোনিতে লেপন করে পতির সঙ্গে সহবাস করলে, পতি বশ হবে।

২। গোরোচনা, যে কোনও মাছের পিত্ত একসঙ্গে মিশিয়ে উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে তার দ্বারা কপালে তিলক ধারণ করলে, পতি বশীভূত হয়।

৩। উক্ত নিয়মে তিলক ধারণ করে বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে স্বামীকে ইঙ্গিত করলে, স্বামী বশ হবে।

(২)

মন্ত্র—"ওঁ নমো মহাযক্ষিনী পতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

১। লবঙ্গ, নিজের জিহ্বার মল একসঙ্গে মিশিয়ে উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে, স্বামীকে খাওয়ালে স্বামী বশ হবে।

২। আপন মাসিক ঋতুর রক্ত, কলার রস, গোরোচনা একসঙ্গে মিশিয়ে উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে নিজের কপালে তিলকধারণ করে ও পতির সঙ্গে সহবাস করলে, পতি বশ হয়।

৩। মঙ্গলবার একটি গোটা সুপারী উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে মুখে রাখবে। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, সুপারীটি মুখ থেকে বার করে দুধ, গঙ্গাজল দ্বারা ধুয়ে আবার সেই সুপারীটি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে, সেটা কুঁচিয়ে পান সেজে স্বামীকে খাওয়ালে পতি বশ হবে।

সিন্দুর পড়া

সিঁন্দুর সিঁন্দুর সিঁন্দুর পাতি।
কামাখ্যা পর্বতে তোমার উৎপত্তি।।
আমার এই সিঁন্দুর পড়া।
অমুকের কপালে দিয়ে ফোঁটা।
অমুক যেন হয় বোকা পাঁঠা।।
হরসিদ্ধান্ত গুরুর পা।
কামরূপের কামাখ্যা মা।।
কার আজ্ঞে ?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ? হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।
আমার এই সিঁন্দুর পড়া যদি লঙ্ঘে।
ঈশ্বর মহাদেব পঞ্চাননের বামপদে ঠেকে।।

কিছুটা সিঁন্দুর উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে একটা ব্যাঙের মাথায় দিয়ে, সেই সিঁন্দুর দ্বারা নিজের কপালে তিলক ধারণ করলে, তার স্বামী বশীভূত হবে।

সর্বজন বশীকরণ তিলক

মন্ত্র—**"ওঁ নমঃ সর্বলোক বশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা।"**

১। হরিতাল, তুলসীপত্র, কালো গাভীর দুগ্ধ একসঙ্গে পেষণ করে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে কপালে তিলক ধারণ করলে, সর্বজন বশীভূত হয়।

২। হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিঁন্দুর ও কলাগাছের রস একসঙ্গে পেষণ করে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে কপালে তিলক ধারণ করলে, সকলকে বশ করা যায়।

৩। রুদ্রাক্ষ, বটগাছের মূল একসঙ্গে পেষণ করে হোমের ভস্মের সঙ্গে মিশিয়ে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ললাটে তিলক ধারণ করলে, সর্বজন বশীভূত হয়।

বিঃ দ্রঃ—প্রথমে কোনও নির্জনস্থানে বসে, শুদ্ধবস্ত্রে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করে মন্ত্র সিদ্ধি করতে হবে, তারপর প্রয়োগ করতে হবে।

সর্বজন বশীকরণ বটিকা

মন্ত্র—**"ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায় মোহয় মোহয় মিলি মিলি ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"**

শুদ্ধস্থানে শুদ্ধবস্ত্রে বসে ধূপ-দীপ জ্বলিয়ে প্রথমে উক্ত মন্ত্রটি ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার জপ করে সিদ্ধ হতে হবে, তারপর প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ—শ্বেত-সরিষা, দেবদারু গাছের মূল একত্রে পেষণ করে বটিকা প্রস্তুত কবতে হবে। পরে এই বটিকা মুখে রেখে, যার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, সেই বশীভূত হবে।

সর্বজন বশীকরণ চূর্ণ

প্রথমে উপরোক্ত মন্ত্র ত্রিশ হাজার জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর উপলেট, বচ, ব্রহ্মদণ্ডী একত্রে পেষণ করে চূর্ণ তৈরী করবে, তারপর উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র **"ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায়..."** মন্ত্রটির দ্বারা সেই চূর্ণ ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে পানের সঙ্গে বা কোনও খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যাকে খাওয়াবে, সেই বশীভূত হবে।

সর্বজন বশীকরণ চুটকী

শনিবার ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বাবলা গাছের মূল তুলে চূর্ণ করতে হবে। পরে সেই চূর্ণ উক্ত "ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায়" মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে যার মাথায় নিক্ষেপ করবে, সেই বশীভূত হবে।

সর্বজন বশীকরণ কাজল

১। রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে এবং অমাবস্যা যেদিন একসঙ্গে যুক্ত হবে। সেইদিন—টগর, কুড়, তালীসপত্র একসঙ্গে পেষণ করে রেশমের কাপড়ে প্রলেপ দিয়ে মোটা বাতি তৈরী করতে হবে। তারপর সরষের তেলে সেই বাতি ভিজিয়ে প্রদীপ জ্বালবে। তার উপর মড়ার মাথার খুলি ধরবে। গভীর রাতে নির্জনে এই কাজ করে, মড়ার মাথার খুলিতে যে কাজল পড়বে। সেই কাজল একটি পাত্রে যত্ন সহকারে তুলে রাখতে হবে। প্রয়োজন সময়ে সেই কাজল পূর্বোক্ত **"ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামহেশ্বরায়..."** সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে চোখে লাগিয়ে যার দিকে চেয়ে দেখবে, সেই বশীভূত হবে।

স্ত্রী বশীকরণ মন্ত্রাদি (১)

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহামাতঙ্গীশ্বরী চাণ্ডালিনী অমুকীং পচ পচ দহ দহ মথ মথ স্বাহা"

চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। মন্ত্রে 'অমুকীং' স্থলে যাকে বশ করবে, সেই নারীর নাম উল্লেখ করতে হবে।

তারপর যে কোনও রবিবার পুনরায় ধূপ-দীপ জ্বেলে শুদ্ধবস্ত্রে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করে, উক্ত মন্ত্রে দুগ্ধ ও চিনির সাহায্যে ১০৮ (একশত আট) হোম করলে, সেই নারী বশীভূতা হবে।

(২)

মন্ত্র—"হ্রাং অঘোরে হ্রীং অঘোরে হ্রুং ঘোর ঘোরতরে সর্বং সর্বে নমস্তে রূপে হ্রঃ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে বিচ্চে।"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণকালে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর যাকে বশ করতে হবে, সেই নারীকে নিমন্ত্রণ করে এনে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রদ্বারা খাদ্যদ্রব্য ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে খাওয়ালে, সেই নারী সবসময় বশীভূত থাকে।

(৩)

মন্ত্র—"ওঁ কুন্ডনী স্বাহা।"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণকালে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর কোনও সুগন্ধযুক্ত ফুল (চাঁপা, গোলাপ প্রভৃতি) ১০৮ বার উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে যে নারীকে সেই ফুলের ঘ্রাণ নেওয়াবে, সেই নারী বশীভূতা হবে।

(৪)

মন্ত্র—"ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রকামিনী অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণকালে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। মন্ত্রে 'অমুকী' স্থলে অভিলষিত নারীর নাম উল্লেখ করতে হবে।

এইভাবে মন্ত্রসিদ্ধির পর প্রাতঃকালে দাঁত মেজে ও মুখ ধুয়ে একটি ঘটিতে জল রেখে, উক্ত মন্ত্রদ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে সেই জল নিজেই পান করবে, ৭দিন প্রত্যহ এই ক্রিয়া করলে সেই নারী বশীভূতা হবে।

(৫)

মন্ত্র—"ওঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ অমুকীং (নারীর নাম) মে বশমানয় স্বাহা, হ্রীং ক্লীং শ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বাহা।"

যে কোনও রবিবার উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর রবিবার ৩০০ গ্রাম যবের আটা খুব মিহি করে পেষণ করে, জল দিয়ে মেখে একখানা মোটা রুটি তৈরী করে আগুনে এক দিকটা সেঁকে নিতে হবে, তারপর যে দিকটি সেঁকা হয়নি, সেদিকে ঘৃতের দ্বারা সিঁদুর গুলে নিজের তর্জনী অঙ্গুলীর দ্বারা উক্ত সিদ্ধমন্ত্রটি লিখে একটি পাত্রে রাখবে, তাতে গন্ধ (রক্ত চন্দন), পুষ্প ও পান-সুপারী দিবে। পরে ধূপ-দীপ জ্বেলে ঐ রুটির উপর বটুকনাথের পূজা করে, দক্ষিণান্ত করে রুটিতে দিবে। এবার তার উপর সাধ্যমত মিষ্টান্ন, দধি, চিনি এমনভাবে দিবে, যাতে রুটি ঢাকা পড়ে যায়। তারপর যাকে বশ করবে, তার নাম উচ্চারণ করে উপরোক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ (একশত আট) বার জপ করতে করতে ঐ রুটিকে টুকরো টুকরো করে কোনও কালো কুকুরকে খাওয়াবে। এই ক্রিয়া করলে এবং সাধক পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করলে অভিলষিত নারী বশীভূতা হবে।

(৬)

মন্ত্র—"যা আমীন যা ফামীন হমারে দিল মেঁ ফলানী কা দিল মিলা দে।"

মন্ত্রে 'ফলানী' শব্দের স্থলে অভিলষিতা নারীর নামোল্লেখ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। এবার যাকে বশ করবে, তাকে আগুনের কাছে নিজের সামনে বসিয়ে আগুনে গুগ্‌গুল্‌, লোবান, ধূনা ২১ বার দিতে হবে। এইভাবে ৭দিন ১৪ দিন বা ২১দিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া করতে থাকলে, উক্ত দিবসের মধ্যে সেই নারী বশ হবে।

যদি এই প্রক্রিয়ায় পুরুষ বশ করতে হয়, তাহলে মন্ত্রে 'ফলানী' শব্দের স্থলে সেখানে সেই পুরুষের নাম বলবে।

বশীকরণে চামুণ্ডা মন্ত্র

এই মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হলে, যথাবিধি তন্ত্রোক্ত নিয়মে ঘটস্থাপনা করে, পূজাপদ্ধতি বিধানে যথাশক্তি উপচারে দেবী চামুণ্ডার পূজা করতে হবে।

ধ্যান—দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা,
খট্টাঙ্গাসি নিগূঢ় দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ।
শ্যামা পিঙ্গল মূর্দ্ধজা ভয়ঙ্করী শার্দুলচর্মাবৃতা,
চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ।।

পূজা মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। হোম মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা।"

জপমন্ত্র—"ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোদয় বশমানায় অমুকং স্বাহা।"

উপরোক্ত জপমন্ত্র পূজাদি সমাপ্ত করে ১০,০০০০ (এক লক্ষ) জপ করতে হবে এবং মন্ত্রমধ্যে "অমুকং" স্থলে স্ত্রী বা পুরুষের নাম উল্লেখ করতে হবে। জপ শেষে শিরীষ বৃক্ষের সমিধ ঘৃত-সংযুক্ত করে জপের দশাংশ অর্থাৎ ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম করবে। এতে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে। শুধুমাত্র এই ক্রিয়া দ্বারাই সাধক অভিলষিত স্ত্রী বা পুরুষ অর্থাৎ মন্ত্রে যার নাম উল্লেখ করবে, সেই বশীভূত হবে।

বশীকরণে চণ্ডীমন্ত্র

প্রথমে ঘটস্থাপনা করে সাধ্যমত উপচারে দেবী চণ্ডিকার পূজা করবে।

ধ্যান—"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী,
যা মহিষোন্মূলিনী।
যা ধূম্রেক্ষণ চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনী,
যা রক্তবীজাশনী॥
যা শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যদলনী
যা সিদ্ধিদাত্রী পরা।
সা দেবী নবকোটি মূর্তি সহিতা,
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চণ্ডিকে অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।"

মন্ত্রমধ্যে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত স্ত্রী বা পুরুষের নাম উল্লেখ করে ১০,০০০০ (এক লক্ষ) জপ করলে, যার নাম উল্লেখ করে জপ করবে, সেই বশীভূত হবে।

বশীকরণে রুদ্র মন্ত্র

যথাশক্তি শিবের পূজা শেষ করে একটি অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করে নিম্নমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর একটি রক্তকরবী পুষ্প হাতে নিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করে যে নারী বা পুরুষের হাতে দিবে, সে বশীভূত হবে।

বশীকরণে ভূতনাথ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবন ভূতানি সাধয় হং।"

নির্জনে শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে বসে উক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০০ (এক লক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তারপর মধুদ্বারা তৈরী মদ্য উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে যাকে খাওয়াবে, সেই বশীভূত হবে।

রাজা বশীকরণ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকাত্মনে অমুক মহীপতে মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রে 'অমুক' শব্দস্থলে অভিলষিত রাজা বা জমিদারের নাম উল্লেখ করে, শুদ্ধবস্ত্রে বসে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর রবিবার অপামার্গের (আপাং) ফুল এনে উক্তমন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে খাওয়াতে পারলে, রাজা বশীভূত হবে।

রাজার ক্রোধ উপশম

মন্ত্র—"হথেলী তো হনুমন্তং বশে ভ্যায়রু বসে কপার।
নারসিংহকো মোহিনী মোহ সব সংসার॥
মোহন রে মোহন্তবীর।
সব বীরণ মেঁ তেরা সির॥
সবকো দৃষ্টি বাঁধি দে মোঁহি।
তেল সিন্দুর ড়োউঁ তোঁ হি॥
তেল সিন্দুর কাঁহা সে আয়া।
কৈলাস পবর্ত সে আয়া॥
কৌন লায়া ?
অঞ্জনী কা হনূমন্ত, গৌরী কা গণেশ।
কালা গোরা তীসলা তীনোঁ বসে কপাল॥
বিন্দা তেল সে দূর কা দুশ্‌মন গয়া পাতাল॥
দুহাঈ কামিয়া সিন্দুর কী,
হমে দেখে শীতল হো জায়।
মেরী ভক্তি গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।
সত্য নাম আদেশ গুরু কা॥"

রবিবার থেকে শুরু করে ১৪টি রবিবার বিধি অনুযায়ী 'নৃসিংহমূর্তির' পূজা করতে হবে। সেই সঙ্গে উপরোক্ত মন্ত্র ১২১ বার জপ করবে। তারপর আরও ৭টি রবিবার প্রদীপ জ্বেলে, তেল, লাড্ডু ও লোবান রেখে ১২১ বার উক্তমন্ত্র জপ করবে, তাতে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

এবার নতুন এক বাণ্ডিল সিন্দুর নিয়ে ৭ বার উক্ত মন্ত্রে সিন্দুরকে অভিমন্ত্রিত করে, নিজের ললাটে সেই সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে রাজা বা জমিদারের কাছে গেলে, তার ক্রোধ শান্ত হবে এবং সে প্রসন্ন ও বশীভূত হবে।

এলাচ পড়া

মন্ত্র—"ওঁ নমো কালা কলুআ কালী রাত, তিসকী পুতনি মাঁঝী রাত।
কালা কলুয়া ঘাট বাট সূতী কো জগা লাও, ব্যায়ঠি কো উঠা লাও।
খড়ী কো চলা লাও, বেগী ঘর ইয়া লাও, মোহনী জোহনী চল্ রাজা
কী ঠাঁও, অমকী কে তন্‌মেঁ চটপটি লগাও, জীয়া লে তোড় জো
কোঈ খায় হমারী ইলায়চী, কভি ন ছোড়ে হমারা সাথ, ঘর কো
তজে বাহর কো তজে ঘর কে সাঁই কো তজে হমেঁ তজ ঔর কনে
জায় তো ছাতী ফাট্ তুরন্ত মর জায়, সত্য গুরু আদেশ গুরু কী
শক্তি, মেরী ভক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা, ঈশ্বর মহাদেব কী বাচা,
বাচা সে টরে তো কুম্ভী নরক মেঁ পড়ে।"

বিঃ দ্রঃ—মন্ত্রে যেখানে অমুকী আছে, সেখানে পুরুষ বা নারীর নামোল্লেখ করতে হবে।

শুভদিনে শুভমুহূর্তে আরম্ভ করে ২১ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ১২১ বার মন্ত্রটি জপ করলে, মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর একটি বড় এলাচ বা ছোট এলাচ নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ১১ বার অভিমন্ত্রিত করে যাকে খাওয়াবে, সেই বশ হবে।

লবঙ্গ পড়া

মন্ত্র—"ওঁ জল কী জোগ্‌নী পাতাল কা নাগ।
জিসপে ভেজু তিসকে লাগ্।।
শোতে সুখ না ব্যয়ঠে সুখ।
ফির ফির দেখে মেরা মুখ।।
মেরী বাঁধী ঘুটে তো,
বাবা নারহসিংহ কি জটা টুটে।"

শুভদিন ও শুভমুহূর্তে শুরু করে ২১দিন যাবৎ প্রত্যহ ১২১ বার জপ করলে, মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর ৪টি লবঙ্গ পেষণ করে বাতাসার মধ্যে দিয়ে, তাকে গুগ্‌গুলের ধোঁয়া দিবে ও ৭ বার মন্ত্রটি মনে মনে পাঠ করে মুখের মধ্যে রাখবে। পরে মুখে জল নিয়ে মুখের এদিক-ওদিক ফিরিয়ে মুখ থেকে বাতাসা বের করে, আবার তাতে গুগ্‌গুলের ধোঁয়া দিয়ে সেটা পানের মধ্যে বা যে কোনও প্রকারে খাওয়ালে, সেই পুরুষ বা নারী বশীভূত হবে।

পান পড়া

মন্ত্র—"কামরুদেশ কামাখ্যাদেবী, তহাঁ বসে ইসমাইল যোগী।
ইসমাইল যোগী নে দীন্‌হা বীড়া।
পহলা বীড়া আতী জাতি।
দুজা বীড়া দিখাবে ছাতী॥
তীজা বীড়া অংগ্ লিপটাঈ,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।
দুহাঈ গুরু গোরখনাথকী॥

দ্বীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপ জেলে ও ধূপ জেলে একটি পাত্রে মিঠাই বা সন্দেশ রাখবে। তারপর উক্তমন্ত্র ১৪৪ বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তাছাড়া যে কোনও রবিবারে আরম্ভ করে প্রত্যহ ২১ বার করে ২১দিন পর্যন্ত জপ করলে, মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর তিনটি গোটা পান, মশলা দিয়ে সেজে তাকে উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে যাকে খাওয়াবে, সেই পুরুষ বা নারী বশীভূত হবে।

ফুল পড়া

মন্ত্র—"কামরু দেশ কামাখ্যা দেবী।
তহাঁ বসে ইসমাইল যোগী॥
ইসমাইল যোগী নে লগাই ফুলবারী।
ফুল বিনে লোনা চামরী॥
জো ইস্ ফুল কো সুঁধে বাস।
তিসকা জীব হমারে পাস॥
ঘর ছোড়ে ঘর আংগন ছোড়ে,
লোক কুটুম কো লজ্জা ছোড়ে,
দুহাঈ লোনা চমরী কী দুহাঈ ধন্বন্তর কী ছু॥"

শনিবার থেকে শুরু করে ২১দিন পর্যন্ত প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র ১৪৪ বার করে জপ করতে হবে। জপের সময় ধূপ-দীপ জ্বালাবে, লোবানের ধূনা দিতে হবে। তাতে মদের ছিটে দিতে হবে, এইভাবে মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

তারপর একটি সুগন্ধি ফুল (গোলাপ) নিয়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত

করে যাকে ঘ্রাণ নেওয়াবে, সেই বশীভূত হবে।

সুপারী পড়া

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রিলোচনায় ত্রিপুরবাহনায় অমুং (নারী বা পুরুষের নাম) মম বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

একটি নির্জনস্থানে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে শনিবার রাত্রে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর একটা গোটা সুপারী নিয়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে যার হাতে দেবে, সেই পুরুষ বা নারী বশীভূত হবে।

বশীকরণে শয়তান প্রয়োগ

মন্ত্র—"ইন্না আন্তেন শয়তানা।
মেরা শিকল বন্ অমুকী (নারীর নাম) কে পাস জানা।
উসে মেরে পাশ লানা।
ন লাবে তো তেরী বহন্
ভান্‌জী পর তীন সও তিন তলাক্।

শনিবার গভীর রাতে নির্জন ঘরে খাটের পায়ার কাছে উলঙ্গ হয়ে বসে, লোবানের ধূনা দিয়ে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধ হলে খাটের পায়ার কাছে উলঙ্গ হয়ে বসে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র আখের গুড়ের ওপর ১০৮ বার পড়বে। তারপর গুড়ের পাত্রটি খাটের নীচে রেখে শুয়ে পড়বে। সকালে উঠে সেই গুড় ছেলেদের ভাগ করে খেতে দেবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অভিলষিত নারী বশীভূতা হবে এবং এক সপ্তাহ মধ্যে তোমার কাছে এসে হাজির হবে।

পতিতা বশীকরণ—(১)

মন্ত্র—"ওঁ দ্রাবিনী স্বাহা। ওঁ হামিলে স্বাহা।"

শনিবারে কোনও নির্জনস্থানে বসে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর অপামার্গের (অপাংয়ের) ৭ আঙুল পরিমাণ কাঠি নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে বেশ্যার ঘরে রেখে এলে সে বশীভূত হবে।

পতিতা বশীকরণ—(২)

মন্ত্র—"ওঁ সকল কামিনী আঠা আঠা শূল মকালা পাজল অঞ্চল ওঁ যঃ যঃ যঃ।"

বেলগাছের তলায় কলো হরিণচর্মের আসনে বসে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধির পর উপরোক্ত নিয়মে বসে একটি সাদা ফুল ও বেলপাতায় উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে যে বেশ্যাকে মনে মনে চিন্তা করে ১০৮ বার হোম করবে, সেই বেশ্যা বশীভূতা হবে।

জুয়ায় বশীকরণ প্রয়োগ

মন্ত্র—"কৌখে রক্তে দভেরু পাক জিন নেদ্‌নী চতঃ ছঃ দানীয় মৈত্রেত্বে্ হিষ্টিবা লোক্ষিণ পাত্রম্।"

প্রথমে শুদ্ধস্থানে, শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

অতঃপর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ভূর্জপত্রে আলতা দ্বারা লিখে ডান হাতে ধারণ করে জুয়া খেলতে বসলে, খেলায় জিত হবে।

শত্রু বশীকরণ

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু ব্যায়্রী বাঁধুং জোগ্ ফ্যায়লে বাকে ঘর মেঁ রোগ কভী ন আওয়ে, আগে তেরে গুরুকে মন্ত্র ফিরেঙ্গে, রক্ত বিন্দু কী বাঁধু, ধারা অম্বর বাঁধু, বাঁধু তারা, মেরী শক্তি, গুরু কী ভক্তি ফুরে মন্ত্র সাচা, পিংড কাচা ঈশ্বরী বাচা, হন্ হন্ ফট্ স্বাহা।"

শনিবার দিন থেকে শুরু ২১ দিন (তিন সপ্তাহ) পর্যন্ত প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে জপ করবে। প্রত্যহ সাধ্য অনুসারে হনুমানজীর পূজা করে জপ করতে হবে। হনুমানজীকে মিঠাই ভোগ দিয়ে ছোট ছোট বালকদের প্রসাদ দেবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে, ২১ দিনের মধ্যে শত্রু বশ হয়ে সাধকের কাছে আসবে।

স্ত্রী বশীকরণ যন্ত্র-তন্ত্র

নিয়ম—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ায় একটি কাক ধরে খাঁচায় ভরে রাখতে

হবে, প্রতিদিন তাকে অল্প অল্প খাদ্য খেতে দেবে। তারপর শনিবার কোনও নির্জন বা গোপনস্থানে নিম্ন প্রক্রিয়া করতে হবে।

যন্ত্র

৯ কালা কল্ওয়া	২২ জো ন লাওয়ে	১৯ খড়ীকো দ্ওড়া	১৬ লাও ফলানী
২০ কো হাল লাও	১৫ কল্ওয়া ওয়ীর্	১০ কালী রাত্	৩১ ফিল্হাম্ লাও
১৪ তন্মুঝ লাগে সারী রাত	১৭ ব্যায়ঠী কো উঠা লাও	৬ সেজ্ পর্ পগ্ ধরে	১১ কালা ভের্জু
২৩ তো সগী বহিন্ ভাঁজী কে	১২ আধী রাত	১৩ জব্ ওয়হ্ আয়ে আধী রাত	৫ সোতী কো জগা লাও

একটি কাঁচা মাটির প্রদীপ তৈরী করে তাতে তিল তেল দিতে হবে। এবার একটা সাদা কাগজে কালো কালির দ্বারা উক্ত যন্ত্রটি লিখে, কাগজটি মুড়ে সলতের মতো তৈরী করবে। এর চারদিকে তুলো দিয়ে মুড়ে নেবে এবং পাকিয়ে নেবে, যাতে সেটা জ্বলে। এবার তিল তেলের প্রদীপে রাখবে, তারপর খাঁচা শুদ্ধ কাকটিকে ঠিক প্রদীপের কাছে এনে প্রদীপ জ্বেলে খাঁচার ওপর রেখে নিজে খাঁচার সামনে বসে নিম্ন মন্ত্র উচ্চস্বরে ৪১ বার পাঠ করবে।

মন্ত্র—**"কালা কল্ওয়া আধী রাত। কালা ভেঁজু আধী রাত।।**
জব্ ওয়হ্ আওয়ে আধী রাত। তন্ মুঝ লাগে সারী রাত।।
কলওয়া ওয়ীর অমুক কো লাও, ব্যায়রী কো উঠা লাও।।
সোতীকো জগা লাও। খড়ী কো দওড়া লাও।।
হম্ লাওয় ফিলহাম্ লাও।

কোন লাওয়ে তো সগী বহিন্।
ভাঁজী কে সির্ পর্ পগ্ ধরে ॥

উক্ত মন্ত্র ৪১ বার জপ শেষ হলে, প্রদীপের বাতিটিকে অল্প বাড়িয়ে সব তেল পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর প্রদীপটি কাকের খাঁচা থেকে তুলে সাবধানে অন্য জায়গায় রাখবে, যেন ভেঙ্গে না যায়।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে জঙ্গলে গিয়ে প্রদীপটিকে মাটিতে পুঁতে দেবে। আর একটি নতুন প্রদীপ তৈরী করে আগের মতই সব ক্রিয়া করবে। এইভাবে ২১ দিন পর্যন্ত এই ক্রিয়া করবে ও প্রতিবার জঙ্গলে গিয়ে প্রদীপ মাটিতে পুঁতে দেবে।

তিন সপ্তাহ— অর্থাৎ ২১ দিন এই ক্রিয়া করে আবার একটি সাদা কাগজে কালো কালির দ্বারা পূর্বোক্ত যন্ত্র লিখে, কাকের ডান পায়ে বেঁধে দিতে হবে।

তারপর রাত্রি ১২-টার পর কাকটিকে যেখানে ধরা হয়েছিল, সেখানে ছেড়ে দিতে হবে। কাকটিকে ছাড়ার পর পিছনদিকে ঘুরে কোনদিকে না চেয়ে, নিজের ঘরে আসবে ও শুয়ে পড়বে।

এইভাবে ক্রিয়া সমাপ্ত হবার এক সপ্তাহ মধ্যে অভিলষিত নারী আকর্ষিত হয়ে সাধকের কাছে আসবে।

স্ত্রী-পুরুষ বশীকরণ যন্ত্র

১১	৮	১	২০
২	১৩	১২	৭
১৯	৩	৬	৯
৫	১০	১৫	৪০

উপরোক্ত যন্ত্রটি কালো কালির দ্বারা সাদা কাগজে লিখে সলতের মত তৈরী করে কাঁচা মাটির সঙ্গে কিছু চিনি মিশিয়ে প্রদীপ তৈরী করে, তাতে তিল তেল দিবে। এবার ঐ সলতে ওতে দিয়ে সলতেটি জ্বালাবে। যাকে বশ করতে হবে, প্রদীপের

মুখ তার বাড়ির দিকে রাখবে। ১১দিন যাবৎ প্রত্যহ এই ক্রিয়া নিয়মিত করলে অভিলষিত নারী বা পুরুষ বশীভূত হয়ে সাধকের কাছে আসবে।

স্বামী বশীকরণ যন্ত্র

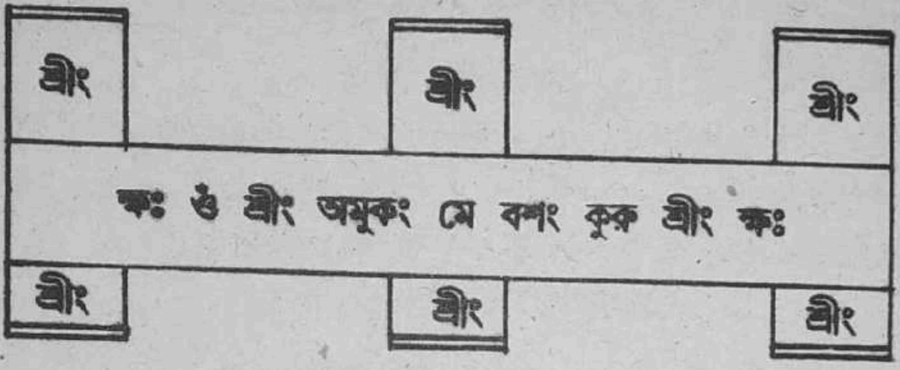

ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা উপরোক্ত যন্ত্রটি অঙ্কন করবে। যন্ত্রের মধ্যে 'অমুকং' স্থলে নিজের স্বামীর নাম লিখবে।

এবার যন্ত্রটি একটি সরায় রেখে তার ওপর আর একটি সরা চাপা দিয়ে আগুনে বসাবে। যখন যন্ত্রটি সরার মধ্যে জ্বলে গিয়ে ছাই হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে নেবে। ঠাণ্ডা হলে সেই ছাই জলে গুলে স্বামীকে খাওয়ালে, স্বামী সারাজীবন স্ত্রীর বশ হয়ে থাকবে।

রাজা বশীকরণ যন্ত্র

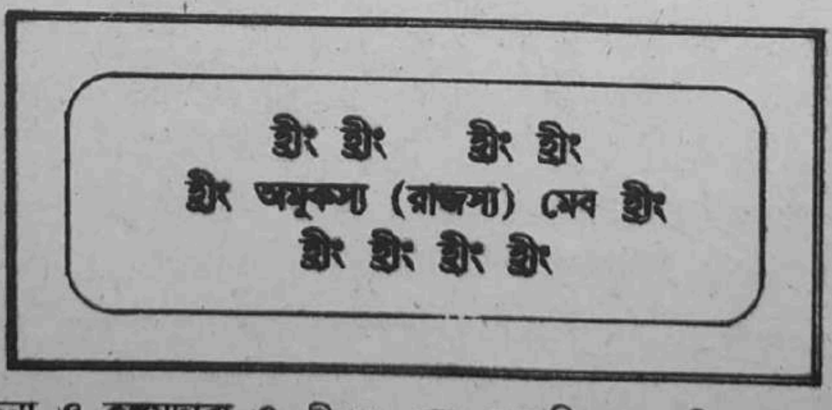

গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা ও শ্রীখণ্ড এবং অনামিকা অঙ্গুলির রক্ত মিশ্রিত করে ভূর্জপত্রে যন্ত্রটি অঙ্কন করবে 'অমুকস্য' স্থলে রাজা বা জমিদারের নাম লিখতে হবে। এবার যন্ত্রটির ষোড়শোপচারে পূজা করবে। কুমারী ও ব্রাহ্মণ-পত্নীকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাবে, (সংখ্যায় তিনজন বা পাঁচজন করে)। তার আগে চৌষট্টি যোগিনীর

পঞ্চোপচারে (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য) পূজা করে কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। তারপর পূজা করা যন্ত্রটি হাতের মুঠোয় বন্ধ করে রাজা বা জমিদারের সামনে গেলে, সে বশীভূত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আকর্ষণ বিধি

আকর্ষণ কাকে বলে ?—কোনও দূরস্থ প্রাণীকে ঘরে বসে কাছে টেনে আনার নাম আকর্ষণ। আকাঙ্ক্ষিত নর-নারী বা প্রাণীকে চঞ্চল করে তোলা, মানসিক রূপে কাছে টেনে আনার জন্য যে ক্রিয়া করা হয়, তাকে আকর্ষণ বলে।

তন্ত্রোক্ত আকর্ষণ প্রক্রিয়া

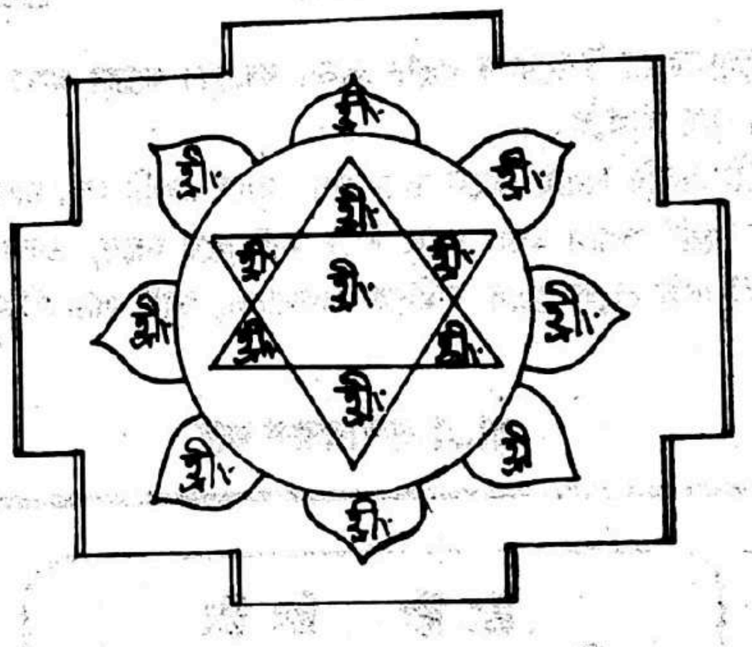

স্নানান্তে শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করে, রৌপ্য বা ভূর্জপত্রে রক্তচন্দন ও কুঙ্কুমদ্বারা উপরোক্ত একটি যন্ত্র অঙ্কন করবে।

যন্ত্রটি সামনে রেখে যথাবিধি নিয়মে আচমন, সামান্যার্ঘ্য, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়ামাদি সমাপ্ত করে, দেবী ত্রিপুরার যথাসাধ্য উপচারে পূজা করতে হবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করবে।

করন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাম্ হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠ্যাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায়

হূং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর ধ্যানান্তে রক্তচন্দন, জরাপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা সাধ্যানুসারে দেবী ত্রিপুরার পূজা করতে হবে।

ধ্যান—ভাবয়ন্ চেতসাং দেবীং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্।
বালার্ককিরণ প্রখ্যাং সিন্দুরারুণ বিগ্রহাম্।
পদ্মঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ জপমালাঞ্চ বামকে॥

অস্যার্থ—দেবী ত্রিনয়না। বাল-সূর্য সদৃশ তাঁর দেহকান্তি রক্তাভ ও উজ্বল। তিনি চন্দ্রশেখরা অর্থাৎ ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। তাঁর দক্ষিণহস্তে পদ্ম, বামহস্তে জপমালা রুদ্রাক্ষ শোভা পাইতেছে। এইরূপে দেবীকে চিন্তা করে সাধক যন্ত্রমধ্যে পূজা করবে।

পূজা মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ত্রিপুরায়ৈ নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং ত্রিপুরে অমুকীং আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলেই মন্ত্র সিদ্ধ হবে এবং নারী আকর্ষিত হয়ে সাধকের কাছে আসবে। মন্ত্রমধ্যে 'অমুকীং' স্থলে অভিলষিত নারীর নাম বলতে হবে। এই মন্ত্র প্রভাবে মানুষ তো ছার, অপ্সরাদেরও আকর্ষণ করা যায়। ইহা অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় আকর্ষণ পদ্ধতি

মন্ত্র—"ওঁ নমঃ আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু স্বাহা।"

সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আপন ইষ্টমন্ত্র জপ সমাপ্ত করে, কোনও নির্জনস্থানে, শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে পূর্বমুখে বসে সূর্যোদয়ের পর দশদণ্ড মধ্যে জপ আরম্ভ করবে। মাত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র সিদ্ধির পর নিজ অনামিকা অঙ্গুলির রক্ত দ্বারা ভূর্জপত্রে উক্ত মন্ত্র লিখে, সেই ভূর্জপত্রটি মধুর মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে। মন্ত্র মধ্যে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত নারী বা পুরুষের নাম লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে অভিলাষিত নর বা নারী আকর্ষিত হয়।

নারী আকর্ষণে কার্তবীর্য্যার্জুন মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হেঁ হেঁ স্বাহা।"

শুদ্ধস্থানে, শুদ্ধবস্ত্রে বসে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপেই সিদ্ধ হয়। যদি এই জপে কার্যসিদ্ধি না হয়, তা হলে যতদিন কার্যসিদ্ধি

না হয়, ততদিন জপ করতে হবে। তাহলেই কার্যসিদ্ধি হবে।

নারী আকর্ষণে চামুণ্ডা মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ চামুণ্ডে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল স্বাহা।"

সাধককে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে নির্জনস্থানে বসে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সাধ্যমত উপচারে দেবী চামুণ্ডার পূজা করতে হবে।

ধ্যান—"দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধিকারে স্থিতা।
খট্টাঙ্গাসি নিগূঢ় দক্ষিণকরা বামেন পাশ্রং শিরঃ॥
শ্যামা পিঙ্গল মূর্দ্ধজা ভয়ঙ্করী শার্দূলচর্মাবৃতা।
চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।"

পূজা শেষে সাধক উপরোক্ত **'ওঁ চামুণ্ডে জ্বল জ্বল...'** ইত্যাদি মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে, এতেই মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

অতঃপর যাকে আকর্ষণ করবে, সেই নারীর দিকে চেয়ে উক্তমন্ত্র জপ করতে থাকলেই সেই নারী আকর্ষিত হয়ে সাধকের অনুগত হবে।

নারী আকর্ষণ চূর্ণ

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদিপুরুষায় অমুকীং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

সাধক নির্জনস্থানে শুদ্ধভাবে পূর্বমুখে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে। মন্ত্রে 'অমুকীং' স্থলে অভিলষিত নারীর নামোল্লাখ করতে হবে। এইভাবে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

অতঃপর রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল চূর্ণ করবে, তারপর সেই চূর্ণ উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে সেই চূর্ণ যে নারীর মস্তকে নিক্ষেপ করবে, সেই নারী অবশ্যই সাধকের প্রতি আকর্ষিত হবে।

নারী পুরুষ আকর্ষণ প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদি পুরুষায় অমুকীং (নারী বা পুরুষের নাম) আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

ভূর্জপত্রে শ্বেতকরবীর ডালের কলম তৈরী করে কালো ধুতুরার রস ও গোরোচনা মিশ্রিত করে কালি তৈরী করে, সেই কালির দ্বারা ভূর্জপত্রে মন্ত্রটি লিখে কুল কাঠের

আগুনে খুব সাবধানে তপ্ত করবে, যেন পুড়ে না যায়। সেই সঙ্গে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে, তারপর ভূর্জপত্রটি কোনও গোপন জায়গায় রেখে দিতে হবে। যতদিন কার্যসিদ্ধি না হয়, ততদিন প্রত্যহ সেই ভূর্জপত্রের উপর উক্তমন্ত্র ১০৮ বার করে পড়বে এবং ফুঁ দিবে। এই ক্রিয়ার দ্বারা অভিলষিত নারী বা পুরুষ আকর্ষিত হয়ে সাধকের কাছে আসবে।

মন্ত্র সিদ্ধির নিয়ম—উপরোক্ত ক্রিয়া করবার পূর্বে মন্ত্রটি নিম্নোক্ত বিধিতে সিদ্ধ করে নিতে হবে। শুভমুহূর্তে উত্তরমুখে বসে, মুগার মালাতে ১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। জপ শেষ হলে ১০৮ বার উপরোক্ত মন্ত্রের সঙ্গে অভিলষিত নর বা নারীর নাম যোগ করে হোম করবে। হোমে সমিধরূপে গুগ্‌গুল ও ঘৃত আহুতি দিবে। তারপর এই সিদ্ধ মন্ত্র যে কোনও দ্রব্যের উপর ১০৮ বার জপ ও ফুঁ দিয়ে যার হাতে দেবে, সেই আকর্ষিত হবে।

নারী আকর্ষণ পুত্তলিকা

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদি পুরুষায় অমুকীং (অভিলষিত নারীর নাম) আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

মৃত্তিকা দ্বারা একটি নারী মূর্ত্তি তৈরী করে, তাতে গিরগিটির (কৃক্‌লাসের) রক্ত মাখিয়ে, উপরোক্ত সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে মাটিতে প্রোথিত করবে, তার ওপর প্রত্যহ প্রস্রাব করবে। এই প্রক্রিয়ায় সেই নারী আকর্ষিত হয়ে সাধকের কাছে আসবে।

নারী আকর্ষণ যন্ত্র প্রয়োগ

নিয়ম—লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, একত্রে জলে পেষণ করে তার সাহায্যে ভূর্জপত্রে উপরোক্ত যন্ত্রটি অঙ্কন করতে হবে। গোপনে কাজটি সমাধা করবে। এই কাজ গভীর রাত্রে করাই উচিত। যন্ত্রের মধ্যে অভিলষিত নারীর নাম লিখতে হবে, যে নারীর ওপর যন্ত্র প্রয়োগ হবে, সেই নারী যেখানে পা রাখবে এবং পায়ের ছাপ পড়বে, সেই মাটি বা ধুলো এনে জলে ভিজিয়ে একটি মূর্তি তৈরী করতে হবে। প্রয়োজনে এর সাথে অন্য মাটিও মিশিয়ে নিতে পারা যায়। সেই মূর্তিটিকে উক্ত অভিলষিত

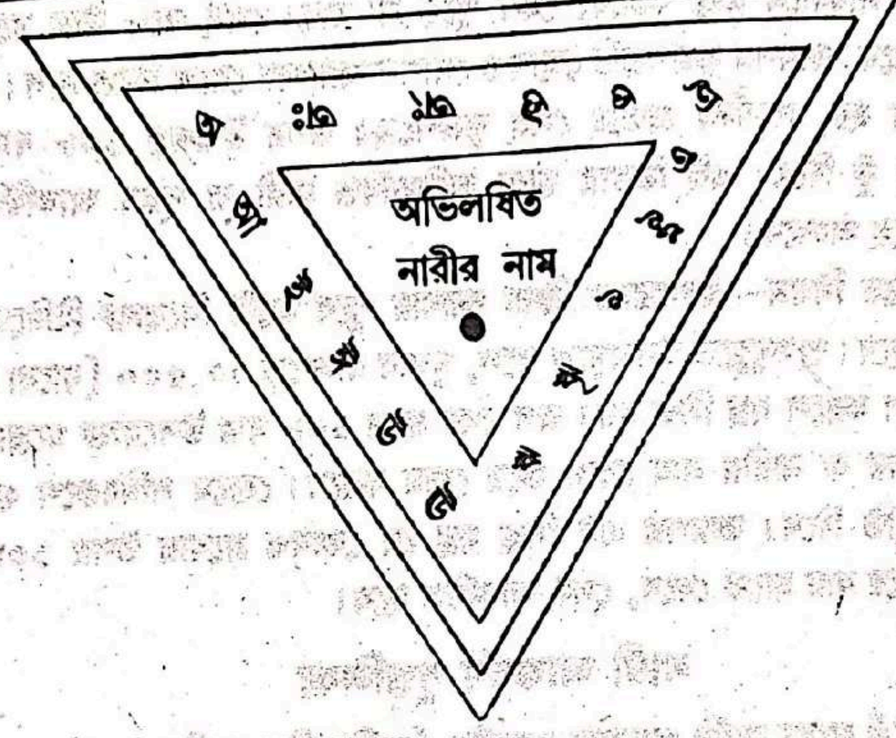

নারী বলে চিন্তা করে, তার যোনিতে উক্ত মন্ত্রটি রেখে দিবে। তার পূর্বে পঞ্চোপচারে যন্ত্রের পূজা করবে। তারপর পুতুলটিকে কোনও নির্জন স্থানে রেখে আসবে, তাতেই কার্যসিদ্ধ হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহন প্রকরণ

শাবরোক্ত মোহিনী মন্ত্র (১)

মন্ত্র— ''ওঁ মোহিনী মোহিনী তেই মোহিনী।
বড়া ভাব তৈলে মোহিনী গাংউ।
চন্দ্র মোহিলং সূর্য্য মোহিলং।
হাট মোহিলে, একবচন,
হোই হো সবোবচল গাঁউ,
শ্রীমহাদেব কী আজ্ঞা॥''

উপরোক্ত মন্ত্রটি নির্জনস্থানে বসে প্রত্যহ ১০৮ বার করে ৭ দিন জপ করবে এবং

মন্ত্রে 'তেই' শব্দের স্থলে যাকে মোহন করবে, তার নাম উল্লেখ করবে। এই প্রক্রিয়ায় সেই নারী বা পুরুষ মোহিত হবে।

(২)

মন্ত্র—"মোহিনী তীনি প জাউ।
পহিলেহ মোহো রাজা প্রজা।
পাছে মোংহ সাগরো গরাউ মোং হুং,
মেরী সিদ্ধি গুরুকী পাউ জান।।'

সাধক নির্জন স্থানে বসে উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার করে ৭দিন জপ করবে। মন্ত্রে 'তীনি' শব্দের স্থলে অভিলষিত নারী বা পুরুষের নামোল্লেখ করবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অভিলষিত নারী বা পুরুষ মোহিত হবে।

মোহনে জম্ভাদি মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ জং জম্ভায়ে নমঃ, ক্ষুং স্তম্ভায়ে নমঃ, ওঁ সম্মোহায়ে নমঃ। ওঁ হ্যং শোধায়ে নমঃ। ওঁ মহাভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভৈরবানন্দ আজ্ঞা, শ্রীবীরভদ্র আজ্ঞা।"

সাধক প্রথমে নির্জনস্থানে বসে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করে সিদ্ধ করে নেবে। পরে মদন ফল, যজ্ঞডুমুর, তেঁতুল, প্রিয়ঙ্গু, আমলকী, কুল, প্রত্যেকটি ফল ৭টি করে নিয়ে রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে পুরুষের প্রস্রাবের সঙ্গে ঘৃতকুমারীর রস দিয়ে সমস্ত পেষণ করে, বটিকা তৈরী করবে। তারপর তার দ্বারা তিলক তৈরী করে উক্তমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে কপালে তিলক ধারণ করলে, সকলকেই মোহিত করা যায়।

মোহনে পান পড়া

মন্ত্র—"ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ফট্।"

সাধক প্রথমে নির্জনস্থানে বসে উক্তমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করে মন্ত্র সিদ্ধ করতে হবে। তারপর একটি সাজা পান নিয়ে উক্তমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে যাকে খেতে দেবে, সে মোহিত হবে।

মোহনে মুখ মার্জন

মন্ত্র—"ওঁ রাজা প্রজা বন্ধু-বান্ধব শ্যালা মিত্রং পরীক্ষো ভব আনি আলি চালি চালি মোহি মোহি হ্রীঃ হ্রীঃ হ্রীঃ জগদ্বশ্যং ভবতু স্বাহা।"

সাধক প্রথমে নির্জনে বসে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করে সিদ্ধ হবে। তারপর এক ঘটি জল উক্ত মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে মুখ মার্জন করলে, সকলকে মোহিত করা যায়।

নর-নারী মোহনে গ্রন্থি

মন্ত্র—"ওঁ দণ্ডায় মহাদণ্ডায় স্বাহা।"

প্রথমে সাধককে নির্জনে বসে উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে সিদ্ধ করতে হবে, অতঃপর উক্ত মন্ত্র ৭ বার পাঠ করতে করতে আপন বস্ত্রের অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করলে, যে কোনও নর-নারী মোহিত হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তম্ভন প্রকরণ

এই কর্মে ব্রতী হবার পূর্বে সাধক এই কর্মের দেবতা, ঋতু, কাল, দিক, প্রভৃতি ষট্ কর্মানুসারে যা উল্লেখ আছে, সেই সকল অনুসরণ করে কার্যে ব্রতী হতে হবে। স্তম্ভন কার্য্যের পূর্বে সাধ্যমত উপচারে বগলামুখীর পূজা করতে হবে। তার জন্য এই গ্রন্থের বগলামুখী প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

স্তম্ভনে বগলামুখী মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।"

সাধক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করে পীতপুষ্প দ্বারা যথাশক্তি উপচারে বগলামুখীর পূজা করে, উপরোক্ত মন্ত্র হরিদ্রামালায় ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে, দুষ্ট মুখ স্তম্ভন করা যায়।

বিঃ দ্রঃ—মন্ত্রে যেখানে 'সর্বদুষ্টানাং' আছে, সেখানে বাঞ্ছিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে।

অগ্নি স্তম্ভন

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী লহ লহ হন হন কঠ কঠ স্তম্ভয় স্তম্ভয় অগ্নিং জড়ীভূতং কুরু কুরু স্বাহা হ্রীং।"

সাধক তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করে যথাশক্তি উপচারে মহিষমর্দিনীর পূজা শেষ করে, উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

অতঃপর উক্তমন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করে আপন গাত্রে ফুঁ দিয়ে অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করলেও দেহ দগ্ধ হয় না।

আসন স্তম্ভন

মড়ার মাথার খুলি চূর্ণ করে শ্লেষ্মাত্মক গাছের ফল এনে পেষণ করে মড়ার মাথার খুলি চূর্ণসহ মিশ্রিত করবে। তারপর এই মিশ্রণ আসনে ২ আঙুল পুরু করে প্রলেপ দিয়ে আসন শুষ্ক করে নিতে হবে।

এবার ইচ্ছানুযায়ী আসনটিকে নদীর জলে পেতে তার ওপর বসবে, তাহলে আসন ভেসে থাকবে, ডুববে না।

নৌকা স্তম্ভন

সাধক প্রথমে বগলামুখীর পূজাদি সমাপন করে তারপর এই কার্যে ব্রতী হবে।

মন্ত্র— "ওঁ হ্লীং বগলামুখীং নৌ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।" অথবা—

"ওঁ হ্রীং বগলামুখীং নৌ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০০ (এক লক্ষ) বার জপে সিদ্ধ হয়। যার নৌকা স্তম্ভন করতে হবে, মন্ত্রে 'অমুকস্য নৌ' বলতে বলতে জপ করতে হবে। তারপর এইভাবে মন্ত্র সিদ্ধ হলে, ভরণী নক্ষত্রে পাঁচ অঙ্গুলী পরিমাণ ক্ষীরিকা কাঠের একটি খোঁটা (কীলক) তৈরী করে, উক্তমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে তার নৌকায় দিলে, নৌকার গতি স্তম্ভন হয়।

শত্রুমুখ স্তম্ভন

মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং বগলামুখী অমুকস্য (শত্রুর নাম) মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

এক লক্ষ জপে মন্ত্র সিদ্ধ হবার পর রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত চামেলী ফুলের মূল তুলে এনে, সেই মূল গলায় ধারণ করলে শত্রুমুখ স্তম্ভন হয়। ধারণ করার আগে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করবে।

বীর্য স্তম্ভন

শ্বেত কুঁচের মূল তুলে সম্ভোগকালে মুখের মধ্যে রাখলে বীর্য স্তম্ভন হয়, এবং সহসা বীর্য পতন হয় না।

সভা স্তম্ভন

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং রক্ষ চামুণ্ডে কুরু কুরু সভাস্থ সর্বজনস্য মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

সাধক যথাবিধি নিয়মে চামুণ্ডার পূজা করে, উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র সিদ্ধির পর পুষ্যানক্ষত্রে যষ্টিমধুর মূল নিয়ে উক্তমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে সভায় নিক্ষেপ করলে, সভাস্থ সকলের মুখ স্তম্ভন হয়।

স্তম্ভনে চামুণ্ডা মন্ত্র প্রয়োগ

চামুণ্ডা মন্ত্র প্রয়োগে শত্রুর মুখ স্তম্ভন করতে হলে, প্রথমে তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে, যথাসাধ্য উপচারে চামুণ্ডা দেবীর পূজা, চামুণ্ডা মন্ত্র জপ, হোম, তর্পণ ও অভিষেক করতে হবে। তারপর মন্ত্রাদি জপে সিদ্ধ হওয়া যায়।

ধ্যান— "ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তা সিপাশিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।।
দ্বীপিচর্ম পরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা,
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বা ললন ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা।।
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।"
হোমমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা।"
তর্পণ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ তর্পয়ামি স্বাহা।"
অভিষেক মন্ত্র—"ওঁ হ্রী চামুণ্ডায়ৈ অভিষিঞ্চামি।"
জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং রক্ষ চামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকস্য (শত্রুর নাম) মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র শত্রুর নামসহ সংক্ষেপে ১০,০০,০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। তারপর পলাশ গাছের মূল তামার তার দ্বারা জড়িয়ে ১০৮ বার উক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে মুখমধ্যে ধারণ করলে ও শত্রুর সামনে গেলে, তার মুখ স্তম্ভন অর্থাৎ বাক্‌রোধ হয়।

স্তম্ভনে মহিষমর্দিনী মন্ত্র প্রয়োগ

এই কার্যে ব্রতী হবার আগে সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপন করে তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে যথাশক্তি উপচারে মহিষমর্দিনীর পূজা করে, জপাদি করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিন্যৈ নমঃ।"

হোমমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিন্যৈ স্বাহা।"

তর্পণ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিন্যৈ তর্পয়ামি স্বাহা।"

অভিষেক মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহিষমর্দিন্যৈ অভিষিঞ্চামি।"

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহামহিষমর্দিনী ঠ ঠ মম শত্রুং ভ্রাময় ভ্রাময় স্তম্ভয় স্তম্ভয় দেবি হুং মহিষনিসূদিনী ফট্।।"

উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে "মম শত্রুং" শব্দের সঙ্গে শত্রুর নামোল্লেখ করতে হবে। শুধুমাত্র এইভাবে জপ করলেই শত্রু স্তম্ভন হবে।

যাত্রা স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ

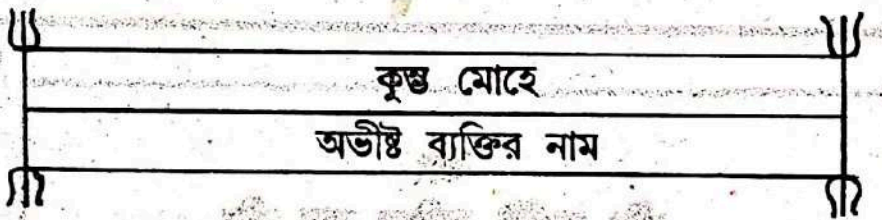

প্রয়োগ বিধি—একটি হরিদ্রাবর্ণের রেশম কাপড়ে গোরোচনা, হরিতাল, হরিদ্রা, মনঃশিলা ও কুঙ্কুম একসঙ্গে মিশিয়ে কাপড়ে উক্ত যন্ত্র অঙ্কন করে, হলুদবর্ণের পুষ্প ও হলুদ বর্ণের মিঠাই দিয়ে বিধিপূর্বক পূজা করে মাটিতে পুঁতে দিলে, যন্ত্রে যার নাম লেখা থাকবে, তার যাত্রা স্থগিত হবে।

মুখ স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ বিধি—একটি পাথরের টুকরোর উপর হরিতাল, গোরোচনা, হরিদ্রা, মনঃশিলা ও কুঙ্কুম একত্রে মিশিয়ে, তার দ্বারা যন্ত্রটি অঙ্কন করে পীত পুষ্প, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য এবং হরিদ্রাবর্ণের মিঠাই দ্বারা পূজা করে, যন্ত্রটির উপরে আর একখণ্ড পাথর চাপা দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। একজন ব্রাহ্মণকে ক্ষীর বা ক্ষীরদ্বারা তৈরী খাদ্য

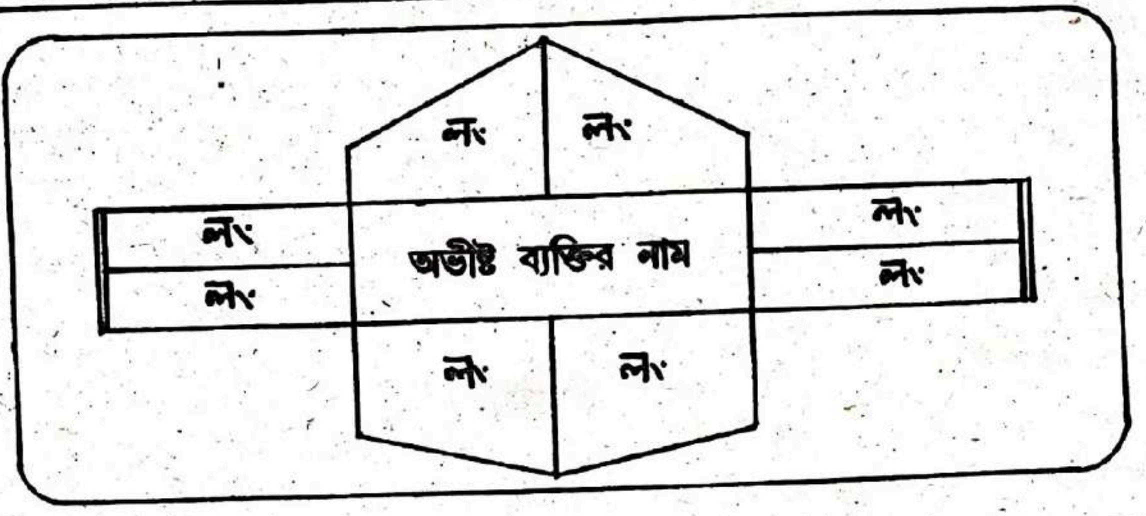

ভোজন করিয়ে সাধ্যমত দক্ষিণা দিবে। এই প্রক্রিয়ায় যন্ত্রে যার নাম লেখা থাকবে, সেই ব্যক্তির মুখ স্তম্ভন হবে।

অগ্নি স্তম্ভন যন্ত্র প্রয়োগ

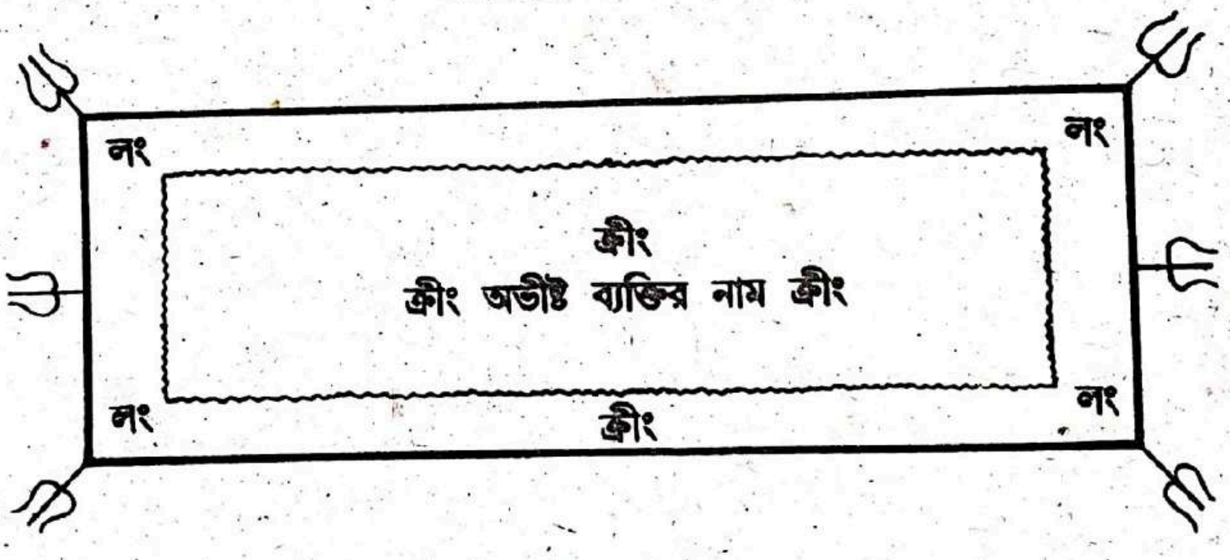

প্রয়োগ বিধি—যাদের আগুনে দগ্ধ হবার ফাঁড়া আছে, সেই সব ব্যক্তির জন্য উপরোক্ত যন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। যার ফাঁড়া আছে, যন্ত্রমধ্যে তার নাম লিখতে হবে। যদি কোনও বাড়ী বা অন্য কোন দ্রব্যকে অগ্নি থেকে রক্ষা করার দরকার হয়, তবে সেই বাড়ীর মালিকের নাম অথবা সেই বস্তুর মালিকের নাম লিখতে হবে।

খুব ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে সাধক এই ক্রিয়া করবে। ভূর্জপত্রে গোরোচনা, হরিদ্রা ও হরিতাল দ্বারা যন্ত্রটি অঙ্কন করে, যন্ত্রের সাধ্যমত পূজা করবে। একজন ব্রাহ্মণকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন ও দক্ষিণা দিয়ে যন্ত্রটি নদীর তীরে পুঁতে দিতে হবে কিংবা এমন

স্থানে পুঁতে দিতে হবে, যেখানে সব সময় জল বয়ে যায়। যতক্ষণ যন্ত্রটি সেই অবস্থায় সেখানে থাকবে, ততক্ষণ অগ্নিভয় থাকবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদ্বেষণ প্রকরণ

বিদ্বেষণ কি ?—যে কোনও দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব উৎপন্ন করার নামই বিদ্বেষণ। এটি অভিচার কার্য্য, এইসব কাজ পাপ মধ্যে গণ্য। তাই হিংসাবশতঃ এই কাজ করা অনুচিত।

যদ্যাপি নিজের ঘর, পারিবারিক ব্যাপার, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির হানি হতে থাকে, কোনও উপায় না থাকে, তখন শেষ উপায় হিসাবে এর প্রয়োগ করা চলতে পারে। তা ছাড়া অবৈধ সম্পর্ক, অসৎ বন্ধুর সঙ্গ ত্যাগ করানো, কারও প্ররোচনায় অপরাধ করা প্রভৃতি অসৎ কার্য্য, দূর করার জন্য বা এই সব অসৎ কর্মের প্রভাব থেকে কাউকে বাঁচানোর জন্য এই ক্রিয়া করা চলে।

বন্ধুদ্বয় মধ্যে বিদ্বেষণ

মন্ত্র—**"ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকে (প্রথম বন্ধুর নাম) অমুকেন (দ্বিতীয় বন্ধুর নাম) সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।"**

উপরোক্ত মন্ত্রটি সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের দিন কিংবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

জপের সময় মন্ত্রে 'অমুকে' 'অমুকেন' শব্দের স্থলে যাদের যাদের মধ্যে বিদ্বেষণ করা হবে, তাদের নামোল্লেখ করতে হবে।

অতঃপর এক হাতে একটি কাকের পালক অপর হাতে একটি পেঁচার পালক নিয়ে, দু'টি পালককে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, কালোসূতার দ্বারা দু'টি পালককে একত্রে বাঁধবে।

এরপর বাঁধা পালক দু'টি নিয়ে নদী, সরোবর বা পুকুরের ধারে গিয়ে, উক্তমন্ত্র জপ করতে করতে ১০৮ বার তর্পণ করবে। সাতদিন যাবৎ প্রত্যহ এই প্রক্রিয়া করলে, উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষণ হবে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিদ্বেষণ

মন্ত্র— "সত্ত নাশ আদেশ গুরু কো।
আক ঢ়াক দোনো বন্ রাঈ।
অমকা (প্রেমিকের নাম), অমুকী (প্রেমিকার নাম) অ্যায়সী কাঁর।
জ্যায়সে কুকার অন্তর বিলাঈ॥"

প্রথমে উপরোক্ত মন্ত্র প্রেমিক-প্রেমিকার নাম সহযোগে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে।

অতঃপর শনিবার দিন থেকে শুরু করে ৭দিন পর্যন্ত আখের ৭টি পাতার উপর উক্তমন্ত্র লিখে আগুন জেলে পোড়াবে। এই প্রক্রিয়া ৭দিন করলে, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিদ্বেষণ হবে।

পরস্পর মধ্যে বিদ্বেষণ

মন্ত্র—"ওঁ নমো নারদায় অমুকস্য (প্রথম ব্যক্তির নাম), অমুকেন (দ্বিতীয় ব্যাক্তির নাম) সহ বিদ্বেষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র প্রথমে ১০,০০০০ (এক লক্ষ) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে।

এবার ঘোড়ার লোম, মহিষের লোম নিয়ে উক্তমন্ত্রে দু'টিকে ১০৮ বার করে অভিমন্ত্রিত করে, তাদের সামনে ধোঁয়া দিলে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে।

শত্রু বিদ্বেষণ যন্ত্র প্রয়োগ

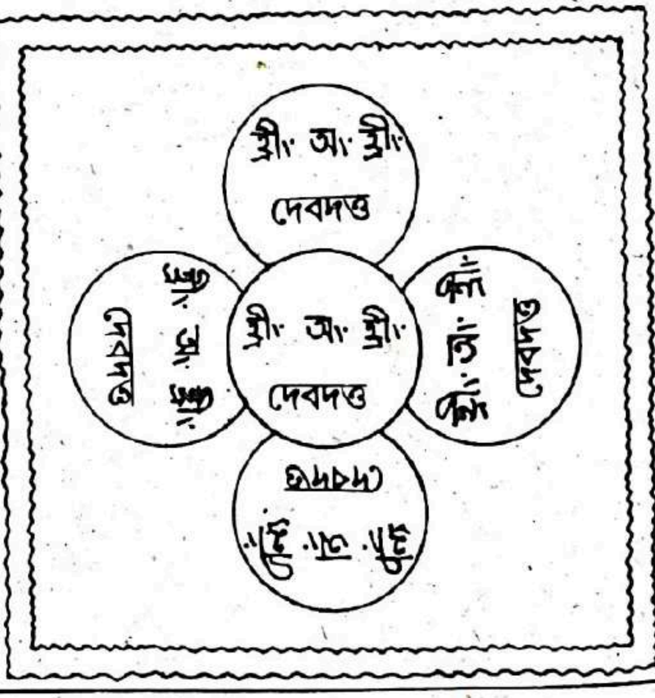

প্রয়োগ বিধি—শ্মশান থেকে মড়ার কাপড় এনে, তার উপর কাকের পালক দ্বারা ভেড়ার রক্ত দিয়ে উক্ত যন্ত্রটি অঙ্কন করবে। যন্ত্র মধ্যে যেখানে নাম লেখা আছে, সেখানে শত্রুর নাম লিখতে হবে। ভেড়ার রক্ত না পাওয়া গেলে ছাগলের রক্ত ব্যবহার করার বিধি আছে। তারপর যন্ত্রের উপরে ছাগল বা ভেড়ার রক্তমাখা অন্ন ভোগ দিয়ে যোগিনীর পূজা ও গুরুর পূজা করে, যন্ত্রের পূজা করবে। পরে যন্ত্রটিকে শ্মশানের আশপাশে অবস্থিত শিব মন্দিরে অথবা শ্মশানে রেখে আসতে হবে। ক্রিয়াটিও শ্মশানে বসে বা শ্মশানের কাছাকাছি শিব মন্দিরে বসে করতে হয়। এই যন্ত্র এবং প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্য্যকরী।

বন্ধু বিদ্বেষণে যন্ত্র প্রয়োগ

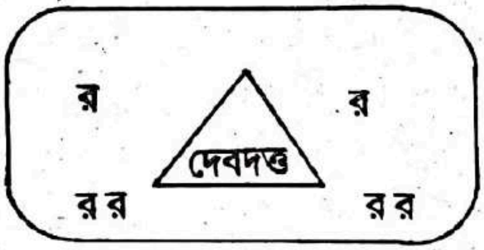

এই যন্ত্রটিও পূর্ব নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। সমস্তই একই প্রকার হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উচ্চাটন প্রকরণ

উচ্চাটন কি ?—এটিও অভিচার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষকে অস্থির করে তোলা হয়, তার মনে শান্তি থাকে না। সর্বসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বদা অশান্তি ভোগ করে। বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

তন্ত্রে এই প্রক্রিয়াটিকেও নিষিদ্ধ এবং পাপকর্ম বলা হয়েছে। এও একপ্রকার মারণ ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। মারণে যেমন প্রাণে মারা হয়, এতে বুদ্ধিকে হত্যা করা হয়।

এক্ষেত্রে যখন অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করার কোন পথ থাকে না, শত্রু যখন খুব প্রবল হয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তার প্রতিকারের কোনও উপায় থাকে না, একমাত্র সেই সময়েই এটি প্রয়োগ করা চলতে পারে।

উচ্চাটন কর্মের বিধি

তন্ত্রমতে এই কার্যের জন্য হোম, পূজা, হোমের স্থণ্ডিল, পূজার বেদী তৈরী, জপাদি নৈঋর্তকোণ অভিমুখে করতে হয়। হোমের কুণ্ড ত্রিকোণাকার হবে, অগ্নিকোণ অভিমুখে জপ করতে হবে এবং পদ্মবীজের মালা ব্যবহার করতে হয়। উষ্ট্রচর্মাসনে এই কার্য করা শাস্ত্রসম্মত। কার্পাস বীজের আহুতির কথাও তন্ত্রে দেখা যায়। মন্ত্রে 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণে অধিক ফললাভ হয়।

উচ্চাটন (১)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং (অভিলষিত ব্যক্তির নাম) সপুত্র বান্ধবৈ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুং ফট্ স্বাহা।"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ, দোল পূর্ণিমা অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ—যেখানে গাধা শুয়ে থাকে, সেখানকার ধূলা পায়ে মাখিয়ে আনবে। মঙ্গলবার দুপুরবেলা ধূলাটি এনে একটি মাটির পাত্রে ঝেড়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর গৃহে ছড়িয়ে দিলে, সে বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে।

(২)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভীমাস্যায় অমুক (শত্রুর নাম) গৃহে উচ্চাটন কুরু কুরু স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি প্রথমে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধ হবে।

অতঃপর বেলা দ্বিপ্রহরে গাধা যেখানে শুয়ে থাকে, সেই স্থানের মাটি বা ধূলা পশ্চিমদিকে মুখ করে বাঁ হাতে তুলে এনে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ৭দিন প্রত্যহ শত্রুর গৃহে ছড়িয়ে দিলে, শত্রুর উচ্চাটন হয়।

(৩)

মন্ত্র—"ওঁ অস্তিষ্ট অস্তিঃ নিদ্রাকা নিদ্রা নাম্নী বিদ্যা টং টীং টাং হ্রীং সমবয়ং টং টিং ঠং ঠঃ।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে সিদ্ধ হবে।

অতঃপর কাকের পালক দ্বারা কটু তৈলের সাহায্যে ১০৮ বার হোম করলে শত্রুর উচ্চাটন হয়।

(৪)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় সিদ্ধরূপিনে হন হন দহ দহ পচ পচ অমুকং (শত্রুর নাম) সপুত্র বান্ধবৈঃ সহ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হূং ফট্ স্বাহা ঠং ঠঃ॥"

উক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

অতঃপর চারি আঙুল পরিমাণ যজ্ঞডুমুর কাঠের গোঁজ (কীলক) তৈরী করে, উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০০০ (একহাজার) বার অভিমন্ত্রিত করে যার ঘরে পুঁতে দেওয়া হবে, সেই ব্যক্তির সপরিবারে উচ্চাটন হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মারণ বিধি

মারণ কার্যটিকেও তন্ত্রশাস্ত্রে নিন্দনীয় কার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং অনুচিত ভাবে পাবার জন্য বশীকরণ কার্যকেও গর্হিত ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে। সামাজিক এবং আইনগত ব্যাপারে একে অপরাধমূলক কাজ বলা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে নিজের প্রাণসংশয় হয়ে ওঠে এবং নিজেকে বাঁচানোর কোনও উপায় থাকে না, সেই সব ক্ষেত্র ব্যতীত কখনও এর প্রয়োগ উচিত নয়— সব সময় এই কথাটি সাধককে মনে রাখতে হবে। তন্ত্রে ষট্‌কর্মের মধ্যে একে একটি কর্ম বলে গণ্য করা হয়েছে। তজ্জন্যই এখানে মারণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হলো। একমাত্র নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যই এর প্রয়োগ করা যায়— এই কথাটি মনে রেখেই এই কর্মের অনুষ্ঠান করবে।

মারণের প্রশস্ত তিথি— একাদশী ও দ্বাদশী। **প্রশস্ত দিন**— রবিবার এবং সোমবার।

মারণ—(১)

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং অমুকস্য হন হন স্বাহা।"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের দিন কিংবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে নির্জনে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে 'অমুকস্য' স্থলে সাধ্য ব্যক্তির নামোল্লেখ করে জপ করতে হবে।

অতঃপর যথারীতি হোমকুণ্ড জ্বেলে ১০০০ (এক হাজার) কল্‌কে ফুল সরষের তেলে ডুবিয়ে মন্ত্রের সঙ্গে সাধ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে হোম করলে শত্রুর মত্যু হয়।

মারণ—(২)

মন্ত্রঃ—"ওঁ নমো নরসিংহায় কপিশ জটায়, অমোঘ-বাচা সত্ত বৃত্তান্ত মহোগ্ররূপায়। ওঁ হ্লীং হ্লীং ক্ষাং ক্ষীং ক্ষীং ফট্ স্বাহা।"

অমাবস্যার রাত্রে নির্জনে বসে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

১। অতঃপর ১০০০ (এক হাজার) রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে ঘৃতের সঙ্গে কোবিদার মিশ্রিত করে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা হোম করলে শত্রুর মৃত্যু হয়।

২। মানুষের (মড়ার) অস্থি চুর্ণ করে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে পানের সঙ্গে শত্রুকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হয়।

৩। কালো ধুতুরার বীজ চুর্ণ করে তার সঙ্গে চিতাভস্ম মিশিয়ে মঙ্গলবার উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তার মৃত্যু হয়।

মারণ—(৩)

মন্ত্র—"ওঁ নমঃ কালরূপায় শত্রু ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা।"

শনিবার অথবা মঙ্গলবারযুক্ত অমাবস্যার রাত্রে নির্জনে বসে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০০ (এক লক্ষ) বার জপ করলে সিদ্ধ হবে।

তারপর চিতাভস্ম নিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর গায়ে ছড়িয়ে দিলে শত্রুর মৃত্যু হয়।

মারণ— (৪)

মন্ত্রঃ—"ওঁ রং বং লং নমঃ অমুকং (শত্রুর নাম) ফট্ স্বাহা।"

শ্মশানে নির্জনে বসে উক্তমন্ত্র ১০,০০০০ (এক লক্ষ) বার জপে সিদ্ধ হয়।

অতঃপর রক্তবর্ণ পুষ্প কটুতৈলে ডুবিয়ে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে হোম করলে, শত্রুর মৃত্যু হয়।

মারণ—(৫)

মন্ত্র—"ওঁ ক্রীং ক্ষং অমুকং (শত্রুর নাম) ঠং ঠঃ।"

সাধক মন্ত্রটি কোনও নির্জন স্থানে বসে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে, ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

অতঃপর একটি লোহার ত্রিশূলে ছাগল বা ভেড়ার রক্ত মাখিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ত্রিশূলটিকে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে মাটিতে পুঁতে দিলে, শত্রুর মৃত্যু হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্য বৃদ্ধি মন্ত্র

বর্তমান যুগে সব মানুষের প্রায় আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। নিম্নলিখিত মন্ত্রাদি যথাবিধি জপ-পূজাদি করলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়।

লক্ষ্মীপ্রদ জপ ও পূজাদি

শুদ্ধস্থানে একটি শুদ্ধাসনে লক্ষ্মীদেবীর চিত্র বা প্রতিমূর্তি রেখে, শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে ধূপ-দীপ জ্বেলে সাধ্যমত নৈবেদ্যাদি সাজিয়ে পূজা করতে হবে।

ধ্যান—লক্ষ্মীং পদ্মাসনগতকটিং,
সূর্যশীতাংশুনেত্রা সদ্যদ্ভাস্ব।
স্তবারচয়রুচিং পদ্মশঙ্খাসিপাণীম্,
নানামুক্তামণিসুশকলাভূষিতাঙ্গাদ্বিহস্তাম্,
নিত্য লোকত্রয়ফলদাং নৌম্যহ ভক্তিপূর্বকম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

লক্ষ্মী গায়ত্রী—"ওঁ মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ চ ধীমহি তন্নো শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।"

এইভাবে পূজাদি করে নিম্নমন্ত্র বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করতে হবে।

জপমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেবী প্রসীদ মে ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।"

সৌভাগ্য বৃদ্ধি মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং ওঁ মহালক্ষ্মৈ নমঃ।"**

লক্ষ্মীর চিত্র বা প্রতিমা সামনে রেখে বুধবার রাত্রিতে চন্দন, লাল ফুল, ধূপ, দীপ, অক্ষত দ্বারা দেবীর পূজা করে, ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। এইভাবে বুধবারে শুরু করে প্রত্যহ ১০৮ বার করে কিছুদিন জপ করলে দুর্ভাগ্য নাশ হয়।

মহালক্ষ্মী মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং ওঁ মহালক্ষ্মৈ নমঃ।"**

পূর্বোক্ত বিধানে লক্ষ্মীদেবীর ভক্তিভরে পূজাদি সমাপন করে উক্ত মন্ত্র কার্ত্তিক মাসে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করলে সংসারে দুঃখ-দারিদ্র থাকে না।

ধনদা লক্ষ্মী মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ নমো ধনদায়ৈ স্বাহা।"**

উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করলে প্রভুত অর্থাগম হয়, সংসারে অভাব অভিযোগ থাকে না।

মহালক্ষ্মী স্তোত্রম্

স্তোত্রম্—শ্রীগণেশায় নমঃ।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্মী শ্রীপদ্মাবত্যৈ নমঃ।

মহালক্ষ্মী মহাকালী মহাদেবী মহেশ্বরী।
মহামূর্তি মহামায়া মহাধর্মেশ্বরী অহং॥
মুক্তামালাধরা মায়া মহামেধা মহোদরী।
মহাজন্তী জগৎমাতা মহাসদ্যোতিনি অহ॥

লক্ষ্মী মূর্ত্তি বা লক্ষ্মীর চিত্রের সামনে শুদ্ধাসনে বসে ধূপ-দীপ জেলে উক্ত ভগবতী মহালক্ষ্মীর ষোড়শ নামযুক্ত স্তোত্রটি নিত্য পাঠ করলে, লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় দুঃখ-দারিদ্র দূর হয়।

জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং জ্যেষ্ঠালক্ষ্মী স্বয়ম্ভুবে হ্রীং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ।"

শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে বসে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপে সিদ্ধ হওয়া যায়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে সংসারে দারিদ্র-দুঃখ দূর হয়।

ধনদা কুবের মন্ত্র

মন্ত্র—"যক্ষায় কুবেরায় বৈশ্রবণায় ধনধান্যাধিপতয়ে ধনধান্যং সমৃদ্ধিং মে দেহি দাপয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি জপের পূর্বে জপকারীকে যথাবিধি নিম্নলিখিত ভাবে সঙ্কল্প, ন্যাস, ধ্যান ও পুরশ্চরণ করে জপ করতে হয়। নিম্নে বিধি দেওয়া হলো।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকস্য ধন-ধান্য ঐশ্বর্য বৃদ্ধিকামঃ ধনদা কুবের মন্ত্র জপমহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।

করন্যাস—"ওঁ যক্ষায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ কুবেরায় তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ বৈশ্রবণায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ ধনধান্যাধিপতয়ে অনামিকাভ্যাম্ নমঃ। ওঁ ধনধান্য সমৃদ্ধিং মে কনিষ্ঠভ্যাং নমঃ। ওঁ দেহি দাপয় স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ যক্ষায় হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ কুবেরায় শিরসে স্বাহা। ওঁ বৈশ্রবণায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধনধান্যাধিপতয়ে কবচায় হুং। ওঁ ধনধান্য সমৃদ্ধিং মে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ দেহি দাপয় স্বাহা অস্ত্রায় করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।"

ঋষ্যাদি ন্যায়—"ওঁ বাণরামাক্ষার মন্ত্রস্য বিশ্রবা ঋষিঃ বৃহতীছন্দঃ শিব নিধনো বরো দেবতা মমপরিপ্রসন্নার্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্—সপ্তয়াহ্য বিমান বরস্থিতং,
গরুড় রত্ননিভং নিধিনায়কম্।
শিবসম্যাং মুকুটাদি বিভূষিতং,
বরগদে দধতি ভজ তুন্দিলম্॥

পূজামন্ত্র—**"ওঁ ধনদা কুবেরায় নমঃ।**

উপরোক্ত ধ্যান মন্ত্রটিই জপমন্ত্র। উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) বার

জপ করে, তিল ও ঘৃত সহযোগে জপের দশাংশ অর্থাৎ ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম এবং হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১০০ টি অভিষেক, তার দশাংশ, অর্থাৎ ১০টি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে জপকারীর দুর্ভাগ্য নাশ হয়। সংসারে দুঃখ-দারিদ্র দূর করে।

ঋদ্ধিদাতা মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ পদ্মাবতী পদ্মনেত্রে পদ্মাসনে লক্ষ্মীদায়িনী রাজা-ভূত-প্রেত নিগ্রহণী সর্বশত্রু সংহারিণী দুর্জন মোহিনী ঋদ্ধি বুদ্ধি কুরু কুরু স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং পদ্মাবত্যৈ নমঃ।"

গুগ্‌গুল্‌, গোরোচনা ও কুঙ্কুম একত্রে মিশিয়ে মটরের মতো ১০৮টি দানা তৈরী করে নিতে হবে। শনিবার রাত্রিতে এবং রবিবার দিবসে লালবর্ণের বস্ত্র পরে লাল কাপড়ের ওপর লালবর্ণের ফুল দিয়ে প্রত্যহ ১০৮ বার উক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে। সামনে হোমকুণ্ড জ্বেলে রাখতে হবে। প্রত্যেকটি বার মন্ত্র জপ শেষে একটি করে উক্ত গুগ্‌গুল মিশ্রিত দানা অগ্নিতে আহুতি দিবে।

এই নিয়মে এক মাস ক্রিয়া করলে লক্ষ্মী দেবী প্রসন্না হয়ে থাকেন। একমাস পরে প্রত্যহ ১১টি করে দানা অভিমন্ত্রিত করে অগ্নিতে আহুতি দিলে ঋদ্ধি-সিদ্ধি এবং অর্থাদি বৃদ্ধি হয়।

লক্ষ্মীদাতা মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ পদ্মাবতী পদ্মকুশী বজ্র বজ্রাঙ্কুশী প্রতিক্ষ ভবতি ভবন্তি।"

অর্ধরাত্রিতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে যবের দানার ওপর রাখবে, শুদ্ধ মাটির দ্বারা ছোট ছোট গুটি তৈরী করে তার মালা তৈরী করে নিতে হবে। তারপর ঐ মালাতে প্রত্যহ অর্ধরাত্রে ১০০৮ (এক হাজার আট) উক্ত মন্ত্র জপ করবে। এইভাবে তিন সপ্তাহ, অর্থাৎ ২১ দিন জপ করলে লক্ষ্মী দেবীর কৃপায় সাধকের দুঃখ-দারিদ্র দূর হয়।

মনোস্কামনা সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ আং অং স্বাহা।"

সাধক ব্রহ্মাচর্য পালন করে এবং হবিষ্য ভোজন করে থাকবে। তারপর শুদ্ধভাবে

উক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০০০ (এক হাজার) বার করে জপ করবে। যখন বা যেদিন ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপ শেষ হবে। তখন জপের দশাংশ অর্থাৎ ১০,০০০ (দশ হাজার) ঘৃত দ্বারা হোম করে, হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১০০০ (এক হাজার তর্পণ করতে হবে, তর্পন শেষে তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১০০ (এক শত) অভিষেক এবং ১০টি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সাধকের সর্ব মনোস্কামনা পূর্ণ হয়, ধনৈশ্বর্যে গৃহ পূর্ণ হয়, অভাব-অভিযোগ থাকে না।

লক্ষ্মীপ্রদ বিভিন্ন মন্ত্রাদি

নিম্নে কতকগুলি মন্ত্রের উল্লেখ করা হলো, সঠিক ও বিধিমত এই মন্ত্র প্রয়োগে সাধকের অভিলষিত ফললাভ হয়।

সর্বতোভদ্র লক্ষ্মীলাভার্থ যন্ত্র

১	৩২	৩৪	৬৩	৯	২৪	৪২	৫৫
৩৮	৫৯	৫	২৯	৪৬	৫১	১৩	২০
৩১	২	৬৪	৩৩	২৩	১০	৫৬	৪১
৬০	৪৭	২৭	৬	৫২	৪৫	১৯	১৪
৩	৩০	৩৬	৬১	১১	২২	৪৪	৫৩
৪০	৫৭	৭	২৬	৪৮	৪৯	১৫	১৮
২৯	৪	৬২	৩৫	২১	১২	৫৪	৪৩
৫৮	৩৯	২৫	৮	৫০	৪৭	১৭	১৬

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, চতুর্দশী অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন থেকে শুরু করে রূপোর কলম ও যক্ষ কর্দমের দ্বারা কালি তৈরী করে উক্ত যন্ত্রটিকে প্রতিদিন ১০৮ বার লিখতে হবে। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্র ১২০০০ (বারো হাজার) বার জপ করতে হবে। একবার জপ শেষ হলে একটি করে চাউল যন্ত্রের উপর রাখবে। পরদিন উক্ত চাউলগুলি নিয়ে গরুর দুধে পায়স রান্না করে আহার করবে। তার

ফলে লক্ষ্মীলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত শিবরাত্রির দিন উক্ত যন্ত্র গোরচনার দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করলে ও সেই সঙ্গে নিম্ন মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আটবার জপ করলে কার্য সিদ্ধি হয়।

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতী গো অমস্য সিদ্ধস্য বুদ্ধস্য অকরোৎ মহাযশস্য ওঁ অবতর অবতর অরকীণ মহানগণ্য স্বাহা।"

লক্ষ্মীপ্রদ যন্ত্র (১)

২	২৮	৮	৩০
৯৬	২২	৯০	২০
২৬	৪	৩২	৬
২৪	১৪	১৮	১২

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন শুভ সময়ে দোকানে একটি ভাল জায়গায় উক্ত যন্ত্রটি চামেলী ফুলের গাছের ডাল ও অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে রেখে দিলে, অথবা নিজের কাছে রাখলে ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

লক্ষ্মীপ্রদ যন্ত্র— (২)

নিম্নে যন্ত্রটিও অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে নিতে হবে। চামেলী ফুলের গাছের কলম দিয়ে লিখতে হবে। পরে ওটি মাদুলীতে ভরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শোধন করে ধারণ করবে, পকেটেও মাদুলী রাখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় লক্ষ্মীর

২৪২	২৪৯	২	৭
৬	১৩	২৪৬	২৪৫
২৪৮	২৪৩	৮	১২
৪	৫	২৪৪	২৪৭

কৃপা লাভ হয়। সন্তান লাভের জন্য এই মাদুলী দু'টি তৈরী করে, একটি নিজের কাছে এবং অপরটি স্ত্রীকে ধারণ করালে তাদের পুত্র সন্তান হয়।

অশান্তি নাশক যন্ত্র

৩৭	৪৫	২	৭
৬	৪২	৪২	৪০
৪৪	৩৮	৮	৯
৪	৫	৩৯	৪৩

বাড়ীতে রোগ-ব্যাধি, অশান্তি ও নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি দেখা দিলে, উক্ত যন্ত্রটি যক্ষকর্দম দ্বারা গৃহমধ্যে দেওয়ালে কিংবা গৃহের বাহিরে শুভদিনে লিখে, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেখানে ধূপ দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে— হে যন্ত্রাধিপতি দেব! সুখ শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা।'' ২১ দিন পর্যন্ত এইভাবে করলে, গৃহে সুখ-শান্তি ফিরে আসে।

ঐশ্বর্য বৃদ্ধিকারক সুশীলা যন্ত্র

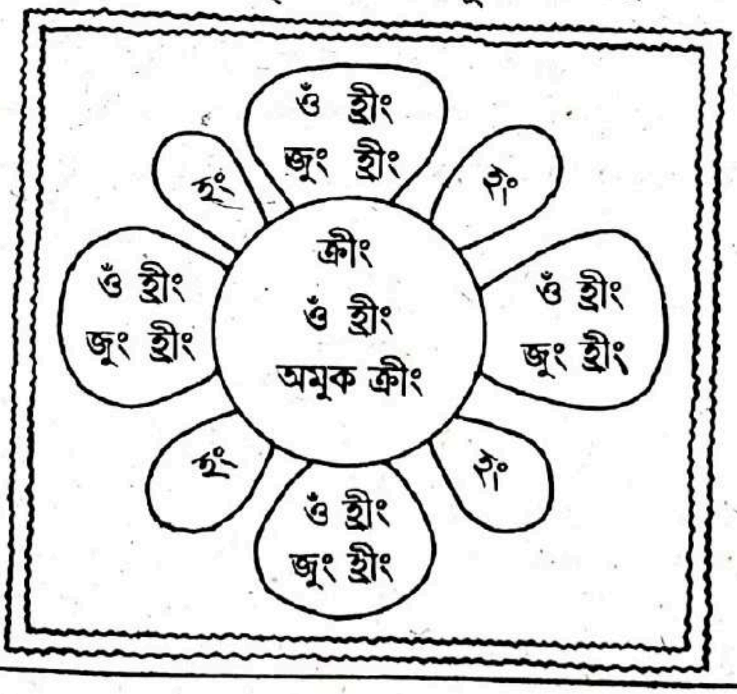

এই যন্ত্রটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রয়োগ করতে পারে। যদি স্ত্রীলোক অক্ষম হয়, তাহলে পুরুষ সাধক দ্বারা এই কাজ করাতে হবে। গোরাচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা উক্ত মন্ত্রটি ভূর্জপত্রে লিখে তিনদিন যথাশক্তি উপচারে পূজা করতে হবে। পূজামন্ত্র—**"এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং সুশীলা দেব্যৈ নমঃ।" এইক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দিতে হয়।**

তিনদিন পূজা করে সাধক স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে আসনে বসিয়ে ভূর্জপত্রে লিখিত যন্ত্রটি সোনার মাদুলীতে ভরে, সোনার হারে লাগিয়ে স্ত্রীলোক কণ্ঠে ধারণ করলে সৎগুণযুক্ত দীর্ঘায়ু পুত্র লাভ করে, তাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। মৃতবৎসা এটি ধারণ করলে তার সন্তান বাঁচে। পুরুষ এই যন্ত্র ধারণ করলে আয় বৃদ্ধি ও অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(বিবিধ প্রকার মন্ত্র ও যন্ত্র)

গৃহ-কলহ শান্তি মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ ধাং ধীং ধুং ধূর্জটেঃ,
পত্নী বাং হ্রীং বুং বাগধীশ্বরী।
ক্রাং ক্রীং ক্রুং কালিকা দেবী,
শাং শীং শূং মে শুভং কুরু॥

সাধক নিজের সামনে একটি চৌকিতে লাল কাপড় পেতে তার উপর কালীর প্রতিমা বা পট রেখে, জবার মালা দিয়ে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে যথাসাধ্য উপচারে দেবীর পূজা করে, দেবীর চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে, দেবীর মূর্তি চিন্তা করতে করতে উক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় ১০৮ (একশত আট) বার জপ করবে। ২১ দিন অথবা ১০৮ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ জপ করলে গৃহ-বিবাদ দূর হয়, সংসারে শান্তি ফিরে আসে, রুজি-রোজগার বৃদ্ধি হয়, রোগ-ব্যাধি নাশ হয়।

বিঘ্ন বিনাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্‌বৈরী বিনাশনম্॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

মন্ত্রটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সুফলপ্রদ মন্ত্র। প্রতিদিন প্রাতে স্নানাদি সমাপন করে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় ১০৮ বার করে তিনমাস জপ করলে সর্ববিঘ্ন নাশ হয়। সময় হাতে থাকলে, জপ সংখ্যা বাড়ালে ভাল হয়।

মনের ইচ্ছা পূরণকারী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো নারায়ণায়।"

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নানাদি ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করে, শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে পূর্বমুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্তমন্ত্র ১০৮ (একশত আট) বার অথবা ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে প্রত্যহ জপ করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

সমস্যা সমাধান কারক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।" অথবা—
"ওঁ শ্রীকৃষ্ণং শরণং গচ্ছামি।"

যে কোনও সমস্যা উপস্থিত হোক না কোন, কিংবা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে, কোনও স্থানে যাত্রা করতে হলে উপরোক্ত মন্ত্রটি তুলসী মালায় কিংবা করমালায় ১০৮ বার জপ করবে। এইভাবে তিনমাস যাবৎ প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে, সংসারের সকল সমস্যার সমাধান হয়, আয় বৃদ্ধি হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ ভম্বর ওয়ীর তু চেলা মেরা।
খোল্ দূকান্ বিক্‌রা কর্ মেরা।।
উঠে জো ডণ্ডী বিকে জো মাল।
ভঁম্বর ওয়ীর সোঁ করে নিহাল।

রবিবার সকালে দোকান খুলে ২১টি বিরি কলাইয়ের দানা নিয়ে ২১ বার উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে, দানাগুলি দোকানে ছড়িয়ে দিলে দোকানে বিক্রী বাড়তে থাকে। একবার এই প্রক্রিয়াতেই যথেষ্ট কাজ হয়।

বাণিজ্য বৃদ্ধি যন্ত্র

১। দীপান্বিতা অমাবস্যার অর্ধরাত্রে সিন্দুর ও হিঙ্গুল দ্বারা যন্ত্রটি দোকানের বাইরে

লিখে দিলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। অথবা—

৯২	৯৯	১২	৭
৬	৩	৯৬	৯৫
৯৮	৯৩	৮	৯
১৪	৫	৯৪	৯৭

২। উপরোক্ত যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে কিংবা কাগজের উপর পঞ্চগন্ধ দ্বারা লিখে নিয়ে একটি শুদ্ধ পাত্রে পঞ্চগন্ধ মিশ্রণ করে চামেলী গাছের কলম দ্বারা লিখতে হবে। যন্ত্রটি যার জন্য লিখবে, প্রাতে বা তৎক্ষণাৎ তাকে দিতে হবে। তারপর সে যন্ত্রটি দোকানে রেখে রোজ ধূপ দেবে ও প্রণাম করে ইষ্টদেবকে স্মরণ করবে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চগন্ধ—১। চন্দন, ২। কর্পূর, ৩। কেশর, ৪। কস্তুরী, ৫। গোরোচনা।

বাণিজ্য বৃদ্ধি লাখিয়া যন্ত্র

৪৯৯৯২	৪৯৯৯৯	২	৭
৬	৩	৪৯৯৯৬	৪৯৯৯৫
৪৯৯৯৮	৪৯৯৯৩	৮	৯
৪	৫	৪৯৯৯৪	৪৯৯৯৭

উপরোক্ত যন্ত্র প্রয়োগে পাঁচটি কাজ হয়। যেমন—

১। পঞ্চগন্ধ দ্বারা যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে মাদুলিতে ভরে ধারণ করলে চাকুরী স্থলে পদোন্নতি হয়।

২। দীপান্বিতা অমাবস্যার অর্ধরাত্রে উক্ত মন্ত্র পঞ্চগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে নিতে হবে, পঞ্চগন্ধের সঙ্গে মিছরী চূর্ণ মিশিয়ে চামেলী গাছের কলমে লিখতে হবে। অতঃপর মাদুলীতে ভরে ধারণ করলে ব্যবসা-বাণিজ্যে আশাতীত লাভ হয়।

পঞ্চগন্ধ—যথাক্রমে-চন্দন, কস্তুরী, কর্পূর, গোরোচনা ও কেশর।

৩। সোনাগেরু দ্বারা লিখে নিজের কাছে রাখলে অগ্নিভয় থাকে না।

৪। কুঙ্কুম দ্বারা উক্ত মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখে ধারণ করলে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বৃদ্ধি হয় ও দাম্পত্য-জীবন সুখময় হয়।

গুপ্তধন দর্শন প্রক্রিয়া

প্রাচীনকালে চোর-ডাকাতের ভয়ে মানুষ টাকা-পয়সা, সোনা-দানা ও বহু মূল্যবান রত্নাদি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রেখে দিত। কেউ তার সন্ধান পেতো না। তারপর সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার আর সন্ধান পাওয়া যেতো না। কিন্তু তন্ত্রের অমোঘ মন্ত্র বলে সাধক সেই সব গুপ্তধনের সন্ধান পায়।

গুপ্তধন দর্শন মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো হংসিনী হংসগতে মাঁ স্বাহা।"

স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সাধক শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করবে। জপ সমাপ্ত হলে মালতী ফুল ঘৃত মিশ্রিত করে ১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত) হোম করবে। হোমের শেষে হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১২৫০ (বারো শত পঞ্চাশ) তর্পণ করবে। তৎপরে তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১২৫ অভিষেক ও ১০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দিবে। তাহলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করলে সাধক জানতে পারবে, কোথায় গুপ্তধন লুকানো আছে।

গুপ্তধন দর্শন ক্রিয়া

একটি কাক ধরে তার জিভ কেটে আকন্দের তুলোয় মুড়ে ঘিয়ের প্রদীপে সলিতা করে জ্বালাতে হবে। তার ওপর একটি কাংস্য পাত্র ধরলে যে কাজল পড়বে। সেই কাজল চোখে দিলে কোথায় কি গুপ্তধন আছে, সাধক দেখতে পায়।

পকেট ভর্ত্তি রাখার প্রক্রিয়া

রবিবার যুক্ত পুষ্যানক্ষত্রে একটি কাক ধরে, তার ডান পায়ের একটি নখ উপড়ে নিয়ে কাকটিকে ছেড়ে দেবে। তারপর ঐ নখটিকে একটি রূপোর মাদুলীতে ভরে পকেটে রেখে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে, যতক্ষণ ঐ তাবিজ বা মাদুলীটি

পকেটে থাকবে, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি লটারী, জুয়া, ফাটকা প্রভৃতি নানদিক থেকে অর্থলাভ করবে। ফলে তার পকেটও ভর্তি থাকবে।

ইচ্ছা পূরণ প্রক্রিয়া

রবিবার যুক্ত পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের একটু মোটা গোছের মূল তুলে আনতে হবে। মূল তোলার সময় মনে রাখতে হবে—উত্তর দিকের মুলে অর্থলাভ ও লক্ষ্মী লাভ হয় এবং বশীকরণ করা যায়। পূর্বদিকের মূলে—রাজকৃপা লাভ, মান-সম্মান বৃদ্ধি, সাফল্য লাভ ও উন্নতি হয়। দক্ষিণ দিকের মূলের দ্বারা শত্রু বিনাশ অর্থাৎ মারণ ও রোগ-শোক দূর হয়। পশ্চিম দিকের মূল দ্বারা বিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা যায়। অতএব যে কামনার জন্য মূল তোলা হচ্ছে, সেই দিকের মূল তুলে এনে একটি গণেশ মূর্তি তৈরী করতে হবে। কিংবা গণেশের ছবির ফ্রেম করে নিতে হবে। এবার সেই গণেশ মূর্তি বা ছবিকে বিধিমত পূজা করতে হবে। প্রতিমা যেন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হয়। তার বেশীতে কার্য সিদ্ধ হয় না।

রক্ত করবী পুষ্প দ্বারা গণেশের পূজা করতে হবে। এক মাস যাবৎ এইভাবে পূজা করবে এবং সাধক ব্রহ্মচর্য পালন ও হবিষ্যান্ন ভোজন করবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধকের সর্ব প্রকার ইচ্ছা পূরণ হয়।

পূজা মন্ত্র—**"ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ওঁ পঞ্চাতবাং ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা।"**

অতঃপর রক্ত করবী ও ঘৃত সহযোগে মধু মিশিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ হোম করবে। তারপর নিম্নলিখিত জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে।

জপ মন্ত্র—**"ওঁ হ্রীং শ্রীং মানসে সিদ্ধিকরি হ্রীং নমঃ।"**

তারপর জপ মন্ত্রটি একশত আটবার বলতে বলতে পূজার রক্ত করবী পুষ্পগুলি নদীতে, সরোবরে বা কোনও জলাশয়ে ভাসিয়ে দেবে।

বিদ্যালাভে সরস্বতী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

যে কোনদিন শুভ মুহূর্তে শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে সরস্বতীর ছবি সামনে রেখে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ১০,০০০ (দশ হাজার) উক্ত মন্ত্র জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

অতঃপর এক কিলো গব্যঘৃতে ৪ কিলো ছাগলের দুধ মিশিয়ে তাতে একটি টংক সহজনার মূল, বচ, সৈন্ধব লবণ, ঘাবড়া ফুল ও লোধ মিশিয়ে স্বল্প আঁচে

পাক করবে, দুধ এবং ঔষধ সব শুকিয়ে যখন ঘৃত অবশিষ্ট থাকবে, সেই সময় আঁচ থেকে নামিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে প্রত্যহ এক তোলা পরিমাণ সেই ঘৃত খেলে বিদ্যা ও মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই সঙ্গে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ১০০০ (এক হাজার) বার জপ করবে। তার ফলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ নমো ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বদ বদ বাগ্‌বাদিনী বুদ্ধিবর্ধিনী হ্রীং নমঃ স্বাহা।"**

চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের দিন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তারপর উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে সরস্বতীর কৃপা লাভ হয়, দেবীর কৃপায় জপকারীর বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মামলায় জয়লাভার্থ যন্ত্র

৪৭	৫৮	৩৯	৮০	১	১২	২৩	৩৪	৪১
৫৭	৬৮	৭৯	৯০	১১	২২	৩৩	৪৪	৪৬
৬৭	৭৮	৮	১০	২১	৩২	৪৩	৫৪	৫৬
৭৭	৭	১৮	২০	৩১	৪২	৫৩	৫৫	৬৬
৬	১৭	১৯	৩০	৪১	৫২	৬৩	৬৫	৭৬
১৬	২৭	২৯	৪০	৫১	৬২	৭৩	৭৫	৫
২৬	২৮	৩৯	৫০	৩১	৭২	৮৩	৪	১৫
৩৬	৩৮	৪৯	৬০	৭২	৮২	৩	১৪	২৫
৬৭	৪৮	৫৯	৭০	৮১	২	১৩	২৫	৩৫

তন্ত্রে একে জয় পতাকা মন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূর্জপত্রে যক্ষকর্দম দ্বারা যন্ত্রটি লিখে অথবা অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে তারপর যার বিজয় কামনায় লেখা হচ্ছে, তার নাম লিখে এবং যে কাজের জন্য লেখা হচ্ছে, সেই কাজের

নাম লিখে (যন্ত্রের নীচে)। যথাশক্তি ("ওঁ বিজয় যন্ত্রায় নমঃ।") মন্ত্রে, ধূপ-দীপ দিয়ে ও মিঠাই চড়িয়ে, যন্ত্রটি কাছে রাখলে, বাদ-বিবাদে, মামলা-মোকদ্দমায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিজয় লাভ হয়।

বিজয়প্রদ যন্ত্র

তন্ত্রে এই যন্ত্রটিকে বিজয় যন্ত্র বা বিজয়রাজ যন্ত্রও বলা হয়ে থাকে।

রবিবার রাত্রিতে যতক্ষণ পর্যন্ত শুকতারা উদিত না হয়, তার আগেই লিখে ফেলতে হবে। যন্ত্রটি অঙ্কন শেষ হলে, একটি ছোট চৌকীতে শুদ্ধ বস্ত্রের উপর যন্ত্রটি রেখে দিতে হবে। অষ্টগন্ধ বা পঞ্চগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্রটি লিখতে হয়।

যন্ত্রটি চৌকীতে রেখে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে, তার উপর সচন্দন পুষ্প, মিঠাই আদি ভেট দিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় ১০৮ বার জপ করবে।

৭২	৬৪	৩৯	৮	১	৩	৫৩	৪৬	৫১
৬৬	৬৮	৭০	৩	৫	৭	৪৮	৫০	৫২
৬৭	৭২	৬৫	৪	৯	২	৪৯	৫৪	৪৬
২৬	১৯	২৪	৪৪	৩৭	৪২	৬২	৫৫	৬০
২১	২৩	২৫	৩৯	৪১	৪৩	৫৭	৫৯	৬১
২২	২৭	২০	৪০	৪৫	৩৮	৫৮	৬৩	৫৬
৩৫	২৮	৩৩	৮০	৭৩	৭৮	১৭	১০	১৫
৩০	৩২	৩৪	৭৫	৭৭	৭৯	১২	১৪	১৬
৩১	৩৬	২৯	৭৬	৮১	৭৪	১৩	১৮	১১

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমঃ বিজয় যন্ত্ররাজ ধারকস্য ঋদ্ধি বুদ্ধি জয়ং সুখং সৌভাগ্যং লক্ষ্মীসিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

অতঃপর জপ শেষে হোমের মশলার সঙ্গে শোধিত পঞ্চামৃত মিশিয়ে ১০৮ বার হোম করবে, তার ফলে যন্ত্র সিদ্ধ হবে। এই যন্ত্রের দ্বারা নয়টি কার্য সিদ্ধ হয়।

১। এই যন্ত্র থেকে অগ্নিভয় ও সর্পভয় দূর হয়।

২। দৃষ্টি অর্থাৎ নজর দোষ, ডাকিনী-শাকিনী, ভূত-প্রেত প্রভৃতির ভয় থাকে না।

৩। এর সাহায্যে সব কাজে জয়লাভ হয়।

৪। এই যন্ত্রের প্রয়োগে চাকুরীস্থলে পদোন্নতি হয়।

৫। এর দ্বারা জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ দূর হয়।

৬। মন্দিরের ধ্বজায় এই যন্ত্র বেঁধে দিলে মন্দিরের আয় বাড়ে।

৭। এর সাহায্যে নবগ্রহের দোষ শান্তি হয়।

৮। দীপান্বিতার দিন ব্যবসাস্থলে দোকানের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলে ব্যবসা বৃদ্ধি হয়।

৯। অস্ত্রে যন্ত্র বেঁধে যুদ্ধে গেলে যুদ্ধে জয় হয়।

যোগিনী যন্ত্রম্

তন্ত্রে যোগিনী যন্ত্রকে বিশেষ প্রভাবশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়, সব রকম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

যোগিনী যন্ত্র (১)

শুভসময়ে ভূর্জপত্রে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা যন্ত্রটি অঙ্কন করতে হবে। যে কাজের জন্য যন্ত্র অঙ্কন করা হচ্ছে, তার বিবরণ এবং যার জন্য লেখা হচ্ছে তার নাম যন্ত্রের নীচে লিখতে হবে। তারপর ধূপ-দীপ জ্বেলে যন্ত্রের ওপর চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা পঞ্চোপচারে করতে হবে।

অতঃপর আপন ইষ্টমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে যন্ত্রটি কাছে রাখবে এবং কার্যসিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবচে বা তাবিজে ভরে ধারণ করবে। নিত্য ধূপ দিবে, ফলে যন্ত্র প্রভাবে দুঃখ-কষ্ট, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট মিটে মনে শান্তি ফিরে আসবে। এই সঙ্গে নিত্য ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করবে।

চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা— ১। ওঁ হ্রীং শ্রীং নারায়ণ্যৈ নমঃ। এইক্রমে— ২। গৌর্য্যৈ ৩। শাকম্ভর্য্যৈ, ৪। ভীমায়ৈ, ৫। রক্ত দন্তিকায়ৈ, ৬। ভ্রামর্য্যৈ, ৭। পার্বত্যৈ, ৮। দুর্গায়ৈ, ৯। কাত্যায়িন্যৈ, ১০। মহাদেব্যৈ, ১১। চণ্ডঘণ্টায়ৈ, ১২। মহাবিদ্যায়ৈ, ১৩। মহাতপায়ৈ, ১৪। সাবিত্র্যৈ, ১৫। ব্রহ্মবাদিন্যৈ, ১৬। ভদ্রকাল্যৈ,

১৭। বিশালাক্ষে ১৮। রুদ্রাণ্যৈ, ২৩। তপস্বিণ্যৈ, ২৪। মেঘস্বনায়ৈ, ২৫। সহস্রাক্ষ্যৈ, ২৬। বিষ্ণুমায়ায়ৈ, ২৭। জলোদর্য্যৈ, ২৮। মহোদর্য্যৈ, ২৯। মুক্তকেশীন্যৈ, ৩০। ঘোররূপায়ৈ, ৩১। শ্রুত্যৈ, ৩২। স্মৃত্যৈ, ৩৩। ধৃত্যৈ, ৩৪। তুষ্ট্যৈ, ৩৫। পুষ্টৈ, ৩৬। মেধায়ৈ, ৩৭। বিদ্যায়ৈ, ৩৮। লক্ষ্ম্যৈ, ৩৯। সরস্বত্যৈ, ৪০। অপর্ণায়ৈ, ৪১। অম্বিকায়ৈ, ৪২। যোগিন্যৈ, ৪৩। ডাকিন্যৈ, ৪৪। শাকিন্যৈ, ৪৫। হারিণ্যৈ, ৪৬। হাকিণ্যৈ, ৪৭। নাকিণ্যৈ, ৪৮। ত্রিদশেশ্বর্য্যৈ, ৪৯। মহাষষ্ঠ্যৈ, ৫০। সর্বমঙ্গলায়ৈ, ৫১। লজ্জায়ৈ, ৫২। কৌশিক্যৈ, ৫৩। ব্রহ্মাণ্যৈ, ৫৪। মাহেশ্বর্য্যৈ, ৫৫। কৌমার্য্যৈ, ৫৬। বৈষ্ণব্যৈ ৫৭। ঐন্দ্র্যৈ, ৫৮। নারসিংহৈ। ৫৯। বারাহ্যৈ, ৬০। চামুণ্ডায়ৈ, ৬১। শিবদূত্যৈ, ৬২। বিষ্ণুমায়ায়ৈ, ৬৩। মাতৃকায়ৈ, ৬৪। চণ্ডায়ৈ।"

এইক্রমে চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর পূজা করবে।

৭	৭	৫৯	৩০	৬১	৬২	২	১
১৬	১৫	৫১	৫২	৫৩	৫৪	১০	৯
৪২	৪১	২২	২১	২০	১৯	৪৭	৪৮
৩৩	২৪	৩০	১৯	২৮	২৭	৩৯	৪০
২৫	২৬	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩১	৩২
১৭	১৮	৪৬	৪৫	৪৪	৩৪	২	২৪
৫৬	৫৫	১১	১২	১৩	১৪	৫৫	৪৯
৬৪	৬৩	৩	৪	৫	৬	৫৮	৫৭

যোগিনী যন্ত্র (২)

এই যন্ত্রটিও ভূর্জপত্রে গোরোচনা কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কন করে, অথবা তামার পাতে খোদাই করে প্রথমোক্ত নিয়মে পূজাদি করে ধারণ করলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

৪৬	৭	২০	৩৩	৪৪	৫	১৮	৩১
২১	৩৪	৪৫	৬	১৯	৩২	৪৩	৪
৮	৪৭	৬০	৫৭	৬২	৫৩	৩০	১৭
৩৫	২২	৬৩	৫৪	৫৯	৫৬	৩	৪২
৪৮	৯	৫৮	৬১	৫২	৪১	১৬	৩৯
২৩	৩৬	৫১	৬৪	৫৫	২৮	১৩	২
১০	৪৯	৩৮	২৫	১২	১৫	৪০	২৭
৩৭	২৪	১১	৫০	৩৯	২৬	৯	১৪

ভাগ্য সুপ্রসন্ন কারক যন্ত্র

পঞ্জিকা দৃষ্টে শুভ মুহূর্তে নিম্নে যন্ত্রটি কস্তুরী ও কর্পূর দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে, একটি চৌকীর উপর শুদ্ধ বস্ত্রে রেখে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করবে। পূজামন্ত্র— "ওঁ সৌভাগ্য বৃদ্ধিকর যন্ত্রায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করে রূপা ,অভাবে তামার তাবিজে ভরে ডান হাতে ধারণ করলে সৌভাগ্য লাভ হয়, সংসারে শান্তি বিরাজ করে।

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	ৠ
ঌ	ৡ	এ	ঐ
ও	ঔ	অং	অঃ

পুত্র বা কন্যার বিবাহ

অনেক সময় পুত্র বা কন্যা রূপ-গুণবতী হলেও বিবাহে বার বার বাধা পড়ে, পাকা কথা হবার পরেও ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থায় বিধিবৎ মন্ত্র জপাদি করলে পুত্র-কন্যার শীঘ্র বিবাহ হয়।

মন্ত্র—যা দেবি নিত্যং পরিতপ্যমান,
ত্বামেব সীতেত্যভিভাষমানঃ

দৃঢ়ব্রতো রাজসূতো মহাত্মা,
তবৈব লাভায় কৃত প্রযত্ন॥

প্রত্যহ প্রাতে স্নান করে উক্তমন্ত্র ১০৮ বার করে প্রত্যহ জপ করবে। ৪৫ দিন পর্যন্ত এই মন্ত্রটি জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধ হবে এবং তিনমাস মধ্যে কার্যসিদ্ধ হবে।

যাদের সন্তান হয় না, তাদের স্বামী বা স্ত্রী যে কোনও একজন উক্ত মন্ত্রটি প্রত্যহ স্নান করে ভক্তিভরে ৯০ দিন রোজ ১০৮ বার করে জপ করলে, সন্তান লাভ হয়।

কন্যার শীঘ্র বিবাহ

বার বার মেয়ের বিবাহের চেষ্টা করেও যদি অসফল হয়, তাহলে যেদিন কন্যাকে দেখতে আসবে, সেদিন মেয়ের কোনও বিবাহিতা সখীর একগাছি চুড়ি চেয়ে এনে মেয়েকে পরিয়ে পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখাবে।

চুড়ি ফেরৎ দেওয়া চলবে না, দেখতে আসার আগের দিন যদি চুড়ি পাওয়া যায়, তাহলে রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে, তখন একটি বাক্সের উপর লাল কাপড় বিছিয়ে চুড়িটি সেই কাপড়ের উপর রেখে, উলঙ্গ হয়ে সেই চুড়িকে গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করে চুড়িটি আগে হাতে পরে, তার পর কাপড় পরবে, পরদিন মেয়েকে দেখাতে নিয়ে যাবার সময় আর ঘরের দিকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখবে না, এতেই কাজ হবে।

শীঘ্র বিবাহ-দায়ক যন্ত্র প্রয়োগ

মহার্ণব তন্ত্রে এই যন্ত্রটির কথা বলা হয়েছে, এটি অত্যন্ত ফলপ্রদ যন্ত্র।

অমুকস্য অমুকীং বিবাহ ভবতু

বিঃ দ্রঃ—পুত্র হলে—অমুকস্য স্থলে পুত্রের রাশি, গোত্র নাম এবং কন্যা হলে—অমুকীং স্থলে কন্যার রাশি, গোত্র এবং নাম উল্লেখ করে লিখতে হবে।

যে কোনও মাসের সংক্রান্তির দিন দ্বিপ্রহরে নতুন কাপড় পরে সাদা কাগজে হলুদ দিয়ে ডালিম গাছের কলমের সাহায্যে উক্ত যন্ত্রটি লিখে একটি চৌকির উপর হলুদ বস্ত্রে রাখতে হবে। তার ঠিক পরের রবিবারে পুনরায় ঐভাবে আরও একটি যন্ত্র অঙ্কন করে শুদ্ধস্থানে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রের উপর রেখে হরিদ্রা মালাতে নিম্নমন্ত্র জপ করবে।

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হংসঃ।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়। তারপর লিখিত যন্ত্রটি পাকিয়ে সলিতার মতো করে জ্বালাবে।

এইভাবে সাতটি রবিবার এই ক্রিয়া করবে এবং পূজা জপাদিও করতে হবে। প্রতিদিন সাতটি রবিবার পর্যন্ত জপ করায় শীঘ্র কাজ হয়।

৮	১৫	২	৭
৬	৩ ওঁ	১৩ হ্রীং	১১
১৪	৯ হং	৮ সঃ	১
১	৫	১০	১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(স্বপ্ন প্রকরণ)

স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ প্রক্রিয়া

এর প্রয়োগ দ্বারা সাধক যে কোনও লোকের মনের কথা স্বপ্নে জানতে পারে। এরই নাম স্বপ্নসিদ্ধি।

প্রয়োগ— যে কোনও পক্ষের মঙ্গলবার, অভিজিৎ যোগে, অর্থাৎ দিবা ১১-৩০ থেকে ১২-৩০ মিনিট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একটি কাক ধরে আনতে হবে। গোলাপ জলের সঙ্গে খাঁটি মধু মিশিয়ে কাকটিকে খেতে দিতে হবে, সেই সঙ্গে সামান্য খাদ্যবস্তুও মিশিয়ে দেওয়া যায়। এইভাবে ত্রয়োদশ দিন কাকটিকে লোহার খাঁচায় রাখবে।

অতঃপর কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত্রে ১১টার পর কাকের মুণ্ডু কেটে তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে হৃদপিণ্ডটি নিয়ে, অন্যান্য সবশুদ্ধ কাকটিকে কোনও গোপন স্থানে মাটিতে পুঁতে দেবে। হৃদপিণ্ডটি একটি তামার কৌটায় ভরে রোদে শুকনো করতে হবে। শুকনো হলে—**'বায়সায় নমঃ'** মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করে, ওতে সিন্দুর ও কস্তুরী দিতে হবে। এবার কৌটাসহ সেটিতে ধূপ দিয়ে কৌটা বন্ধ করে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়বে। এইভাবে ক্রিয়া করলে এক সপ্তাহ মধ্যে রাত্রে কাকের স্বপ্ন দেখবে। যদি এক সপ্তাহ মধ্যে

কাকের স্বপ্ন দেখা না যায়, তাহলে আরও একসপ্তাহ এইভাবে করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত কাকের স্বপ্ন না দেখা যায়, ঠিক ততদিন এইভাবে করতে হবে। কাকের স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সাধক অপরের মনের কথা জানার শক্তি লাভ করবে।

এই ক্রিয়া করাকালীন সাধক একা ঘরে শুয়ে থাকবে। যার মনের কথা জানার ইচ্ছা হবে, কৌটা হাতে নিয়ে তার নাম করে কৌটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে, তারপর বালিশের তলায় রেখে শুতে হবে। তাহলে সাধক সেই লোকের মনের কথা জানতে পারবে।

স্বপ্নবতী মন্ত্র (১)

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং স্বপুরাবাহিত কালি স্বপ্নে কথয়ামুকস্যামুকং দেহি ক্রীং স্বাহা।" মন্ত্র মধ্যে **'অমুকস্যামুকং'** স্থলে নিজের নাম এবং কাজের নাম উল্লেখ করে উক্ত মন্ত্র রাত্রে শয্যার উপর বসে ১০৮ বার করে জপ করবে। ৪ বছর পর্যন্ত নিত্য এই ক্রিয়া করলে স্বপ্নে কার্যসিদ্ধি হয়।

স্বপ্নবতী মন্ত্র (২)

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্লীং স্বপ্নেশ্বরী স্বপ্নে কথয় কথয় হ্লীং স্বাহা।" রাত্রে শয়নকালীন উপরোক্ত মন্ত্রটি শয্যার উপর বসে প্রত্যহ ১০৮ বার করে তিন মাস জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে এবং স্বপ্নে মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

দুঃস্বপ্ন নাশকারী যন্ত্র

গং	ঘং	ঙং	চং
ছং	নং	জং	ঠং
ঠং	ঞং	ঠং	চং
নং	ছং	ঞং	টং

দুষ্ট বা অশুভ স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বলা হয়। এই দুঃস্বপ্নে অনেক সময় মানুষের ক্ষতি হয়। তার প্রতিকার কল্পে উপরোক্ত যন্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

উপরোক্ত যন্ত্রটি রূপার কলম বা রূপার নিবে অষ্টগন্ধের দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে, গুগগুলের ধুনা দিয়ে রূপার কবচে ভরে কণ্ঠে ধারণ করলে দুঃস্বপ্ন নাশ হয়, স্বপ্ন দেখে ভয় পাওয়া প্রভৃতি দূর হয়। দুঃস্বপ্ন নাশকারী যন্ত্র ১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নভয় নাশকারী যন্ত্র

সাধারণতঃ শিশুরাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে ভয় পায়, ঘুম ভেঙ্গে যায়, কেঁদে ওঠে। এইসব ক্ষেত্রে উপরোক্ত যন্ত্রটি রূপোর কলম বা নিবে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে, ধূপ-ধুনা দিয়ে, শিশুর মাথার বালিশের তলায় রাখলে, শিশুদের স্বপ্নভয় দূর হয়।

হৃং	সং	ষং	ফং
ষং	দং	ধং	জং
নং	পং	মং	দং
চং	যং	জং	দং

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুরি এবং চোর ধরা প্রকরণ

চোর ধরার ব্যাপারে মন্ত্র প্রয়োগের বিধিও সারা ভারতে বহুল প্রচলিত। এর জন্য একাদশ প্রকার প্রক্রিয়া করা হয়। এখানে তারই বিষয়ে উল্লেখ করা হলো।

চুরির সন্ধান মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ নাহরসিংহ ওয়ীর হরে কপড়ে।
ওং নাহরসিংহ ওয়ীর চাওয়াল চুপড়ে॥

সরসোঁ কে যাক্ যাক্ করে,
শাহ কো ছোড়ে।
চোর কো পক্ড়ে।
আদেশ গুরু কো॥"

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের দিন, দোল পূর্ণিমার দিন অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র সিদ্ধির পর সাধক একটি কাঁচা টাকা নিয়ে, তাকে দুধে ডুবিয়ে লোবানের ধুনা দিবে। তারপর ৩০০ গ্রাম চাল নিয়ে তাকে জলে ধুয়ে, গোমূত্রে ভিজিয়ে শুক্নো করে নিতে হবে। শনিবার সকালে মাটিতে গোবর লেপন করে স্থানটি শুদ্ধ করে, তার উপর একটি কাপড় বিছিয়ে কাগজে চালগুলি রেখে, লোবান এবং গুগ্‌গুল দ্বারা ধুনা দিয়ে চালগুলি পূর্বোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, টাকাটির ওজনে চাল ওজন করে সকলকে চিবোতে দিবে। যে আসল চোর, সে ঐ চাল চিবুলে তার মুখ থেকে রক্ত বেরুতে থাকবে।

চুরির সন্ধান জপ মন্ত্র

মন্ত্র— উদ্দমুদ্দ জল জলান, পকড় চাঁটী ঘর পছাড়।
ভেজ কুন্দ্যাস্যা ওয়হ মুদ্দা
বাহার হয়া বহার॥

চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ, দোল পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রত্যহ শোবার আগে নদীর ধারে বা কোনও জলাশয়ের ধারে উক্ত মন্ত্র জপ করে গৃহে এসে শুয়ে পড়লে, এক সপ্তাহ মধ্যে কে চোর ও চুরির দ্রব্য কোথায় লুকিয়ে রেখেছে জানতে পারা যায়।

বাটিচালা (১)

মন্ত্র— "ওঁ নমো নাহরসিংহ ওয়ীর, জন জন তু চালে।
পওয়ন্ চালে, পানি চালে, চোরকা চিত্ত চালে॥
চোর মুখ লোহো চালে।
ক্যায়া থম্ ওয়্যায়্ মায়া পরা করে,

ওয়ীর ইয়া নাথ কী পূজা পাঈ টলে।
গোরখনাথ কী আজ্ঞা—
মেটে নও নাথ চও্রাসী সিদ্ধ কী আজ্ঞা।।"

তিনটি তামার পয়সা ওজনের বাজরা (অভাবে চাউল) আর একটি চার আঙুল চওড়া কাঁসার বাটি দেওয়ালীর অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন অর্ডার দিয়ে তৈরী করাবে। কিছু মাষকলাই নিয়ে উক্তমন্ত্রে বাটিতে দিয়ে, উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। এবার উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র একবার করে পড়বে ও একটি করে ফুঁ দেবে, তাহলে বাটি চলতে থাকরে। যেখানে চুরির দ্রব্য আছে যেখানে গিয়ে বাটি থামবে। বাটি যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ মন্ত্র পড়তে পড়তে ফুঁ দিবে ও বাটিতে মাষকলাই ছুঁড়ে মারবে।

জল-সাহায্যে চোর ধরা

মন্ত্র— **"ওঁ নমো কিষ্কিন্ধ্যা পর্ওয়ত্ পুর কদলী বন্ কো ফালদঁঢ় তাস কলূজ দেওয়ী নুন প্রসাদ অসল পাও্য়লী পারী সাধ বুঁটী চোর তেরে কুল্‌জনন্ কো দেও্য়ী তনী আজ্ঞা ফুরো।"**

গ্রহণ, দোল পূর্ণিমা বা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

চোর বলে যাকে সন্দেহ হবে তার নাম ও অন্যান্য লোকের নাম সব পৃথকভাবে কাগজের টুকরোয় লিখে, তার দ্বারা আটটি গুলি তৈরী করে, এক কলসী ভর্তি জল নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেক গুলিকে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে, একটি করে গুলি কলসীর জলে ফেলতে হবে। যে গুলিতে প্রকৃত চোরের নাম থাকবে। সেটা জলে ভাসবে এবং সাঁতার দেবে। তাকেই নিঃসন্দেহে চোর জানবে।

বাটি চালা (২)

মন্ত্র— **"ওঃ সও্রা স্যায় পীর,**
চঁত্‌সঠ্ স্যায় জোগ্‌নী।
বাওয়ন্ স্যায় ওয়ীর,
বহত্তর্ স্যায় ভঁ্যয়্রুঁ,
তেরা স্যায় তন্ত্র;
চও্দহ স্যায় মন্ত্র,

অঠারা স্যায় পর্ওয়ত্,
সওয়া স্যায় পহাড়্।
নত্ত্ব স্যায় নদ্দী,
নিন্নানওয়ে স্যায় নালা,
হনূবন্ত জতী গোরখ্ওয়ালা,
কান্সী কী কটৌরী অংগুল্ চার চওড়ী।
কহো ওয়ীর্ কহাঁ সো চলাঈ,
গির্নারী পর্ওয়ত্ সোঁ চলাঈ;
অঠারা ভার বনাস্পতি চলী।
লোনা চমারী কী বাচা ফুরী,
কহাঁ কহাঁ ফুরী,
চোর কে জায় চণ্ডাল্ কে জাঈ।
কহাঁ কহাঁস্ লাও্য়ে, চোর কে লাও্য়ে,
গঢ় ধন জাঈ বতাও্য়ে চাল চাল,
রে হনূবন্ত ওয়ীর্,
জহাঁ হো চলে, জহাঁ হ্যায় রহে,
ন চল্যায় তো গংগা যম্না উল্টী বহে।
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা,
মেরী ভক্তি গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্ওয়রী ওয়াচা।
সত্ইয় নাম আদেশ গুরু কা।।

প্রয়োগ— দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন চার আঙুল চওড়া একটা কাঁসার বাটি কিনে আনতে হবে। তিন পয়সা ওজনের বাজরা বাটিতে রেখে, কিছু মাষকলাই নিয়ে উক্ত মন্ত্রে একবার অভিমন্ত্রিত করে বাটির পূজা করতে হবে, পরে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে, তার ফলে মন্ত্র ও বাটি সিদ্ধ হবে।

এবার দরকার পড়লে ঐ বাটি মাটিতে রেখে উপরোক্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে বাটিতে মাষকলাই মারতে থাকবে, ফলে বাটি চলতে থাকবে। বাটি চলতে চলতে যেখানে চুরির সামগ্রী আছে সেখানে গিয়ে থামবে। বাটি চলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে মাষকলাই ছুঁড়ে মারতে হবে।

বাটিচালা (৩)

মন্ত্র— "ওঁ মলি মন্ত্র চলি না চলে
সেত্ ভয় কর চলে পণ,
নায়ক চলে ইয়দর মদর চলে কোণ কা,
শক্তি চলে জতী হনুমন্ত কী শক্তি চলে।
কিঁউ বন্দ্যো চলে অরডতী চলে,
মরডতী চলে ছোর্তী চলে কীলা,
উকীল্তী চলে গাউয়া উখাল্তী চলে,
চালি চালি হো ভদ্র ঋষীশ্বর তোস্যো,
মস্তক টুটে ধরণী চুবে শ্রীমহাদেব কী আজ্ঞা।
ফুরে পাণিন্দ্র স্বাহা।"

প্রয়োগ—একটি কাঁসার বাটিতে কিছু মাষকলাই রেখে, তাতে নিজের বাঁ পায়ের একটু রক্ত ছিটিয়ে দিতে হবে। এবার কতকগুলি মাষকলাই উক্ত মন্ত্রে ১০৮ (একশত আট) বার অভিমন্ত্রিত করে নিয়ে বাটিতে ছুঁড়ে মারতে থাকবে ও মন্ত্র পড়তে থাকবে। তাহলে বাটি চলবে এবং যেখানে চুরির দ্রব্য আছে সেখানে থামবে।

বাটি চালা (৪)

মন্ত্র— "ওঁ চক্রেশ্বরী চক্রবেদিনী চক্র বেগেন শং স্বং ভ্রময় ভ্রময় স্বাহা।

সাধক প্রথমে উক্তমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার শুদ্ধভাবে বসে জপ করে সিদ্ধ হবে। তারপর একটি নতুন কাঁসার বাটিতে কিছু আতপ চাল উক্তমন্ত্রে ১০৮ (একশত আট) বার অভিমন্ত্রিত করে মন্ত্র পড়তে পড়তে চালগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলে বাটি চলতে থাকবে এবং যেখানে চুরির সামগ্রী আছে সেখানে থামবে।

চোর ধরা মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র— "ওঁ নমো ইন্দ্রমুখ অগ্নিমুখ বন্ধু উখারা অগ্নিমুখ বন্ধু স্বাহা।"

রবিবার থেকে শুরু করে তিন সপ্তাহ অর্থাৎ ২১ দিন পর্যন্ত উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ শুদ্ধভাবে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধির পর সন্দেহ জনক ব্যক্তিদের নাম পৃথক পৃথক ভাবে কাগজের টুকরোয় লিখে, টুকরোগুলির উপর উক্ত মন্ত্র ১০৮ (একশত আট) বার অভিমন্ত্রিত করে সামনে

একটি বড় পাত্রে আগুন করে গুগ্‌গুল দ্বারা ধুনা দিয়ে, কাগজের টুকরোগুলি তাতে ফেলতে হবে। যে চোর হবে, তার নাম লেখা কাগজের টুকরো জ্বলবে না।

চোর ধরা মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র— "ওঁ ইন্দ্রানী বন্ধ বন্ধ ওঁ স্বাহা।"

প্রয়োগ— সাধক শুদ্ধভাবে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে এবং গুগ্‌গুলের ধুনা দিয়ে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

তারপর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নাম, পৃথক পৃথক ভাবে কাগজের টুকরোয় লিখে যাতে ধুনা দেওয়া হয়েছে, সেই আগুনে কাগজের টুকরোগুলিকে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ (একশত আট) বার অভিমন্ত্রিত করে ফেলবে। প্রকৃত চোরের নাম লেখা কাগজটি পুড়বে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কারামুক্তি প্রকরণ

যারা প্রকৃত অপরাধী এবং বিচারে কারাবন্দী হয়েছে, তাদের জন্য এই মন্ত্র প্রয়োগ নিষ্ফল। কিন্তু যারা নিরপরাধী হয়েও অযথা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে ষড়যন্ত্রের ফলে, তাদের জন্য এই মন্ত্র বা প্রক্রিয়া সুফলদায়ক। আবার কাউকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলে, এই সব মন্ত্র প্রয়োগে মুক্তি লাভ করে।

বন্দী মুক্ত মন্ত্র (১)

মন্ত্র— "ওঁ নমোঽস্তুতে ভগবতে পার্শ্বচন্দ্রাধরেন্দ্র পদ্মাবতী সহিতায় সোঽভীষ্ট সিদ্ধিং দুষ্ট গ্রহং ভস্ম ভক্ষ্যং স্বাহা। স্বামী প্রসাদে কুরু কুরু স্বাহা হিলি হিলি মাতঙ্গিনী স্বামী প্রসাদে কুরু কুরু স্বাহা।"

প্রয়োগ— সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তারপর একটি ভূর্জপত্রে আলতা দ্বারা বন্দীর নাম লিখে ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করে ভূর্জপত্রে ফুঁ দিলে বন্দী মুক্তি লাভ করে।

বন্দী মুক্ত মন্ত্র (২)

মন্ত্র— "ওঁ চক্রেশ্বরী চক্রধারিনী শঙ্খ-গদা-প্রহরণ ধারিণী অমুকস্য (বন্দী ব্যক্তির নাম) বন্দী খালাস।"

প্রয়োগ—দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে অথবা সূর্যগ্রহণকালীন দিবাভাগে, সাধক শুদ্ধভাবে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। 'অমুকস্য' স্থলে অবশ্যই বন্দীর নামোল্লেখ করতে হবে। তারপর উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র প্রতিদিন ১০৮ বার জপ করলে, বন্দী মুক্তি লাভ করে।

বন্দী মুক্ত মন্ত্র (৩)

মন্ত্র— "ওঁ গজ গতেহম কুরতে দাম ডং ডং স্তং ফেং ফেং ফেৎকার ফারৈ বিশিষ জ্বালা মালা করালং হো হো হোলি হাঁতং হসি হসি মনিসমা সপাটা রহা সেহং কারণা নৌদৌস্তি গন কুরুতে সর্বতু মুখং জতি।"

প্রয়োগ— চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

এবার উক্তমন্ত্র ১০৮ বার করে প্রত্যহ জপ করলে এক সপ্তাহ মধ্যে বন্দী মুক্তি লাভ করে।

বন্দী মুক্ত মন্ত্র (৪)

মন্ত্র— "ওঁ ছোটি ছোটি বেটুকী কালী।
কটু কহ ইতাইসা এক বিন্দুজাই।
মমীজহ সবিদু জাই,
অমুকা (বন্দীর নাম) কা বিবন্ধী পবন্ধী দোষো
কামাখ্যা দেবী তেরী শক্তি মেরী ভক্তি,
ফুরো মন্ত্র।

সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

অতঃপর উক্তমন্ত্র প্রতিদিন রাত্রে বন্দীর নাম সহ কাগজে লিখে ১০৮ বার জপ ও ফুঁ দিলে বন্দী মুক্তি লাভ করে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(বিভিন্ন মন্ত্রাদি)

ভয় নাশ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হনুমতে রামদূতায় নমঃ।"

প্রয়োগ— শুদ্ধস্থানে শুদ্ধবস্ত্রে একটি চৌকিতে হনুমানজীর চিত্র রেখে ধূপ-দীপ জ্বেলে, যে কোনও সময় ভক্তিভরে উক্ত মন্ত্র প্রথম দিন ১০০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। তারপর প্রতিদিন ১০৮ বার জপ করবে। তার ফলে জপকারীর কোনও ভয় থাকে না।

আর্থিক সঙ্কট দূরীকরণ

মন্ত্র— ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

প্রয়োগ— বুধবারে সাধক শুদ্ধাসনে শুদ্ধ বস্ত্রে বসবে। সম্মুখে লক্ষ্মীদেবীর চিত্র রাখবে, দূপ-দীপ জ্বালাবে, তারপর উক্তমন্ত্র প্রথম দিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। তারপর প্রতিদিন ঐভাবে ১০৮ বার করে জপ করলে, একমাস মধ্যে আর্থিক কষ্ট নিবারণ হয়।

সঙ্কট নাশন মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্ব দুষ্টানাং বাচং মুখং পাদং স্তম্ভয় জিহ্বাম্ কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ।"

প্রয়োগ— সাধক স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে, বগলামুখী দেবীর চিত্র সামনে রেখে হরিদ্রা বর্ণের পুষ্প (কোল্কে বা চাঁপা) দ্বারা সজ্জিত করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। তারপর প্রত্যহ ১০৮ বার করে উক্ত মন্ত্র জপ করলে সমস্ত সঙ্কট নাশ হয়। জপসংখ্যা বাড়ালে ফল দ্রুত পাওয়া যায়।

চিন্তা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রী শ্রীং ভগবতী চিন্তামণি সর্বার্থসিদ্ধিং দেহি দেহি স্বাহা।"

প্রয়োগ— মহালয়ার পরদিবস প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত, এই নয় দিনে অথবা বাসন্তী পূজার আগের অমাবস্যার পরদিন প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত এই নয়দিনে, উক্ত মন্ত্র ২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

অতঃপর উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র প্রতিদিন ১০৮ বার করে জপ করলে সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা দুর হয়, মানসিক প্রফুল্লতা আসে।

বিঘ্ননাশকারী মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্‌বৈরী বিনাশনম্।।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

প্রয়োগ— স্নানান্তে শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে বসে, সামনে শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্র রেখে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে, উক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০৮ বার জপ করলে মাসমধ্যে সর্বপ্রকার বিঘ্নাদি দূর হয়।

গৃহ কলহ নাশ মন্ত্র

মন্ত্র— "ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী,
বাং বীং বূং বাগধীশ্বরী।
ক্রাং ক্রীং ক্রূং কালিকা দেবী,
শাং শীং শূং মে শুভং কুরু।।"

প্রয়োগ— সাধক স্নানাদি ও নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক সামনে দক্ষিণা কালিকার একখানি চিত্র রেখে জবার মালা দিয়ে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে, উত্তরমুখে বসে মনে মনে দক্ষিণা কালিকার ধ্যান করে, রুদ্রাক্ষ মালায় উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করবে। প্রত্যহ এইভাবে জপ করলে, মাসমধ্যে গৃহবিবাদ দূর হয় ও গৃহে শান্তি ফিরে আসে।

কার্য সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ নমো মহাশাবরী শক্তি,
মম অরিষ্ট নিবারয় নিবারয়।
মম অমুক কার্য্যং সিদ্ধ কুরু কুরু স্বাহা।।"

প্রয়োগ— ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নানাদি সমাপন করে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে বসে, অথবা রাত্রিতে ১০টার পর থেকে ১২টার মধ্যে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। মন্ত্রে যেখানে অমুক কার্য্যং আছে, সেখানে কাজের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। এইভাবে জপের ফলে মাসমধ্যে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

মনোস্কামনা পূর্ণ মন্ত্র

মন্ত্র—" ওঁ নমো নারায়ণায়।"

প্রয়োগ— নারায়ণের চিত্র অথবা শালগ্রাম শিলার সম্মুখে স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাসনে পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে বসে, শ্বেত-সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ তুলসী মালা বা করমালায় ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে, মনোস্কামনা পূর্ণ হয়।

ব্যবসায় বিক্রয়বৃদ্ধি মন্ত্র

মন্ত্র— **"ওঁ ভঁওয়র ওয়ীর তু চেলা মেরা।**
খোল্ দূকান বিক্‌রা কর্ মেরা॥
উঠে বেজা ডণ্ডী, বিকে জো মাল।
ভঁত্তয়র্ ওয়ীর্ সোঁ করে নিকাল॥

প্রয়োগ— রবিবার প্রাতে হাত মুখ প্রক্ষালন করে দোকানে ধূপ-দীপ জ্বেলে মাষকলাই নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে দোকানে ছড়িয়ে দিলে, বিক্রয় বৃদ্ধি হয়।

পুত্রলাভার্থ মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ দেবকী সূত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।**
দেহি মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ॥

প্রয়োগ— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র রেখে তাতে মালা দিয়ে সাজিয়ে, পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) তুলসী মালা বা করমালায় জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। পরে এই মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে পুত্রার্থীর পুত্র লাভ হয়।

চাকুরীস্থলে উন্নতিলাভ মন্ত্র

মন্ত্র— **"ওঁ ক্লীং জ্ঞানিনা ময়ি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।**
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ক্লীং ওঁ॥"

প্রয়োগ— স্নানান্তে শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক দুর্গার একটি চিত্র সামনে রেখে, মালা দিয়ে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। এইভাবে এক মাস জপ করলে চাকুরীস্থলে উন্নতি হয়।

রাজ কার্য সিদ্ধ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং শ্রীং ওঁ ওঁ।
শ্রীং শ্রীং হূঁ ফট্ স্বাহা॥"

প্রয়োগ— স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে একমাস মধ্যে রাজকার্য সিদ্ধ হয়।

অঘোরাস্ত্র মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতে পশুপতয়ে।
ওঁ নমো ভূতাধিপতয়ে।
ওঁ নমো রুদ্রায়।
খড়্গ রাবণ লং লং
বিহর বিহর সর সর
নৃত্য নৃত্য ব্যসনং,
ভস্মার্চিত শরীরায় ঘণ্টা কপালমালা ধরায়।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানায় শশাঙ্ককৃত শেখরায়,
কৃষ্ণসর্প যজ্ঞোপবীতিনে চল চল,
বল বল অতিবীতক পালিনে,
হন হন ভূতান্নাশয় নাশয়,
মণ্ডলায় ফট্ ফট্।
রুদ্রাঙ্কুশেন শময় শময়,
প্রবেশয় প্রবেশয় আবেশয়
রক্ষাংসি ধরাধিপতিঃ রুদ্রো জ্ঞাপয়তি স্বাহা।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
হৌং ওঁ জুং সঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।
ওঁ জুং সঃ হৌং ভুর্ভুবঃ স্বরোম্।
ওঁ নমো ভগবতে ত্র্যম্বকায়,
শূলপাণয়ে রুদ্রায়ামৃত মূর্তয়ে মাং জীবয়

চন্দ্র জটিলস্ত্রিপুরান্তকায় হং হ্রীং রুদ্রায়,
ঋগ্‌যজুঃ সামরূপায় রুদ্রায়াগ্নিত্রিতয়ায়,
জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
মাং রক্ষ রক্ষ অঘোরাস্ত্রায়।
হূং ফট্ স্বাহা।।"

প্রয়োগ— সাধক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ত্রিকালীন উত্তরমুখে বসে শিবলিঙ্গ বা শিবের চিত্র সামনে রেখে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে রুদ্রাক্ষ মালায় ১০৮ বার করে জপ করবে। যেদিন ২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ শেষ হবে, সেদিন মন্ত্র সিদ্ধ হবে। জপ সংখ্যা সময় হাতে থাকলে প্রত্যহ বাড়াতেও পারেন।

এই সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা শিশুদের নজর দোষ, কান্না এবং সর্বপ্রকার শিশুদোষ নষ্ট হয়।

জ্বর শান্তি কবচম্

মন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতী বজ্রশৃংখলেঽস্ত্ত ভক্ষতু।
স্বাদতু অহোরক্তং পিব কৃপাণেন রক্তাক্ষি,
রক্তপটে ভস্মাক্ষি ভস্মলিপ্ত শরীরে
বজ্রায়ুধ প্রকরণি চিতে পূর্বান্দিশং বন্ধাতু,
দক্ষিণান্দিশম্বধ্নাতু পশ্চিমান্দিশম্বধ্নাৎ,
নাগার্থনায় গৃহপতীন্ বধ্নাতু নাগপটীং বধ্নাতু,
যক্ষ-রাক্ষস-পিশাচন্ বধ্নাতু,
প্রেতভূত-গন্ধর্বাদয়ো যে যে কেচিদ্
পুত্রিকাস্তেভ্যো রক্ষতু ঊর্ধ্বাং রক্ষতু,
অধো রক্ষতু স্বনিকাং বধ্নাতু জল মহাবলে,
এহ্যেহি তু লোষ্টি লোষ্টি শতাবলী,
বজ্রাগ্নি বজ্রপ্রকের হুং ফট্।
হ্রীং হ্রীং শ্রীং ফট্ হুং হুং ক্রূং ফং ফং
সর্বগ্রহেভ্য সর্বদুষ্টোপদ্রবেভ্যো হ্রীং
অবশেষেভ্যো মাং রক্ষতু

ইতীদং কবচং দেবি সুরাসুর সুদুর্লভম্।
গ্রহজ্বরাদি ভূতেষু সর্বকর্মেষু যোজয়েৎ॥"

বিদ্যালাভার্থ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধি কামমোহিতম্॥"

মহর্ষি বাল্মীকির মুখ থেকে প্রথম সরস্বতীয় কৃপায় এই শ্লোক নির্গত হয়েছিল। তদবধি এই মন্ত্রটি সিদ্ধমন্ত্র রূপে অভিহিত হয়ে আছে।

প্রয়োগ— বিদ্যাথী বা পরীক্ষার্থীগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভক্তিভরে এই মন্ত্র সরস্বতীর চিত্রের সামনে ধূপ-দীপ জ্বেলে ১০৮ বার করে পাঠ করলে বিদ্যা লাভ হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মন্ত্র

মন্ত্র—"মোহি সুধারহি মো সব ভাঁতী।
জাসু কৃপা নহি কৃপা অধাতী॥"

প্রয়োগ—প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে শয্যার উপর পূর্বমুখে বসে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ বার করে প্রথম ৭ দিন, তারপর ১০৮ বার করে প্রত্যহ জপ করলে ও পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ১০৮ বার পাঠ করলে, পরীক্ষায় কার্যসিদ্ধি হয়।

শ্রীগণপতি মন্ত্র

প্রয়োগ—এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধ্যমত উপচারে গণেশের পূজা করতে হয়। এর ফলে সর্ববিঘ্ন নাশ হয়।

ধ্যান— "ওঁ দ্বিচতুর্দশবর্ণভূষিতাঙ্গ, শশিসূর্য্যাগ্নি বিলোচন সুরেশম্।
অহিভূষিতকণ্ঠমক্ষসূত্রম্, ভ্রময়েত্বং হৃদয়ে গণেশম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।

জপমন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে।
বর বরদ সর্বজন মে বশমানয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রে গণপতির পূজা শেষ করে, উত্তরমুখে বসে ১,২৫,০০০ (এক

লক্ষ পঁচিশ হাজার) বার উক্ত জপমন্ত্র জপ করলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর হয় ও সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

উচ্ছিষ্ট গণেশ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হস্তি পিশাচী লিখে স্বাহা।"

প্রয়োগ— তাম্রপাত্রে রক্ত চন্দন দ্বারা গণেশ মূর্তি অঙ্কন করে অথবা শ্বেত আকন্দের মোটা মূল দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গণেশ মূর্তি তৈরী করে, পূর্বোল্লিখিত ধ্যান ও পূজামন্ত্রে পূজা করে উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধকের বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

বিনায়ক মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ বক্রতুণ্ডায় হুং।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্রটি প্রতিমাসে এক লক্ষ বার করে ছয় মাসে ছয় লক্ষ বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। পরে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে যে কাজে যাবে, সেই কাজ সিদ্ধ হবে।

শক্তি বিনায়ক মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং গ্রীং হ্রীং।"

প্রয়োগ— এই মন্ত্র সর্বাবস্থায় সবসময় জপে জপকারীর দুর্বলতা নাশ হয়, এবং শক্তি বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রা গণেশ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ গং গ্লৌং হরিদ্রাগণপতয়ে বর বরদ।
সর্বজন হৃদয়ং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা॥"

প্রয়োগ— এই মন্ত্র শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে, গণেশের চিত্রের সামনে ধূপ-দীপ জ্বেলে প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে, সাধক অপরের মনের কথা জানতে পারে ও সর্বকার্য সিদ্ধি হয়।

মোহিনী গণেশ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ বক্রতুণ্ডৈকদংষ্ট্রায় ক্লীং হ্রীং গং গণপতয়ে বর বরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা।"

প্রয়োগ— সাধক স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করে, গণেশ মূর্তি বা চিত্রের সামনে ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। তারপর সাধক এই সিদ্ধ মন্ত্র মোহন কার্যে প্রয়োগ করলে সাফল্য লাভ করতে পারে।

লক্ষ্মী-গণেশ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং গং সৌভাগ্য গণপতয়ে বর বরদ,
সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা॥

প্রয়োগ—নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সাধক সামনে একটি লক্ষ্মী ও একটি গণেশের ছবি রেখে মালা দিয়ে সাজিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। মন্ত্র প্রভাবে গণেশ ও লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় সাধকের সৌভাগ্য লাভ হয়।

উচ্ছিষ্ট গণেশ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে একদংষ্ট্রায় হস্তিমুখায় লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রোং হ্রীং লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রোং হ্রীং গং ঘেং ঘেং স্বাহা।"

তন্ত্রে উচ্ছিষ্ট গণেশের সাতটি প্রকারের উল্লেখ আছে। এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হলো—

১। "ওঁ হ্রীং গং হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা।"

২। 'ওঁ গং হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা।"

৩। "ওঁ নমো হস্তিমুখায় লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রীং হ্রীং ঘেং ঘেং উচ্ছিষ্টায় স্বাহা।"

৪। "ওঁ হস্তিমুখায় লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রোং হ্রীং ক্লীং হ্রীং ঘেং ঘেং উচ্ছিষ্টায় স্বাহা।"

৫। "ওঁ নমো উচ্ছিষ্ট গণেশায় হস্তি পিশাচি লিখে স্বাহা।"

৬। "ওঁ নমো ভগবতে একদংষ্ট্রায় হস্তিমুখায় লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রীং হ্রীং গং ঘেং ঘেং উচ্ছিষ্টায় স্বাহা।"

৭। "ওঁ নমো ভগবতে একদংষ্ট্রায় হস্তিমুখায় লম্বোদরায় উচ্ছিষ্ট মহাত্মনে আং ক্রীং হ্রীং গং ঘেং ঘেং স্বাহা।

প্রয়োগ— সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গণেশ মূর্তি স্থাপনা করে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন থেকে শুরু করে প্রতিদিন ৪,০০০ (চার হাজার) জপ করবে। জন্মাষ্টমীর পরের শুক্লাচতুর্থীর রাত্রে নিমকাঠের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ঘৃত সহযোগে ধুস্তুর পুষ্প দ্বারা ৪০৮ হোম করলে মন্ত্রসিদ্ধ হয় এবং সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ হয়।

অপরাপর যে সাতটি মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। সেই মন্ত্রগুলি যথাসাধ্য-গণেশের পূজা করে যে কোনও মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোগ-ব্যাধি প্রকরণ

বর্তমানে ঔষধ প্রয়োগে সর্বব্যাধি আরোগ্য হয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা সর্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে যখন এত ঔষধের প্রচলন ছিল না, তখন তান্ত্রিক ক্রিয়াতেই মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হতো।

নিরন্তর রোগ নাশ

অনেক স্থলে দেখা যায়, গৃহে রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকে। ডাক্তার এবং ঔষধে অর্থ ব্যয় করতে করতে গৃহবাসী বিব্রত হয়ে পড়েন। এই অবস্থা দেখা দিলে নিম্নলিখিত তান্ত্রিক প্রয়োগ করবেন।

প্রয়োগ—শনিবার রাত্রিতে বেসন দ্বারা একখানা রুটি তৈরী করবে। সেই রুটির উপর দু'পাশে সরষের তেল মাখিয়ে, রোগীর গায়ে ৭ বার বুলিয়ে একটা পাতায় সযত্নে তুলে রাখবে। পরে ঐ রুটি একটা কালো মদ্দা কুকুরকে খাইয়ে দিতে হবে, এই প্রক্রিয়ার ফলে গৃহে নিরন্তর রোগ দূর হয়।

সাধারণ জ্বর নিরাময়

প্রয়োগ— যে কোনও রবিবার মাদার গাছের মূল বিধি অনুযায়ী তুলে আনতে

হবে। তাকে পরিষ্কার করে এক টুকরো কাপড় বা সুতোয় জড়িয়ে রোগীর কানে বেঁধে দিতে হবে। তার ফলে সবরকম জ্বর নিরাময় হয়।

মুল তোলার নিয়ম— শনিবার সন্ধ্যাকালে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে গাছের কাছে গিয়ে জল দ্বারা গাছকে স্নান করাবে, বড় গাছ হলে গাছে জল ছিটিয়ে দিবে। তারপর গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ ও অক্ষত দ্বারা গাছের পূজা করবে। পূজামন্ত্র—**"ওঁ অমুক বৃক্ষায় নমঃ।"** তারপর করযোড়ে বৃক্ষের নাম ধরে বলতে হবে— "হে অমুক বৃক্ষদেবতা! কল্য আমি আমার প্রয়োজনের নিমিত্ত আপনার (পত্র, শাখা, ফুল, ফল, মূল বা বাকল যা দরকার তার নাম বলবে) নিতে চাইছি। আপনি আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করুন, আপনার প্রসাদে যেন আমার কার্য সিদ্ধ হয়।

অতঃপর ফল, ফুল, পত্র, মূলাদি যা দরকার তাতে সাদা, লাল বা হরিদ্রাবর্ণের সূতো বেঁধে প্রণাম করে আসবে। পরদিন প্রাতঃস্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে বৃক্ষের যা দরকার নিয়ে আসবে। এই নিয়মে মূল বা যা দরকার তা সংগ্রহ করতে হয়।

রাত্রি জ্বর নিরাময়

এতে দিনে রোগী সুস্থ থাকে, রাত্রে সারারাত জ্বর থাকে, প্রাতে ছেড়ে যায়।

প্রয়োগ— রবিবারে মকাই গাছের মুল উপরোক্ত নিয়মে তুলে এনে রোগীর কানে বেঁধে দিলে রাত্রি জ্বর নিরাময় হয়।

বিষম জ্বর নিরাময়

প্রয়োগ— রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে অভাবে সে কোনও রবিবারে অপামার্গের (আপাংয়ের) মূল বিধি অনুযায়ী তুলে এনে, সাতটা সুতোয় সাতটুকরো করে মূল কেটে বেঁধে রোগীর হাতে ধারণ করালে বিষম জ্বর নাশ হয়।

ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর নিরাময়

এই জ্বর কারও হলে ৩।৪ দিন বা চার দিন পর্যন্ত জ্বর থাকে। তারপর জ্বর ছেড়ে গিয়ে রোগী ৩।৪ দিন ভাল থাকে, আবার জ্বর হয় প্রবল ভাবে। এইভাবে রোগী দুর্বল ও রক্তশূণ্য হয়ে পড়ে।

প্রয়োগ—রবিবারে শ্বেত অপামার্গের (আপাংয়ের) মূল বিধি অনুযায়ী তুলে এনে লাল কাপড়ে বেঁধে যেদিন জ্বর আসবে, সেদিন রোগীর বাঁ হাতে বেঁধে দিলে এই জ্বর নিরাময় হয়।

ভূত জ্বর নিরাময়

প্রয়োগ— শনিবার অথবা মঙ্গলবারে মূল তোলার বিধি অনুযায়ী হুড়হুড়ে গাছের মূল তুলে এনে, লাল সূতা দ্বারা রোগীর যে কোনও কানে বেঁধে দিলে ভূত-প্রেত আবেশ জনিত জ্বর নিরাময় হয়।

শীত জ্বর নিরাময়

লক্ষণ— এই জ্বর যখন আসে তখন প্রবল কম্প দেখা দেয়, চেপে ধরে এবং চাপা দিয়েও কাঁপুনি থামানো যায় না। তারপর জ্বর ১০৫^{o} পর্যন্ত বেড়ে যায়।

প্রয়োগ— মঙ্গলবার কিংবা রবিবার রসুনের ৭টি কোয়া (এক কোয়া যুক্ত রসুন ৭টি হলে শীঘ্র ফল দেয়) পেষণ করে কালো কাপড়ে বেঁধে রাখতে হবে, জল দেওয়া চলবে না। সেই রসুন বাঁধা কাপড়টি রোগীর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে দিতে হবে। তিন ঘণ্টা বেঁধে রাখার পর, খুলে নিয়ে চার রাস্তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসবে, তাহলে শীতজ্বর নিরাময় হবে।

তীব্র জ্বর নিরাময়

মন্ত্র— "ওঁ মুং মুকুটেশ্বরীভ্যাম্ নমঃ।

লক্ষণ— এই জ্বর হলে রোগীর জ্বর দেখতে দেখতে খুব বেড়ে যায়, রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে, প্রলাপও বকতে থাকে।

প্রয়োগ— এক ঘটি জল রেখে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার পড়ে অভিমন্ত্রিত করে, ৭টি ফুঁ দিয়ে রোগীকে খাইয়ে দিলে জ্বর কমে যায়।

আধকপালী নিরাময় (১)

লক্ষণ—এতে কপালের অর্ধাংশে তীব্র যন্ত্রণা হয়। রোগী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে, মাথা তুলতে পারে না।

প্রয়োগ— এই রোগীকে ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে তুলে, চৌরাস্তায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর দক্ষিণমুখে রোগীকে দাঁড় করিয়ে, শক্ত আখের বা ভেলী গুড়ের ডেলা রোগী দাঁতে কেটে রাস্তার ওপর থু থু করে ফেলে দেবে। সঙ্গে যা গুড় থাকবে, তাও ফেলে দিয়ে আসবে। এতে আধকপালী নিরাময় হয়।

আধকপালী নিরাময় (২)

প্রয়োগ— কারও আধকপালী হলে, শ্বেত চিরমিটি গাছের মূল জলে পেষণ করে রোগীকে ঘ্রাণ নিতে দিলে, আধকপালী নিরাময় হয়।

আধকপালী নিরাময় মন্ত্র (১)

মন্ত্র—"কালী চিড়িয়া কিলকিলো
কালে বন ফল খাঈ।
খড়ে মুহম্মদ শাহ আঁক দে,
আধা শিশি জায়।।"

প্রয়োগ— সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ জপে সিদ্ধ হয়। পরে রোগীকে দিবা ১২টার পর কোনও খোলা স্থানে দাঁড় করিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে বলতে হবে। নিজে ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করবে, এক একবার মন্ত্র পাঠ শেষ হলে কাঠ কয়লা দিয়ে মাটিতে এক একটি চিহ্ন বা দাগ দিবে। ১০৮ বার মন্ত্র জপ শেষ হলে ১০৭টি দাগের ওপর একটা লম্বা আড়াআড়ি দাগ দিয়ে কেটে দিতে হবে। রোগীকে এক মিনিট মাথা নীচু করে মাটির দিয়ে চেয়ে থাকতে বলবে। তারপর আবার উপরোক্ত ভাবে ক্রিয়া করবে, এইভাবে ৩ বার করতে হবে। এতে আধকপালী আরোগ্য হয়। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার এই ক্রিয়া করতে হয়।

আধকপালী নিরাময় মন্ত্র- (২)

মন্ত্র—"বন্ মেঁ জাঈ বন্দ্‌রী জো আধা ফল খাই।
খড়ে মুহম্মদ হাঁক দেঁ আধা শিশি জাই।।"

প্রয়োগ— এই মন্ত্রটিও পূর্বোক্ত নিয়মে গ্রহণের দিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়।

এবার শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার রোগীর মাথার যেদিকে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেদিকে উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ৩ বার ফুঁ দিলে আধকপালী নিরাময় হয়।

শিরোবেদনা নিরাময় মন্ত্র (১)

মন্ত্র—সুর গায় কে গর্ভ মেঁ উপ্‌জা বচ্ছা,
বচ্ছে কে পেট মেঁ কচ্ছা,

কচ্ছে কে পেট মেঁ উপজা কাল্জা কাল্জা,
কট্যায় মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা,
মহাদেও কী আজ্ঞা ফুরো।"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র একাদশ (১১) বার পড়ে রোগীর মস্তকে ফুঁ দিলে, শিরোবেদনা নিরাময় হয়।

শিরোবেদনা নিরাময় মন্ত্র (২)

মন্ত্র—"নিসুনার্হিরায় রোইবদ্ধর্, মেঘ গরজহি নিমুনহি কহলু,
ঘর কুফু নিবেরী ফাল্কা ডমরূ ন বজৈ।
নিসুনহি কহল বিন্ন পাটু যা চভঈ॥"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণ দিনে উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির পর প্রয়োজনে মন্ত্রটি ১০৮ বার পড়ে রোগীর মাথায় ফুঁ দিলে, শিরোবেদনা নিরাময় হয়।

পেটবেদনা নিরাময় মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো, স্যাম গুরু পর্ওয়ত্;
স্যাম গুরু পর্ওয়ত্ মে বড় বড় মেঁ কুঁওয়া।
কুঁওয়া মেঁ তীন সুওয়া, কৌন সুওয়া বাইশ বাজ হর্
সুওয়া পীড় সুওয়া ভাজ ভাজ।
বেজার আয়গা জতী হনুমন্ত মার করেগা।
ভসমন্ত ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা॥"

প্রয়োগ— শুদ্ধস্থানে শুদ্ধবস্ত্রে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়। পরে এই সিদ্ধ মন্ত্রে এক গেলাস জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করে, তিনটি ফুঁ দিয়ে রোগীকে খাওয়ালে পেটের যন্ত্রণা উপশম হয়।

স্বাস্থ্যলাভে মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ রোগান শেষাণপহংসি তুষ্টা,
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ — শ্রীশ্রীচণ্ডী।

প্রয়োগ— দীর্ঘদিন যাঁরা রুগ্ন এবং দুর্বল, বিছানায় শুয়ে দিন কাটে, তাহলে তারা প্রত্যহ শুদ্ধভাবে সামনে শ্রীশ্রীদুর্গার একটি চিত্র রেখে, ধূপ-দীপ জ্বেলে চণ্ডীর উক্ত শ্লোকটি ১০৮ বার জপ করবেন। ফলে তিন মাস মধ্যে সুস্থ হবেন ও স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে।

কঠিন ব্যাধি নিরাময়ে মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী।
শুভানি ভদ্রান্যভিহন্তুচাপদঃ॥" — শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রয়োগ— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে সামনে শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্র রেখে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে, কিছুদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করবেন।

রোগী নিজে জপে অসমর্থ হলে ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত মন্ত্র জপ করাবেন।

রোগ নিরাময় মন্ত্র

মন্ত্র—"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরম্ সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী।

প্রয়োগ— যারা বার বার অসুস্থ হয়ে পড়েন, রোগ যেন ছাড়তে চায় না সেই সব ব্যক্তি শুদ্ধভাবে শুদ্ধবস্ত্রে সম্মুখে শ্রীশ্রীদুর্গার একটি চিত্র রেখে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উত্তরমুখে বসে উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ (একশত আট) বার জপ করলে, ব্যাধি মুক্ত হবেন।

অতিসার নিরাময় প্রয়োগ

লক্ষণ—এই রোগে বার বার পায়খানা হয়, খুব পাতলা পায়খানা হতে থাকে। তার ফলে ক্রমে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, রক্ত হীনতা দেখা দেয়।

প্রয়োগ— সহদেবী গাছের মূল, মূল তোলার বিধি অনুযায়ী তুলে এনে তাকে ৭টি খণ্ড করে, লাল সূতোর দ্বারা বেঁধে রোগীর কোমরে বেঁধে দিলে অতিসার নিরাময় হয়।

সংগ্রহণী নিরাময় প্রয়োগ

লক্ষণ— এটিও অতিসার রোগেরই ন্যায় পেটের রোগ। তবে এই রোগ খুবই মারাত্মক। এই রোগে সময় মতো চিকিৎসা না হলে রোগ অসাধ্য হয়ে পড়ে ও রোগীর প্রাণ সংশয় হয়ে পড়ে।

প্রয়োগ— গোখুরা সাপের খোলস সংগ্রহ করে এনে কাপড়ে বেঁধে রোগীর পেটে বেঁধে দিলে সংগ্রহণী নিরাময় হয়।

পাথুরী রোগ নিরাময় প্রয়োগ

প্রয়োগ— পাথুরী রোগ হলে, রোগীর ডান হাতের মধ্যমা আঙুলে লোহার আংটি ধারণ করালে পাথুরী নষ্ট হয়।

অণ্ডবৃদ্ধি নিরাময় মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
জ্যায়সে কে লেহু রামচন্দ্র কবুত্।
ওসহ কর্হু বাধ্ বিনি কবুত্,
পওয়ন্ পূত্ হনুমন্ত ধাউ হর হর,
রাওয়ন্ কূট মিরাওয়ন্ শ্রওয়ই অণ্ড,
খেতহি শ্রবই অণ্ড অণ্ড বিহণ্ড,
খেতহি শ্রবই বাজন্ গর্ভহি শ্রবই,
স্ত্রী সীমহি শ্রবই শাপ হর হর,
জম্বীর হর জম্বীর হর হর হর।"**

প্রয়োগ— দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে অথবা যে কোন সিদ্ধ যোগ দেখে, উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

পরে উক্তমন্ত্র ১০৮ বার পড়ে পড়ে অণ্ডকোষে ফুঁ দেবে ও মর্দন করবে। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যে অণ্ডবৃদ্ধি নিরাময় হবে।

নিম্নলিখিত ভাবে প্রয়োগ করলেও মন্ত্রে অনেক কাজ পাওয়া যায়। যেমন—

১। জমিতে ৪।৫ দিন জল জমে থাকলে, একটি করে তিনটি মাটির ডেলা তৈরী করে, উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে জমির তিন কোণে ফেলে দিলে জমির জল শুকিয়ে যায়।

২। এক গেলাস জল নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে খাওয়ালে অণ্ডবৃদ্ধি নিরাময় হয়।

৩। এক গেলাস জল নিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে গর্ভবতী নারীকে খাওয়ালে সুখপ্রসব হয়।

৭। একটি মাটির ডেলা হাতে নিয়ে, উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে সাপের গর্তের মুখে রেখে দিলে, সাপ সেস্থান থেকে পালায়।

অনিদ্রা রোগ নিরাময় প্রয়োগ

কারণ— নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা, ভয়, দীর্ঘ রোগ ভোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, দৈহিক দুর্বলতা প্রভৃতির কারণে অনিদ্রা রোগ দেখা দেয়।

লক্ষণ— রোগীর চোখে ঘুম আসে না, বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করে, সারারাত্রি জেগে কাটাতে হয়। পরে হজমের গোলমাল প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এই অবস্থায়—

১। শ্বেত গুঞ্জার মূল, মূল তোলার বিধি অনুযায়ী তুলে এনে অনিদ্রা রোগীর মাথার বালিশের নীচে রেখে দিলে অনিদ্রা নাশ হয়।

২। কেচুয়া ঘাসের মূল, মূল তোলার বিধিতে তুলে এনে পেষণ করে রোগীর মাথায় ও কপালে দিলে অনিদ্রা নিরাময় হয়।

স্বপ্নদোষ নিরাময় প্রয়োগ

১। স্বপ্নদোষ রোগে আক্রান্ত রোগী কালো ধুতুরার মূল, মূল তোলার নিয়মে তুলে এনে লালসূতা দ্বারা কোমরে বেঁধে রাখলে স্বপ্নদোষ নিরাময় হয়।

২। স্বপ্নদোষে আক্রান্ত রোগী শোবার সময় নিজের মাকে স্মরণ করবে ও সেই সঙ্গে মায়ের নাম লাল কালি অভাবে কালো কালিতে কাগজে লিখে মাথার বালিশের তলায় রেখে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ দূর হয়।

অর্শরোগ নিরাময় প্রক্রিয়া

অর্শরোগ বেশ কষ্টকর এবং একপ্রকার দুঃসাধ্য রোগও বলা যায়।

প্রয়োগ— মূল তোলার বিধিতে কালো ধুতুরার মূল তুলে এনে কালো সুতোয় জড়িয়ে কোমরে বেঁধে দিলে সর্বপ্রকার অর্শ নিরামায় হয়।

রক্তার্শ নিরাময় মন্ত্র (১)

মন্ত্র— "তস্য তস্য দেবানাং ভূত পিশাচ পিচাস।
কাম মলমূত্র মনুষ্যাণাং মভে দূষে ন দীয়তে।।"

প্রয়োগ— প্রাতে মলত্যাগের পর ৭ বার উক্তমন্ত্র পাঠ করে গুহ্যদ্বার ধৌত করলে, কিছুদিনের মধ্যে রক্তার্শ নিরাময় হয়।

রক্তার্শ নিরাময় মন্ত্র (২)

মন্ত্র— "ওঁ উম্‌তী উম্‌তী চল্ চল্ স্বাহা।"

প্রয়োগ— খানিকটা লালসূতা নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র ২১ বার পাঠ করে সেই লালসূতায় একটি গ্রন্থি দিতে হবে, পরে আবার ২১ বার উক্তমন্ত্র পাঠ করে সেই সূতায় একটি গ্রন্থি দিতে হবে। আবার ২১ বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করে সেই লাল সূতায় আর একটি গ্রন্থি দিতে হবে। এইভাবে তিনটি গ্রন্থি দেওয়া হলে সেই সূতা ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে দিতে হবে, ফলে রক্তার্শ নিরাময় হয়।

অর্শ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"উদিষ্টঙ্গ দুষ্টঙ্গ দুস্পূরা।
সর্বে যক্ষ রাক্ষস কিন্নরা।
পিশাচ গুহ্যকা চৈব মলমূত্র,
মনুষ্যাণাং মমোদূষেণ দীয়তে।।"

প্রয়োগ— মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে অথবা বাসন্তী পূজার আগের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত এই নয় দিন উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপে সিদ্ধ হয়। সন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রদোষকালেই এই জপের বিধি। তারপর প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করে (তিনবার) শৌচ করলে অর্শ নিরাময় হয়।

মৃগী রোগ নিরাময় মন্ত্র

মন্ত্র—"হাল্ হল্ সর্‌গত মণ্ডিকা,
পুড়িয়া শ্রীরাম ফটক মৃগী বায়ু সুখ,
ওঁ ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"

যে কোনও গ্রহণ অথবা পঞ্জিকাদৃষ্টে সিদ্ধ যোগে মন্ত্রটি কাগজে লিখে রোগীর

গলায় বেঁধে দিলে খিঁচুনি কমে যাবে ও রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে।

বায়ু রোগ নিরাময় মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ দ্বাং দ্বারবাসিনীভ্যাম্ নমঃ।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্র শুদ্ধবস্ত্রে বসে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে বায়ুরোগ নিরাময় হয়।

রক্তচাপ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—(১) "ওঁ বম্ বজ্রহস্তাভ্যাম্ নমঃ।" অথবা—
(২) "ওঁ দ্বাং দ্বারবাসিনীভ্যাম্ নমঃ।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত দু'টি মন্ত্রের যে কোনও একটি প্রত্যহ শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধস্থানে বসে ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে রক্তচাপ নিরাময় হয়।

হৃদরোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ লং ললিতাদেবিভ্যাম্ নমঃ।"

প্রয়োগ— শুদ্ধাসনে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার প্রত্যহ জপ করলে কিছুদিনের মধ্যে হৃদ্‌রোগ নিরাময় হয়।

শূলরোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"কালী কালী নমোঽস্তুতে।
হন হন দহ দহ শূলং,
ত্রিশূলেন হূং ফট্ স্বাহা॥"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। পরে গেলাসে বা বাটিতে কিছুটা পরিষ্কার জল নিয়ে, উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে খাওয়ালে সর্বপ্রকার শূলরোগ আরোগ্য হয়।

ন্যাবা রোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরুকো,
রামচন্দ্র সর্ সাধা লক্ষ্মণ,
সাধা বাণ কালা পীলা রাতা পীলা,

থোথা পীলা পীলা পীলা,
চারোঁ ঝড় জো রামচন্দ্রজী থাঁ
ফে নাম মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।”

প্রয়োগ— পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভমুহূর্তে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়। পরে একটি পিতলের বাটিতে জল রেখে ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ করতে করতে একটা নতুন সূঁচদ্বারা ১০৮ বার দাগ কাটবে। এই প্রয়োগ কয়েকদিন করলে ন্যাবা রোগ আরোগ্য হয়।

ন্যাবা রোগ নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র—“ওঁ নমো ওয়ীর বেতাল ইসরাল।
নার কহে তু দেও খাদী তু বাদী।
পোলিয়া কুঁ মিটাতী ঝারেঁ,
ঝারেঁ পিলিয়া রহে ন এক্ নিশান্।
জো কহী রহ্ জায়ে তো হনুমন্ত কী আন্।
মেরী ভক্তি, গুরুকী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।”

প্রয়োগ— এই মন্ত্রটিও কোনও শুভমুহূর্তে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়। পরে কাঁসার বাটিতে তিল তেল নিয়ে রোগীকে বসিয়ে তার মাথায় বাটিটি বসিয়ে, একটি কুশ নির্মিত ত্রিপত্র দ্বারা সেই তেল নাড়তে নাড়তে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ১০৮ বার পড়বে। এইভাবে ৩ দিন এই প্রক্রিয়া করলে তেল হলুদ বর্ণ হবে, রোগীও নিরাময় হবে।

কর্ণপীড়া নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— “ওঁ দ্বাং দ্বারবাসিনীভ্যাম্ নমঃ।”

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে কানের সবরকম রোগ নিরাময় হয়।

চক্ষুজ্যোতি রক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"অজাতশ্চ সুকন্যাশ্চ চন্দনং শক্রামপ্যউ।
ভোজনান্তে স্মরেৎ যস্য তস্য নেত্র ন নশ্যতি।।"

প্রয়োগ— প্রতিদিন ভোজনের পরে কিছুটা জল নিয়ে তাতে উক্ত মন্ত্র পড়ে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, সেই জলদ্বারা চোখে ঝাপটা দিলে ও চক্ষু ধৌত করলে চোখের জ্যোতি বাড়ে।

চক্ষু উঠা নিরাময় মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ নমো অলসন জাহর ভরী,
তলাই জঁহা ভরী তলাই জহাঁ ব্যায়ঠা হনুমন্তা।
আঈ ফুটে ন পানে ন করে ন পীড়া,
জতী হনুমন্ত রাখে হীতা।।"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণের দিন গ্রহণ স্পর্শ করলে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। চক্ষু উঠলে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করতে করতে চোখে ফুঁ দিলে, চক্ষু উঠা নিরাময় হয়।

মৃত্যুভয় নাশক মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ জুং সঃ মাং জীবে পালয় সঃ জুং ওঁ।"

প্রয়োগ— স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে শরীর নীরোগ থাকে ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-রোগ প্রকরণ

এর আগের পরিচ্ছেদে বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে স্ত্রী-রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

নিয়োগ বিধিতে গর্ভ (১)

আগেকার যুগে নিয়োগ বিধিতে যে গর্ভোৎপাদন করা হতো, মহাভারতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও পরপুরুষের বীর্য নারীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে গর্ভোৎপাদন করা হচ্ছে।

যে সব নারী বন্ধ্যা এবং যে নারীর স্বামী সন্তানোৎপাদন করতে সমর্থ নয়, সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রসহ পরপুরুষের সঙ্গে একবার রতিমিলনেই পুত্রোৎপাদন হয়।

মন্ত্র—"বিষ্ণুর্যোনি কল্পয়তু ত্বষ্টারূপানি পিংশতু।
আসি ব্রজন্তু প্রজাপতির্দ্ধাতা গর্ভং বিদ্ধাতু।
গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা অধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

প্রয়োগ— নারীকে উপরোক্ত মন্ত্র ৩ বার, ৭ বার অথবা ২১ বার পাঠ করে বীর্য ধারণ করতে হবে।

নিয়োগ বিধিতে গর্ভ (২)

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
বাঁঝিন্ পুত্রিন্ এক বাঁঝ মরাক্ষ জাতি,
চওথী গর্ভপালিনী চারি উন্হি
এক মত ভয় চলী চলী,
কামরু গঈ কামরু দেশ,
কামাখ্যা রাণীতে ইসমাইল যোগী,
বষানী তুম্ জাদু যোগী কে পাস্,
পুরহি তো হরি মন কে আশ্,
ইসমাইল কে সংগ্ উন্হ রতিকহ্,
আঁতর ভেঁট্নী নাওয়মা ইনী সে,
ভইনোনে কহা তহ্ চারিহ্,
ছিনারী কোষিত্ নিতি কোন্ হন্,
দেহগারী কোষী নিতি কুন্তী পাঁচ সংগ্ষেণী,

এক দ্রওপদী পাঁচ কে সহেলী,
সূরজ্ দেওতা সাষী হোহু মোরে জিব্মেঁ,
মা সন্তাপ্ মোহি তজি লাগে পরপুরুষ কে,
পাপ এক্ বুঁদ নিতি অকরম্ কোন্হ তেহিতে হ্যায়,
বংশ বার চোন্হ শিব বাচা ব্রহ্ম বাচা,
লেহু জমাউ ঠোনা টমানা,
ভূত প্রেত দোষ রোগ জো লাখ্ হোই,
তেহি জগ্চণ্ডী আউ হরিজং ওয়ীর॥

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্র ৩ বার পড়ে নারী বীর্য ধারণ করলে, সেই নারীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন হয়।

গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"ওঁ নমো গঙ্গা উকারে গোরখ বহাঘোর।
ঘীপার গোরখ বেটা জায়,
জয় দ্রুত পুত ঈশ্বর কী মায়া।"

প্রয়োগ— যে সব নারীর গর্ভপাত হয়ে যায়, অথবা গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। সেই সব নারীকে কুমারী মেয়ের হাতে কাটা সুতায় উপরোক্ত মন্ত্র ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে কোমরে পরিয়ে দিতে হবে। তাহলে গর্ভপাত হয় না।

গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র—"ওঁ পতহু ভওরিয়া নারী স্থির গভাপি জায়তে।"

প্রয়োগ— গর্ভপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে, এক গেলাস জল উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে খাইয়ে দিলে গর্ভ রক্ষা হবে।

গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ (৩)

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
জভীর ওয়ীর পর্ধাম্।
হর্ অঠোত্তর্ সে গর্ভ হো তানো,
তনে পাচে ন ফুটে ন পীড়া করে তো,

জভীর ওয়ীর কো আজ্ঞাফুরো,
গুরু কী শক্তি, মেরী ভক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।

প্রয়োগ— রবিবারে ৯ জন কুমারী কন্যার দ্বারা ৯ তার সূতা কাটিয়ে সেই ৯ তার সূতা পাকিয়ে তাতে ৯টি গ্রন্থি দিয়ে, তাতে ধূপ-ধূনা দিয়ে ৯ বার উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ডোরটি অভিমন্ত্রিত করে গর্ভিনীর কোমরে বেঁধে দিলে, ৩ দিনের মধ্যে পা ফোলা, কোমরে বেদনা গর্ভস্রাব প্রভৃতি নিরাময় হয়।

গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ (৪)

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো হনুমন্ত ওয়ীর্।
গম্ভীর ধূজে ধরতী বন্ধাবে ধীর॥
বাঁধ্ বাঁধ্ হনুমন্তা ওয়ীর্ মাস এক বাঁধু,
মাস দোই বাঁধু, মাস তীন্ বাঁধু, মাস চার্ বাঁধু।
মাস পাঁচ বাঁধু, মাস ছহ্ বাঁধু, মাস সাত বাঁধু,
মাস আঠ্ বাঁধু, মাস নও্ বাঁধু,

অমুকী (গর্ভিনীর নাম) কী গর্ভ গিরে নহীঁ ঠাঁই কো ঠাঁই রহে।
ঠাঁই কো ঠাঁই ন রহে মেরা বান্ধা টুটে তো,
ঈশ্বর মহাদেও গুরু গোরখনাথ জতী,
হনুমন্ত ওয়ীর্ লাজেঁ,
মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা॥"

প্রয়োগ— কুমারী মেয়ের হাতে কাটা সূতা দিয়ে গর্ভবতী নারীর বাঁ পায়ের গাঁট থেকে হাঁটু পর্যন্ত ৭ বার মাপ করে সূতোকে সাত তার করতে হবে। তারপর ৭ বার উক্ত মন্ত্রটি বলতে বলতে ৭টি গ্রন্থি দিবে। মন্ত্র মধ্যে 'অমুকী' স্থানে গর্ভিনীর নাম বলবে। এবার গ্রন্থি বাঁধা সেই সূতা গর্ভিনীর কোমরে বেঁধে দিতে হবে, ৯ মাস পূর্ণ হলে সুতাটি খুলে দিতে হবে। সূতো বাঁধার আগে ধূপ ও গুগ্‌গুলের ধূনা এবং ফুল দিবে, বাঁধার পর ৭টি বালককে মিষ্টি খাওয়াবে। প্রসবকালে অবশ্যই সূতাটি খুলে দিতে হবে, নচেৎ প্রসব হবে না।

সুখপ্রসব মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ শ্রাবণী বঞ্চগর্ভা চ সুখমেব প্রসূয়তে।"

প্রয়োগ— এক গেলাস জল নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে গর্ভিনীকে খাইয়ে দিলে শীঘ্র প্রসব হয়ে যাবে।

সুখ প্রসব যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— একটি কাঁসার থালায় সিন্দুর দিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রটি লিখে আসন্ন প্রসবা নারীকে বার বার দেখাতে হবে। এই প্রয়োগে শীঘ্র সুখে প্রসব হয়।

১	১৬	২	৭
৬	৩	১৩	১২
১৫	১০	৮	১
৪	৫	১১	১১

গর্ভরক্ষা মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ হ্রাং হ্রীং চল চলেহুঁ চল মলেহুঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ স্বাহা।

প্রয়োগ— কুমারী মেয়ের সদ্য হাতে কাটা সূতায় ২১টি গ্রন্থি দিয়ে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে ধূপ-ধুনা দিয়ে গর্ভবতীর কোমরে বেঁধে দিলে গর্ভরক্ষা হয়। গর্ভস্রাবের লক্ষণ দেখা গেলে এই ক্রিয়াটি করবে।

শীঘ্র প্রসব পঞ্চদশী যন্ত্র প্রয়োগ

"গজাগ্নিবেদা উম্বুরাট শরাঙ্কা রলর্ষিপক্ষা ইতি হি ক্রমেণ।
লিখেৎ প্রসূতেঃ সময়ে গৃহে বৈ সুখেন নার্যঃ প্রসবন্তি শীঘ্রম্।।"

—যন্ত্র প্রকাশ।

অর্থাৎ নিম্নলিখিত পঞ্চদশী যন্ত্রটির প্রয়োগে নারীর শীঘ্র প্রসব হয়।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

প্রয়োগ— উক্ত যন্ত্রটি একটি তাম্র, পিতল বা কাঁসার থালায় শ্বেতচন্দন দ্বারা লিখে সেই পাত্রে জল দিয়ে পাত্রটি ধুয়ে গর্ভিনীকে খাওয়ালে শীঘ্র প্রসব হয়।

শীঘ্র প্রসব যন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"হিমবত্যুত্তরে পার্শ্বে শবরী নাম যক্ষিনী।
তস্যা নূপুর শব্দেন বিশল্যা স্যাত্তু গর্ভিনী (স্বাহা)॥"

প্রয়োগ— ৩১ টি দুর্বা এবং একটি পাত্রে সামান্য তিল তেল নিয়ে, উপরোক্ত মন্ত্রে সাতবার দুর্বা ও তিল তেল অভিমন্ত্রিত করে, সেই দুর্বার দ্বারা দক্ষিণাবর্ত ক্রমে সেই তেল বাটিতে ঘোরাতে হবে এবং উক্ত মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করে, সেই তেল কয়েক ফোঁটা প্রসূতিকে খাওয়ালে শীঘ্র প্রসব হয়।

ঋতুস্রাব বন্ধে মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ অমুকী (নারীর নাম) চট চট খট ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"

প্রয়োগ— রোগিনীর বাঁ পায়ের তলার মাটি নিয়ে গোরস্থানের শবদেহের কফনের একটা টুকরো এনে সেই মাটি বা ধুলা দিয়ে বেঁধে, তার ওপর ১০৮ বার উপরোক্ত মন্ত্র জপ করলে নারীর ঋতুর গোলমাল ও অধিক স্রাব বন্ধ হয়।

অসময়ে ঋতুস্রাবে মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ঠিম ঠিম অমুকী শোণিতং এষি এষি ধৃতং হ্রীং স্বাহা।"

প্রয়োগ— সদ্য হাতে কাটা লালসূতা ১৪ তার করে, উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ২১টি গ্রন্থি দিয়ে তাতে ধূপ ও গুগ্‌গুলের ধূনা দিয়ে রোগিনীর কোমরে বেঁধে দিলে, অসময়ে ঋতুস্রাব রোগ আরোগ্য হয়।

পুত্রোৎপাদনে যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— অষ্টগন্ধ দ্বারা নিখুঁত ভূর্জপত্রে অথবা কাগজে শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দশমী তিথিতে শুভমুহূর্তে চামেলী ফুলের ডাল দ্বারা অথবা সোনার নিবযুক্ত কলম দ্বারা যন্ত্রটি লিখে, ধূপ-ধূনা দিয়ে যন্ত্রটি স্ত্রী বা নারী কাছে রাখলে পুত্রোৎপাদন হয়।

৭৭	৮৪	২	৭
৬	৩	৮১	৮০
৮৩	৭৮	৮	১
৪	৫	৭৯	৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষদোষ নাশক প্রকরণ

প্রায়ই আমাদের ভারতে বহু মানুষ সর্পদংশনে মারা যায়। এইভাবে কুকুর, বৃশ্চিক (বিছা), ও অন্যান্য কীটাদির দংশনেও মানুষের মৃত্যু হয়। তন্ত্র-মন্ত্রে এই বিষ নাশের যে সব উল্লেখ আছে, সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হলো।

সর্পবিষ নাশক তন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— সর্প দংশিত ব্যক্তির দংশন স্থানের দ্বাদশ অঙ্গুলি উর্ধ্বে একটি শক্ত

বাঁধন দিতে হবে। পরে ঐ বাঁধনের ২৪ অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে আবার একটি বাঁধন দিতে হবে। তারপর একটি ধারালো ছুরি দ্বারা দংশন স্থান চিরে দিয়ে কিছুটা রক্ত বার করে দিতে হবে। তারপর একটা ফুলকপি থেঁতো করে, তার রস গাওয়া ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ালে, বিষ নষ্ট হয়।

সর্পভয় নিবারক তন্ত্রোক্ত ঔষধ

প্রয়োগ— সূর্য মেষরাশিতে থাকাকালীন পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভমুহূর্তে মসুর ডালের একটা দানা এবং নিমের ২টি পাতা এক সঙ্গে খেয়ে ফেললে, এক বৎসর পর্যন্ত সর্প দংশনের ভয় থাকে না।

সর্পবিষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"নৃসিংহ ভরী কে বচন,
ওয়ে জী হো নিরন্তর নার।"

প্রয়োগ— গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। এবার তিন অঞ্জলী জল উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে দংশিত ব্যক্তিকে খাইয়ে দিলে এবং তার মাথায় তিনটি টোকা মারলে সর্প বিষ নাশ হয়।

সর্পবিষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র—"উত্তর দিশি কারো বাদরি তেহি,
মধ্য ঠাঢ় কালপুরুষ, এক হাথ চক্র,
এক হাথ্ গদা, চক্র মারা শতখণ্ড,
আঙ্গ গদা মারে সাতোঁ পাতাল আঙ্গ,
ওঁ হর হর নির্বিষ শিবাজ্ঞা।"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীণ উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। পরে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করতে করতে দংশিত ব্যক্তিকে ময়ূরের পালক দ্বারা ঝাড়ন ও ফুঁ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

সর্পবিষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ (৩)

মন্ত্র—থিরুপওয়ন্ জেহি বিষ নাশে,
তেহি দেখি বিষ;
বিষ ধরহুঁ কাঁপে সৎ পর্জা
আষ বিষমো সন্দীত্‌ষৈষ্ঠয়ৈ

নহি বিষহ মন্ত্র কুশল বালুগালে,
ঝাবিক্তাল নির্বিষ হোই॥

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। এবার উক্ত সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করতে করতে ময়ূরের পালক দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড়ন ও ফুঁ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

গরল নাশক লেবুপড়া

মন্ত্র—"পাতি লেবু হইস তুই রসেতে যে ভরা।
তোমার গুণেতে বিষ যাইবে যে ত্বরা॥
হেঁট মুণ্ডে রহ বিষ উঁচুতে না চা।
মা মনসার আজ্ঞায় তুই শীঘ্র করি যা॥
কার আজ্ঞে?
মা বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞে॥"

প্রয়োগ— উক্ত মন্ত্র দ্বারা একটি পাতিলেবু অথবা কাগজি লেবুকে তিনবার অভিমন্ত্রিত করে, সেই লেবুর রস রোগীকে খাওয়ালে গরল আরোগ্য হয়।

গরল নাশক তেল পড়া

মন্ত্র—"হইল মাছের পিঠে কূঁজ।
নাইকো রক্ত নাইকো পুঁজ॥
বুনো শিয়ালের তিনটে রোঁ।
তেলপড়া এই স্বর্গে থো॥
কার আজ্ঞে।
মা মনসা দেবীর আজ্ঞে॥
কার আজ্ঞে।
বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞে॥

প্রয়োগ— একটি পাত্রে কিছুটা নারকেল তেল নিয়ে, উক্তমন্ত্র ৭ বার পাঠ করে গরল স্থানে লাগালে গরল নিরাময় হয়।

চিতি সাপের গরলে চুণপড়া

মন্ত্র—"চুণ পড়া ওলা, বাপ বেটাতে জোলা।

চুণ চুণ শামুকের চুণ।
চুণ চুণ চুণ ঘুসুমের চুণ।
হাতের ঘর মাংসের কুঁড়ে।
মর্ বিষ তুই চুণে পুড়ে॥
নাই বিষ মা বিষহরির আজ্ঞে।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে॥”

প্রয়োগ—একটু শামুকের চুণ হাতে নিয়ে, উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ৭ টি ফুঁ দিয়ে, যেখানে চিতি সাপ চাটার ফলে গরল লেগেছে, সেখানে লাগালে আরোগ্য হয়।

কুকুর কামড়ানোর ঝাড়ন (১)

মন্ত্র—“ওঁ কল্কু স্বাহা।”

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। এবার একটি গ্লাস বা ঘটিতে কিছু পরিস্কার জল নিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে ও সাতটি ফুঁ দিয়ে দংশিত ব্যক্তিকে খাওয়ালে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুর কামড়ানোর ঝাড়ন (২)

মন্ত্র—“কারী কুত্তী বিবিলারী খও্লা।
কুত্তা কালোর ফলানা (দংশিত ব্যক্তির নাম) কাটা।
কুকুর ওয়ার্ খয়ল্যায়ু।”

প্রয়োগ—যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়, এবার দরকার হলে কুমোরের চাকের মাটি নিয়ে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে ফুঁ দিয়ে, মন্ত্র পাঠ করতে করতে দংশিত স্থানে বুলিয়ে দিলে ও ফুঁ দিতে থাকলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক দংশনে প্রয়োগ

১। বৃশ্চিক (বিছা) দংশনে খুব জ্বালা যন্ত্রণা হলে, কয়েকটা মাছি মেরে দংশন স্থানে ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিলে উপশম হয়।

বৃশ্চিক তাড়ানো

গৃহে বৃশ্চিকের উপদ্রব হলে এবং যেখানে সেখানে বৃশ্চিক বেরোতে থাকলে, একটি বৃশ্চিক ধরে ঘরে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। তার ফলে ঘরে বৃশ্চিক পালাবে।

বৃশ্চিক বিষে মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
কিউ রে বিচ্ছু তেঁ কো কাটয়ো,
গওদ্ গিরো মুখ চাখ্যো মেঁ,
কাঠানে পানী প্যাউঁ কা কিঁউ,
উতর্ জায় উত্রে তো উতারুঁ,
চঢ়ে তো উতারুঁ চঢ়ে তো মারুঁ
নাতর গরুড় মোর হংকারুং
লংকা সা কোট সমুদ্র সী খাঈ।
উতর্ রে বিচ্ছু জতী হনুমন্ত কী দুহাঈ।
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা।।
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো গুয়াচা।।

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধ হয়। একটি পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে ৭ বার উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে মাটিতে ৭ বার একটু একটু ফেলতে থাকলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক বিষে মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র—"বিচ্ছু তেরা্যায় কে জাতি ছঃ পোয়রীছঃ,
পর্ওয়ারী বোধা পষানা পসম্বপাউ,
তোরী বিষিতই মেঁ নাহি ঠাউ উপর্,
জা সিগধ্যায় খাউ।
শিব ওয়চন্ শিব নারী,
হনুমান কে আন্ মহাদেও আন্।
গও্রা পার্ওয়তী কে আন্।

লোনা চমারীন্ কে আন্।
উতারি কে আউ।।”

প্রয়োগ— প্রথম প্রকারের ন্যায় আগে মন্ত্র সিদ্ধি করতে হবে গ্রহণ দিনে। পরে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ঝাড় ফুঁ দিতে থাকলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক বিষে মন্ত্র প্রয়োগ (৩)

মন্ত্র—“ওঁ নমো সুরে গায় পর্ওয়ত্ নায়।
সুরে চরে সুকো ববুল্সূল্ গায়।।
গোবর কিয়ো জিহি মেঁ উপ্জা বিচ্ছু,
সাত কালো কঙ্কাল্ওয়ালো সাঁপ্ অপ্নীওয়ালো,
হরো লীলো পীলো উত্রে তো উতার্,
নহি তো মোর কণ্ঠ কুংধরি হকারুং।
শব্দ সাঁচা পিণ্ড কাঁচা।
ফুরো মন্ত্র ঈশ্ওয়রো ওয়াচা।।”

প্রয়োগ— প্রথম মন্ত্রে বিধিতে গ্রহণ কালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ হবে। পরে নিমের ডাল কিংবা জুতার সাহায্যে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ঝাড়ন ও ফুঁ দিলে, বৃশ্চিক বিষের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়।

বৃশ্চিক বিষে মন্ত্র প্রয়োগ (৪)

মন্ত্র—কায়ো গায়ে শির মাণিকরা মুখ মোড়ো।
মরিজাসি অন্খাঁধনী,
পানী পাওয়ে বাঁধি, উত্রি জাসি।।

প্রয়োগ— প্রথম মন্ত্রের বিধিতে গ্রহণকালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর যে ব্যক্তি রোগী দেখার জন্য ডাকতে আসবে, তাকে এক বাটি জল উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করে খাইয়ে দিলে, রোগীর জ্বালা-যন্ত্রণা কমবে। এটি রোগীর ওপরেও প্রয়োগ করা যায়।

বৃশ্চিক বিষ চড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র—“টুটে খাট্ পুরাণে বাণ।
চড় জা বিচ্ছু শির কে তান্।।”

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। তারপর রোগীর দংশন স্থানে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ৭টি ফুঁ দিলে বিষ বেড়ে যায়। এই ক্রিয়া করা খুবই অন্যায়।

বৃশ্চিক বিষ নাশকারী ঔষধ

১। অপামার্গের (আপাংয়ের) মূল তুলে ঘসে দংশন স্থানে দিলে এবং সেই সঙ্গে তার ঘ্রাণ নেওয়ালে, জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না।

২। অপামার্গের মুল ও পাতা একত্রে বেটে দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৩। পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভমুহূর্তে শ্বেত-অপরাজিতার মূল তুলে এনে রোগীর ডান কাঁধে বেঁধে দিলে বৃশ্চিক বিষ থাকে না।

৪। হুড়হুড়ে গাছের মূল তুলে রোগীকে ঘ্রাণ নেওয়ালে জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যায়।

৫। সত্যানাশীর মূল পানের সঙ্গে রোগীকে খাওয়ালে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

কীটাদি দংশনের মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"চমারে বভ্‌লে ক্যায়ল্ খিতাঈ।
ওকারে পাপে পরুর্ সাঈ।।
সূর্য দেওতা সাক্ষী।
জো অব্ রসাইবহে মাখী।।"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। দুপুর বেলা ৭টি কাঁকর উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে দংশন স্থানে নিক্ষেপ করলে পোকার বিষ নষ্ট হয়।

কীটাদি দংশনের মন্ত্র প্রয়োগ (২)

মন্ত্র—"ওঁ নমো কীড়া রে তু কুণ্ডু কুণ্ডীলা।
লাল পুঁছ তেরা মুঁহ কালা।।
ম্যয় তোহি পুঁছে কহাঁ সে আয়া।
তোড় মাস তে সব্ কিঁউ খায়া।।
অব তু জায় ভাম হো জায়।

গুরু গোরখনাথ কে লাগুঁ পায়॥
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা।
ফুরো মন্ত্র ঈশ্ওয়রো বাচা॥"

প্রয়োগ— প্রথম মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণকালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। পরে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ঝাড়া ও ফুঁ দিলে কীটাদির বিষ নষ্ট হয়।

তৃতীয় প্রকার প্রয়োগ

মন্ত্র— "গঙ্গা পার ববুর কে গাছি।
ঝরে কোরা ঝরে রসাই।
ঈশ্ওয়র্ গওরা পার্ওয়তী কে দুহাঈ॥"

প্রয়োগ— গ্রহণকালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে মন্ত্রসিদ্ধ হতে হবে। পরে এক্ টুকরো পাথরকে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে, দংশন স্থলে ঘষলে পোকার বিষ নষ্ট হয়।

চতুর্থ প্রকার প্রয়োগ

মন্ত্র—"মহন্তে পট্ওয়ারী অরজ্গাতী
ক্যা জিন্কে পায়োঁ কীড়া গয়া।"

প্রয়োগ— এই মন্ত্রটিও গ্রহণকালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হতে হবে। পরে চৌরাস্তা থেকে ৭টি কাঁকর এনে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে, রোগীর নাম বলতে বলতে দৃষ্টস্থলে নিক্ষেপ করলে বিষ নষ্ট হয়। শুধু কীটাদি কেন, কারও পোষা কুকুর দংশন করলেও, যার কুকুর তার গায়ে ছড়ালে কুকুরের বিষ থাকে না।

বিঃ দ্রঃ— কীটাদি বা কুকুর দংশনে প্রয়োগ কালীন অমুকের বিষ নাই, বিষ নাই, বিষ নাই বলতে হবে।

বিষনাশক যন্ত্র প্রয়োগ

সর্পবিষ নাশকর যন্ত্র (১)

প্রয়োগ—১। যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে অভাবে সাদা কাগজে শ্বেতচন্দন দ্বারা

অঙ্কন করে গঙ্গাজলে ধুয়ে সর্পদষ্ট রোগীকে খাওয়ালে বিষ নাশ হয়।

২। যদি উপরোক্ত যন্ত্রটি লাল কাপড়ে শ্বেতচন্দন দিয়ে অঙ্কন করে, তাতে ধূপ-দীপ ও লাল ফুল দিয়ে মা মনসাকে স্মরণ করে কবচ তৈরী করে, লাল সূতাদ্বারা সর্পদষ্ট রোগীর ডান হাতে বেঁধে দিলে বিষ নষ্ট হয়।

৭	৪৫	৮	৮৪
৩	৫	৭৫	১৬,
৮৭	৩৮	৮	২
৯	২	৩৯	৭৫

সর্পবিষ নাশকর যন্ত্র (২)

প্রয়োগ—সাদা কাগজে কালো কালির দ্বারা যন্ত্রটি লিখে, তাতে ধূপ-ধুনো দিয়ে জল দ্বারা যন্ত্রটি ধুয়ে, সেই জল সর্প দংশিত রোগীকে খাইয়ে দিলে, সর্প বিষ নষ্ট হয়।

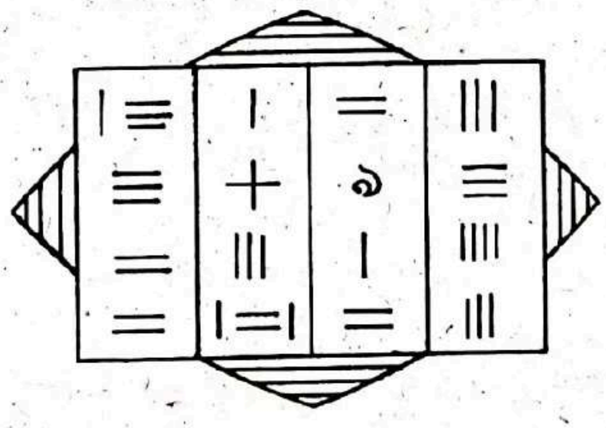

সাপ তাড়ানো যন্ত্র

প্রয়োগ— ভূর্জপত্রে মালকাংনীর রসের দ্বারা যন্ত্রটি অঙ্কন করে শুদ্ধস্থানে ও শুদ্ধভাবে গৃহে রেখে, ধূপ-দীপ দিলে, ঘরে সাপ থাকে না।

৩০	৩৭	২	৮
৭	৩	৩৪	৩৩
৩৬	৩১	৯	১
৪	৫	৩২	৩৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শিশু রোগ নাশক মন্ত্র ও যন্ত্র প্রয়োগ]

শিশু রক্ষাকারী মন্ত্র প্রয়োগ (১)

মন্ত্র—"শুক্র শনিচর ভীম অওয়ারী কহ্ওয়া।
চলেউ ডাইনি মারি হাঁকিনী ডঙ্কিনী।
চঢ়ী পুরুষ দেশাক্যায় ব্যায়সী
পীপর্ কে ডার্।
সাত স্যায়্ যোগিনী জাগে,
মশাল্ ডোঠি মুঠি বাঁধ্‌কে,
আ নগরহ গাউকন্ মুশায়,
সন্তাওয়ে মন্যায় ওয়াদ্ পর্,
ভ্যায়্রও্ টোনহি নৈ আউ।।"

প্রয়োগ— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ

হয়। তারপর উপরোক্ত মন্ত্র সাতবার পাঠ করতে করতে সাতটি ফুঁ দিলে, শিশুদের রোগাদি দোষ, নজর লাগা, ভূত-প্রেত ও গ্রহাদি দোষ নষ্ট হয়।

দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগ

মন্ত্র— "উলদেব বিহরত্যে ভরগজ্,
শ্রীনারসিংহ দেবম্ য়ে উরে।
ফলানা (শিশুর নাম) কা ভেউ তাহি মোড় নার্সিংহ্,
ষং ষং ষং ষং ষং॥"

প্রয়োগ— উপরোক্ত ১ নং মন্ত্রের বিধিতে গ্রহণকালীন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে মন্ত্র সিদ্ধ হতে হবে। তারপর উক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ১২ বার শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে, শিশুদের নজর দোষ, ভূত-প্রেতাবেশ প্রভৃতি দূর হয়।

বিঃ দ্রঃ— মন্ত্রে 'ফলানা' শব্দের স্থলে শিশুর নাম, যদি শিশুর নাম রাখা না হয়, তাহলে 'অমুকীর ছেলে' বলতে হবে।

তৃতীয় প্রয়োগ

মন্ত্র— "আদিনাথ ভয়হরণ কহ্হুঁ কহ্বায়ো,
য়ে হি অব্ ডর্ হোলগে সাও্য়র্,
হেত্ হও্য়া বড়িল ভূঁত-ব্যাধি
ডীঠি মুঠি সব বাঁধি কে আনো,
গ্রহ্ গঠিকম্ সুররায়ু সাজি পংমন্যায়,
বাঁধ বিজ্জত্ কে ভ্যায়্রও্ টোনহি লেহ্,
আউঁ ভ্যায়রও্য়ানন্দ্ কাশী কা,
কোত্ওয়াল্ বনারসি কে ষংভ,
বাসু কে কীজে হার তেহি লগি বাত্ হ্যায়॥"

প্রয়োগ—পূর্বের ন্যায় মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে, শিশুর সর্বপ্রকার দোষ নাশ হয়।

চতুর্থ প্রয়োগ

মন্ত্র— "শঙ্কর যশসাসী কেশরি ললিত কেশরি,

পঞ্চম বাল্লনি ভুক্‌টেন্‌ কুট্‌ওকার।
দণ্ড বিকারী ত্যাঁয়তিস্‌ কোটি ভূত,
ভীমদেও্‌ সন্ধারী ভীম বালককে।
হুরু অহ্‌কহ্‌ বালককে,
সমুখ না চোঠো খাজ্‌ও মোরা কোষেঁ,
গরুড় কণ্ঠে সমুদ্রতীর গিথিনিউঁ,
আবথরোষ্‌ ভস্মিত হোঈ জাই,
ঠোর ভক্‌ছিনি স্বাহা॥"

প্রয়োগ—১। গ্রহণ অথবা অমাবস্যায় উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয় প্রয়োজনে উক্ত মন্ত্র ২৮ বার পড়ে ২৮টি ফুঁ দেবে শিশুর গায়ে। ফলে শিশুদের সর্বপ্রকার দোষ নাশ হয়।

২। যদি কোনও নারীর মৃতবৎসা দোষ থাকে, অর্থাৎ বার বার সন্তান হয়ে মারা যায়, তবে সেই নারী গর্ভবতী হলে, উপরোক্ত মন্ত্র ২১ বার পড়ে একবাটি জল অভিমন্ত্রিত করে তাকে খাওয়ালে মৃতবৎসা দোষ নাশ হয়।

পঞ্চম প্রয়োগ

মন্ত্র—"ষিল্‌ লৌহাঈ ষিললৌলীন্‌, ষিলৌসোপনু সজাং কানাং,
মীজিঠি অগ্নি পরোসে জেও্‌য়ে,
গরুড় পাথরখাঈ ভস্মত ভ্যায়্‌জাঈ,
পত্থর শিলড়্‌ পত্থনি
ষিলাবরং ডষিলষিলং
পর্‌ওয়ত্‌ হাথ্‌ চঢ়া বশক্‌কৌ,
ধওক্‌ লোহে কোচ্‌না চণ্ডী,
ডীঠি মূঠি ভস্মত হোঈ জাই,
অপ্‌নী ডোঠি পর্‌ ডীঠি পর্‌ পীঠি,
পাছে ঘালু বাট্‌ওয়ীর্‌ হনুবন্ত তেরী শক্তি॥"

প্রয়োগ— পূর্ব রীতিতে গ্রহণকালীন বা অমাবস্যায় ১০,০০০ (দশ হাজার) মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ হয়ে, ২১ বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে শিশুর গায়ে ২১ টি ফুঁ দিলে, শিশুর সর্বপ্রকার দোষ নাশ হয়।

[তুক-তাক্ নাশ মন্ত্র]

প্রথম প্রয়োগ

মন্ত্র— "সোম শনিচর ভৌম অগারী।
কহাঁ চল্নী দেঈ অধারী।।
চারি জটা বজ্র কেওয়ার্।
দীন্হি বাঁধো সোম দুওয়ার্।।
উত্তর বাঁধৌ কোহ্লা দান্ওয়।
দক্ছিন্ বাঁধৌ ক্ষেত্রপাল চারি।
ওয়িদ্ইয়া বাঁধিকে দেউ বিশেষ,
মওয়র্ ভওয়র্ দিখিল্ ভওয়র্।
গয়ে চলু উত্তরাপথ,
যোগিনী চলু পাতাল সে বাসুকী চলু,
রামচন্দ্র কে পায়ক্ অঞ্জলী কে চীর্ লাগে,
ঈশ্বর মহাদেও গওরা পার্ওয়তী কী দুহাঈ।
জো ঢোলা রহৈ এদি পিণ্ড,
মন্ত্র পঢ়ি ফুঁকে ঢোলা কহল্ ন রহে।।"

প্রয়োগ— অমাবস্যায় উক্ত মন্ত্র ১০০৮ বার জপে সিদ্ধ হবে। পরে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করবে ৭ বার এবং রোগীর গায়ে ৭টি ফুঁ দেবে। ফলে তুক্-তাক্ লাগবে না।

দ্বিতীয় প্রয়োগ

মন্ত্র— "লোনা সলোনা যোগিনী বাঁধে।
ঢোলা আবহু সখী মিলি,
জাদু বাওয়ল্ কওয়লু দেশ,
কওয়লু শিরি আদি অফুল ফুলবাঈ
জ্যোঁ জ্যোঁ আওয়বেঁ বাস,
ত্যোঁ ত্যোঁ ফলনী আওয়ে হমারে পাশ,
কবরু দেওয়ী কী শক্তি, মেরী ভক্তি।
ফুরো মোহিনী ঈশ্বরো বাচা।।"

প্রয়োগ— পূর্বোক্ত বিধিতে মন্ত্রটি সিদ্ধ করে নিয়ে, পরে উক্তমন্ত্র দ্বারা রোগীর গায়ে ২১ বার পড়তে পড়তে ২১টি ফুঁক দিলে, তুক্ তাক্ দোষ থাকে না।

তুক্-তাক্ কারী ব্যক্তিকে দেখা

মন্ত্র— "লোহে কে কোঠিলা বজ্রকে কেও্য়ার্।
তেহি পর্ নাও্য়ো বারম্বার ॥
তেতে নহিঁ পহনহিঁ কহত বার এক্।
পণ্ডা অণ্ডা। বাঁধো পাতালে বাসুকী নাগ্,
বাঁধো স্রায়্যদ্ কে পাঁওয় শরণ ষোদ্কী ভক্তি,
নারসিংহ আদিকার খেলু খেলু শংকিনি ডংকিনি,
সাত সেতর্ কে সংক্রী বারহ্ মন্ কে,
পহার্ তেহি উপর্ ব্যায়ঠুঁ অব দেও্য়ী,
চও্তরা কয় আন্ জন্তাই জন্তাই।
গোরখ কী দুহাঈ নোনা চমারী কি দুহাঈ,
ত্যাঁয়্তীস্ কোটি দেও্তায়োঁ কী দুহাঈ,
হনুমান কীं দুহাঈ,
কাশী কীত্ওয়াল্ ভ্যাঁয়রো কী দুহাঈ,
অপ্নে গুরুহি কটারি মারু,
দেও্তা খল্ সভ্ আপ্ লেই,
কাশী কাদি কাদি কাশী কর্ পাপ,
তেহি দেও্তা কে কন্ধ চঢ়াই,
কাঠ জো মন্ মহং ঝোঙ্ রাখৈ ॥

প্রয়োগ— প্রথমে উপরোক্ত বিধিতে মন্ত্র জপ করে মন্ত্র সিদ্ধি করতে হবে। পরে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ৭ বার পাঠ করে রোগীর গায়ে সাতটি ফুঁ দিলে, যে তুক্-তাক্ করেছে তাকে দেখা যায়।

শিশু রক্ষাকারক তাবিজ

মন্ত্র—১। "ঘোংঘা ঘোংঘা সমুদ্র ঘোংঘা,
সমুদ্রকে কিত্জানি জানহুঁ ঘোংঘা।

জলি জরু সূত জরৈঁ তে,
পার্ওয়তী কেশ আচর জর‍্যায়,
তো মহাদেও কে জট জর‍্যায়॥"

প্রয়োগ—কুমারী কন্যার হাতে কাটা সূতা নিয়ে তেরো গাছি করবে। ১৯টি বাসমতী চাল রান্না করে নেবে, রান্নার সময় ওতে একটি টাট্‌কা ঝিনুক ফেলে দেবে। সেইভাতের মাড়টি বালককে খাইয়ে দেবে। পরে তেরো গাছি সেই সূতার দ্বারা ঝিনুকটি বালক-বালিকার গলায় বেঁধে দেবে উপরোক্ত মন্ত্র বলতে বলতে। তারপর ২নং মন্ত্র পাঠ করবে।

মন্ত্র—২। "ওঁ আলন যোগী কপূত জম্বীরীকে।
লাল ন কোঈ শওয়রী গ্যায়্‌কুরীর,
কম্বাসুকী মালী বিআরী জেহিমেঁ,
বাঁধৌ বাঁধি কে জড়ার্ ধষধীক্ জাই,
কাবৃরুকে বিদ্যা কামাখ্যা।
জন বিধি নাথ গুরু গোরখ্‌নাথ রক্ষ পাস॥"

২নং মন্ত্র পাঠ শেষ হলে সামান্য জল একটি পাত্রে নিয়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

মন্ত্র—"পানি তীনি পানী ব্রহ্মা,
বিষ্ণু মহেশ্বর জানী শিব,
শক্তি কুমারী অবৃছারু ভার্ সব্,
তোহী কী তাহ্ কহ্‌হুঁ বাত হুঁকা,
হোউ ধ্যায়লে আউ বালক কে তোকে,
মোকে পুণ্য জব্ হোয় মহাদেওকে,
জটা পড়ে পার্ওয়তী কে আঁচর্,
জও ইয়হ্ বালক দুঃখ পাওয়ে॥"

উক্ত মন্ত্রে সেই জলটুকু ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে খাইয়ে দিলে কোনও ভয় থাকে না।

ডাইনী নজর ঝাড়ন প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ নমো নারসিংহ পাউহার ভস্মনা যোগিনী,
বন্ধ ডাকিনী বন্ধ চওরাসী দোষ বন্ধ,

অষ্টোত্তর শত ব্যাধি বন্ধ,
খেদী খেদী ভেদী ভেদী মারে মারে,
সীখে সীখে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল,
নারসিংহ ওয়ীর কী শক্তি ফুরো ॥”

প্রয়োগ— এই মন্ত্র অমাবস্যায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়ে, তারপর সিদ্ধ মন্ত্রটি ১০৮ বার পড়তে শিশুর গায়ে ফুঁ দিলে, ডাকিনী নজর দূর হয়।

শিশুর নজরদোষ ঝাড়ন মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— “ওঁ সত্য নাম আদেশ গুরু কো,
ওঁ নমো নজর জহাঁ পর পীর ন জানো,
বোলে ছলসোঁ অমৃতবাণী,
কহো নজর কঁহা সে আঈ,
ইয়হাঁ ঠোর্ তোহি কওন বতাঈ,
কওন জাত তেরে কাহাঁ ঠাম,
কিস্‌কী বেটী কাঁহা তেরো নাম,
কহাঁ সে উড়ী কহাঁ কো জায়,
অব্ হী বস্ করলে তেরী মায়া,
মেরী জাত সুনো চিত্‌লায়,
জ্যায়সী হোই সুনাউঁ আয়,
তেলন, তমোলন, চুহড়ী চমারী কায়ষণী,
খত্‌রনী কুম্‌হারী মহত্‌রানী,
রাজা কী রানী জাকো দোষ,
তাহিকে গির পড়ে জাহর পীর,
নজর কী রক্ষা করে,
মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে সিদ্ধ হয়। পরে এই সিদ্ধ মন্ত্র পড়তে পড়তে ময়ুরের পালক দ্বারা ২১ বার ঝাড়া দেবে ও ফুঁ দেবে। তার ফলে নজর দোষ কাটবে।

শিশুর কান্না শান্তি যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— ভূর্জপত্রে রক্তচন্দন দ্বারা কিংবা সাদা কাগজে কালো কালি দ্বারা উক্ত যন্ত্রটি অঙ্কন করে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে, শিশুদের কান্না থামে।

১	৩২	১৯	১৮
২০	৭	২	২১
৬	১৭	৩৪	৩
৩৩	৪	৭৭	১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভূত-প্রেত-ডাইনী প্রকরণ

বর্তমান যুগের মানুষ অধিকাংশই ভূত-প্রেতাদি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্বের কথা এবং তাদের উপদ্রবের কথা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থাদিতেও ভূত-প্রেতের উল্লেখ ও প্রমাণ দেখা যায়। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে ভূত-প্রেতাদিকে প্রেতযোনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভূত নয়, ডাকিনী, শাকিনী, পিশাচ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ আছে।

এই সব অশুভ আত্মা মানুষের প্রায়ই ক্ষতিসাধন করে থাকে। এদের দ্বারা আক্রান্ত রোগীর রোগ লক্ষণও হয় বিচিত্র ধরণের। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দ্বারা রোগীকে সুস্থ করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তন্ত্রমতে মন্ত্র ও যন্ত্রাদির দ্বারা এই সব রোগীকে আরোগ্য করা যায়। এখানে তারই আলোচনা করা হলো।

ভূতনাশক মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ নমো শ্মশানবাসিনী ভূতাদিনাং পলায়নং কুরু কুরু স্বাহা।"

প্রয়োগ— প্রথমে অমাবস্যায় উক্ত মন্ত্র ১০০৮ বার জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির

পর, রবিবার শিরীষ গাছের পাতা অথবা ফুল, কুকুর ও বিড়ালের মল এবং ঘুঘু পাখীর বিষ্ঠা, উটের লোম, গোবর, গন্ধক, শ্বেত-সরিষা ও সরষের তেল একসঙ্গে মিশিয়ে, তাতে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, মন্ত্র পাঠ করতে করতে ভূতগ্রস্ত রোগীর গায়ে ছুঁড়ে মারলে ও তার দ্বারা ধোঁয়া দিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, পেত্নী প্রভৃতির বাধা দূর হয়।

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ নমো কালী কপালী দহী দহী স্বাহা।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্রে কিছু সরষের তেল ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে, মন্ত্র পাঠ করতে করতে রোগীর দেহে ছিটা দিলে, রোগীকে আক্রান্ত ভূত চীৎকার করবে ও পালাবে।

ভূত তাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "বাঁধো ভূত জহাঁ তু উপ্‌জী ছাড়ো,
গিরে পর্‌ওয়ত্ চঢ়াঈ সগৈ দুহ্লেী,
পৃথ্‌ওয়ী তুজ্‌ভি ঝিলিমিলাহি হংকারে,
হনুবন্ত পচারই ভীমা জারি জারি,
জারি ভস্ম করে জোঁ চাঁপেসীউ

প্রয়োগ— ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করতে করতে ঝাড়া ও ফুঁ দিলে ভূত ছেড়ে পালায়।

ভূতাবেশ দূরীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতে ভূতেশ্বরায়,
কিল, কিল তর বায়,
রুদ্র দংষ্ট্রাকরালায় বক্ত্রায়,
ত্রিনয়ন ভীষণায়,
ধগধগিত পিশাঙ্গ ললাট নেত্রাম্,
তীব্র কোপানলায়মিত তেজসে,
পাশ-শূল-খড়গ-ডমরুক,

ধনুর্বাণ মুদগর ভূপদণ্ড ত্রাস মুদ্রা,
বেগ দেশ দোর্দণ্ড মণ্ডিতায়,
কপিল জটাজুট কুটার্দ্ধ চন্দ্রধারিণে,
ভস্মি রাগরঞ্জিত বিগ্রহায়,
উগ্রফণপতি ঘটাটোপ মণ্ডিত কণ্ঠদেশায়,
জয় জয় ভূত ডামরয় আত্মরূপং,
দর্শে দর্শে নিরতে নিরতে সর সর চল চল,
পাশেন বন্ধ বন্ধ হুঙ্কারেণ ত্রাসয় ত্রাসয়,
বজ্রদণ্ডেন হন হন নিশিতি খড়্গেন,
ছিন্ন ছিন্ন শূলাগ্রে ভিন্ন ভিন্ন,
মুদগরেণ চূর্ণয় চূর্ব্র সর্ব গ্রহাণাং,
আবেশয় আবেশয়।।"

প্রয়োগ— সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণকালীন অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যায়, কিংবা দোল পূর্ণিমার (ফাগুনী পূর্ণিমা) দিন উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে সিদ্ধ হয়। প্রয়োজন কালে নিমপাতা, গব্যঘৃত, গুগ্‌গুল্, সাপের খোলস একত্রে মিশিয়ে ১০৮ বার মন্ত্র পাঠ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে, পুনরায় মন্ত্র পাঠ করতে করতে রোগীর গায়ে ছুঁড়ে মারলে, রোগীর দেহাশ্রয়ী ভূত চীৎকার করবে। তাকে যা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে তার উত্তর দেয় তারপর নৃসিংহ মন্ত্র প্রয়োগ করে রোগীর দেহে ফুঁ দিলে ভূত ছেড়ে পালায়।

নৃসিংহ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ নমো নারসিংহায়,
হিরণ্যকশিপু বক্ষ বিদারণায়,
ত্রিভুবন ব্যাপকায় ভূত-প্রেত-পিচাশ
শাকিনী-ডাকিনী কীলোন্মূলনায়।
সন্তুষ্ট ভব, সমস্ত দোষান্ হন হন,
সর সর চল চল কম্প কম্প মথ মথ,
হুং ফট্ হুং ফট্ ঠঃ ঠঃ,
মহারুদ্র জাপিয়াৎ স্বাহা।।"

প্রয়োগ— এটি প্রয়োগের পূর্বে গ্রহণকালীন, দীপান্বিতা অমাবস্যা বা দোল পূর্ণিমার দিন ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর এই সিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা রোগীর দেহে ১০৮ বার পাঠ করে ফুঁ দিলে, ভূতাবেশ দূর হয়।

ভূত বাধানাশক মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— **"ওঁ নমো আদেশ গুরু কো।**
ওঁ অপর কে সবিকট মেষ স্বভপতি,
প্রহলান্ খাও্য়ে পাতাল রাখে,
পাঁচ দেও্য়ী জংখা রাখে,
কালিকা মস্তক রাখে,
মহাদেওয়ী জী কোঈ ইয়ে
পিল্ত প্রণকো,
বেধে তো দেও্য় দানো ভূত-প্রেত্,
ডাকিনি শাকিনি গণ্ডমালা তিজোরী,
এক্ পহরু সাঁঝ কো সও্য়েরে কে লিএ,
করায়ে কো ওয়াহি কে পেড়্
ইস্কী রক্ছা নর্সিংহ জী করেঙ্গে।
শব্দ সাঁচা, ফুরো মন্ত্র ঈশ্ওয়রী ওয়াচা।।

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার দিন থেকে প্রত্যহ ১০৮ বার করে উক্ত মন্ত্র তার পরের অমাবস্যা পর্যন্ত জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে ভূত-বাধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামনে বসিয়ে উক্তমন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করে ১০৮টি ফুঁ দিলে, ভূতবাধা নাশ হয়।

ভূত-প্রেত ভয় নাশক যন্ত্র প্রয়োগ

যন্ত্রটি কাছেও রাখা চলে আবার ঘরের বাইরেও রাখা চলে।

প্রয়োগ— দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিকালে অথবা যে কোনও অমাবস্যার রাত্রিতে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে অভাবে সাদা কাগজে লিখে কাছে রাখলে ভূত-প্রেতের ভয় বা উপদ্রব থাকে না।

৪	৫৬	১৬	৬০
৩১	৪৪	২০	৪০
৫২	৭	৩৪	১২
৪৮	২৮	৩৬	২৪

বিঃ দ্রঃ— খুবই প্রয়োজন হলে অমাবস্যা ছাড়াও অন্য সময় রাত্রিতে লেখা যায়, বাড়ির বাইরের দেওয়ালে সিঁদুর দ্বারা লিখে রাখলে গৃহে ভূতাদির কোন প্রকার উপদ্রব থাকে না।

ভূত-প্রেত-ছাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "নয়ন নাগ্‌রী পায় ঘাঘ্‌রী।
নদী চ কানা পহুঁচ্‌ নাগরী ॥
সমানা জাত্‌ নহীঁ জতন্‌
নহীঁ দৈত্য মসান,
ইসী ওয়ক্ত জরুরত্‌ জায়,
ঈশ্‌ওয়র্‌ গও্‌রা,
পার্‌ওয়তী মহাদেও্‌ কী দুহাঈ ॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার দিন থেকে শুরু করে একমাস যাবৎ প্রত্যহ উক্তমন্ত্র ১০৮ বার করে, তার পরের অমাবস্যা পর্যন্ত জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে মন্ত্রটি এক নিঃশ্বাসে বলা যায় কিনা, যখন এক নিঃশ্বাসে মন্ত্রটি বলতে পারবে, তখনঃ জানতে হবে মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে।

প্রয়োগ— এবার ভূতগ্রস্ত রোগীর গায়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র বলতে বলতে রোগীর গায়ে ফুঁ দিতে হবে, এইভাবে ১০৮ বার দিলেই ভূত-প্রেত রোগীকে ত্যাগ করে পালাবে।

ভূত মারণ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ নমো আদেশ গুরু কো।
হনুমগু ওয়ীর বজরঙ্গী বজ্রধার,
ডাকিনি-শাকিনি ভূত-প্রেত-জিন্ কো,
ঠোক্ ঠোক্ মার্ মার্
নহী মারে তো—
নিরঞ্জন নিরাকার কা দুহাঈ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার দিন শুদ্ধস্থানে হনুমানজীর চিত্র রেখে, মালা দিয়ে সাজিয়ে শুদ্ধবস্ত্রে বসে হনুমানজীর সাধ্যমত উপচারে পূজা করবে। ২১ দিন পর্যন্ত এইভাবে পূজা করবে এবং প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র ১২১ বার করে জপ করবে। এতে মন্ত্র সিদ্ধি হবে।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধি হলে চৌরাস্তার কাঁকর-বালি কিংবা মাষকলাই নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে, ভূতাবেশ গ্রস্ত রোগীর দেহে ছুড়ে মারলে, ভূত মারা যায় এবং রোগীও সুস্থ হয়।

ভূতের কথা বলা মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
নারী জায়া নারসিংহ,
অঞ্জলী দায়া হনুমন্ত,
বাণে জারী বীজ ভবন্তা,
বা তোড়ী গাঢ় লঙ্কা তেরী পাথ্রি কণ্ডন ভরে,
নারসিংহ বলবগু বন্ মেঁ ফিরে,
অবোল্ড়া ভঁত্তয়র্ খিলায়েঁ,
কেশ ওয়ারো ভাটো মধ্ কী পীদে,
বারা বক্রা বায় না খায়ে,
তো নারসিংহ তু দণ্ড় মশানা জায়,
সাত পাঁচ নে মার খায়,
সাত পাঁচ লে চখ্ খাই,

দেখুঁ নারসিংহ ওয়ীর তেরে মন্ত্র কী শক্তি,
হাড়া হাড় মেঁ সুঁ,
চাম্ চাম্ মেঁ সুঁ, বার বার মেঁ সুঁ,
অমুকী কে নও্ নারী বহওর কোঠা মেঁ
সও্ খেদ্ কো পকড়্ আনি হাজির,
না করে তো মাতা নাহরী কা চুংখা,
দুধ্ হরাম করে,
রাজা রামচন্দ্র কো পওড়ী,
কাট্ ভৈ পড়ে,
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্ওয়রো বাচা॥

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণ, দীপান্বিতা অমাবস্যা, অথবা দোল পূর্ণিমায় উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে ৭টি কালো মরিচ উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ভূতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়ালে রোগীর দেহাশ্রিত ভূত চীৎকার করবে, প্রশ্নের উত্তরও দেবে। তারপর পূর্বে লিখিত নারসিংহ মন্ত্রে ভূত ছাড়াবে।

বিঃ দ্রঃ— মন্ত্রের মধ্যে 'অমুকী' কথার পরিবর্তে ভূতগ্রস্ত রোগীর নাম বলবে।

ভূত বন্দী মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "বন্ধ্ বন্ধ শিব বন্ধ শিব বন্ধ্।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৪ দিনে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হবে।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে কিছু মাষকলাই হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্রদ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে রোগীর দেহে নিক্ষেপ করলে ভূত বন্দী হয়।

তুক্-তাক্ ও ভূত-প্রেত নিবারণ মন্ত্র

মন্ত্র—সরস্বতী গাড়ী সুন্‌লে কা দিয়া,
রূপে কী বাতী গুণ বাতী বাতী,
ডংকিনি ডংকিনি শংখিনী,

জাদু ঢোনা তেরী ভবানী,
ইসী ঘড়ী ইয়হাঁ সে নিকল্ জায়।
মেরী আন্ মেরে গুরু কী আন্,
ঈশ্ওয়র্ গওরা পার্ওয়তী,
মহাদেও কী দুহাঈ॥

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার রাত্রিতে শুদ্ধভাবে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করে মন্ত্রসিদ্ধ হতে হবে।

প্রয়োগ— প্রয়োজন কালীন রোগীকে সামনে বসিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র বার বার পাঠ করতে করতে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে তুক্-তাক্ ও ভূত-প্রেত ছেড়ে যায়।

ভূত-নাশ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ নমো কালী কপালী দহী দহী স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার রাত্রে শুদ্ধভাবে বসে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে ভূতাবেশ গ্রস্ত রোগীকে সামনে বসিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতে করতে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে ভুত ছেড়ে পালায়।

ডাইনী দোষ নাশ মন্ত্র

মন্ত্র—" জ্যায়সে ক্যায়লোমা কার্য স্বরূপে।
কবি করিওয়ো ন করো বলী,
ততে রাম লক্ষ্ণ সীতয়া কার কোটি কোটি আজ্ঞা॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— গ্রহণ বা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে শুদ্ধভাবে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ—প্রয়োজন সময়ে উপরোক্ত সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করতে করতে রোগীর গায়ে ফুঁ দিতে থাকলে ডাইনী, ভূত, কন্দকাটা প্রভৃতির দোষ নাশ হয়।

রাক্ষস দোষ নাশ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ ঠং ঠং ঠিং ঠীং ঠুং ঠূং ঠেং ঠৈং ঠৌং ঠং ঠঃ অমুক হুং।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চার দিনে উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে যার দেহে রাক্ষসের আবেশ হয়েছে, তাকে সামনে বসিয়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র বার বার জপ করতে থাকলে ও ফুঁ দিতে থাকলে রোগীর রাক্ষস আবেশ ছেড়ে যায়।

সর্ববাধা নাশ মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— **"সত্‌নাম আদেশ গুরু কী আদেশ,
পবন্ পানী কা নাদ।
অনাহদ্ দুন্দুভী বাজে জহাঁ ব্যায়ঠী যোগমায়া,
সাজে চও্‌সঠ্ জোগ্‌নী,
কাও্‌য়ন্ ওয়ীর বালক কী হরেঁ,
সব পীর আনে জাত,
শীতলা জানিয়ে বন্ধ্ বন্ধ্
করে জাত সমান ভূত,
বন্ধ্ প্রেত বন্ধ্ ছল্ বন্ধ্,
ছিদ্র বন্ধ্ সবকো মারক্‌র্,
ভসমণ্ড সংনাম আদেশ গুরু কো।**

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন সময়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ২১ বার পাঠ করে ফুঁ দিলে সর্ববাধা নাশ হয়।

শ্মশান বাধা নাশ মন্ত্র

**মন্ত্র—"সপেদা সমান গুরু গোরুখ কী আন্।
যমদণ্ড মশান কাল ভৈঁরো কী আন্।
সুকিয়া মশান নুনিয়া চমারী কী আন্।
ফুলিয়া সমান গোরে ভৈঁরো কী আন্।**

হল্‌দিয়া মশান কক্‌ওড়া ভৈঁরো কী আন্।
পীলিয়া মশান দিল্লী কী জোগিন্ কী আন্।
কমেদিয়া মশান কাল্‌কা কী আন্।

কীক্‌ড়িয়া মশান রামচন্দ্রজী কী আন্।
মিচমিচিয়া মশান শিবশঙ্কর কী আন্।
পিসিলিয়া মশান বীর মোহম্পদা পীর কী আন্।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার অথবা মঙ্গলবারে উক্তমন্ত্র ১০০৮ বার জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ২১ বার ফুঁ দিলে শ্মশান বাধা দূর হয়।

ডাইন্ তাড়ানো মন্ত্র প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ রুনুং ইঝুনং ইমৃত মারাতং,
দেওয়ী ঔরম্পর তারা,
ওয়ীর মান্যো ওয়ীর্ তোন্যো,
হাঁক ডাঁক মহিমথন করণ জোগ,
ভোগ জোগঘর ছতীস্ নক্ষত্র ঘর,
সর্পপতি বাসুকি ঘর,
সপ্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মো কে ছায়াধৌ,
দেওয়াধৌ দেওতাধৌ ডাইনিধৌ,
গুরুরানাধৌ ভূতধৌ প্রেতধৌ,
ঘর্ ঘর্ মাং চণ্ডী বীজ করুওয়াল্‌ষণ্ডী,
যৌর্যবাগুটিনাং য দাদদলীং
ইমাম্ কো চলন্তে কে কে জাতে আর,
রে ওয়ীর্ ভ্যায়র্‌ওয়ী কামরূপ কামচণ্ডী,
ঘর্ ঘর্ বাকী মহা কাব্য করে,
মউরুমার্‌ও কুকী ঘর্ বারণ,
ঘোরবনিতে তে কামরু কামচণ্ডী,
ইটমায়া প্রসরণি কোটি কোটি,

আজ্ঞা দেওয়ী রামচণ্ডী বীজে চনিষণ্ডী,
চত্ত দিগে ঐরল্‌দেওয়ী বসিলাকি মাণ্ডি,
চণ্ডিচন্দ্র চমেকিলে সূর্যটরিন ঐরিল দেওয়ী
হরাহরাং পরি সুখিলা কোটরে জীবো,
পরাংগ্রিবা হস্তে খপ্পর দাহিনে হাতে,
ছুরি ঐরলাদেওয়ী অবরতাহি ডাইনি বাঁধো,
চুরইনি বাঁধু গুলী বাঁধু মীরা বাঁধু,
মশানী বাঁধু গুলিয়া নাসুনী আওয়ে,
গরনি আঁবু লাওয়ে রাণ্ডে মালা ডাণ্ডে,
জীওয়ত ডাণ্ডে হসৈ খেলৈ ভাবিত্তয়ন্।—
ভারোওয়লিতে তে তে,
কামরূ কামচণ্ডী কোটিশ আজ্ঞা॥”

মন্ত্র সিদ্ধি— প্রথমে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে সিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ— পরে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঝাড়া ও ফুঁ দিলে ডাইন্ পালাবে।

ডাকিনী-শাকিনী তাড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র— “ওঁ নমো হনুমান জী,
আয়া কাঁঈ আয়া কাঁঈ
কাঁঈ লায়া ডাকিনি-শাকিনি,
আন্ আন্ কুরু কুরু স্বাহা॥”

মন্ত্রসিদ্ধি— কৃষ্ণ পক্ষের শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চারদিনে উক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— রোগীর মাতা, পিতা অভাবে স্ত্রী কিংবা স্বামী দ্বারা অল্প গম বা কিছু মাষকলাই পেষণ করে মেখে দু'টি পুতুল তৈরী করবে। পুতুল দু'টি ৩০০ গ্রাম সরষের তেলে ভিজিয়ে নিতে হবে। সেই পাত্রটি রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ৭ বার বুলিয়ে একটি পুতুল জ্বেলে দেবে। তারপর সেই পুতুল দু'টির মাথায় কিছু মাষ কলাই ও জল উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে, মন্ত্র পড়তে পড়তে পুতুল দু'টির মাথায় মারবে। শেষে একটা কাঁসার থালায় জল রেখে তার ওপর দ্বিতীয় পুতুলটি দাঁড় করিয়ে, তাকে

ডাকিনি চিন্তা করে, তার ওপর জ্বলন্ত পুতুলটির তেল ঢেলে দেবে। এই প্রয়োগে ডাকিনি-শাকিনি রোগীকে ছেড়ে পালায়।

ভূত-প্রেত নাশকারী যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— ১। নিচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে, তার সঙ্গে শ্মশানের অল্প মাটি দিয়ে রূপোর কবচে ভরে ভূতাবেশ গ্রস্ত রোগীর মাথায় কালো সূতা দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। ৪।৫ ঘণ্টা পরে সেটা খুলে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিলে ভূত ছেড়ে যায়।

প্রয়োগ—২। উপরোক্ত ভাবে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে ঘরে রাখলে ভূত-প্রেতাদির ভয় দূর হয়।

৫	৫৬	৯	৯২
১২	৬১	৬২	১৪
৪৬	৪	১৮	৯১
৮	৬৭	২৮	৫৮

ভূত-নাশকারী যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— শবদেহের কাপড় শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দশীর দিন গোরোচনা কুঙ্কুম দ্বারা সেই কাপড়ে যন্ত্রটি লিখে, যন্ত্র পূজা করে শ্মশানে পুঁতে দিয়ে আসবে। যন্ত্রের মধ্যে ভূতগ্রস্ত রোগীর নাম লিখতে হবে। এই যন্ত্র প্রয়োগের দিন প্রয়োগ কর্তা উপবাস থাকবে। এই প্রয়োগ শিশুদের ভূতাবেশ এবং তীব্র জ্বর দূর হয়।

ভূতাবেশ দূরীকরণ যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ— ধুতুরা পাতা ও ধুতুরা ফলের রসের সাহায্যে উক্ত যন্ত্রটি অঙ্কন করে যন্ত্রটির পূজা করবে ধূপ-দীপ ও গুগ্‌গুলের ধুনা দিতে হবে। তারপর ত্রিধাতু অর্থাৎ সোনা, রূপা, তামার দ্বারা কবচ তৈরী করে, তাতে যন্ত্রটি ভরে কালো সূতার দ্বারা গলায় পরলে সবরকম ভূতাবেশ এবং ভূতাদির দোষ নাশ হয়।

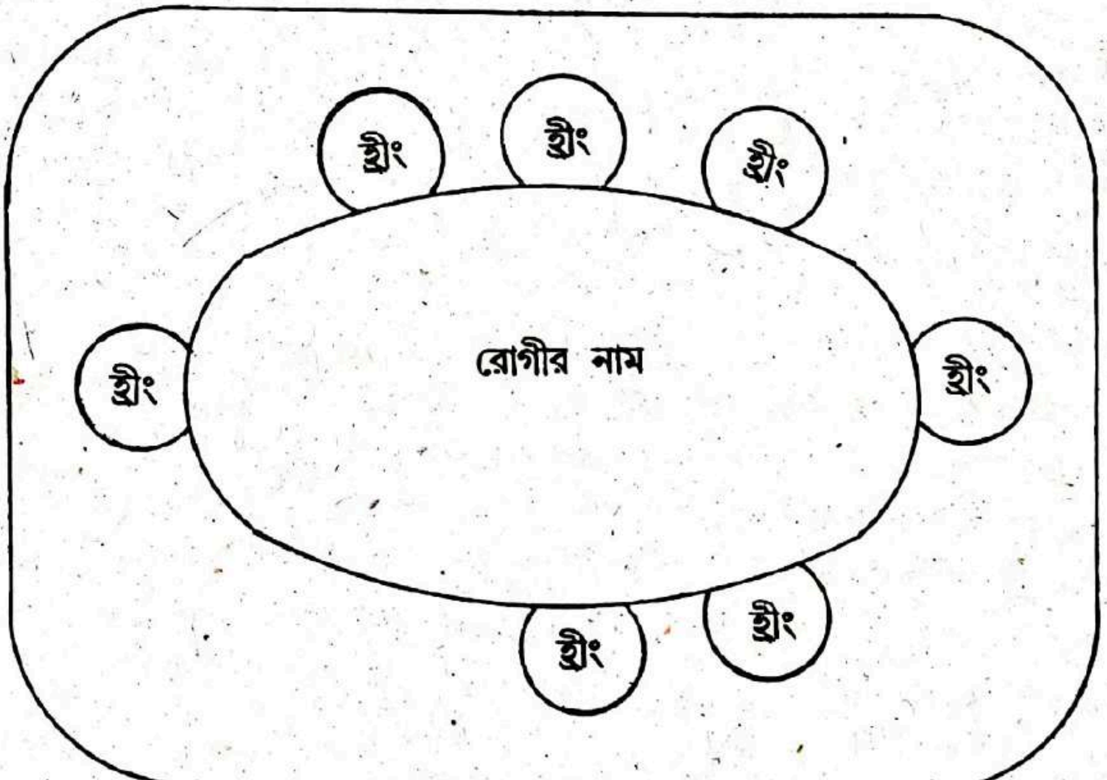

দেহরক্ষা মন্ত্র

ভূত-প্রেত প্রভৃতি তাড়াতে গেলে, আগে নিজেকে সাবধান হয়ে তারপর রোগী

দেখতে যেতে হয়। তা না হলে ভূত-প্রেতের দ্বারা নিজেরই ক্ষতি হয়। সেই জন্য এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট আত্মরক্ষা মন্ত্র দেওয়া হলো।

প্রথম প্রকার

মন্ত্র— "ওঁ নমো বজ্র কা কোঠা।
জিস্‌মেঁ পিণ্ড হমারা ব্যায়ঠা॥
ঈশ্‌ওয়র্ কুল্‌জী বজ্র কা তালা।
আঠোঁ ইয়াম কা হনুমণ্ত্‌ রখ্‌ওয়ালা॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও পক্ষের শনিবার হনুমানজীর চিত্র রেখে ধূপ-দীপ জ্বেলে যথাসাধ্য উপচারে পূজা করে, উক্ত মন্ত্রটি উপবাস থেকে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— যখন ভূত-প্রেত তাড়ানোর কাজে যাবে, সেই সময় উপরোক্তে সিদ্ধ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে, নিজের দেহে সাতটি ফুঁ দিয়ে যাবে। তার ফলে ভূত-প্রেত ডাকিনি প্রভৃতি কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

দ্বিতীয় প্রয়োগ

মন্ত্র— "ওঁ পরমাত্মনে পরব্রহ্ম নমঃ।
মম শরীরং পাহি পাহি কুরু কুরু স্বাহা॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার অথবা মঙ্গলবারে শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে বসে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— যখন ভূত-প্রেতাদি তাড়াতে যাবে, তখন আগে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে নিজের দেহে ৭টি ফুঁ দিয়ে যাবে। রোগীর কাছে গিয়ে বসে ৩ বার আবার উক্ত মন্ত্র পাঠ করে নিজের চারপাশে মাটিতে গণ্ডী কেটে দিয়ে বসবে, তার ফলে ভূত-প্রেত বা অন্য কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

তৃতীয় প্রয়োগ (ধূলা পড়া)

মন্ত্র— "কাঁউর কামিখ্যা মাতা দিল মোরে সাড়া।
সেই মায়ের দোহাই দিয়ে এই ধূলোপড়া॥
ফুঁক দিয়ে বুকে, মুখে পিঠে আর শিরে।
গুহ্যে লিঙ্গে হাতে পায়ে, আর নবদ্বারে॥

অধঃ উর্দ্ধ, আশে পাশে, ছড়াইয়া দিয়ে।
জয় চণ্ডীর দাস চলে, জয় সঙ্গে নিয়ে॥
কার বাপে রোখে মোরে, কার বুকের পাটা।
চৌষট্টি যোগিনী সাথে হাড়ির ঝি চণ্ডিকা॥
ঘোরে ফিরে আট প্রহর ছাওয়ালের কাছে।
ভয় নাই বকে মোর যাই দশ দিশে॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— ভূত-প্রেতাদি তাড়াতে যাওয়ার সময় একমুঠো ধূলো নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে ওপর দিকে ছিটিয়ে মাথায় এবং নিজের দেহে সেই ধূলি গ্রহণ করে, রোগীর কাছে যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তন্ত্রোক্ত বিশিষ্ট মন্ত্র প্রয়োগ

নিম্নে তন্ত্র-শাস্ত্রসম্মত কতকগুলি বিশিষ্ট মন্ত্রের উল্লেখ করা হলো।এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কার্যসিদ্ধি হয়।

শ্রীহনুমন্তজীর উপাসনা

ধ্যান— "রামেষ্টমিত্রং জগদেক বীরং,
প্লবঙ্গ রাজেন্দ্রকৃত প্রণামম্।
সুমেরু শৃঙ্গাগমচিন্ত্যামাদ্যং
হৃদি স্মে রহং হনুমন্তমীড্যম্॥"

উপরোক্ত ধ্যান পাঠ করে শ্রীহনুমানজীর পূজা করতে হবে।

শ্রীহনুমৎ মালা মন্ত্র

"ওঁ বজ্রকায় বজ্রতুণ্ড কপিল পিঙ্গলে উর্দ্ধকেশ মহাবল রক্তমুখ তড়িজ্জিহ্বা মহারৌদ্র দংষ্ট্রোৎকট কহহ করালিনে মহাদৃঢ় প্রহারিণ লঙ্কেশ্বর বধায় মহাসেতুবন্ধ মহাশৈল প্রবাহ গগনচর এহ্যেহি ভগবন্মহাবল পরাক্রম ভৈরবাজ্ঞাপয় এহ্যেহি মহারৌদ্র দীর্ঘপুচ্ছেন বেষ্টয় বৈরিণং ভঞ্জয় ভঞ্জয় হুঁ ফট্॥"

প্রয়োগ— শ্রীহনুমানজীর চিত্র সামনে রেখে ধূপ-দীপ জ্বেলে উপরোক্ত ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করে যথাসাধ্য উপচারে হনুমানজীর পূজা করবে। পরে শ্রীহনুমৎ মালা মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করবে, পরে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা উক্তমন্ত্র লিখে রূপার বা তামার মাদুলীতে ভরে হাতে বা গলায় ধারণ করলে সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ হয়।

সিদ্ধিদায়ক মহাবীর মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং হ্রৌং হখ্ফ্রোং হস্রে হসখ্ফ্রেং হসৌং হনুমতে নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত বিধিতে শ্রীহনুমানজীর চিত্র সামনে রেখে ধ্যানাদি সহকারে যথাশক্তি পূজা করবে। পরে উক্তমন্ত্র ২২,০০০ (বাইশ হাজার) জপ করবে, পরে আমের টুকরো ও কলার টুকরো দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ২২০০ (বাইশ শত) হোম করবে। ২২ জন ব্রাহ্মণ কুমার যাদের পৈতা হয়েছে, তাদের ভোজন করাবে। ফলে মন্ত্র সিদ্ধি হবে। মন্ত্র সিদ্ধি হলে মহাবীর তুষ্ট হয়ে সাধককে সিদ্ধি দান করেন।

সিদ্ধিদায়ক শ্রীহনুমৎ মন্ত্র

মন্ত্র— **"ওঁ হ্রীং হনুমতে রামদূতায়।**
লঙ্কাবিধ্বংসনায়াং জনীগর্ভসংশ্রতায়।
শাকিনী ডাকিনী বিধ্বংসলায়।
কিলি কিলি বুবু করেণ বিভীষণায়।
হনুমদ্দেবায় ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রৌং হ্রাং ফট্ স্বাহা॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— পূর্বোক্ত বিধিতে পূজা করে উক্তমন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে সাধক সিদ্ধি লাভ করে।

পেটের পীড়ানাশক হনুমৎ মন্ত্র

মন্ত্র— **"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। ওঁ জেতে হনুমন্ত রামদূতং চলো বেগ চলো লোহে বা গদা, বজ্রকা ল্যাংগেটি, পান কা বড়া, তেল সিন্দুর কী পূজা, হহংকার পবনপুত্র কালঞ্চক্রহস্ত কুবেরখিলুং মরামসাল খিলুং ভৈরব খিলুং অক্ষ খিলুং বক্ষ খিলু মেরে পে করে খাবং ছাতী ফট্ ফট্ মর্ জায়ে, দেব চল পৃথ্বী খিলু সাড়ে বারে জাত কী বাত কী খিলুং মেঘ কো খিলুং নব কওড়ী নাগ কো খিলুং য়েহি য়েহি আগচ্ছ আগচ্ছ শত্রু মুখ বন্ধনা খিলুং সর্বমুখ**

বন্ধনাম্ খিলুং কাকনী কামনি মুখগ্রহ বন্ধনা খিলুং কুরু কুরু স্বাহা।।"

প্রয়োগ ও সিদ্ধি— এই কার্যে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভূর্জপত্রে "ওঁ হনুমতে নমঃ। মন্ত্রটি লিখে, হনুমানজীকে সিন্দুর ও চামেলী তেল, লাল চন্দন ও কেশর দিবে। পদ্ম, কেওড়া ও সূর্যমুখী ফুলে পূজা করবে। তুলসী পত্রে রাম নাম শ্বেতচন্দন দিয়ে লিখে হনুমানজীর মাথায় চড়াবে। এইভাবে শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত নিত্য পূজা করবে। এইভাবে পূজা করলে শ্রীহনুমানজী প্রসন্ন হয়ে থাকেন ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

সুগ্রীব মন্ত্র

ধ্যান— "বালং ষোড়শহায়ণং কপিপতিং বহ্নি প্রভাভাসুরম্।
দোর্ভির্বৃত গদা ধনুঃ শরচয়ান্‌সংবিভ্রম্ সাদরম্।।
বন্দে দেবস্য রূপিণং রঘুপতিং চারাধয়ন্তং মুদা।
ধ্যায়ে হহং ভগবন্তমর্কনয়নং সুগ্রীব দেব হৃদি।।"

সিদ্ধিদাতা সুগ্রীব মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং ঐং ক্লীং সৌং সুগ্রীবদেবায়।
ক্রৌং ঠঃ ক্রুং ঠঃ হ্রীং ঠঃ স্বাহা।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্র মাত্র ১০৮ বার জপেই সিদ্ধ হয় এবং সাধক অভীষ্ট লাভ করে।

গর্ভরক্ষা নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ নরসিংহায় হিরণ্যকশিপুবক্ষঃস্থল বিদারনায়,
ত্রিভুবন ব্যাপকায়াং ভূত-প্রেত-পিশাচ,
ডাকিনী কুলোন্মূলনায় স্তম্ভোদ্‌ভবায় সর্ব দোষাণ্ হর হর,
বিসর বিসর, পচ পচ, হন হন, কম্পয় কম্পয়,
মথ মথ হ্রীং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্,
ঠঃ ঠঃ ঠঃ এহি এহি রাদ্রাজ্ঞাপতি স্বাহা।
ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— দুর্গা পূজার আগের প্রতিপদ থেকে শুরু করে নবমী পর্যন্ত শুদ্ধভাবে

বসে প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ— ১। শ্বেত সরিষা নিয়ে উক্তমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে, যার জন্য পড়বে, তার নাম করে তালি বাজালে, তার গর্ভরক্ষা হবে।

প্রয়োগ— ২। গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা উক্ত মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখে গর্ভিনীকে ধারণ করালে, তার গর্ভরক্ষা হয়।

ভূত-প্রেতাদি ভয় নিবারক নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়,
নমস্তে নমস্তে জন্তে জসে,
আবিশঃ বির্ভব বজ্র বজ্রদংষ্ট্রে,
কমর্শয়া বন্ধয় বন্ধয় নমো,
গ্রস গ্রস স্বাহা।
অভয় বিভুয়িষ্ঠা ওঁ ক্ষ্রৌঁঃ॥"

মন্ত্র সিদ্ধি—শুদ্ধভাবে বসে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উক্ত মন্ত্র ১১,০০০ (এগারো হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— উক্ত সিদ্ধমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে, ভূত-প্রেত প্রভৃতির কোনও ভয় থাকে না। ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব নাশ হয়।

জয় প্রদায়ক নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ জয় জয় শ্রীনৃসিংহ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে সকলস্থানে জয়লাভ হয়।

বিঘ্ননাশক নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ নৃং নৃং নৃং নৃসিংহায় নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। সাধকের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন দূর হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ

করলে ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সুখলাভ হয়।

লক্ষ্মী লাভার্থ নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং ক্ষৌং শ্রীং লক্ষ্মী নৃসিংহায় নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে উপরোক্ত মন্ত্র ২,৫০,০০০ (দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং জপকারী লক্ষ্মী লাভ করে। তার সুখৈশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

কার্তবীর্যার্জুন মন্ত্র

ধ্যান—"সহস্রভুজ মণ্ডলীজিততভী চরেণম্বিপং,
হিমাংশু সদৃশাননম্ ধৃতসখতুণীকরম্।
সিতাম্বর ধরং সদা তুরগরাজ মধ্যস্থিতং,
স্মরামি সদা হৃদি তু কার্তবীর্য্যার্জুনম্।।"

উপরোক্ত রূপে কার্তবীর্যার্জুনের ধ্যানান্তে যথাসাধ্য উপচারে কার্তবীর্যের পূজা করবে।

কার্তবীর্য আকর্ষণ মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ ঝাং ঝাং ঝাং হাং হাং হাং হেং হেং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি ও প্রয়োগ— কার্তবীর্যের পূজা করে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (একহাজার আট) জপে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং যে কোনও মানুষ বা বস্তুকে আকর্ষণ করা যায়। যদি ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে কার্য সিদ্ধি না হয়, তা হলে কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত জপ করে যেতে হবে।

হারানো বস্তু পুনরুদ্ধার জন্য
কার্তবীর্য মন্ত্র
প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ ফ্রৌং ব্রীং ক্লীং ভ্রূং আং হ্রীং ক্রৌং,
শ্রীং হুং ফট্ কার্তবীর্যার্জুনায় নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি ও প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্রটি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়, মন্ত্র সিদ্ধি হলেই হারানো জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ ফ্রৌং হ্রীং ক্লীং ব্রীং জাং শ্রীং ক্রৌং,

ঐং হ্রৌং হুং ফট্ কার্তবীর্যার্জুনায় স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি ও প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্রটিও ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়, এবং মন্ত্র সিদ্ধি হলে সাধক হারানো বস্তুর সন্ধান পায়।

কার্তবীর্য রাজ বশীকরণ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীকার্তবীর্যার্জুনায় সর্বদুষ্টান্তকায় তপোবল পরাক্রম পরিপালিত সপ্তদ্বীপায় সর্বরাজন্য চূড়ামনিয়ে মহাশক্তিমতে সহস্র বাহবে হুং ফট্॥

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০০৮ (এক হজার আট) বার জপ করে রাজার কাছে গেলে রাজা বশীভূত হয়।

সর্বরক্ষা শ্রীনারায়ণ মন্ত্র

বিধি— শুদ্ধভাবে ও শুদ্ধাসনে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে ফুল তুলসী ও শ্বেতচন্দন দ্বারা নারায়ণের পূজা করবে, সেই সঙ্গে সাধ্যমত উপচারও দান করবে। পরে ১০৮ বার নারায়ণ গায়ত্রী জপ করতে হবে।

নারায়ণ গায়ত্রী—"ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"

তারপর মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে।

মন্ত্র— **"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনারায়ণায় নমঃ,**
নারায়ণায় বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ।
শ্রীপুরুষোত্তমায় দুষ্টবুদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ
অজীর্ণপচবিষুচিকাং হন হন
একাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং
জ্বরং নাশয় নাশয় শোষয় শোষয়,
আকর্ষয় আকর্ষয় শত্রুন্ মারয় মারয়,
উচ্চাটয়োচ্চাটয় বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়,
স্তম্ভয় স্তম্ভয় নিবারয় নিবারয়,
বিঘ্নৈ হন হন দহ দহ মথ মথ,
বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় চক্রং গৃহীত্বা,
শীঘ্রমাগচ্ছাগচ্ছ চক্রেণ হত্বা পরবিদ্যাং

ছেদয় ভেদয় ভেদয় চতুঃশীতানি,
বিস্ফোটয় বিস্ফোটয় অর্শ বাত শূল,
দৃষ্টি সর্প সিংহ ব্যাঘ্র দ্বিপদ চতুষ্পদ
পাদবাহ্যান্দি বিভুব্যন্তরীক্ষে অন্যেঽপি
কেচিৎ তান্দ্বেষাকান্সবলি
হন হন বিদ্যুন্মেঘদীপবতাটবীসবং স্থানং,
রাত্রি দিন পথ চৌরান্ বশং কুরু কুরু হরিঃ।
ওঁ নমো ভগবতে হ্রীং হূং ফট্ স্বাহা
ঠঃ ঠং ঠং ঠং ঠঃ নমঃ।।"

বিধি— প্রত্যহ স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে পূর্বমুখে বসে উপরোক্ত নারায়ণ গায়ত্রী এবং নারায়ণ মন্ত্র ১০৮ বার করে প্রত্যহ জপ করলে, সবদিক থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

ধ্যান— "ওঁ চন্দ্রোদ্ভাসিতমূর্দ্ধজং সুরপতিং পিযুষপাত্রং বহং।
হস্তাব্জেন সুধাংশুকোটি বিমলং হাস্যাস্য পকোরুহম্।।
সুরেন্দ্রায়াগ্নি বিলোচনং করতলৈঃ পাশাক্ষসূতাং।
কশাম্ভোজাম্ বিভতমক্ষয় পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয় ভাবয়ে।।"

বিধি— স্নানান্তে শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে বসে উপরোক্ত ধ্যান করে মৃত্যুঞ্জয় শিবের উত্তরমুখে বসে যথাশক্তি উপচারে পূজা করবে। পূজা শেষে শিব গায়ত্রী জপ করবে।

শিব গায়ত্রী— "ওঁ তৎপুরুষয় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

অসাধ্য রোগ নিবারক লঘু মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ জুং সঃ হংসঃ মাং পালয় পালয় সোঽ হং সঃ জুং ওঁ।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত বিধিতে ধ্যানাদি দ্বারা উত্তরমুখে বসে যথাসাধ্য উপচারে মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করে জপ করাই বিধি।

যার নামে সঙ্কল্প করে পূজাদি করে রুদ্রাক্ষ মালায় শিব গায়তী ১০৮ বার জপ করে, পরে উক্ত মন্ত্র ১০০৮ জপ করবে, তার অসাধ্য রোগও আরোগ্য হয়।

বিঃ দ্রঃ— মন্ত্র মধ্যে 'মাং' শব্দের স্থলে রোগীর নাম বলতে হবে।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হৌং জুং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বঃ ভুবঃ ভূ ওঁ সঃ জুং হৌং ওঁ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধস্থানে রক্তবর্ণের বস্ত্রের ওপর শিবের চিত্র অথবা শিবলিঙ্গের সামনে উত্তরাস্যে বসে পঞ্চোপচারে শিবের পূজা করে নিতে হবে। পূজার পূর্বে যথোক্ত নিয়মে সঙ্কল্প করতে হবে রোগীর নামে। তারপর উক্তমন্ত্র ৪৫ দিনে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পাঁচিশ হাজার) জপ করবে। ফলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে এবং যার নামে সঙ্কল্প করা হবে, সে আরোগ্য লাভ করবে।

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

—যজুর্বেদ সংহিতা।

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্রটি আশ্চর্য ফসপ্রদ। যার নামে সঙ্কল্প করে, শিবের পূজা ও শিব গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করে, উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ১০০৮ বার করে জপ করবে, সেই রোগী শীঘ্র রোগমুক্ত হয়।

নিজের রোগ-ব্যাধি বা অনিষ্টাশঙ্কা দেখা দিলে নিজের নামে সঙ্কল্প করে পূজাদি সমাপন পূর্বক রুদ্রাক্ষ মালায় প্রত্যহ ১০০৮ বার জপ করলে কোনও ব্যাধি ও অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না।

মনোস্কামনা পূরক বটুক ভৈরব মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ কপাল হস্তং ভুজগোপবীতং কৃষ্ণচ্ছবিং,
দণ্ডধর ত্রিনেত্রং অচিন্ত্যমাদ্যং মধুপানাসক্তং।
হৃদি স্মরেৎ ভৈরবমিষ্টদম্ ত্বম্॥"

উপরোক্ত মন্ত্রে ধ্যানাদির দ্বারা উত্তরমুখে বসে যথাসাধ্য বটুক ভৈরবের পূজা করবে।

মন্ত্র—"ওঁ অং ক্লীং বীং রং ধ্রুবং খ্রীং হ্রীং বটুক ভৈরবায় স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— পূজাদির পর উত্তরমুখে রুদ্রক্ষ মালায় উপরোক্ত মন্ত্র ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধকের মনোস্কামনা পূর্ণ হয়, অথবা যার নামে সঙ্কল্প করে জপ করবে তার মনোস্কামনা পূর্ণ হবে।

অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ মহাকাল ভৈরব মন্ত্র

**ধ্যান—"ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গং দংষ্ট্রা ভীমমুখং শিশুং॥
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতং॥
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥"**

শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে উপরোক্ত ধ্যানান্তে সাধ্যমত উপচারে মহাকালের পূজা করে নিম্নমন্ত্র জপ করতে হবে।

মন্ত্র—"ওঁ হং যং নং গং ফং সং খং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ।"

মন্ত্রসিদ্ধি— রুদ্রাক্ষ মালায় উত্তরমুখে বসে উক্তমন্ত্র ১২,০০০ (বারো হাজার) জপে সিদ্ধ হয়, সর্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

বিবাহ সিদ্ধিপ্রদ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ উদ্যাদ্দিনেশং দ্যুতিমিন্দু কিরীটং,
তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাং।
স্মরেন্মুখীং বরদাংকুশপাশাম্ভোজকরাম্।
প্রণমেৎ ভুবনেশ্বরীম্॥

শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে ভুবনেশ্বরীর পূজা ও প্রণাম করে মন্ত্র জপ করতে হবে।

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বরী অমুকীং অমুকং শীঘ্র বিবাহ কুরু কুরু স্বাহা।"

বিঃদ্রঃ— মন্ত্র মধ্যে অমুকীং স্থলে কন্যার নাম, অমুকং স্থলে পাত্রের নাম উচ্চারণ করতে হবে।

এইভাবে উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে পুত্র বা কন্যার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়।

বিবাহ সিদ্ধিপ্রদ গন্ধর্বরাজ মন্ত্র

**ধ্যান—"ওঁ কন্যাবৃক্ষ সমাসীন উদ্যদাদিত্য সন্নিভম্।
অঙ্কস্থ কন্যা গন্ধর্বং বিশ্বাবসু প্রভুম্ স্মরেৎ॥"**

উপরোক্ত ধ্যানমন্ত্র পাঠ করে, গন্ধর্ব রাজকে প্রণাম করে মন্ত্র জপ করবে।

মন্ত্র—"ওঁ ক্লীং বিশ্বাবসু নাম গন্ধর্বঃ বিবাহদাতা গন্ধর্বরাজ কন্যানামাধিপতিঃ লভামি দেবদত্তাং কন্যাং সুরূপাং সালঙ্কারাং তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে। জপ শেষে ঘৃত ও গুগ্‌গুল মিশিয়ে বিল্বপত্র দ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ ১,০০০ (এক হাজার) হোম করবে। হোম শেষে হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১০০ (এক শত) তর্পণ। তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১০ বার মার্জন অর্থাৎ অভিসিঞ্চন করবে। শেষে তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তার ফলে কন্যার মনোমত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়।

বাঞ্ছিত নারী লাভার্থ সিদ্ধ গন্ধর্বরাজ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ অস্য শ্রীগন্ধর্বরাজ মন্ত্রস্য কামদেব ঋষিঃ বিরাটচ্ছন্দঃ কন্যাপ্রদঃ শ্রীগন্ধর্বরাজ দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ অমুকস্য অভিলষিত কন্যা প্রাপ্তর্থে জপে বিনিয়োগঃ। উপরোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস করে করাঙ্গন্যাস করবে।

অঙ্গন্যাস—ওঁ ক্লীং বিশ্বাবসু নাম গন্ধর্ব হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ ক্লীং কন্যানামধিপতিঃ শিরসে স্বাহা।
ওঁ ক্লীং লভামি দেবদত্তাং শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ ক্লীং কন্যা সুরূপা কবচায় হুং।
ওঁ ক্লীং সালঙ্কারাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ ক্লীং তস্মৈ বিশ্ববসবে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—ওঁ ক্লীং বিশ্বাবসু নাম গন্ধর্ব অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ ক্লীং কন্যানামধিপতিঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ ক্লীং লভামি দেবদত্তাং মধ্যমাভ্যাং বষট্।
ওঁ ক্লীং কন্যা সুরূপাং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ ক্লীং সালঙ্কারাং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্।
ওঁ ক্লীং তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস সমাপ্ত করে উপরোক্ত মন্ত্র প্রথম দিন ১০০৮ (এক হাজার আট) পরে প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করলে সুরূপা ও সালঙ্কারা কন্যা লাভ হয়।

শীঘ্র বিবাহের জন্য কুমার মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং কুমারায় নমঃ স্বাহা।"

প্রয়োগ— উক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে কুমারী কন্যার শীঘ্র বিবাহ হয়।

সম্মোহন মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ বহ্নি প্রেয়সী স্বাহা।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে, বিল্বপত্র সমিধ ও গব্যঘৃত সহযোগে ১০০৮ (এক হাজার আট) হোম করলে, মন্ত্র সিদ্ধি হয় ও বিবাহ কার্য সফলতা লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রয়োগ

মন্ত্র—"ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাসায় ধীমহি তন্নো হনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।"

প্রয়োগ— প্রতিদিন উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে, নারী সম্মোহিত হয় এবং শীঘ্র কন্যার বিবাহ হয়।

সর্ব বশীকরণ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং যোগিনী যোগিনী যোগেশ্বরী যোগেশ্বরী যোগভয়ঙ্করী সকল স্থাবর জঙ্গম মনস্য মুখং হৃদয়ং মম বশমাকর্ষয়াকর্ষয় স্বাহা।"

প্রয়োগ— শুভ মুহূর্তে অথবা মহালয়া অমাবস্যার পরদিন প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত উক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে সকলকে বশ করা যায়। এই মন্ত্রের প্রভাবে পুত্র-কন্যার শীঘ্র বিবাহ হয়।

সর্বকার্যে বিজয়লাভ মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ বিজয় সুন্দরীং ক্লীং।"

প্রয়োগ— শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে বসে উত্তরমুখে উপরোক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে সর্বকার্যে বিজয় লাভ হয়।

বিদ্যালাভে সরস্বতী মন্ত্র

ধ্যান—"বানীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বল মুখীং
কর্পূরকুন্দ প্রভাং,
চন্দ্রার্ধাঙ্কিত মস্তকাং নিজবরৈঃ
সংবিভ্রন্তী মাদরাৎ।
বর্ণামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং
বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীম্,
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিত তনুং
সিংহাধিরূঢ়াং ভজে॥"

সরস্বতী গায়ত্রী—"বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামবীজায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবীঃ প্রচোদয়াৎ।"

বিধি— সরস্বতীর চিত্রসামনে রেখে শুদ্ধভাবে ধূপ-দীপ জ্বেলে যথা শক্তি দেবীর পূজা করতে হবে। তারপর ১০৮ বার সরস্বতীর গায়ত্রী জপ করতে হবে, পরে মন্ত্র জপ করতে হবে।

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং মানসে সিদ্ধিকরীং হ্রীং নমঃ।"

মন্ত্রসিদ্ধি— কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্বেত অপামার্গের (আপাং) মূল বিধিবৎ তুলে এনে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে হাতে ধারণ করবে। তারপর উক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ শেষ করলে মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, বিদ্যায় সাফল্য লাভ হয়।

বিঃ দ্রঃ— প্রতিদিন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। এছাড়া প্রত্যহ শ্বেত করবীর মালা গেঁথে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করে, মালা অভিমন্ত্রিত করে, নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে শুদ্ধস্থানে, শুদ্ধাসনে, শুদ্ধবস্ত্রে বসে প্রত্যহ ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করতে হবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ শেষ হলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে এবং সাধক বাক্‌সিদ্ধ হয় ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

বাক্‌সিদ্ধি ও বিদ্যাপ্রদ মন্ত্র

মন্ত্র—১। "ওঁ নমো ভগবতী সরস্বতী বাগ্‌বাদিনী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী বুদ্ধিবর্দ্ধিণী মম বিদ্যাং দেহি দেহি স্বাহা।"

মন্ত্র—২। "ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং সরস্বত্যৈ নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুভ সময়ে স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে মহাসরস্বতীর চিত্র সামনে রেখে শ্বেতপুষ্পের মালা পরিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উপরোক্ত দু'টি মন্ত্রের যে কোনও একটি ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর প্রতিদিন উপরোক্ত মন্ত্রের যে কোনও একটি ১০,০০০ (দশ হাজার) এক পক্ষকাল জপ করলে, বাক্‌সিদ্ধি ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শত্রু বশীকারক মহাকালী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ শূলাব্জপাশাং কুশপদ্মহস্তাং চতুর্ভুজাম্
ধূম্রানিভাং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহাসনস্থাং ধৃত পীতবস্ত্রাং,
ধ্যায়েন্মহেশীং হৃদি কালরাত্রিম্।।"

গায়ত্রী—"ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং কালীশ্বরী সর্বজন মনোহারিনী সর্বসুখ স্তম্ভিনী সর্বরাজবশঙ্করী সর্বদুষ্টদলনী সর্বস্ত্রীপুরুষাকর্ষিনী বধিশৃঙ্খলাস্ত্রোটয় ত্রোটয় সর্বশত্রুন্ ভঞ্জয় ভঞ্জয় দ্বেপীন্ নির্দলয় নির্দলয় সর্বান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহনাস্ত্রেন দ্বেপিণমুচ্চাটয় উচ্চাটয় সর্বং বশং কুরু কুরু স্বাহা। দেহি দেহি সর্বং কালরাত্রিকামিনী গণেশ্বর্য্যৈ নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— রাত্রিকালে শনিবারে ১২টার পর উক্ত মন্ত্র শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে বসে রুদ্রাক্ষমালায় মাত্র ১,০০০ (এক হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এবং মন্ত্র সিদ্ধ হলে শত্রু বশ হয় ও সর্ববিঘ্ন নাশ হয়।

বাক্‌সিদ্ধি নীল সরস্বতী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং হুং নীল সরস্বতী ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রে উক্তমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এই জপ একদিনে সম্ভব না হলে কয়েকদিন যাবৎ জপ করে সংখ্যা পূরণ করা যায়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে পক্ষকাল মধ্যে

সাধক বাক্‌সিদ্ধ হয় এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

অলৌকিক শক্তি লাভে ভদ্রকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ভৈং ভদ্রকালী ভৈং হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার অথবা মঙ্গলবার শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে রাত্রি ১২টার পর উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত মন্ত্র মাত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করলে, সাধক অলৌকিক শক্তি লাভের অধিকারী হয়।

কামনা সিদ্ধি তারা মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ দেবী পন্নগভূষিতাম্ হিমরুচিং সীতাংশুশঙ্খপ্রভাং।
মুক্তারত্নপরীতকণ্ঠবলয়াং রক্তাম্বরাং বিভ্রতী॥
শূলাক্ষাসি গদাধরাং সুরগণৈ বৈকুণ্ঠ মুখ্যৈ।
স্তুতাং নিত্যং লোকত্রয়ৈকরক্ষণপরা
তারাং ত্রিনেত্রাম্ ভজে॥"

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হুং তারা ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন কালীন যে কামনা করে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে, সেই কামনা সিদ্ধ হবে।

কার্যসিদ্ধি উগ্রতারা মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ঐং হুং উগ্রতারে ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর যে কার্যের জন্য চিন্তা করে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে, সেই কার্য সিদ্ধ হবে।

মামলা ও বিবাদে জয় লাভার্থ শ্যামা মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতপদাম্বুরুহদ্বধীতাং,
কৃষ্ণাম্বুভৃৎসদৃশরূপধরাং ত্রিনেত্রাম্।
শূলসিশঙ্খ মহতীঃ স্বভুজৈর্বহন্তী শ্যামা স্মরে,
শবশরীরকৃতাসনস্থাম্।।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্লীং ক্রাং ক্রীং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ সুধারসে শ্যামে কৃষ্ণশাপং বিমোচয়ামৃতং স্রাবয় স্বাহা।"

প্রয়োগ— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে, গৃহবিবাদ, আত্মীয় কলহ ও রোগ-ব্যাধি দূর হয়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ হয়।

রাজকার্যে সাফল্য ও বন্দী মুক্তি
ছিন্নমস্তা মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ এনাংকাংশুপরেশভাল ফলকাং বালার্ককোটি প্রভাম্,
জ্বালাবদ্ধমহার্ঘরত্ননিচয়াং কন্দর্পদপোজ্জ্বলাম্।
শূলাক্ষাং কুশপাশবেণুমূষলাং ভোজাভয়ান্,
বিভ্রতীং ভক্তেষ্টাং ছিন্নমস্তকাং ভগবতী

ধ্যায়েৎ হৃদাজ্জে সদা।।"

গায়ত্রী—"ওঁ বিরচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবীঃ প্রচোদয়াৎ।।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং শ্রীং হ্রীং ছিন্নমস্তকে ফট্ স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্লীং হ্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্লীং হ্লীং ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে ছিন্নমস্তার চিত্র সামনে রেখে জবার মালা দিয়ে সাজিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে ধ্যানান্তে সাধ্যমত উপচারে দেবীর পূজা করতে হবে। তারপর দশদিনে উপরোক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষমালায় ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপ শেষ করলে মন্ত্রসিদ্ধ হবে। প্রত্যহই দেবীর পূজা করে জপ করতে হবে।

প্রয়োগ— মন্ত্রসিদ্ধির পর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে রাজকার্যে গেলে, সাফল্য লাভ হয়। এই মন্ত্রের সাহায্যে বন্দীমুক্তিও করা যায়।

স্তম্ভনে বগলামুখী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ নানারত্ননিবদ্ধরভ্যরসনাং পীতাম্বরাম্ ভাগ্যদাং,
বর্মাশ্বগ্নিশশাঙ্ককরম্য নয়নাং সিংহাসনস্থাং পরাম্।
সদ্রাগেয়নিমাং মহাধর্মণিভিরুদ্ ভাসিতাঙ্গী সদা,
দেবেশি বগলামুখী হৃদি ভজে ভক্তেষ্টদাং ভক্তিদাম্॥"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং ভগবতি বগলামুখী দেবি সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং পাদং স্তম্ভয় স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।"

প্রয়োগ— স্নানান্তে শুদ্ধ হলুদবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে উত্তরমুখে বসে, সম্মুখে দেবী বগলার চিত্র রেখে পীতপুষ্প (চাঁপা অথবা হল্‌দে কল্‌কে) দ্বারা সাজিয়ে পীতপুষ্প দ্বারা সাধ্যমত উপচারে দেবীর পূজা করতে হবে। তারপর হরিদ্রামালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

অতঃপর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র শত্রুর কথা মনে চিন্তা করে ১০৮ বার জপ করলে শত্রু স্তম্ভন হয়, কলহ, বিবাদ ও মামলায় জয়লাভ হয়। সাধক দূরের সংবাদ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব জ্ঞাত হয়।

স্বপ্নযোগে গুপ্ত সংবাদ জ্ঞাত হবার জন্য
বারাহী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ চন্দ্রার্ধচূড়াং বিমলাং ভুজাভ্যাং,
শূলাঙ্কুশৌ শ্যামমুখীং বহতীম্।
সূর্য্যাগ্নি চন্দ্রীকৃতদৃষ্টিপাতাং
ধ্যায়েদ্ হৃদাব্জে সততং বারাহীম্॥"

জপ মন্ত্র—"ওঁ ঐং গ্লৌং লং ঐং নমো ভগবতি বার্তাংলি বারাহী দেবতে বরাহমুখি ঐং গ্লৌং ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"

জপ বিধি— প্রত্যহ অর্ধরাত্রে শয্যার-ওপর বসে, মাথার কাছে একটি জলপূর্ণ কলসী রেখে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত জপমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে শয়ন করতে হবে। এইভাবে প্রত্যহ জপ করলে, পক্ষকাল মধ্যে বারাহী দেবী প্রসন্না হবেন। এবং সাধক কিছুদিনের মধ্যেই স্বপ্নে গুপ্ত কথা জানতে পারবে।

বাক্‌সিদ্ধি ও বিদ্যালাভে শারদা মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ ষড়ভুজাং ত্রিনয়নাং স্মিতাননাং,
শাণ্ডিল্যেননমিতাংম্রিপঙ্কজাং পর্বতস্থিতবতীং।
ধৃত শূলাং শারদাং ভগবতীং হৃদি ধ্যায়েৎ॥"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং ক্লৌং সঃ নমো ভগবত্যৈ শারদায়ৈ হ্লীং স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— প্রতিদিন প্রাতঃকালে শুদ্ধভাবে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে ৩ মাস জপ করলে সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়, সাধক সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও অধ্যাত্মবিদ্যায় সাফল্য-লাভ করে।

বীর্যস্তম্ভন কামেশ্বরী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ ত্রিলোচনাং সূর্যসহস্রশোভাং
সিংহাসনস্থাং দ্বিভুজাং ধৃতাসিম্।
পীতাম্বরাম্ বিষ্ণু-মহেশসেব্যাং
কামেশ্বরী ত্বাং হৃদয়ে স্মরামি॥"

জপমন্ত্র— "ওঁ হ্লীং শ্রীং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং জং জং বলাখ্যে কামেশ্বরী বাণদেবতে স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি—কামেশ্বরী দেবীর পূজা করে, উপরোক্ত মন্ত্র প্রত্যহ শুদ্ধভাবে প্রাতঃকালে উত্তরমুখে বসে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে, জপকারীর বীর্যস্তম্ভন করার শক্তি জন্মে, পুরুষত্ব শক্তিবৃদ্ধি পায়, দাম্পত্যজীবন সুখের হয়।

সন্তান ও স্ত্রী সুখে গৌরী মন্ত্র

ধ্যান—"গৌরাঙ্গীং ধৃতপঙ্কজাং ত্রিনয়নাং শ্বেতাম্বরাম্,
সিংহগাং চন্দ্রোদ্ভাসিত শেখরাং স্মিতমুখীম্।
দৌর্ভ্যাহ্যং বহতী গদাম্
বিধি চন্দ্রাম্বুজয়োচিকামত্রিদশৈঃ,
সংপূজিতাংধ্রিদ্বয়োং গৌরীং,
মানস পঙ্কজে ভগবতীং ভক্তেষ্টদাং তাং ভজে॥"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং গ্লৌং গঃ গৌরীং গীং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— মধ্যাহ্নে স্নানাদি সমাপন করে, ধ্যানান্তে পূজাদি করবে। একটি তাম্রপাত্রে ধ্যানান্তে পুষ্প দিলেই পূজা হবে। এইভাবে পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১০৮ বার জপ করতে হবে তিন মাস। তার ফলে, সাধক দাম্পত্য-সুখ, সন্তান-সুখ, সংসারে শান্তি প্রভৃতি লাভ করবে।

ত্রৈলোক্য মোহনে গৌরী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— **"ওঁ হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজায়ে জয় বিজয় গৌরী গান্ধারী ত্রিভুবন বশঙ্করী সর্ব স্ত্রীপুরুষ বশঙ্করী সু সু দু দু ঘে ঘে বা বা হ্রীং স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে বসে ধুপ-দীপ জ্বেলে উপরোক্ত ভাবে গৌরী দেবীর ধ্যানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করে, উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করবে। জপ সংখ্যা রাখতে হবে, যেদিন ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সম্পূর্ণ হবে, সেদিন গব্যঘৃত ও বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা দশ হাজার হোম্, এক হাজার তর্পণ, এক শত অভিষিঞ্চন অর্থাৎ মার্জন করবে। এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ— মন্ত্রসিদ্ধির পর যাকে মোহিত করা হবে, কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জপত্রে তার নাম লিখে তাতে ধূপ-দীপ দিয়ে, উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ভূর্জপত্রে ফুঁ দিলে, সেই স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক মোহিত হবে।

অন্নাভাব ও দুঃখনাশক অন্নপূর্ণা মন্ত্র

ধ্যান— **"ওঁ চন্দ্রার্ধমৌলিং দ্বিভুজাং ত্রিনেত্রাম্,**
শূলাক্ষভালে সততং বহন্তীম্।
আসনস্থাং ভুজগোপবীতং
ত্বামন্নপূর্ণাং হৃদয়ে স্মরামি॥"

জপ মন্ত্র— **"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— উত্তরমুখে শুদ্ধাসনে ও শুদ্ধবস্ত্রে বসে, সামনে অন্নপূর্ণার চিত্র রেখে, মালা দিয়ে দেবীর উপরোক্ত ধ্যানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে। অতঃপর রুদ্রাক্ষমালায় প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে উক্ত জপ মন্ত্র জপ করতে হবে। যেদিন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপ পূর্ণ হবে, সেদিন মন্ত্র সিদ্ধি হবে।

প্রয়োগ— মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্তভাবে পূজাদি করে রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ উক্ত সিদ্ধ

মন্ত্র ১০৮ বার করে জপ করলে, সাধকের বা যার নামে সঙ্কল্প করে জপ করা হবে তার গৃহে দুঃখ-দারিদ্র ও অন্নাভার থাকে না।

এই মন্ত্রের এত প্রভাব যে, শুধু সাধক বা যার নামে সঙ্কল্প করা হয়েছে, তারই নয়, গ্রাম এবং দেশেরও অন্নাভাব দূর হয়, মানুষ সুখে থাকে।

ধনৈশ্বর্য লাভে কুলবাগীশ্বরী মন্ত্র

ধ্যান— "ওঁ আগমামৃত মঞ্জরী দোর্ভ্যাং ত্রিশূলধরাং।
রক্তাভ্যাং বহ্নিরূপিনীং অক্ষসিংহাসনগতাং,
কুলবাগেশ্বরীং ভজে।।"

পূজা মন্ত্র— **"ওঁ ক্লীং হ্রীং কুলবাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।"**

জপ মন্ত্র— **"ওঁ ক্লীং হ্রীং শ্রীং হুং উং উষহস্তে কুলবাগেশ্বরী ঐং ঠঃ ওঁ ঠঃ শ্রীং ঠঃ স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— প্রাতে স্নানাদি সমাপন পূর্বক শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে তন্ত্রোক্ত বিধিতে কুলবাগেশ্বরী দেবীর একটি ঘটস্থাপন করতে হবে। তারপর পঞ্চোপচারে বা সাধ্যানুসারে দেবীর পূজা করতে হবে। এবং প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রুদ্রাক্ষমালায় ১০৮ বার করে জপমন্ত্র জপ করবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মান-যশ, ঐশ্বর্য ও ধন-ধান্যাদি লাভ হয়।

ধনৈশ্বর্য লাভার্থ ইন্দ্রাক্ষী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— **"ওঁ ক্রীং ক্রীং হুং হুং গ্লৌং হ্রীং শ্রীং ঐং ইন্দ্রাক্ষি বজ্রহস্তে সীং হ্রীং গ্লৌং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ওঁ ঐং ফট্ স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বেলে ইন্দ্রাক্ষী দেবিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করবে। ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপ শেষ হলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধির পর সাধক, মান-সম্মান, যশ, ধনৈশ্বর্য ও খ্যাতি লাভ করে।

অতীত রহস্য জ্ঞাতার্থ মাতঙ্গী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ চন্দ্রার্ধাঙ্কৃতশেখরাং ত্রিনয়নাং

কোটিন্দুসূর্যপ্রভাম্।
শঙ্খং তোমরপট্টিশস্তজযুগলাং
যোর্ভির্বহতী মুদা।
ধ্যায়েঽহং হৃদয়ে সদা ভগবতী
মাতঙ্গিনী হরিনীম্॥"

পূজা মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং মাতঙ্গিন্যৈ নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ ক্রীং হ্রীং মহাচক্রিণী ঐং ঠঃ স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— স্নানাদি সমাপন পূর্বক শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে সম্মুখে মাতঙ্গিনী দেবীর চিত্রস্থাপন করে অথবা তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে ধ্যানান্তে উপরোক্ত পূজামন্ত্রে দেবীর পঞ্চোপচারে বা সাধ্যমত উপচারে পূজা করবে। তারপর রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ শেষ হলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে।

মন্ত্রসিদ্ধ হলে সাধক অতীত রহস্য রাজ-সংক্রান্ত গুপ্তসংবাদ ও গুহ্যবিষয় জ্ঞাত হয়।

অতীত রহস্য জ্ঞাতার্থ উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ক্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রীং উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী দেবি মহাপিশাচিনি মাতঙ্গিনী দেবি ক্রৌং ঠঃ হ্রীং ঐং চ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— স্নানাদি সমাপনান্তে ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তরমুখে বসে উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী (মাতঙ্গিনী) দেবীকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। এইভাবে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সমাপ্ত হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

মন্ত্রসিদ্ধ হলে সাধক অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা জানতে পারে।

শুভাশুভ জ্ঞাতকারী রক্তাবতী মন্ত্র

ধ্যান—"ওঁ শীতাংশুবালার্ককৃশানুনেত্রাম্,
চতুর্ভুজামেনত্বগাসনস্থাম্।
শঙ্খাজশূলাসিধরাং মহেশীং রাজ্ঞীং,

ভজেঽহং তুহিনাদ্রিরূপাম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ রক্তাবত্যৈ নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ রক্তকমলধারিণী মহামৃতবাসিনীম্ জটো ভবন্ত কংথ্যৈ কথ শীঘ্রং শুরু কুরুং কুশলং মম।"

মন্ত্র সিদ্ধি— মহালয়া অমাবস্যার পর প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত এই মন্ত্র জপ করতে হয়।

স্নানাদি সমাপন পূর্বক সাধক উত্তরমুখে বসে তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে, রক্তাবতী দেবীর ধ্যানান্তে জবাপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা সেই ঘটে দেবীর যথাসাধ্য উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করবে। উক্ত নয়দিনে রুদ্রাক্ষমালায় দেবীর জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ পূরণ করবে, জপের শেষদিন অর্থাৎ মহানবমীর দিন গব্যঘৃত, গুগ্‌গুল ও পঞ্চমেওয়া দ্বারা ১০০ হোম এবং ১০টি তর্পণ এবং একবার মার্জন করবে। এর ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ বার করে কয়েকদিন জপ করলেই সাধক যে কোনও কাজের শুভাশুভ ফলাফল জ্ঞাত হয়।

সর্বসিদ্ধিপ্রদ ত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্র

পূজামন্ত্র—"ওঁ ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যৈ নমঃ।"

গায়ত্রী—"ওঁ ঐং ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌঃ তন্নো ক্লীন্নে প্রচোদয়াৎ।"

জপ মন্ত্র—(১) "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং রূং ক্রীং ক্লীং সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং।"

জপ মন্ত্র—(২) "ওঁ ঐং ক্লীং হ্রৌং শ্রীং ত্রিপুরসুন্দর্য্যৈ নমঃ।"

বালা ত্রিপুরা মন্ত্র—(৩) "ওঁ ঐং ক্লীং সৌং শ্রীং বালাত্রিপুরাসুন্দর্য্যৈ নমঃ।"

মন্ত্রসিদ্ধি— সাধক স্নানাদি ও নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক উত্তরমুখে বসে, তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে, উপরোক্ত পূজামন্ত্রে দেবীর যথাসাধ্য উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় প্রথমে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করতে হবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, উপরোক্ত ভাবেই পূজাদি করে রুদ্রাক্ষমালায়

২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ করবে।

তৃতীয় বালা ত্রিপুরা মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে, উপরোক্ত ভাবেই পূজাদি করে রুদ্রাক্ষমালায় ২১;০০০ (একুশ হাজার) জপ করতে হবে। শুধুমাত্র পূজামন্ত্র পৃথক। যথা—"ওঁ বালা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যৈ নমঃ।"

উক্ত তিন প্রকার মন্ত্রের যে কোনটিতে সিদ্ধিলাভ করলে, রাজকার্য সিদ্ধ হয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা যায়।

শত্রুনাশ ও শত্রুজয় জ্বালামুখী মন্ত্র

ধ্যান— "ওঁ জ্বালাপরীতাস্যসরোরুহাম্,
তাং সরোজশঙ্খাসিগদাধরাঞ্চ।
সিংহাসনে স্থাপিত পাদযুগ্মাং,
জ্বালামুখীং তাং হৃদয়ে স্মরামি॥"

পূজামন্ত্র— "ওঁ হ্রীং জ্বালামুখী দেব্যৈ নমঃ।"

জপমন্ত্র— "ওঁ হ্রীং শ্রীং জ্বালামুখী মম সর্বশত্রূন্ ভক্ষয় ভক্ষয় হূং ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— যথাবিধি তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে ঘটস্থাপন করে উত্তরমুখে বসে উক্ত পূজামন্ত্রে যথাসাধ্য উপচারে বা পঞ্চোপচারে জ্বালামুখী দেবীর পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র প্রতিদিন ১০৮ বার জপ করতে হবে।

এইভাবে কিছুদিন জপের ফলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হলে সাধকের শত্রু দমন হয় ও জয়লাভ হয়।

লক্ষ্মীপ্রদ রুক্মিণী মন্ত্র

মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী হ্রীং সঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং রুক্মিণী ওঁ শ্রীং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে ভক্তিভরে রুক্মিণী দেবীকে প্রণাম করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে রুদ্রাক্ষমালায় ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপ শেষ হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধক লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করে।

গুপ্তধন সন্ধানের পদ্মাবতী বিদ্যামন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং পদ্মাবতী দেবী ত্রৈলোক্যবার্তা কথয় কথয় স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্র প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পূর্বে রুদ্রাক্ষমালায় ১০০৮

(এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। দু' বছর পর্যন্ত এইভাবে জপ করলে, গুপ্তকথা ও গুপ্তধন সম্বন্ধে সাধক জানতে পারে।

স্বপ্নবতী বিদ্যামন্ত্র (প্রথম প্রকার)

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং স্বপুরাবাহিতা কালি স্বপ্নে কথয়ামুকস্যমুকং দেহি ক্রীং স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— প্রত্যহ শয়নের পূর্বে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় ১০৮ বার জপ করতে হবে, ঘরে ধূপ-দীপ দিতে হবে। ৪ বছর এই প্রক্রিয়ায় জপ করলে সাধক স্বপ্নে সব কিছু জানতে পারবে।

স্বপ্নবতী বিদ্যামন্ত্র (দ্বিতীয় প্রকার)

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্লীং স্বপ্নেশ্বরী স্বপ্নে কথয় কথয় হ্রীং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শোবার সময় শয্যার ওপরে বসেই নিত্য উপরোক্ত মন্ত্রটি সাধ্যমত জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ শেষ যেদিন হবে, যেদিন মন্ত্রসিদ্ধ হবে। মন্ত্র সিদ্ধ হলে, সাধক স্বপ্নে সব কিছু জানতে পারে।

প্রশ্নের উত্তর শ্রবণার্থ শ্রুতদেবী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতি শ্রুতদেবী হংসবাসিনী ত্রিকাল নিমিত্ত প্রকাশিনি সর্বকার্য প্রকাশিনি সৎভাবে সৎভাবে অসৎ কা প্রহার করে ওঁ নমো শ্রুতদেবী স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— মহালয়া অমাবস্যার পর শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে উক্ত মন্ত্র শ্রুতদেবীকে প্রণাম করে প্রত্যহ রুদ্রাক্ষমালায় ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করবে। কিছুদিন এইভাবে জপ করলে সাধকের মনে যে প্রশ্ন জাগবে, তার উত্তর কানে শোনা যাবে।

ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি নিমিত্ত রত্নেশ্বরী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং গ্লুং স্লুং শ্রীং হ্রীং গ্লুং স্লুং হ্রীং।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে রত্নেশ্বরী দেবীকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করে উপরোক্ত জপ মন্ত্র প্রতিদিন ১০০৮ থেকে ১০,০০৮ পর্যন্ত সাধ্যমত জপ করতে হবে। ১,২৫,০০০

(একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ শেষ হলে, সাধকের গৃহে ধন-রত্ন বৃদ্ধি পায়।

সুবর্ণাদি বৃদ্ধির হৈমবতীশ্বরী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং হৈমবতীশ্বরী হ্রীং স্বাহা।"

মন্ত্রসিদ্ধি— সাধক শুদ্ধভাবে উত্তরমুখে বসে হৈমবতীশ্বরী দেবীকে প্রণাম করে উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) জপ করতে হবে। কিছুদিন এইভাবে জপ করলে সাধকের গৃহে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়।

শত্রুনাশক শক্তি মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং চামুণ্ডাদেব্যৈ নমঃ॥"

মন্ত্র সিদ্ধি—সাধক স্নানান্তে শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে বসে, চামুণ্ডা দেবীকে পূজা করে অথবা ভক্তিভরে প্রণাম করে, উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০,০০০ (দশ হাজার) অথবা সাধ্যমত জপ করবে। ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপ সম্পূর্ণ হলে, সাধকের শত্রু নাশ হয়। এটি মারণ কার্যের ন্যায় নিষিদ্ধ, প্রাণ সংশয় না হওয়া পর্যন্ত এই প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

বিঃ দ্রঃ— পূজা করতে হলে তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করে, উক্ত জপ মন্ত্রের দ্বারাই পূজা করতে হবে।

সম্পত্তিদাতা ভুবনেশ্বরী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক স্নানাদি সমাপন করে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে উত্তর মুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০,০০০ (দশ হাজার) রুদ্রাক্ষমালায় জপ করবে। যেদিন জপ সংখ্যা ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) পূর্ণ হবে, সেদিন মন্ত্র সিদ্ধ হবে। মন্ত্রসিদ্ধ হলে সাধক বিষয়-সম্পত্তি লাভ করে, গৃহাদির অভাব পূর্ণ হয়।

আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভার্থ প্রসন্ন পারিজাত মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি প্রসন্নবরদে অন্নপূর্ণে স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে সামনে অন্নপূর্ণার চিত্র রেখে মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করলে, কিছুদিনের মধ্যে সাধক মানসিক আনন্দ লাভ করে ও তার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

শত্রুনাশকারী শাম্ভরী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— **'ওঁ শ্রীং দেবী গান্তরী ক্রীং ঠঃ স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত মন্ত্র প্রতিদিন ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে দেড় মাস মধ্যে এবং প্রত্যহ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ করলে তিন মাস মধ্যে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ পূর্ণ হবে। জপ পূর্ণ হলে, সাধকের শত্রুনাশ হয়।

বিঃ দ্রঃ— এটিকেও মারণ কর্মের অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে তন্ত্রে।

পাপনাশক গঙ্গা মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হিলি হিলি মিলি মিলি গঙ্গাদেব্যৈ নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— দশহরার দিন সাধক স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করে সম্মুখে গঙ্গাদেবীর চিত্র স্থাপন করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করলে গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হন এবং সাধকের সর্বপাপ দূর করেন।

আকর্ষণে সুমুখীদেবী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী সুমুখি দেবি মহাপিশাচিনি হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক শুদ্ধভাবে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সুমুখীদেবীকে প্রণাম করে উত্তর মুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ ১০০০ (এক হাজার) করে দশ দিন জপ করবে। তারপর মধু ও দুগ্ধ দ্বারা ১০৮ হোম করলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। মধু, ঘৃত ও পান দ্বারা হোম করলে আকর্ষণে সিদ্ধিলাভ হয়। ঘৃত ও বিল্বপত্র সহযোগে হোম করলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

মোক্ষপ্রদ মণিকর্ণিকা মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ মণিকর্ণিকে প্রণবাত্মিকে নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক উক্তমন্ত্র প্রতিদিন ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে সাধক মোক্ষলাভ করে।

শান্তিপ্রদ ও দুঃখনাশক গোপাল মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সম্মুখে স্থাপন করে পূর্বমুখে বসে, উক্ত জপমন্ত্র তুলসীমালায় প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সর্বপ্রকার অশান্তি ও দুঃখ-দারিদ্র দূর হয়, সংসারে শান্তি ফিরে আসে।

বসন্ত নাশক শীতলা মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং শীতলায়ৈ নমঃ।"

মন্ত্র প্রয়োগ— শিশু বা বয়স্ক— যারই বসন্ত হোক না কেন, উক্তমন্ত্র ১০৮ (একশত আট) বার করে জপ করলে রোগ আরোগ্য হয়।

অর্থ লাভার্থ রুক্মিণীবল্লভ মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণী বল্লভায় স্বাহা।"

মন্ত্র প্রয়োগ— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক পূর্বমুখে বসে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সম্মুখে রেখে ফুল-তুলসী দিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত জপমন্ত্র তুলসীমালায় প্রত্যহ ১০৮ (একশত আট) বার জপ করবে। ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্থলাভ হয়।

জ্ঞানলাভার্থ ব্যাস মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ বাং বেদব্যাসায় নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্র গুরু পূর্ণিমার দিন শুদ্ধভাবে ধূপ-দীপ জ্বেলে ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে শাস্ত্র সম্বন্ধে ও শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদিতে সাফল্য লাভ হয়।

জয়প্রদ ও রক্ষাকারী কালাগ্নিরুদ্র মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং ক্লীং হৌং সৌং ক্রৌং ক্রীং ক্রৌং ক্লীং ক্রৌং ক্লীং ক্রৌং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শ্রীকালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ।"

মন্ত্র সিদ্ধ— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ উক্ত জপমন্ত্র ১০৮ (একশত আট) বার করে জপ করলে রুদ্রদেব প্রসন্ন হন। তার ফলে সাধকের আয়ুবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, শত্রু দমন ও বিপদ নাশ হয়।

সহসা অর্থ-লাভার্থ কুবের মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ যক্ষায় কুবেরায় বৈশ্রবনায় ধন-ধান্য সমৃদ্ধিং মে দেহি দাপয় স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও শিব মন্দিরে বসে উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপ মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ বা ১০৮ সাধ্যমত জপ করে, যেদিন ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ শেষ হবে, সেদিন মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধক হঠাৎ অর্থলাভ করে।

জয় লাভার্থ জয় মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হুং ফট্।"

মন্ত্র সিদ্ধি— মহালয়ার পরদিন শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত এই মন্ত্র জপ করতে হয়। সাধক স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করে ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তর মুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় জপ করবে। মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকে শুরু করে মহানবমী পর্যন্ত এই নয়দিনে উক্তমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির ফলে সাধকের দারিদ্রতা দূর হয় এবং লটারী ও জুয়া ইত্যাদিতে হঠাৎ অর্থলাভ করে।

অদৃশ্যকারী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—**"ওঁ নমো নিশাচর মহামহেশ্বর মম পর্যটতঃ সর্বলোক লোচনানি বন্ধ বন্ধ দেব্যা শাপয়তি স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে শিবালয়ে অথবা শ্মশানে সাধক উত্তরমুখে বসে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। তারপর যে কোনও জিনিসের উপর উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ফুঁ দিলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভূ-নিম্নস্থ দ্রব্য দর্শনার্থ অঞ্জন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ঐং সর্বসিদ্ধিভ্যো নমো বিশ্বেভ্যঃ স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে সাধক শুদ্ধভাবে শিবের পূজা করবে, তারপর আকন্দের তুলায় সলতে তৈরী করে, কৃষ্ণ তিলের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে সূর্যের আলোয় রেখে মন্ত্র পাঠ করতে থাকবে। এইভাবে কাজল তৈরী করে, নিম্ন মন্ত্রদ্বারা সেই কাজল অভিমন্ত্রিত করতে হবে।

মন্ত্র—"ওঁ কালি কালি মহাকালি রক্ষেদ্ অঞ্জনম্ নমো বিশ্বেভ্যো স্বাহা।"

তারপর সোনার কাঠির দ্বারা সেই কাজল চোখে লাগাবে। এই সময় আবার মন্ত্র পাঠ করবে।

মন্ত্র—"ওঁ সর্বে সর্বহিতে ক্লীং সর্বে সর্বহিতে সর্বৌষধে প্রবাহিতে বিরতে নমো নমঃ স্বাহা।"

চোখে কাজল দিয়ে পায়স-আহার করবে, শিখা বন্ধনপূর্বক চোখে সাদা কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিবে। এইভাবে ক্রিয়া করলে, ভূ-নিম্নে বা গর্তে রাখা অর্থাদি কিংবা যে কোনও দ্রব্য দেখা যায়।

সিদ্ধিদায়ক মদনাযক্ষিনী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ঐং মদনে মদন বিদ্রাবণে অনঙ্গ সঙ্গম দেহি দেহি ক্রীং ক্রীং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে বসে উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ সাধ্যমত জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ শেষ হলে, মালতী ফুল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা সাধ্যমত হোম করলে সব কাজে সাফল্য লাভ হয়।

শান্তিদাতা মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ক্ষৌং ক্ষৌং স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সাধক শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরমুখে ধূপ-দীপ জ্বেলে, উক্ত জপমন্ত্র (ত্রিসন্ধ্যা) প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করবে। কিছুদিন এইভাবে জপ করলে মন্ত্র শক্তিতে সংসারের সর্বপ্রকার অশান্তি দূর হয়।

পুত্র লাভার্থ শ্রীগোপাল মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায় স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত মন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে প্রত্যহ পূর্বমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে,

সাধ্যমত তুলসীমালায় জপ করবে। ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) মন্ত্র জপ শেষ হলে, ঘৃতদ্বারা উক্ত মন্ত্রে ১০০৮ (এক হাজার আট) হোম করলে গুণবান পুত্র লাভ হয়।

যক্ষসিদ্ধি মন্ত্র (প্রথম প্রকার)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ নন্ন নন্ন মহেন্ন বিহেন্ন, মহেন্ন বিহেন্ন, হর হর রক্ষ রক্ষ পূজিতে যক্ষকুমারী সুলোচনে স্বাহা।"

যক্ষসিদ্ধি মন্ত্র (দ্বিতীয় প্রকার)

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় তুল তুল মহেশ্বর নুজ্বল নুজ্বল বিজ্বল বিজ্বল মিজ্বল মিজ্বল হর হর যক্ষ রক্ষ পূজিতে যক্ষকুমারী সুলোচনে স্বাহা।"

মন্ত্র সিদ্ধি— সূর্যোদয় কালে অথবা সূর্যাস্ত সময়ে সাধক শুদ্ধভাবে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে, উক্তমন্ত্র দু'টির যে কোনও একটি রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সমাপ্ত হলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে এবং সিদ্ধ মন্ত্র প্রভাবে সাধক ইচ্ছামত দ্রব্য লাভ করতে পারবে।

গুপ্তধন দর্শন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—**"ওঁ নমো হংসিনী হংসগতে মাং স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— শুদ্ধভাবে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ সমাপ্ত হলে ঘৃত ও মালতী পুষ্পদ্বারা ১০০৮ হোম করবে। ফলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে এবং সাধক গুপ্তধনের সন্ধানলাভ করবে।

গায়ত্রী মন্ত্র বা ব্রহ্ম মন্ত্র

গায়ত্রীর অর্থ— যা পাঠ করলে অর্থাৎ গীত হলে ত্রিতাপ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাকে গায়ত্রী বলে।

গায়ত্রী—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

মন্ত্রার্থ— ওঁ—সর্ব ব্যাপক, সবার রক্ষাকর্ত্রী।

ভূঃ—সত্য স্বরূপ।

ভুবঃ—চৈতন্য রূপক।

স্বঃ—আনন্দরূপক।

তৎ—সেই অনাদি অনন্ত পরমাত্মা।

সবিতু—সবিতা। (ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর) সবার সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্রী।

বরেণ্যং—শ্রেষ্ঠতমা, বরনীয়া, পূজনীয়া।

ভর্গঃ—শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতি।

দেবস্য—দেবতাদের।

ধীমহি—ধ্যান করছি, চিন্তা করছি।

ধিয়ো—বুদ্ধির।

য়ো—সেই পরমাত্মা।

নঃ—আমার।

প্রচোদয়াৎ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে প্রেরণ করে, তথা সংসার থেকে অপসারিত করে নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য শুদ্ধ বুদ্ধি প্রদান করুন।

জ্ঞাতব্য—গায়ত্রীর তুল্য পবিত্র ত্রিলোকে আর কিছু নাই, ইনি সমূহ পাপ ধ্বংসকারিণী এবং বেদমাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যক্ষিণী সাধন

এখানে কতকগুলি তন্ত্রোক্ত যক্ষিণী সাধন মন্ত্র এবং প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হলো, এই সকল মন্ত্রাদি দ্বারা সাধক যক্ষিণী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। যক্ষিণী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়। সাধকের সর্ব প্রকার অভাব ও বাধা-বিঘ্ন দূর হয়।

হংসী যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হংসী হংস হ্রাং নৈং হ্রীং স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিকালে সাধক উলঙ্গ অবস্থায় মাটিতে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় ও মন্ত্র প্রভাবে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়।

শ্মশান যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হুং হ্রীং স্ফুং শ্মশানবাসিনী শ্মশানে স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিতে শ্মশানে উলঙ্গ অবস্থায় বসে সাধক রুদ্রাক্ষমালায় বা হাড়ের মালায় উক্ত জপ মন্ত্র ৩,০০,০০০ (তিনলক্ষ) জপ করলে, শ্মশান যক্ষিণী সাধককে দর্শন দিয়ে অভিলষিত বর প্রদান করেন।

ঘণ্টা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীর স্বরে ক্লৈং স্বাহা।"

জপ বিধি—রাত্রিকালে শ্মশানে বসে সাধক রুদ্রাক্ষ বা হাড়ের মালায় উত্তরমুখে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে সিদ্ধি লাভ করে।

ভিক্ষিণী যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ ঐং মহানাদে ভিক্ষিণী হাং হ্রীং স্বাহা।"

জপ বিধি—তিনটি রাস্তার সংযোগ স্থলে রাত্রিতে উত্তরমুখে বসে উক্ত জপ-মন্ত্র রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

বিভ্রমা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং বিভ্রম রূপে বিভ্রমং কুরু কুরু ত্রহ্যেহি ভগবতি স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে শ্মশানে উত্তরমুখে বসে সাধক উক্ত জপমন্ত্র রুদ্রাক্ষ বা হাড়ের মালায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং বিভ্রমা যক্ষিণী বর প্রদান করেন।

জনরঞ্জিনী যক্ষিণী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ ক্লেং জনরঞ্জিনী স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিকালে কোনও নির্জনস্থানে সাধক উত্তরমুখে বসে উক্ত জপ মন্ত্র

রুদ্রাক্ষমালায় ৩,০০,০০০ (তিনলক্ষ) জপ করলে জনরঞ্জিনী যক্ষিণী সিদ্ধ হয়।

মহামায়া যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং মহাভয়ে হুং ফট্ স্বাহা।"

জপ বিধি— উলঙ্গ অবস্থায় সাধক রাত্রিতে শ্মশানে উত্তরমুখে বসে উক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ বা হাড়মালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মহামায়া যক্ষিণী সিদ্ধ হয়।

মদনা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ মদনে মদনে দেবি মা মাং লিঙ্গয় সঙ্গং বদহি দেহি দেহি শ্রীঃ স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিকালে শ্মশানে উলঙ্গ অবস্থায় উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ বা হাড়মালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে যক্ষিণী সাধককে দর্শন দান করেন এবং সাধকের ইচ্ছায় সাধকের সঙ্গে রতিক্রিয়া করেন। যাবার সময় সাধককে গুটিকা প্রদান করেন। সেই গুটিকা মুখে রাখলে সাধক অদৃশ্য হয়।

বিচিত্রা যক্ষিণী সাধন মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ বিচিত্ররূপে সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিকালে বটবৃক্ষের তলায় উত্তরমুখে বসে সাধক উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে বিচিত্রা যক্ষিণী সিদ্ধ হয় সাধক। এবং সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।

পদ্মিনী-সাধনা

গোময় লিপ্ত শুদ্ধস্থানে মাটিতে সিন্দুর বা পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা উপরোক্ত একটি যন্ত্র বা মণ্ডল অঙ্কিত করতে হবে, অথবা সম চতুষ্কোণ একটি রূপার পাতে অভাবে তামার পাতে উপরোক্ত যন্ত্র বা মণ্ডল খোদাই করে, সাধক শুদ্ধভাবে অগুরু, চন্দন, সুগন্ধিত পুষ্প, ধূপ-দীপ, অক্ষত (আতপ চাউল) দ্বারা পঞ্চোপচারে পদ্মিনী দেবীর পূজা করবে। **পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং পদ্মিন্যৈ নমঃ।"**

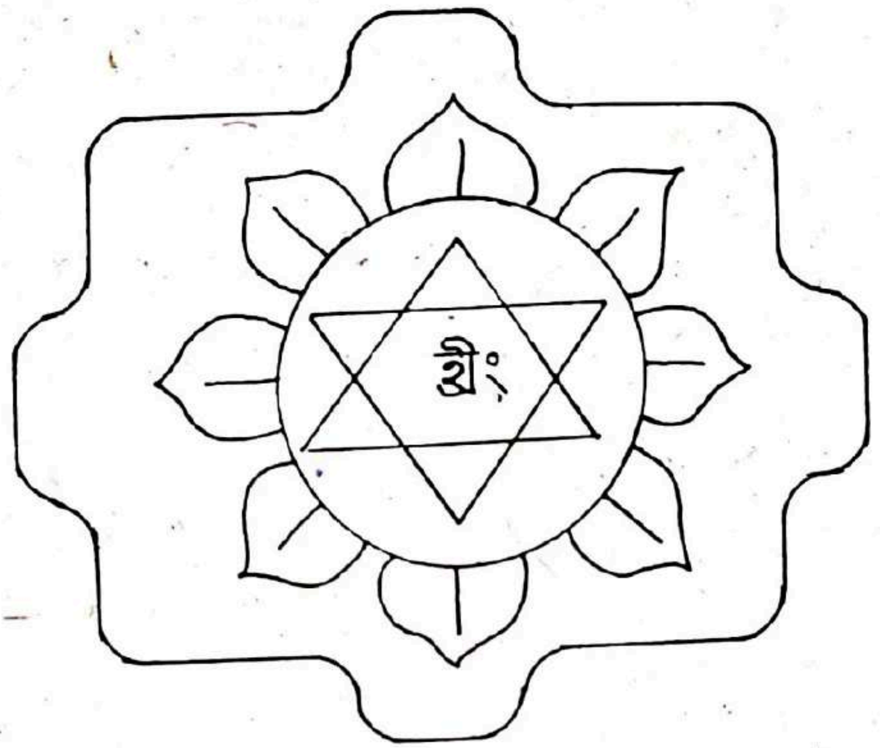

পূজা শেষ হলে রুদ্রাক্ষমালায় উত্তরমুখে বসে নিম্নলিখিত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১,০০০ (এক হাজার) জপ করবে। প্রত্যহ অর্ধরাত্রিতে এই ক্রিয়া করতে হবে। ১০ দিন পর্যন্ত এইভাবে পূজা ও জপ করে, শেষ দিনে গুগ্‌গুল ও ঘৃত সহযোগে ১০০৮ (এক হাজার আট) হোম করবে। ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধকের সর্ব প্রকার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়, দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন কার্যের জন্য মন্ত্র প্রয়োগ

সূচী বন্ধন মন্ত্র

মন্ত্র—"ধার ধার বাঁধৌ সাত বার ;
ন লাগৈ ন ফুটৈ ন আবৈ,
ঘাও রক্ষা করৈ শ্রীগোরখরাজ,
মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি,

হনুমন্ত ওয়ীর্ রক্ষা করৈ,
ফুরৈ মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা॥"

প্রয়োগ— একটি নতুন সূঁচ হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে ফুঁ দিয়ে দেহের যেস্থানে বাঁধবে, একমাত্র সেইস্থান ছাড়া অন্যস্থানে ফোঁড়া হবে না।

অস্ত্রের ধার বন্ধন

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"মাতা পিতা গুরু বাঁধৌ ধার বাঁধৌ;
অস্ত্রী বশ্ইয়ে কট্যায় মুল্যায়,
বাঁদ্ধা হনুমন্তনসূর নওলাখ শূদ্রনপা,
কে পাঁউ রক্ষা কর্ শ্রীগোর খাউ,
ঐতা দেহন্ বাচা নর্সিংহকে দুহাঈ
হমারী সব্তী আ।"

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"জহি আ লোর্ তোর শির জাকা,
ঘাও্ মাস্কর্ জানি হিয়া,
আনন্ত সোচর, করহুঁ ম্যয় বাঁধৌ,
ধার্ ধার্ মুঠি ধনি দুলৌ তারি,
ঠটীহি মোহিন্ অডাফাটিহি চণ্ডী,
দীহ্নি বর্ মোহি ধার জেঠধ্যায় তোরি রই,
ঈশ্বর মহাদেও কী দুহাঈ মোরে,
পথ ন আউ ধার ধার বাঁধৌ লেহু,
উঠে ধার ফুট মুন্যায় ফুট্যায়,
মোরি সিদ্ধি গুরুকে পাঁও শরণ।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত প্রথম প্রকার ও দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র দু'টির যে কোনও একটি মন্ত্র দ্বারা কিছু মাটি ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে দেহে মাখলে, দেহে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলেও দেহে আঘাত লাগবে না।

অস্ত্র-শস্ত্র স্তম্ভন মন্ত্র

মন্ত্র—"বাঁধো তুপক্ অব্নি বার;

ন ঘর‍্যায় চোট ন পরেঁ ঘাউ,
রক্ষা করে শ্রীগোরখনাথ।”

প্রয়োগ— কিছু মাটি হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করবে ও ৭টি ফুঁ দেবে, তারপর গায়ে মাখলে, দেহে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলে দেহে অস্ত্রের আঘাত লাগে না।

তলোয়ার স্তম্ভন মন্ত্র

মন্ত্র—“ওঁ ধার অধর ধার ধার,
বাঁধু সাতবার কটে ন রোম,
ন ভীজে চীর, খাঁড়া কী ধার,
লে গয়ো হনুমন্ত বীর,
শব্দ সাঁচা পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।”

প্রয়োগ— কিছু মাটি হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্রদ্বারা ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ২১ বার ফুঁ দিয়ে, সেই মাটি সারা দেহে লেপন করলে, তীক্ষ্ণধার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেও দেহে আঘাত লাগে না।

তোপ স্তম্ভন মন্ত্র

মন্ত্র—“ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
জল বাঁধু জল্‌ওয়াঈ বাঁধু,
বাঁধ তাখী তাঈ।
সওয়া লাখ্ অহেডী বাঁধু,
গোলি চলে তো হনুমন্ত জতী কী দুহাঈ,
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।”

প্রয়োগ— খাঁটি গরুর দুধ এক ঘটি নিয়ে তাকে উক্ত মন্ত্র দ্বারা ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ২১টি ফুঁ দিয়ে কামানের মুখে মারলে, কামান থেকে গোলা বেরুনো বন্ধ হয়ে যাবে।

অগ্নি স্তম্ভন মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ নমো জল বাঁধু, জল্ওয়াই বাঁধু,
বাঁধু তুওয়া তাঈ।
নও্রস্ গাঁও কা ওয়ীর্ বুলাউঁ
রহো রহো রে কড়াহী
জতী হনুমন্ত কা দুহাঈ॥"

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"কাঁচী হাঁড়ি কাঁচ্ও পালী,
উপর্ বজ্র কী থালী।
নীচে ভৈঁরু কিলকিলায়,
উপর্ নৃসিংহ গাজে,
জো ইস্ হাণ্ডী কো আঁচ লাগে তো
অঞ্জনী পুত্র লাজে।
দুহাঈ হনুমন্ত জতী কী,
দুহাঈ অঞ্জনীকে পুত্র কী,
শব্দ সাঁচা পিণ্ড কাঁচা
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা॥"

তৃতীয় প্রকার

মন্ত্র—"অজ্ঞান বাঁধো বিজ্ঞান বাঁধো,
বাঁধৌ ঘোরাঘাট।
আঠ্ কোটি ব্যায়সন্দর বাঁধৌ
অস্তু হমারা ভাঈ।
আন্হি দেখেঁ ঝঝ্কে মোহিঁ দেখি বুঝাই।
হনুবত্ বাঁধৌ পানী হোই।
আই অগ্নি ভও্য়েতে কে ভও্য়ে,
জস্মত্তো হাথী হোই ব্যায়্সন্দর্ বাঁধৌ,

নারায়ণ সাখি মেরী ভক্তি,
গুরু কী শক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরীবাচা।।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত প্রথম প্রকার থেকে তৃতীয় প্রকার পর্যন্ত মন্ত্রের যে কোনও একটি মন্ত্র ২১ বার পাঠ করে ২১ বার অগ্নিতে ফুঁ দিলে, আগুন জ্বাললেও জ্বলবে না অর্থাৎ অগ্নি স্তম্ভন হয়। জ্বলন্ত আগুনও মন্ত্র প্রভাবে নিভে যায়।

চতুর্থ প্রকার

মন্ত্র—"হিমাচলোস্যোত্তরে পার্শ্বে মারীচো নাম রাক্ষসঃ।
তস্য মূত্র পুরীষাভ্যাং হুতাশনং স্তম্ভয়ামি স্বাহা।।"

প্রয়োগ— কিছুটা জল বাটিতে নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে ৭টি ফুঁ দিয়ে অগ্নিতে দিলে জ্বলন্ত আগুন নিভে যায়। শত চেষ্টাতেও আর আগুন জ্বালানো যায় না।

কড়াই স্তম্ভন মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"বন্ বাঁধৌ বন্ মেঁ,
দিনি বাঁধৌ বাঁধৌ কণ্ঠাধার।
তঁহা থাম্ভৌ তেল তেলাঈ,
অণ্ড থাম্ভৌ ব্যায়সন্দর ছার।
বন মেঁ প্লুশীতলতাতে লাওয়ে,
জয় পার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ,
তীনি অচল কেদার,
দেওয়ী দেওয়ী কামাখ্যা কী দুহাঈ
পানী পন্থ হোঈ আই।"

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"মহি থাম্ভো মহি অর্থাম্ভো
থাম্ভো মাটি সার।
থাম্ভলো আপনি বেসন্দর্
তেলহি করো তুষার্।।"

প্রয়োগ— কিছুটা নুন হাতে নিয়ে, উপরোক্ত দু'টি মন্ত্রের যে কোনও একটি মন্ত্রের দ্বারা নুন ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ফুঁ দিয়ে উনানে ফেলে দিলে কড়াই স্তম্ভন হয়, অর্থাৎ গরম কড়াই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। উনুনে বসিয়ে রাখলেও কড়াই গরম হয় না।

তেল স্তম্ভন মন্ত্র

মন্ত্র—"তেল থাম্ভৌ তেলাঙ্গ থাম্ভৌ,
অগ্নি ব্যাসন্দর থাম্ভৌ,
পাঁচ পুত্র কুন্তীকে,
পাঁচো চলে কেদার,
অগ্নি চলন্তে হম্ চলে,
অগিয়া পরা তুষার্॥"

প্রয়োগ— ঘানির কাছে দাঁড়িয়ে উক্ত মন্ত্র ২১ বার পাঠ করে ২১টি ফুঁ দিলে, ঘানি থেকে তেল বেরোয় না।

অগ্নি স্তম্ভন মুক্তি মন্ত্র

মন্ত্র—"অগ্নি ভবতে কে ভবে জশ্মদ্মতী,
পরং পিণ্ড দুঃখ পাবৈ,
দোহাঈ নর্সিংহ জগ দুঃখ পাওয়ে।"

প্রয়োগ— আগুনের কাছে অর্থাৎ উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে উক্ত মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ৭টি ফুঁ দিলে, অগ্নি স্তম্ভন মুক্ত হয়, আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

হাঁড়ি বন্ধন মন্ত্র

মন্ত্র—খনাহ কী মাটি চরী কা পানী।
গধ্ চঢ়ি ভীম য়লানী,
কাচী পালী উপর জড়ী, বজ্র কী তালী,
তুলে ভ্যাঁয়রো কিলকিলৈ উপর,
নর্সিংহ গাজে মেরী বাঁধে হাণ্ডী,

উকল্ তো গুরু গোরখ্নাথ কী লাজ।
শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।।”

প্রয়োগ— রাস্তা থেকে ৭টি কাঁকর কুড়িয়ে এনে, এক একটি কাঁকরের উপর ৭ বার করে উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ৭টি ফুঁ দিয়ে হাঁড়িতে মারলে, হাঁড়ি বন্ধন হয় অর্থাৎ আগুনে বসিয়ে রাখলেও হাঁড়ি গরম হবে না।

কুস্তিতে জয়লাভ

মন্ত্র—“ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
অঙ্গ পহরুঁ ভুজঙ্গ পহরুঁ,
পহরুঁ লোহাসার,
আতে কে হাথ তোড়ুঁ,
পৈর তোড়ুঁ তোড়ুঁ সকল শরীর,
পীঠী সাথ্ মুঠী তোড়ুঁ,
তে হনুমন্ত ওয়ীর উঠ্ উঠ্ নাহর্সিংহ ওয়ীর্,
তু জা উঠ্ সোলাসৌ সিংগার্ মেরী পীঠ লাগে,
মাটি হনুমন্ত ওয়ীর লুজাওয়ে,
তোহি পান সুপারী নারিয়ল্,
অপ্নী পূজা লেহু অপ্না সা বল্,
মোহি পর্ দেহু
মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।
গুরু কা শব্দ সাঁচা।।”

প্রয়োগ— কুস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে, ধূপ-দীপ জ্বেলে শ্রীহনুমানজীর পূজা করবে। মঙ্গলবার থেকে শুরু করে ৪০ দিন পর্যন্ত নিত্য হনুমানজীর পূজা করে উক্ত মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করবে। মঙ্গলবার হনুমানজীকে নারকেল, পান, সুপারী ও লাড্ডু ভোগ দেবে। অন্যান্য দিনে শুধু লাড্ডু ভোগ দেবে। এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্র সিদ্ধ হবে। কুস্তি লড়াইয়ের সময় হনুমানজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে নিজের গায়ে ফুঁ দিয়ে কুস্তি লড়লে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।

পয়সা ওড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হনুমন্ত ওয়ীর ইলাসা, চল্ রে পৈসা।
রুংখ ওয়ীর্খা তেরা বাসা।
সব্‌কো দৃষ্টি বাঁধি দে মোহি,
মেরা মুখ জোবে সব কোঈ,
বাদ করন্তা বাদী রোবে ভরী,
সভা মেঁ মোহি বিগোবে সাঞ্চা।
পিণ্ড্ কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।"

প্রয়োগ— কিছুটা ধুনো হাতে নিয়ে, উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে পয়সার ওপর ছুঁড়ে মারলে পয়সা অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাঘ তাড়ানো মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"মহাদেও কা কুক্কর লুটে লুটে।
কান্ মোরে নিকট আবহু,
মুনি আও্‌বে লোহনপহ পাউ,
রক্ষা করে শ্রীগোরখ রাউ।।"

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"আরাপুর ওয়ার পর্‌ওয়ত্ পর্ বারী জহাঁ।
বোইক পসারী জাকো তে গৌরাসী।
রানী তাকী বনাঈ জা,
রীতি কে বাঁধৌ বাঘ বোলাঈ;
এহি বন্ ছাঁড়ি দুস্‌রে বন দেখি,
পরীক্ষা হোঈ তো মহাদেওয়,
গও্‌রা পার্‌ওয়তী কে দুহাঈ,
হনুমন্ত জতী কী নোনা চমারী কী আজ্ঞা কা,
বাতেঁ কুবাচা চুক্যায় তো ঠাঢ়ে মুখ্যায়,

গুরু কী শক্তি, মেরী ভক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরীবাচা॥"

তৃতীয় প্রকার

মন্ত্র—"ব্যায়ঠীলী বঠা কহাঁ চলৌ পূর্ব দেশ চল্যৌ,
আঁখ বাঁধ্যৌ তীনোঁ কান বাঁধ্যৌ তীনোঁ,
মুহ বাঁধ্যৌ মুহ্ কেত জিহ্বা বাঁধ্যৌ।
অধ্যৌ উঁড় বাঁধৌ চারিউ গোউ,
বাঁধ্যৌ তেরী পোছি বাঁধ্যৌ ন বাঁধ্যৌ
তো মেরী আন্ গুরু কী আন্ বজ্র ডাউঁ,
বাঁধ্যৌ দৌহাঈ মহাদেও পারওয়তী কে।"

চতুর্থ প্রকার

মন্ত্র—"ওঁ সত্য মাতা শঙ্কর পিতা,
শঙ্কর কিলই চারিউ দিশা,
জহাঁ জহাঁ ম্যয় শঙ্কর জাই,
তহাঁ তহাঁ মেরী কিংকর জাই
জহাঁ জহাঁ ম্যয় মেরী দীঠি,
তহাঁ তহাঁ মেরী মুঠি।
মেরী নাদ কো শব্দ মুনি আও্য়ে,
হো নর্সিংহ ওয়ীর মাতা বাঘেশ্বরী কো,
দূধ্ হরাম্ কর্ কহৌ কবল্ কবল্,
কিলোবান্ পূর্বাং ন পুংগ্লী,
ওয়হ শার্দূল কেশরি তেন্দুয়া,
সোনহার অধি আগাধিআ,
অটি আর দুদি আর হরি আর কাঠি পঠি,
মহার্ধিতা চলি ধেরিয়ে তে নহ্রি আরে অব্নি,
কিলৌ নারসিংহ ওয়ীর্ কিলৈ কছু,
কও্য়ন্ বাও্য়ান্ কিলৌ গাইকা জায়া,
ভদ্র সিক জায়া ভেড়ী কাজায়া,

ঘোড়ী কাজায়া ছেরী কা জায়া,
দুইয়াবচ্চৌ পাওকী ঘাউ লাগই,
শিওয় মহাদেও কো জটা কে ঘাও,
লাগে পার্ওয়তী কে ওয়ীর্ চুকে হাঁকে,
হনুমন্ত বরাবে ভীমসেনি মন্ত্রে
বাঁধে জো বাঁধে সীম্॥”

প্রয়োগ— চারটি মন্ত্রের সে কোনও একটি মন্ত্র কিছু ধূলা হাতে নিয়ে মন্ত্রদ্বারা ১০ বার অভিমন্ত্রিত করে সেই ধূলা নিজের সর্বাঙ্গে মাখলে, অথবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলে, বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কতকগুলি কাঁকর বা বালি হাতে নিয়ে তৃতীয় মন্ত্রটি পাঠ করে, সেই কাঁকর বা বালিকে ১০ বার অভিমন্ত্রিত করে নিজের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাঝে বসে থাকলে, বাঘ কাছে আসে না। যদি জঙ্গলে বাঘে ঘেরে বা বাঘের হাতে প্রাণ যাবার উপক্রম হয়, তাহলে উক্ত প্রয়োগ করবে।

পঞ্চম প্রকার

মন্ত্র—“বধ বাঁধু বধায়ন্ বাঁধু,
বধ্‌কে সাতোঁ বচ্চা বাঁধু।
রাহ ঘাট ময়দান বাঁধু দুহাঈ,
বাসুদেব কী দুহাঈ নোনা চমারী কো ছুঃ॥”

মন্ত্রসিদ্ধি— ৭টি মঙ্গলবার প্রত্যহ উক্ত মন্ত্রটি ১০৮ বার করে জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— পথে বাঘ দেখা গেলে, উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে বাঘের দিকে ফুঁ দিলে, বাঘ রাস্তা ছেড়ে পালায়।

ষষ্ঠ প্রকার

মন্ত্র—“ডাগুল কালকমুহবিক রাল্
বিররাক্ষদেকরে অহার্ নামদেও,
মেন্ জটাজাউ বাঘ যোজন্ সব্ আঠ্॥”

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোন গ্রহণকালীন অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে উক্তমন্ত্র ১০,০০৮ (দশ হাজার আট) বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— রাস্তা থেকে কিছু বালি বা কাঁকর হাতে নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে, তারপর সেই বালি বা কাঁকর নিজের চারদিকে ছড়িয়ে, মাঝে বসে থাকলে বাঘ কাছে আসবে না।

পাথর বর্ষণ মন্ত্র

মন্ত্র—**"ওঁ নমো উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী দেবী মহা পিশাচিনি ক্লীং ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"**

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালে, দীপান্বিতা অমাবস্যা অথবা দোল পূর্ণিমার রাত্রে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

প্রয়োগ— শনিবার শ্মশানের চিতা থেকে ৭টি কয়লা তুলে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে শ্মশানেই রেখে আসতে হবে। তারপর ৪ ঘণ্টা পরে এসে সেই কয়লা তুলে নিয়ে গিয়ে, যে ব্যক্তির ঘরে পুঁতে দেবে, তার ঘরে পাথর পড়তে থাকে।

পথে সাপ চোর প্রভৃতির ভয় নাশ

মন্ত্র—**"ফরাদ্ চলে পরদেশ কো,**
কুওব্ জীকে ভাওয়।
সাঁপা চোরা নাহরাঁ তীনো দাঁত বঁধাওয়।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার অথবা মঙ্গলবার পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভ সময়ে মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। পথে যাবার সময় রাত্রিকালে পথের পাশে গাছতলায় শয়নকালে, সেই স্থানে উক্ত মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ৭টি তালি বাজালে সাপ, চোর প্রভৃতির ভয় থাকে না।

সাপ তাড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র—**" সর্পায়সর্প ভদ্রং তে দূর গচ্ছ মহাবিষ।**
জন্মেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তিক্য বচনং স্মর।।
আস্তিক্য বচনং স্মৃত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ত্ততে।।
সপ্তধাভিদ্যতে মূর্দ্ধ্নি বৃক্ষাৎ পক্ক ফলং যথা।"

প্রয়োগ— উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে ৩টি তালি দিয়ে রাত্রিকালে শয়ন করলে, সাপের ভয় থাকে না।

ইঁদুর ও শূয়ার তাড়ানো মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"চিত্ফর্বিমন্ চুহা গাঁধী এপারী,
রাবণ ঘর বাঁধী।"

দ্বিতীয় প্রকার

মন্ত্র—"মুসা চুহা কুন্ত করাঈ।
জবহী অঠবী তবহী জাঈ।
মুষ কে উপর্ মুশক্ ফেট্।
তু আঈ কাটহু আন্ কে খেত্॥
গৌরা পার্ওয়তী কী দুহাঈ,
মহাদেও কী আজ্ঞা॥"

তৃতীয় প্রকার

মন্ত্র—"হনিবন্ত ধাবতি উদরহি ল্যায়ে।
বাঁধি অব্ খেত্ খায় শূকর,
অও্র ঘরমাঁ রহে মূষ খেত্,
ঘর্ ছাঁড়ি বাহর্ ভূমি জাই,
দুহাঈ হনুমানক জো,
অব্ খেত্ মুহঁ শূওর্,
গর মহং মূস্ জাই॥"

চতুর্থ প্রকার

মন্ত্র—"হর্দীকর্ গাঁঠা অক্ষত পড়িকে,
বরাবই দুষ্টক খেত্ গর মংহ।
পীত পীতাম্বর মূষাগাঁধী,
সে জাইহু হনুবন্ত তু বাঁধী,
এ হনুবন্ত লংকা সে রাউ,
এহি কোণে প্যায়সে হু এহি কোণৈ জাউ॥"

প্রয়োগ— যে ক্ষেত বা গৃহে ইঁদুর ও শূয়ারের উপদ্রব হয়, স্নান সমাপন করে উপরোক্ত চারটি মন্ত্রের যে কোনও একটি মন্ত্রে পাঁচ গাঁট হলুদ ও কিছু আতপ চাল উক্ত মন্ত্রে ৫ বার অভিমন্ত্রিত করে, যে পথে শূয়ার ও ইঁদুর আসে, সেখানে রাখলে ইঁদুর ও শূয়ারের উপদ্রব কমে যায়।

বাজ, সাপ, বাঘ ও চোরভয় নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"বাঘ বিজুরী সর্প চোর।
চারিউ বাঁধৌ এক ঠওর্॥
ধরতী মাতা, আকাশ পিতা।
রক্ষ রক্ষ শ্রীপরমেশ্বরী কালিকা বাচা,
দুহাঈ মহাদেও কা॥"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মন্ত্রটি ৫ বার পাঠ করে ৩টি তালি বাজিয়ে রাত্রিতে শয়ন করলে, বাজ (বজ্র), সাপ, ও বাঘের ভয় থাকে না।

ঠুন্কা ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র—"কণ্ঠ বিলারী বধ থন্যায়লা,
পাঁচ বাণ মোহি ভ্যায়রোঁ দ্যায়ল্,
কঁষ্ বিলারী বখ্ অন্যায়্লা ডাও্য়া,
পল্টি জাহুঁ ঘর্ অপ্নে রাজা,
মনেরী কী দুহাঈ জও্ডাবার হ্যায়,
গুরু কী দুহাঈ।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— ঠুন্কো রোগিনীকে কাছে বসিয়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। তার ফলে ঠুন্কো আরোগ্য হয়।

চক্ষু ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র—"সপতি চ সুকন্যাং চ চ্যবনং শক্রমশ্বিতৌ।
ত্রতেষাং স্মরণান্নৃণাং নেত্র রোগো প্রণশ্যতি॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

প্রয়োগ— খানিকটা জল নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রদ্বারা জল ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে রোগীর চোখে সেই জলের ঝাপটা দিলে চক্ষুরোগ সারে।

চক্ষুরোগ নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো শ্রীরাম কী ধনী লক্ষ্মণ কা বাণ।
আঁখ্ দর্দ করে তো লক্ষ্মণ কুঁওয়র্ কী আন্।।
মেরী ভক্তি, গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা।
সত্যনাম আদেশ গুরু কা।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিকালে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজনকালীন একটি পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে উক্ত সিদ্ধমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে, সেই জল দ্বারা চক্ষুতে ঝাপটা দিলে চক্ষুরোগ সারে।

চক্ষু ওঠা ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ বনে বিআঈ বানরী জহাঁ জহাঁ,
হনুবন্ত আঁখি পীড়া কষাবরী।
গিহিয়া থন্যায়লাই চারিত আই ভস্মন্ত।
গুরু কী শক্তি, মেরী ভক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ—প্রয়োজনকালীন রোগীকে সামনে বসিয়ে রোগীর চোখে হাত বুলাতে বুলাতে ৭ বার উক্ত সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করবে এবং ৭টি ফুঁ দিবে। এইভাবে তিন দিন করলে, চক্ষু ওঠা আরোগ্য হয়।

রাতকানা রোগনাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ভাট্ ভাটিনী সরি চলী কহাঁ জাইব,

জাও্য়েউ সমুদ্র পার।
ভাটিনী কহা ম্যয় বিআবেউ,
কুশ কী ছালী বিহাবেউ,
উপ্সমা ছীকর্ মুডা অণ্ডা,
ঘোসোঁ হিল্তারা সোহিন্
তারা রাজা অজয়পাল উতর পর্ হ্যায়,
রাজা অজয়পাল কর্কান্দার্,
পানা ভরত রহ্যায় উনহে দেখেঁ,
পাওয়া বালাউঁ গোডিয়া,
মলা উজাল্ তেংকে ম্যাঁয় অধোর্খী,
ঈশ্বর মহাদেও কী দুহাঈ,
মেরী ঘরী উত্রি জাই।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণ সময়ে উক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজনকালীন উপরোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে করতে ২১ বার রোগীর চোখে ফুঁ দেবে ও ২১ বার মন্ত্র পাঠ করবে, তার ফলে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হয়।

কর্ণমূল নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"বনাহ গাঠি বন্রও্ তৌ ডাটে,
হনুমান কণ্ঠা বিলারী বাধী,
থলৈনী কর্ণমূল সভ্ জাই,
রামচন্দ্র কী বচন্,
পানী পথ্ হোঈ জাই।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণসময়ে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজনকালে রোগীকে সামনে বসিয়ে উক্ত মন্ত্র ২১ বার পাঠ করে ঝাড়া দিতে হবে ও ফুঁ দিতে হবে। ফলে কর্ণমূল আরোগ্য হয়।

জ্ঞাতব্য— এই মন্ত্রে শুধু কর্ণমূলই নয়, ঠুন্‌কো, বাগী, টন্‌সিলের রোগও নিরাময় হয়।

দাঁতের বেদনানাশক মন্ত্র

প্রথম প্রকার

মন্ত্র—"হে দন্তা, তুম্ কিঁউ কুল্‌তা হমেঁ।
তুম্‌হে সঞ্জাইবা হম্ এক্ সর্,
তুম্ হো বত্তীস্ হম্‌রী তুম্‌হরী,
কৌন সী রীতি।
হম্ বালাঈ তুম্ ব্যায়ঠে পাউ।
মৃত্যু কী বিরিয়াঁ সঙ্গ হী জাউ॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণকালীন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজনকালে সকালে মুখ ধোবার সময় হাতে জল নিয়ে উক্তমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে কুলি করলে দাঁতের যন্ত্রণা নাশ হয়, নড়া দাঁতও বসে যায়। যতদিন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ক্রিয়া করতে হবে।

পেট কামড়ানি নাশক নুন পড়া

মন্ত্র—"নুন নুন নুন সিন্ধুক নুন।
এ নুন কে পড়ে?
ঈশ্বর মহাদেব পড়ে।
ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায় গুরু পড়ে।
গুরুর জ্ঞানে আমি পড়ি।
এই নুন পড়া দিলে ঠাঁইয়ে করিবি বশ।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও মঙ্গলবার থেকে শনিবার অথবা শনিবার থেকে মঙ্গলবার, উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে পাঠ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

প্রয়োগ— ডানহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙ্গুলির দ্বারা কিছু সৈন্ধব লবণ

তুলে নিয়ে, তিনবার উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ৩টি ফুঁ দিয়ে রোগীকে খাওয়ালে পেট কামড়ানি সেরে যায়।

পেট কামড়ানি নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"পেট কামড়ি পেট কামড়ি তুমি বড় বীর।
তোমার কামড়ে নয় গরু মানুষ স্থির।।
পেট কামড় নাও ভারে।
ফেল সাত সমুদ্র পারে।।
কার আজ্ঞা ?
কাঁউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞা।
কার আজ্ঞা ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।
শীঘ্র ছাড়্— শীঘ্র ছাড়্।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার দিন থেকে দশমী পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ দিন যাবৎ উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— রোগীকে কাছে বসিয়ে বা শুইয়ে পেটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে একবার করে মন্ত্র পাঠ করবে ও একটি করে ফুঁ দিতে হবে। ৭ বার পাঠ ও ৭টি ফুঁ দিলে, পেট কামড়ানি আরোগ্য হয়।

মূর্চ্ছা রোগ নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"কামাখ্যা দেবীরে ডাকি পরহিত তরে।
চলিলাম কার্যে আমি পঞ্চাননে স্মরে।।
কদলীবৃক্ষের গুণ বলিহারী যাই।
কামাখ্যা স্মরণে উম্‌কার রোগ আর নাই।।
কার আজ্ঞে ?
কাঁড়রের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।"

প্রয়োগ বিধি— শনিবার একটি কাঁচকলা গাছের তলায় একটি তামার পয়সা অথবা

একটি টাকা রেখে প্রণাম করে বলতে হবে— হে কদলী বৃক্ষ! আমি মুর্চ্ছারোগ শান্তির জন্য তোমার একটি মূল তুলতে চাই, আপনি খুশী মনে রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত একটি মূল দিন। তারপর নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে গাছটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, গাছের ঈশানকোণের দিক থেকে একটি বড় মূল তুলবে। তারপর স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে গৃহে ফিরে মূলটি শুদ্ধস্থানে রেখে, শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে, ধূপ-দীপ জ্বেলে জয় চণ্ডী ও মহাদেবের পঞ্চোপচারে পূজা করে প্রণাম করবে।

জয়চণ্ডীর পূজা মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং জয় চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।"

মহাদেবের পূজা মন্ত্র—"ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।"

প্রয়োগ— এবার যে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে, সে পুরুষ হলে তার ডান হাতের এবং নারী হলে বামহাতের অনামিকা অঙ্গুলির মাপে শিকড়টি কেটে গঙ্গাজল দ্বারা বেটে উপরোক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে খাইয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় দিন অনামিকার মধ্য গাঁট, তৃতীয় দিন অনামিকার উপরের গাঁট বা পর্ব পর্যন্ত মাপ করে কেটে উক্তভাবে বেটে ও মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করে তিনদিন খাওয়াবে, এতে রোগ সারে।

বিঃ দ্রঃ— মন্ত্রের মধ্যে যেখানে 'উম্‌কা' কথাটি রয়েছে, সেখানে রোগী বা রোগিণীর নাম বলবে।

ফোড়ার মাটি পড়া

মন্ত্র—"বন্দ মা পৃথিবী যিনি সর্বংসহা হয়।
যাহা হতে উৎপত্তি মো সবার হয়॥
ভাবিয়া দেখ সবে, যাহা কিছু রয়।
মৃত্তিকায় তাহা যেন মিশিয়া যে যায়॥
যাহা হতে উৎপত্তি, তাহায় নিবৃত্তি।
শাস্ত্রেতেই লেখা আছে তাহার আবৃত্তি॥
অতএব মাটি তুলে লইনু হাতেতে।
ফুৎকার প্রদান করি কামাখ্যা বরেতে॥
অমুকের (রোগী বা রোগিনীর নাম) বিস্ফোটকাদি যাহা হয়।

মৃত্তিকা পড়ায় রোগ সারিয়া যে যায়।।
কার আজ্ঞে ?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও গ্রহণের দিন বা দীপান্বিতা কিংবা যে কোন ও অমাবস্যার দিন উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজনকালীন একটি বাকস পাতার পিছন দিকে শুকনো এঁটেল মাটি লাগিয়ে, উক্ত সিদ্ধমন্ত্র তিনবার পাঠ করে তাতে ৩টি ফুঁ দিয়ে, পাতার সোজা দিকটা অর্থাৎ যেদিকে মাটি লাগানো, সেই দিকটা ফোঁড়ার ওপর রেখে বেঁধে দিলে ৩দিনের মধ্যে ফোঁড়া পেকে পূঁজ-রক্ত বেরিয়ে যায় এবং ঘা শুক্‌নো হয়।

নালি-ঘা আরোগ্যের মন্ত্র

মন্ত্র—"নিজ হস্তে বাকস ডাল করিয়া ধারণ।
ঝাড়িবারে সহদেব গেলেন খাণ্ডব বন।।
খাণ্ডব দহনে যথা অঙ্গার পড়িল।
সেই স্থানে গিয়া একটি তুলিয়া যে নিল।।
ঘসিয়া কপালে তিলক করিয়া ধারণ।
মাথায় লইয়া ডাল করিলা গমন।।
বাকসের গুণে নালি-পোকা যে পালাল।
অমুকের (রোগিণী) পুরাতন ঘা আরাম হইল।।
কার আজ্ঞে ?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।
কার আজ্ঞে ?
সাত গাঁয়ের ওঝা সহদেবের আজ্ঞে।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— শনিবার উক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— একটি বাকস গাছের কাছে গিয়ে গাছে ধূপ দিয়ে প্রণাম করতে হবে।

তারপর যে ডালটি দরকার তাতে উক্তমন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ৭টি ফুঁ দেবে। পরে করযোড়ে বলতে হবে—হে বাকস বৃক্ষ! আমি অমুকের (রোগী বা রোগিনীর নাম) নালী-ঘা নিরাময়ের জন্য একটি শাখা নিচ্ছি। হে বৃক্ষ দেবতা, তুমি আমাকে তোমার একটি শাখা প্রদান কর।

এই বলে গাছকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে তিনবার তালি বাজিয়ে ডালটি ভেঙ্গে আনবে, এবার সেই ডাল নিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে করতে ৭ বার ক্ষতের ওপর বোলাবে ও ফুঁ-দেবে। ৭ দিন এই প্রক্রিয়া করলে নালি-ঘা নিরাময় হয়।

রক্তামাশয় নাশক জলপড়া

মন্ত্র—"ক্ষীরোদ সমুদ্র মাঝে উপজিল জল।
ওরে রক্ত আমাশয়, তোর কোথা রহে স্থল॥
অমুকের খুঁচিনাচি উপজয়ে যাহা।
নরসিংহের বরে এবে, না রহিবে তাহা॥
নাই রোগ অমুকের অঙ্গে আর নাই।
কার আজ্ঞে?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥"

মন্ত্র সিদ্ধি— অমাবস্যার দিন উক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— দরকার হলে পিতলের গেলাসে এক গেলাস জল নিয়ে উপরোক্ত মন্ত্রে ৩ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ৩টি ফুঁ দিয়ে রোগীকে খাইয়ে দিলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়। একদিনে কাজ না হলে ৩ দিন ক্রিয়া করবে।

পোড়া-ঘা আরোগ্যের তেল পড়া

মন্ত্র—"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিন নিয়ে একত্তর।
সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণে ব্রহ্মা মহত্তর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলেন মোরা সব জানি।
পোড়া ঘায়ে তেলপড়া,

অমুকের (রোগী বা রোগিণীর নাম) অঙ্গে,
ফুঁয়ে হবে পানি।।
কার আজ্ঞে ?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।"

মন্ত্র সিদ্ধি— যে কোনও শনিবার দিন উক্তমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপে সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগ— প্রয়োজন উপস্থিত হলে শনিবার অথবা মঙ্গলবার কলুর বাড়ি থেকে, অভাবে দোকান থেকে এক ডাকে সরষের তেল কিনে এনে, উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা ৩ বার অভিমন্ত্রিত করে ও ফুঁ দিয়ে, পোড়া ঘায়ে লাগালে ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

ঘা-ভারা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ভার কাটম্ সন্তার কাটম্ মর্ত্যে দিয়া পা।
আপন ভার কাটেন জয়া জগতের মা।।
নাই ভার অমুকের (রোগী বা রোগিণীর নাম)
অঙ্গে আর নাই ভার।
নরসিংহ কেটে করেছে সাত সমুদ্র পার।।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।"

প্রয়োগ— প্রথমে মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করে নিতে হবে বা শুদ্ধভাবে বসে মুখস্থ করে নিতে হবে। তারপর দুষ্টলোক যদি কারো ঘা ভেরে দেয় এবং ক্ষত শুকোতে না চায়, তাহলে উপরোক্ত মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে ক্ষতের ওপর ৩টি ফুঁ দিলেই ভারা দোষ কেটে গিয়ে ক্ষত আরোগ্য হয়।

ভারা ঘায়ের রোগীর জ্বর নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—কোথাকার জ্বর তুই কোথায় তোর ঘর।
কিসের তরে করিস উম্‌কার (রোগী বা রোগিণীর নাম)অঙ্গেতে নির্ভর।।

কোটচন্দ্রের ঝি বিভীষণের দাসী আমি।
পার কি থাকতে উম্‌কার (রোগী বা রোগিণীর নাম)
অঙ্গে ভর করি তুমি॥
লঙ্কা হতে আসিয়াছি জিতে উম্‌কার (রোগী বা রোগিণীর নাম) ঠেলা।
পালিয়ে যা শীঘ্র বোদের বটতলা॥
অনেকক্ষণ রহ তুমি ভালুকের অঙ্গে।
জ্বলিয়া মরুক সে নানা রঙ্গে-ভঙ্গে॥
যা জ্বর অমুকের (রোগী বা রোগিণীর নাম)
অঙ্গ হতে শীঘ্র যা।
ভুলিয়া করিস না কভু উম্‌কার (রোগী বা রোগিণীর নাম)
অঙ্গে ঘা॥
কার আজ্ঞে ?
কাঁউরের কামিখ্যে মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে॥"

প্রয়োগ— দুষ্টলোক অনেক সময় ঘা ভেরে দেয়। তার ফলে ঘা শুকোতে চায় না, রোগীর জ্বর হয়। এই অবস্থা দেখা দিলে উপরোক্ত মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে ৭টি ফুঁ দিলে জ্বর নিরাময় হয়।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

তন্ত্রোক্ত প্রভাবশালী মন্ত্রাদি

বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র থেকে কতকগুলি প্রভাবশালী মন্ত্র সংগ্রহ করে এখানে উল্লেখ করা হলো। এই মন্ত্রগুলি অত্যন্ত প্রভাবশালী, যথাবিধি এইসকল মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

অর্থ বৃদ্ধিপ্রদ মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতী পদ্ম পদ্মাবতী ওঁ হ্রীং শ্রীং ওঁ পূর্বায় দক্ষিণায় পশ্চিমায় উত্তরায় আন পূরয় সর্বজন বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

প্রয়োগ— প্রাতে শয্যাত্যাগ করে কারও সঙ্গে কথা বলার আগে, উক্তমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে, দশ বার করে মন্ত্র পাঠ করতে করতে গৃহের চারিদিকে ফুঁ দিলে গৃহে চারদিকে থেকে অর্থ আসে।

ধনদায়ক কুবের মন্ত্র

জপ মন্ত্র— **"ওঁ যক্ষায় কুবেরায় বৈশ্রবণায় ধনধান্যাধিপতয়ে ধন-ধান্য সমৃদ্ধিং মে দেহি দাপয় স্বাহা॥"**

উক্ত মন্ত্র জপের পূর্বে সঙ্কল্প, ন্যাস, ধ্যান পুরশ্চরণাদি করতে হয়।

সঙ্কল্প—"অস্য বাণরামাক্ষর মন্ত্রস্য বিশ্রবা মুনিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ পিবনিধনো বরো দেবতা মমোপরি প্রসন্নার্থং জপে বিনিয়োগঃ।"

করন্যাস—ওঁ যক্ষায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ কুবেরায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বৈশ্রবণায় মধ্যমাভাং বষট্। ওঁ ধন-ধান্যাধিপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ ধনধান্য সমৃদ্ধিং মে দেহি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষ্ট। ওঁ দেহি দাপয় স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—"ওঁ যক্ষায় হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ কুবেরায় শিরসে স্বাহা। ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ শিখায়ৈ বষ্ট। ওঁ ধনধান্যাধিপতয়ে কবচায় হুং। ওঁ ধনধান্য সমৃদ্ধিং মে দেহি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ দেহি দাপয় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

মন্ত্র সিদ্ধি— উপরোক্ত ভাবে ন্যাসাদি করে কুবেরের পূজাপূর্বক জপমন্ত্র ১০৮ বার জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ফলে সাধক ধন-ধান্যাদি সম্পদ লাভ করে।

উপার্জন বৃদ্ধিকারক মন্ত্র ও যন্ত্র

জপ মন্ত্র— **"ওঁ নমো ভগবতী পদ্মাবতী সর্বজন মোহিনী সর্বকার্য কারিণী, মম বিকট সঙ্কটহরণী মম মনোরথ পূরণী মম চিন্তা চূরণী ওঁ নমো ওঁ পদ্মাবতী নমঃ স্বাহা।"**

মন্ত্র জপবিধি— পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভমুহূর্তে মন্ত্র জপ শুরু করতে হবে। প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করলে ধন বৃদ্ধি ও উপার্জন বৃদ্ধি হয়।

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

এছাড়াও যদি পার্শ্বে লিখিত মন্ত্রটি ভূর্জপত্রে অষ্টগন্ধ, রক্ত চন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর মিশিয়ে রূপার কলম দ্বারা লিখে, মন্ত্রটি শুদ্ধস্থানে রেখে, শুদ্ধবস্ত্রে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে উত্তরমুখে উক্তমন্ত্র জপ করা যায়, তাহলে সত্বর ফললাভ হয়।

করালিনী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ হূং করি করালিনী ক্ষং ক্ষাং ফট্।"

জপ বিধি— এক পায়ে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত জপমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে এবং পাঁঠার মাংস ভোগ দেবে দেবী করালিনীকে। ৬ মাস পর্যন্ত নিত্য এইভাবে প্রয়োগ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন দেবী।

পূজামন্ত্র— "ওঁ করালিন্যৈ নমঃ।

গণেশ মন্ত্র ও যন্ত্র

গণেশ মন্ত্র

সিদ্ধি তারা গণেশের মন্ত্র জপ করলে সাধকের কোন অভাব থাকে না। জপকারীর সর্ববিঘ্ন নাশ হয় এবং ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য লাভ করে।

যন্ত্র পূজা— উপরে যে যন্ত্রটি দেওয়া হলো, সেটি অষ্টগন্ধ, গোরোচনা, কুঙ্কুম

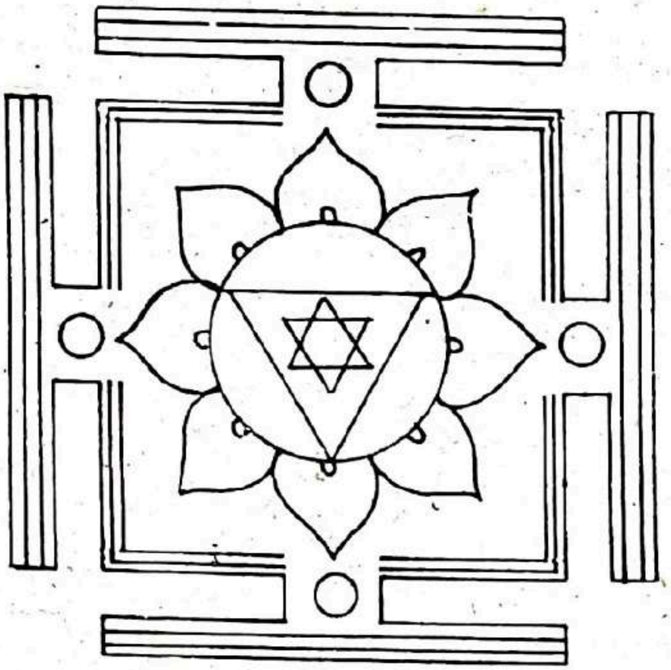

ও কর্পুর দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে শুদ্ধাসনে শুদ্ধবস্ত্রে উত্তরাস্যে বসে গণেশের ধ্যানান্তে যন্ত্রোপরি পূজা করবে, তাহলে গণেশের মন্ত্রোদ্ধার হবে।

গণেশের ধ্যান

"ওঁ হস্তীন্দ্রাননমিন্দুচূড়াং, অরুণচ্ছায়ং ত্রিনেত্রম্।
শ্লিষ্টম্ প্রিয়য়া সপদ্মকরয়ঃ স্বাংকস্থয়া সন্ততম্॥
বীজাপুর গদাধনুস্ত্রিশিখিযুক্ চক্রাব্জ পাশোৎপলন।
পঙ্কজাভৈঃ স্ববিষাণরত্নকলশৌ, হস্তৈর্বহন্তম্ ভজে॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ অথবা গণেশায় নমঃ।

উচ্ছিষ্ট গণপতি মন্ত্র

এটি তন্ত্রোক্ত মতে গণেশের সাধনা। এর পূজা পদ্ধতি সমস্তই তন্ত্রোক্ত মতে করতে হয়।

ঋষ্যাদিন্যাস—"ওঁ অস্য শ্রীউচ্ছিষ্ট গণেশ নবার্ণমন্ত্রস্য কঙ্কোল ঋষিঃ বিরাট্ ছন্দ, উচ্ছিষ্টগণপতির্দেবতা অখিলাপ্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান—চতুর্ভূজং রক্তুতনুং ত্রিনেত্রং
পাশাঙ্কুশো মোদকপাত্রদন্তৌ।

কঁরৈর্দধানং সরসীরুহস্য
মুন্মত্ত মুচ্ছিষ্ট গণেশ মীড্যে॥

পূজামন্ত্র— "ওঁ উচ্ছিষ্ট গণপতয়ে নমঃ।"

জপমন্ত্র— "ওঁ হস্তিপিশাচিনিখে স্বাহা।"

প্রয়োগ— উপরোক্ত মহত্বপূর্ণ জপ মন্ত্রটি জপে সাধক ভৌতিক সমৃদ্ধি ও আর্থিক অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়।

ত্রৈলোক্য মোহন গণেশ মন্ত্র

এই মন্ত্র মোহনকার্যে অত্যন্ত ফলপ্রদ। এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ সাধক যার সঙ্গে কথা বলবে, সেই মোহিত হবে।

ঋষ্যাদিন্যাস— "ওঁ অস্য শ্রীত্রৈলোক্য মোহন গণেশ মন্ত্রস্য গণক ঋষি গায়ত্রীছন্দঃ ত্রৈলোক্যমোহনকর গণেশ দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধর্থ্যয়ে জপে বিনিয়োগঃ

ধ্যান— "ওঁ গদাবীজপুরে ধনুঃ শূলচক্রে,
সরজোৎপলে পাশধান্যাপ্রদন্তান্।
করৈঃ সংদধানং স্বশুন্তাগ্ররাজন্মনী,
কুম্ভভঙ্গাদি খণ্ডং স্বপত্ন্যা॥
সরোজন্মনা ভূষণানাং ভরেণোজ্জ্বলদ্ধস্ত,
তন্বয়াসমলিঙ্গিতাঙ্গম্।
করীন্দ্রাননং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্,
জগন্মোহনং রক্তকান্তিং ভজেত্ত্বম্॥

পূজামন্ত্র— "ওঁ গং ত্রৈলোক্যমোহন কর গণেশায় নমঃ।"

জপ মন্ত্র— "ওঁ চক্রতুণ্ডৈক দ্রংষ্ট্রায় ক্লীং হ্লীং শ্রীং গং গণপতে বর বরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা।"

প্রয়োগ—সাধক স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সম্মুখে গণপতির চিত্র বা মূর্তি স্থাপন করে ধূপ-দীপ জ্বেলে, বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ও মিঠাই ভোগ দিয়ে উত্তরমুখে বসে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

জপকালীন অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সাধক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন ও একাহারী হয়ে থাকবে।

সিদ্ধি বিনায়ক মন্ত্র

এই সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাধক যে কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চাইলে প্রথমে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হতে হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে, কোনও সাধনাতেই সাধকের বাধা-বিঘ্ন থাকে না।

বিনিয়োগ—"**ওঁ হ্রীং ক্লীং বীরবর গণপতয়ে বঃ বঃ ইদং বিশ্বং মম বশমানয় ওঁ হ্রীং ফট্।**"

ধ্যান—"**ওঁ গং গণপতয়ে সর্ববিঘ্ন হরায় সর্বায়,**
সর্বং গুরবে লম্বোদরায় হ্রীং গং নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"**ওঁ নমো সিদ্ধিবিনায়কায় সর্বকারককর্ত্রে সর্ববিঘ্ন প্রশমনায় সর্বরাজ্য বশ্যকরণায় সর্বজন সর্বস্ত্রী পুরুষাকর্ষণায় শ্রীং ওঁ স্বাহা।**"

জপ বিধি— তন্ত্রমতে এই মন্ত্রটিকে খুবই প্রভাবশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি সংসারী লোক যদি উক্ত জপমন্ত্র ১০৮ বার প্রত্যহ জপ করে, তা'হলে সে সর্বকার্যে সাফল্য লাভ করে, কোন স্থানে যাত্রাকালীন যদি এই মন্ত্র মাত্র ১০ বার জপ করা যায়, তাহলে যাত্রা সফল হয় এবং পথে কোনও বাধা-বিঘ্ন থাকে না।

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক আপন সম্মুখে গণেশের চিত্র রেখে, ধূপ-দীপাদি পঞ্চ উপচারে ধ্যান সহযোগে গণেশের পূজা করবে। সাধক রক্তবস্ত্র পরিধান করবে। ললাটে ও বাহুতে রক্তচন্দন দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করবে। তারপর উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় ২৪ দিনে ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ শেষ করবে। যেদিন জপ সমাপন হবে, সেদিন ঘৃত ও বিল্বপত্র সহযোগে জপের দশাংশ অর্থাৎ ১০,২৫০ (দশ হাজার পঁচিশ শত হোম), ১০২৫ (এক হাজার পঁচিশ) তর্পণ, ১০৫ সিঞ্চন অর্থাৎ অভিষেক করবে। এই মন্ত্র জপকালীন সাধক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে ও ভূমিশয্যায় শয়ন করবে।

দ্বিতীয় বিধি— কুমোরের চাক থেকে মাটি সংগ্রহ করে তার দ্বারা গণেশের প্রতিমা নির্মাণ করে, প্রত্যহ পূজাদি করবে। তারপর সেই মূর্তির সামনে বসে প্রত্যহ ১০০০ (এক হাজার) মন্ত্র জপ করলে মাত্র ৭ দিনে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, অবিবাহিত পুত্র-কন্যার শীঘ্র বিবাহ হয়, অর্থাভাব দূর হয়।

তৃতীয় বিধি— যদি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক আসনে বসে ১০০০ (এক হাজার) বার করে মন্ত্র জপ করা যায়, তাহলে তিনমাস দশদিনে সাধক বাক্‌সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ বিধি— যদি দিবা দ্বিপ্রহরে এক আসনে বসে উক্তমন্ত্র জপ করা যায়, তাহলে একমাস মধ্যে সাধক ধনবান ও ঐশ্বর্যবান হয়।

পঞ্চম বিধি— আকন্দ গাছের মূল তুলে এনে তার দ্বারা গণেশের মূর্তি নির্মাণ করে, তার সম্মুখে প্রত্যহ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) উক্ত মন্ত্র যদি জপ করা যায়, তাহলে সাধক হঠাৎ অর্থলাভ করে ধনবান হয়।

ঋণমোচক গণেশ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীঋণহরণকর্ত্তৃং গণপতি স্তোত্রমন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ, শ্রীঋণহর্ত্তৃ গণপতির্দেবতা, গ্লীং বীজং, গঃ শক্তিঃ গৌং কীলকম্, মম সকল ঋণনাশনে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—"ওঁ সিন্দুরং বর্ণ দ্বিভুজং গণেশং লম্বোদরং পদ্মতলে নিবিষ্টম্।
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ পরিসেব্যমানং সিদ্ধৈর্যুতং তং প্রণমামি দেবম্।।
সৃষ্টয়াদ্যৌ ব্রহ্মণা সম্যক্ পূজিতঃ ফলসিদ্ধয়ে।
সদৈব পার্বতীপুত্রঃ ঋণনাশং করোতু মে।।
ত্রিপুরস্য বধাৎপূর্বং শম্ভুনা সম্যগর্চিতঃ।
সদৈব পার্বতীপুত্রঃ ঋণনাশং করোতু মে।।
হিরণ্যকশ্যপাদীনাং বধার্থে বিষ্ণুনার্চিতঃ।
সদৈব পার্বতীপুত্রঃ ঋণনাশং করোতু মে।।
মহিষস্য বধে দেব্যা গণনাথঃ প্রপূজিতঃ।
সদৈব পার্বতীপুত্রঃ ঋণনাশং করোতু মে।।

জপ মন্ত্র—"ওঁ গণেশ ঋণং ছিন্দি বরেণ্যং হুং নমঃ ফট্।"

জপ বিধি— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক উপরোক্ত জপমন্ত্রে গণেশের পূজা করে প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করলে তিন মাসের মধ্যে সাধক সর্ব প্রকার ঋণ মুক্ত হয় এবং তার অর্থাভাব দূর হয়।

শক্তি বিনায়ক মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শক্তি গণাধিপমন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ, বিরাটছন্দ, শক্তিগণাধিপো দেবতা, শ্রী বীজম্, হ্রীং শক্তিঃ মমাভীষ্টসিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—"ওঁ বিষাণাঙ্কুশবক্ষসূত্রং চ পাশং,
দানং করৈর্মোদিকং পুষ্করেণ।
স্বপত্নাযুতং হেমভূষামরাঢ্যং,
গণেশং সমুদ্যাদ্দিনেশাভ মীড্যে॥"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ শক্তি বিনায়কায় নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং।"

জপ বিধি— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক উত্তরাস্যে বসে, সম্মুখে গণেশের চিত্র রেখে রক্তবস্ত্রাদি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, ধূপ-দীপ জ্বেলে উপরোক্ত ধ্যানপূর্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। জপ চলাকালীন সাধক বিলাসিতা ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকবে।

মন্ত্র সিদ্ধি হলে— সাধক ধন-ধান্য ঐশ্বর্য্যাদি, যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার সুখ প্রাপ্ত হয়।

লক্ষ্মী-গণেশ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য লক্ষ্মী-বিনায়ক মন্ত্রস্য অন্তর্যামী ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, লক্ষ্মী বিনায়কো দেবতা, শ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ, মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ দন্তময়ে চক্রবরৌ দধানং
করাগ্রগং স্বর্ণঘটং ত্রিনেত্রম্।
ধৃতাব্জয়ালিঙ্গিতং মব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মী,
লক্ষ্মী গণেশং কনকাম মীড্যে॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ শ্রীং গং লক্ষ্মী-বিনায়কায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং গং সৌম্যায় গণপতয়ে মম বরদ সর্বজনম্মে বশমানয় স্বাহা॥"

জপ বিধি—পূর্বোক্ত রূপ বিধিতে সাধক আপন সম্মুখে লক্ষ্মী-গণেশের চিত্র রেখে, ধ্যানান্তে পঞ্চোপচারে বা যথাসাধ্য উপচারে লক্ষ্মী-গণেশের পূজা করে, উপরোক্ত জপমন্ত্র ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপ করবে, ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। ২৪ দিনে জপসংখ্যা

পূরণ করতে পারলে খুবই ভাল ফল হয়। এই মন্ত্র রাত্রিতে রুদ্রাক্ষমালায় জপ করবে এবং সাধককে সাত্ত্বিক আহার ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

হরিদ্রাগণেশ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য হরিদ্রাগণেশ মন্ত্রস্য মদন ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, হরিদ্রাগণেশ দেবতা, মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—"পাশাঙ্কুশৌ মোদকমেকদন্তং
কবৈর্দধানং কনকাসনস্থাং।
হরিদ্রাখণ্ড প্রতিমং ত্রিনেত্রং
পীতাংশুকং রাত্রি গণেশ মীড্যে॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ হুং গং গ্লৌং হরিদ্রা গণপতয়ে নমঃ।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ হুং গং গ্লৌং হরিদ্রা গণপতয়ে বর বরদ সর্বজন হৃদয়ং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।"

জ্ঞাতব্য— এই মন্ত্র স্তম্ভন কার্যে অত্যন্ত ফলপ্রদ। হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে, হরিদ্রা টুকরো করে সেই মালায় জপ করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে হরিদ্রাবর্ণের শয্যায় শয়ন করতে হবে। খাদ্যবস্তুর মধ্যে একটি ব্যাসনের তৈরী খাদ্যবস্তু অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

জপবিধি—কৃত নিত্যক্রিয় সাধক সম্মুখে গণেশের চিত্র রেখে ধূপ-দীপ জ্বেলে, ধ্যানান্তে হরিদ্রাবর্ণের পুষ্পদ্বারা পূজা করবে। তারপর উক্তমন্ত্র ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধি হবে। ২৪ দিনের মধ্যে জপ শেষ করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। মন্ত্র সিদ্ধি হলে সাধক দাম্পত্য-জীবনে সুখী, বীর্যস্তম্ভন, নপুংসকতা নাশ, বীরতা প্রভৃতি লাভ করে।

ষড়ক্ষর গণেশ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীগণেশ মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ বিঘ্নেশো দেবতা, বং বীজম্, যং শক্তি মমাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান—"ওঁ উদ্যদ্দিনেশ্বররুচিং নিজ হস্তপদ্মৈঃ,
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্ দধতং গজাননম্॥

রক্তাম্বরং সকল দুঃখহরং গণেশং।

ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ॥

জপমন্ত্র—"ওঁ বক্রতুণ্ডায় হুং।"

জপবিধি— সাধক পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে শুদ্ধভাবে গণেশের চিত্র সম্মুখে স্থাপন করে, যথাসাধ্য উপাচারে ধ্যানান্তে পূজা করে উত্তরমুখে বসে, রুদ্রাক্ষমালায় ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ) হাজার মন্ত্র জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। জপের শেষদিনে ঘৃত ও বিল্বপত্র সহযোগে ১২,০৫০ (বারো হাজার পঞ্চাশ) হোম, ১২৫০ (বারো শত পঞ্চাশ) তর্পণ এবং ১২৫ (একশত পঁচিশ) সিঞ্চন করলেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করবে। মন্ত্রসিদ্ধি হলে সাধকের কোনও দুঃখ কষ্ট থাকে না।

যন্ত্র প্রয়োগ— ভূর্জপত্রে পঞ্চগন্ধ দ্বারা গণেশযন্ত্র অঙ্কন করে, ষোড়শপচারে যন্ত্র পূজাবিধি অনুসারে পূজা করে, ডানহাতে ধারণ করলে, কোনও দিন অর্থাভাব হয় না।

সূর্য মন্ত্র

ধ্যান— "ওঁ ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচার,

ঞ্জিতশ্চারুকেশী।

ভাস্বন্যোদিব্যতেজা করকমলযুতঃ,

স্বর্ণবর্ণ প্রভাভিঃ॥

বিশ্বাকাশাবকাশী গ্রহগণ সহিতো

ভাতি যশ্চোদয়াদ্রী,

সর্বানন্দ প্রদাতা হরিহর নমিত

পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য।"

মন্ত্রোদ্ধার—উক্ত জপমন্ত্র আটবার পাঠ করলে মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে ধূপ-দীপ জ্বেলে রক্তবর্ণ পুষ্পদ্বারা ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে সূর্যের পূজা করে প্রত্যহ উক্ত জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট)

বার জপ করলেই সাধকের সর্বরোগ শান্তি হয়। ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

সূর্য যন্ত্র প্রয়োগ

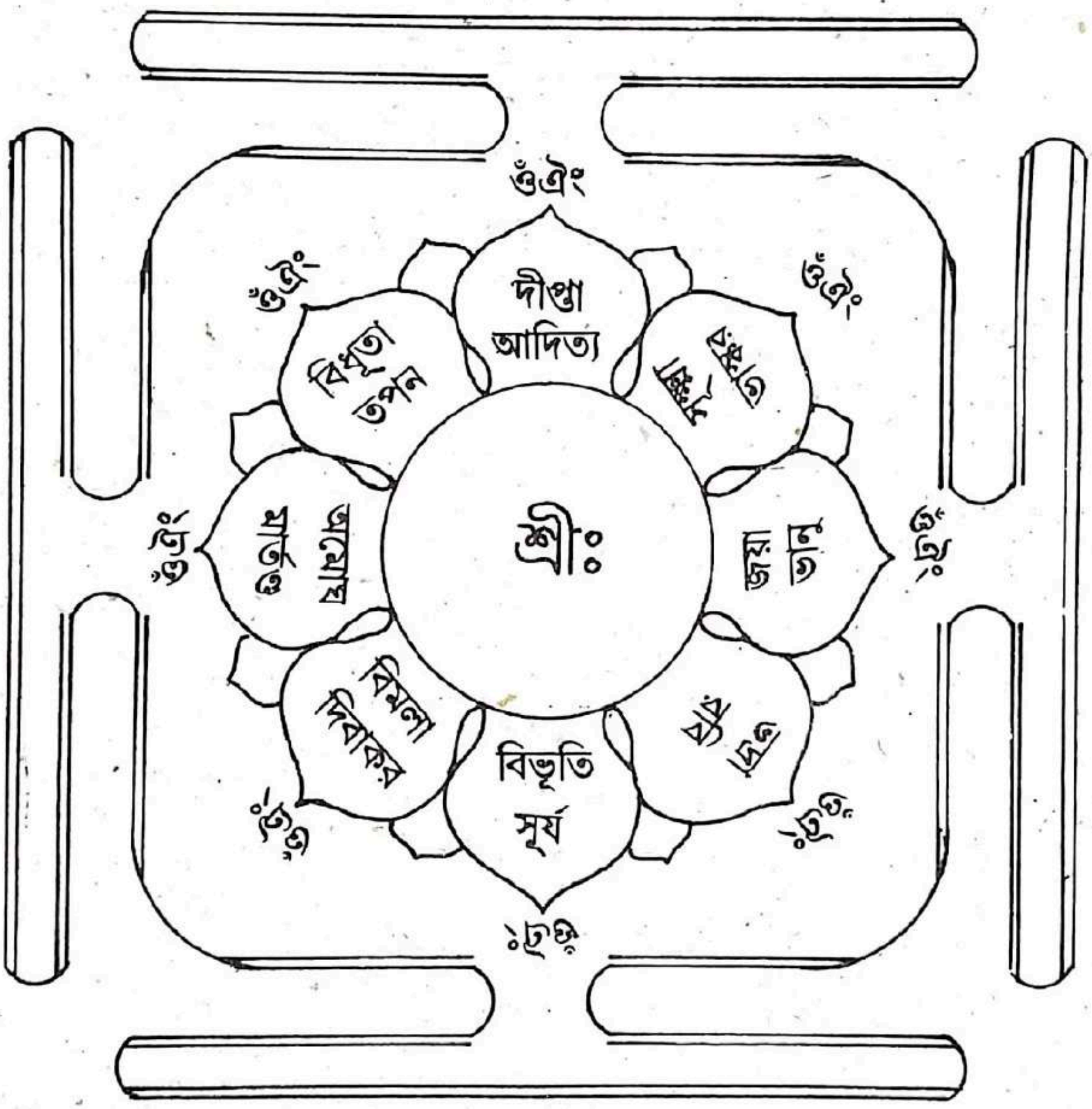

প্রয়োগ বিধি— অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভূর্জপত্রে উপরোক্ত যন্ত্র অঙ্কন করে যন্ত্রে সূর্যের পূজা করে, উক্ত জপমন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ শেষ করে, উক্ত যন্ত্রটি ডানহাতে ধারণ করলে দীর্ঘায়ু, যশ, মান, স্বাস্থ্যলাভ

হয়, চক্ষুজ্যোতি বৃদ্ধি পায়, সাধক বা ধারণকারী পুত্রবান ও ধনবান হয়, ভূত-প্রেত পিশাচাদির ভয় থাকে না।

বিষ্ণু মন্ত্র

ধ্যান— "ওঁ শান্তাকারং ভুজগ শয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্।
বিশ্বাধারং গগন দৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
লক্ষ্মীকান্তং কমল নয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈক নাথম্।।"

জপ মন্ত্র—"ওঁ নমো নারায়ণায়।"

মন্ত্রোদ্ধার—উক্ত জপ মন্ত্র ১০৮ বার পাঠ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— প্রত্যহ স্নানান্তে পূর্বমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে নারায়ণের চিত্র সামনে রেখে, শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দন দ্বারা ধ্যানান্তে সাধ্যমত উপচারে পূজাপূর্বক উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে সর্বপ্রকার উন্নতি হয়। সংসারে শান্তি আসে, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়, অর্থাভাব দূর হয়।

বিষ্ণু যন্ত্র প্রয়োগ

প্রয়োগ বিধি— ভূর্জপত্রে অষ্টগন্ধ দ্বারা নিম্নলিখিত যন্ত্রটি অঙ্কন করে পূর্বোক্ত প্রকারে যন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করে, এক পক্ষকাল প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার উক্ত জপমন্ত্র জপ করে, যন্ত্রটি ডানহাতে ধারণ করলে, সর্বপ্রকার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

বিষ্ণু যন্ত্র

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র অঙ্কন করে যন্ত্রের উপর বিষ্ণুমন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ২৩৪) বিষ্ণু যন্ত্র চিত্র দেওয়া হইল।

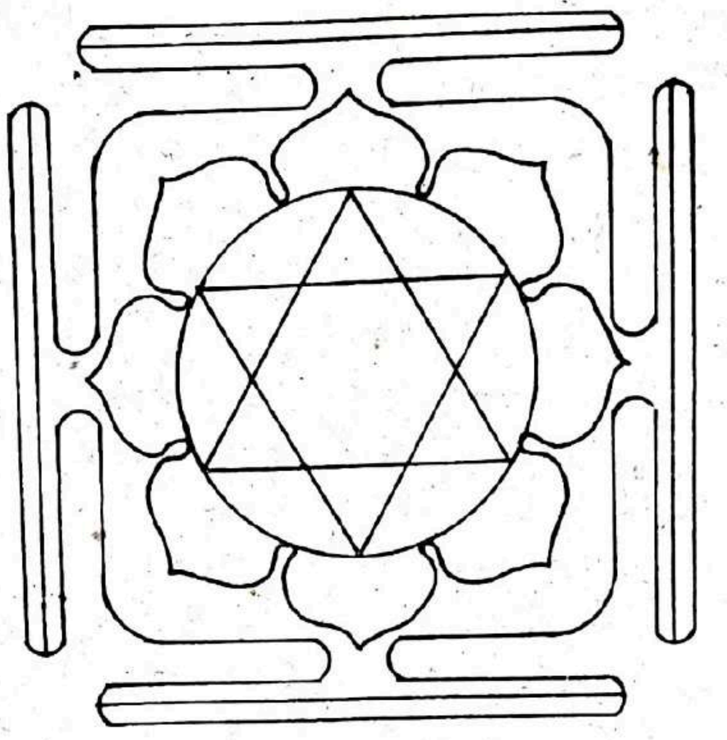

দ্বিতীয় প্রকার

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রস্য সাধ্য নারায়ণ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ বিষ্ণু দেবতা, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ উদ্যৎ কোটি দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং।
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম্।।
কোটিরাঙ্গদ হার কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভম্।
দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ শ্রীবৎস চিহ্নং ভজে।।"

পূজা ও জপমন্ত্র—"ওঁ নমো নারায়ণায়।"

জপবিধি— প্রত্যহ স্নানান্তে পূর্বমুখে বসে নারায়ণের চিত্র সমুখে রেখে (ব্রাহ্মণ স্থলে শালগ্রাম শিলায়) যথাশক্তি উপচারে শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্প দ্বারা ধ্যানান্তে পূজাদি করে প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবে। ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ঐই মন্ত্রের প্রভাবে গৃহস্থের সর্বপ্রকার কল্যাণ হয়।

দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র বা বাসুদেব মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য মন্ত্রস্য প্রজাপতি ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ বাসুদেব পরমাত্মা

দেবতা সর্বেষ্ট সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্র কোটি সদৃশং,
শঙ্খং রথাঙ্গং গদাম্ভোজং দধতং সিতাব্জম্।
নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্
আবদ্ধাঙ্গদহার কুণ্ডল মহামৌলিং,
স্ফুরৎ কঙ্কণম্॥
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদারং কৌস্তুভধরং
বন্দে মুনিন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥"

পূজামন্ত্র— "ওঁ নমো বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।"

জপমন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত প্রকারে পূজাদি সমাপনান্তে উপরোক্ত জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বা ততোধিক জপ করতে হবে প্রত্যহ তুলসী মালায়। ১২,০০০,০০ (বারো লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র প্রভাবে গৃহী মানুষদের সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয়।

ষড়ক্ষর শিব মন্ত্র

বিনিয়োগ— "ওঁ অস্য শ্রীশিবষড়ক্ষর মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ, পংক্তিচ্ছন্দঃ, ঈশানো দেবতা, ওঁ বীজম্, নমঃ শক্তিঃ, শিবায়েতি কীলকম্, চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ্যর্থ জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরাশুমৃগবরা
ভীতি হস্তং প্রসন্নম্॥
পদ্মাসীনং সমন্তাস্তুতমমরগণৈঃ
ব্যাঘ্রকৃতি বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

পূজা ও জপমন্ত্র— "ওঁ নমঃ শিবায়।"

জপবিধি— এই মন্ত্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী। যে কোনও গৃহী মানুষ এই মন্ত্র জপ

করতে পারেন। শুদ্ধভাবে উত্তরমুখে বসে শিবের চিত্র বা শিবলিঙ্গ সম্মুখে রেখে শিবের মস্তকে বিল্বপত্র ও রক্তচন্দন দিয়ে, উক্তমন্ত্র প্রত্যহ রুদ্রাক্ষমালায় ১০,০০০ (দশ হাজার) অথবা সাধ্যমত জপ করবে। ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র গৃহী মানুষ সারাজীবন জপ করতে পারে। এই মন্ত্র প্রভাবে গৃহস্থের সর্বাঙ্গীন কুশল হয়।

শিব যন্ত্র

বিষ্ণু যন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে নিতে হবে। বিষ্ণু যন্ত্রে এবং শিব যন্ত্রে কোনও প্রভেদ নাই।

মন্ত্রোদ্ধার— পাঁচবার "ওঁ নমঃ শিবায়।" মন্ত্র জপে মন্ত্রোদ্ধার হয়। ধ্যান পূর্বের ন্যায়।

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে পূজাদি করে রুদ্রাক্ষমালায় উত্তরমুখে বসে, প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মৃত্যুভয়, রোগভয় প্রভৃতি অমঙ্গল দূর হয়, দুঃখ কষ্ট থাকে না।

অষ্টাক্ষর শিবমন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য অষ্টাক্ষর শ্রীশিবমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ উমাপতির্দেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান- "ওঁ বন্দুকসন্নিভং দেবং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্।
ত্রিশূলধারিণং বন্দে চারুহাসং সুনির্মলম্॥
কপালধারিণং দেবং বরদাভয় হস্তকম্।
উময়া সহিতং শম্ভুং ধ্যায়েৎ সোমেশ্বরং সদা॥"

জপমন্ত্র—"হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং।"

পূজামন্ত্র ও পূজাবিধি পূর্বপ্রকার, শুধুমাত্র ধ্যান উক্ত প্রকার হবে। উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় জপ।

— যথাবিধি ধ্যানাদি সহকারে পূজা করে, উক্ত জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) অথবা ততোধিক জপ করতে হবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সমাপ্ত হলে ঘৃত ও বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম, ১০০০ (এক হাজার)

তর্পণ এবং ১০০ (এক শত) অভিষেক অর্থাৎ সিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির ফলে সাধক আর্থিক সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য লাভ, মোক্ষ প্রভৃতি সর্বতোমুখী উন্নতি লাভ করে।

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

বিনিয়োগ-"ওঁ অস্য ত্র্যক্ষরাত্মক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রস্য কহোলঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবো দেবতা, জুং বীজম্ সঃ শক্তিঃ সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান-"চন্দ্রার্কাগ্নিং ত্রিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্ত স্থিতম্।
মুদ্রাপাশ মৃগাক্ষসূত্র বিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্॥
কোটিন্দু গলৎসুধাপ্লুততনু হারাদি ভূষোজ্জ্বলম্।
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥

জপমন্ত্র—"ওঁ জুং সঃ।"

পূজার্মন্ত্র—"ওঁ জুং সঃ মৃত্যুঞ্জয় শিবায় নমঃ।"

জপবিধি— সাধক উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জেলে, সাধ্যমত উপচারে উক্ত ধ্যানান্তে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজা করবে। শিবলিঙ্গে অথবা বাণলিঙ্গে পূজা করার নিয়ম। পূজা শেষে উক্ত জপমন্ত্র ৩,০০,০০০(তিন লক্ষ) জপ করবে। যেদিন জপ সংখ্যা পূরণ হবে সেদিন দুগ্ধ, জল, ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা ৩০ হাজার হোম, ৩ হাজার তর্পণ এবং ৩০০ শত সিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধকের আয়ু, আরোগ্য লাভ, যশ, ধনৈশ্বর্য ও বাকসিদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

এই মন্ত্র প্রভাবে নানা প্রকার রোগ শান্তি, অকাল মৃত্যু নাশ, পরমায়ু বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়। যে গৃহে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করা হয়, সেই গৃহে কোনও প্রকার রোগ-শোক, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি থাকে না।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রস্য বামদেব কহোল বশিষ্ঠ ঋষয়ঃ পংক্তিগায়ত্র্যনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি, সদাশিব মহামৃত্যুঞ্জয় রুদ্রা দেবতাঃ, শ্রীবীজম্, হ্রীং শক্তিঃ, শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় প্রীতয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—"ওঁ হস্তাম্ভোজ যুগস্থং কুম্ভং যুগলাদুদ্ধৃত্য তোয়ং শিরঃ।
সিঞ্চন্তং করয়োর্যুগেন দধতং স্বাঙ্কে সম্ভুভৌ করৌ॥
অক্ষগ্রজং মৃগহস্তমম্বুজগতং মূর্দ্ধস্য চন্দ্রস্যবৎ।
পীযূষোন্নতনুং ভজে সগিরিজং মৃত্যুঞ্জয়ং ত্র্যম্বকং॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ জুং সঃ মৃত্যঞ্জয় শিবায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্লীং ওঁ জুং সঃ ভূর্ভূবঃ সঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মূক্ষীয় মামৃতাৎ। ভূভুবঃ স্বরোম্ জুং সঃ হৌং ওঁ।"

জপবিধি— সাধক স্নানান্তে উত্তরমুখে বসে উপরোক্ত ধ্যানান্তে যথাবিধি মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করবে। জপের শেষ দিনে তিল, ঘৃত ও বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা ১০ হাজার ২৫০ হোম করবে। ১ হাজার ২৫ তর্পণ এবং ১০০ একশত ২৫ পঁচিশ অভিষিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধি হবে।

এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে, সাধক দীর্ঘায়ু হয়, বার্ধক্য আসে না, দেহ নীরোগ থাকে, ধনবান, ঐশ্বর্যবান ও খ্যাতিমান হয়। সমস্ত অশুভ যোগ নাশ হয়।

ত্র্যম্বক মন্ত্র

এই মন্ত্রের অপর নাম কাল ভক্ষী। স্বল্পায়ু ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করলে দীঘায়ু হয়।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য ত্র্যম্বক মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ, অনুষ্টুপছন্দ, ত্র্যম্বক পার্বতীপতির্দেবতা ত্র্যং বীজম, স্বং শক্তিঃ কং কীলকম্, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধর্থে জপে বিনিয়োগ।"

ধ্যান— "ওঁ হস্তাভ্যাং কলশদ্বয়ামৃতরসৈরাপ্লাবয়ন্তং শিরো।
দ্বাভ্যাং তৌ দধতং মৃগাক্ষবলয়ে দ্বাভ্যাং বহন্তং পরম্॥
অঙ্কন্যস্ত করদ্বয়ামৃতঘটং কৈলাসকান্তং শিবম্।
স্বচ্ছাম্ভোজ নবেন্দু মুকুটং দেবং ত্রিনেত্রম্ ভজে॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ ত্র্যম্বকং শিবায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মূক্ষীয় মামৃতাৎ॥"

জপবিধি— উপরোক্ত মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা বিধি অনুযায়ী পূজাদি করে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করতে হবে। শিবলিঙ্গে পলাশ ফুল, ধুস্তুর, পুষ্প ও ফল, বিল্বপত্র ও বিল্ব চড়াতে হবে। একলক্ষ জপে মন্ত্রসিদ্ধি হলে সাধক শত্রুজয়ী ও দীর্ঘায়ু হয়।

রুদ্র মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীরুদ্র মন্ত্রস্য বোধায়ন ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ, রুদ্রো দেবতা, মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—"ওঁ কৈলাসাচল সন্নিভং ত্রিনয়নং পঞ্চাস্যমম্বাযুতম্।
নীলগ্রীব মহীশ ভূষণধরং ব্যাঘ্রত্বচা প্রবৃতম্॥
অক্ষস্রগ্‌বর কুণ্ডিক ভয়ঙ্করং চন্দ্রকলাং বিভ্রতং।
গঙ্গাম্ভৌ বিললজ্জটং দশভুজং বন্দে মহেশং পরম্॥"

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত পূজাবিধি অনুসারে ধ্যানান্তে জপমন্ত্র দ্বারা পূজা করে, উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে গার্হস্থ্য জীবনে সর্বপ্রকার সুখ ভোগ করতে পারা যায়।

ত্বরিত রুদ্রমন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য ত্বরিত রুদ্রমন্ত্রস্য অথর্বন ঋষিঃ, অনুষ্টুপছন্দঃ, ত্বরিত রুদ্র সংজ্ঞিকা দেবতা, নমঃ ইতি বীজম্, অস্ত ইতি শক্তি, ত্বরিত রুদ্র প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান— "ওঁ রুদ্রং চতুর্ভুজং দেবং ত্রিনেত্রং বরদাভয়ম্।
দধানমূর্দ্ধ হস্তাভ্যাং শূলং ডমরুমেব চ॥
অক্ষ সংস্থামুম্মাং পদ্মে দধানং চ করদ্বয়ে।
আদ্যে করদ্বয়ে কুম্ভং মাতুলুঙ্গং চ বিভ্রতম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ ত্বরিত রুদ্রায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ যো রুদ্রঽগ্নৌ যোপ্সুয় ওষধীঽষুয়ো রুদ্রো বিশ্বা ভুবনা বিবেশ তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্তু।"

জপবিধি— এই মন্ত্র শঙ্করের অতি প্রিয়। যথাবিধি ধ্যানান্তে রুদ্রদেবের পূজা সমাপন করে, উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। সাধক পূর্ণব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে জপ করবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে অপুত্রের পুত্র, নির্ধনের অর্থাদি লাভ ও সর্বকার্যে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সংসারী মানুষের এই জপ অবশ্য কর্তব্য।

রাম মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীরাম মন্ত্রস্য, ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্র দেবতা, রাং বীজম্, নমঃ শক্তিঃ চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ নীলাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনম্।
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি॥
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবম্।
পশ্যন্তীং মুকুটাং গদা দিবি বিধা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥"

পূজামন্ত্র ও জপমন্ত্র—"ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।"

জপবিধি— পূর্বাস্যে বসে রঘুনাথ শিলা (ব্রাহ্মণ পক্ষে) অথবা রামচন্দ্রের চিত্র সম্মুখে রেখে শ্বেতচন্দন, তুলসী ও শ্বেতপুষ্পাদি বা সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা, উপরোক্ত ধ্যানমন্ত্রে ধ্যান করে যথাশক্তি উপচারে পূজা করবে। পরে তুলসীমালা অথবা স্ফটিকের মালায় উক্ত জপমন্ত্র ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। গৃহী ব্যক্তি এই মন্ত্র জপে সর্বপ্রকার শুভফল লাভ করে, এর দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে।

দশাক্ষর রাম মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ও অস্য দশাক্ষর রামমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ বিরাট্‌ছন্দঃ সীতাপতি পরিগ্রহে শ্রীরামো দেবতা, হূং বীজম্, স্বাহা শক্তিঃ, চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্ন সৌন্দর্য মণ্ডপে।
মন্দার পুষ্পৈরাবদ্ধ বিতান তোরণাঙ্কিতে॥
সিংহাসন সমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রাঘবম্।
রক্ষোভির্হরিভির্দেবৈর্দিব্যযান গতৈঃ শুভৈঃ॥

সংস্তূয়মানং মুনিভিঃ সর্বতঃ পরিসেবিতম্।
সীতালঙ্কৃত বামাঙ্গং লক্ষ্মণনোপশোভিতম্॥"

পূজা ও জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রঁ জানকী বল্লভায় স্বাহা।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্বমুখে বসে ধ্যানান্তে শ্রীরামচন্দ্রের যথাসাধ্য পূজাদি করে, তুলসীমালা বা স্ফটিকের মালায় উক্ত জপমন্ত্র ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রের প্রভাবে সর্ববিষয়েই বিশেষ ফলদান করে। অতএব এই মন্ত্র সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যোগী ও গৃহী সকলেই জপ করতে পারেন।

কৃষ্ণ মন্ত্র

বিনিয়োগ—অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, ক্লীং বীজম্ স্বাহা শক্তিঃ, চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান— "স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যা সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজং প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ।
পীড়িতা কামবাণেন বিরামা শ্লেষোণোৎসুকাঃ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দু বর্হাবতং সপ্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্ক মুদারম্ কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনু গো গোপ সঙ্ঘাবৃতম্।
গোবিন্দ কলবেণু বাদনং পর দিব্যাঙ্গ ভূষং ভজে॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বাসুদেবায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।"

জপবিধি— পূর্বাস্যে বসে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সম্মুখে রেখে কিংবা শালগ্রাম শিলার (ব্রাহ্মণপক্ষে) সম্মুখে, পূর্বোক্ত ধ্যানান্তে যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে তুলসী মালায় উক্ত জপমন্ত্র ১১,০০,০০০ (এগার লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক জীবনে সর্বসুখ ভোগ করে অন্তে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়।

নৃসিংহ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য নৃসিংহ মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ, অনুষ্টুপছন্দঃ, সুরাসুর নমস্কৃত

নৃসিংহ দেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ মাণিক্যাদি সমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্ত রক্ষোগণম্।
জানুন্যস্ত করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ ভূষণম্॥
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খ চক্রমনিশং দংষ্ট্রাগ্র বক্রোল্লসৎ।
জ্বালা জিহ্বমদগ্র কেশ নিচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভু॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ নৃসিংহায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ উগ্রবীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতোমুখম্।
নৃসিংহ ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমামহম্॥"

জপবিধি— পূর্বাস্যে বসে নৃসিংহদেবের চিত্র সম্মুখে রেখে কিংবা শালগ্রাম শিলায় (ব্রাহ্মণপক্ষে) যথাশক্তি নৃসিংহদেবের পূজা করে, স্ফটিকের মালায় উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র প্রভাবে শত্রু দমন বা নাশ হয়।

বরাহ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য বরাহ মন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ, অনুষ্টুপছন্দঃ, আদি বরাহ দেবতা, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ আপাদং জানুবেশাদ্ধর কনকনিভং নাভিদেশাদধস্তাৎ।
মুক্তাভং কণ্ঠদেশাত্তরুণ রবিনিভং মস্তকান্নীলভাসম্॥
ইড়ে হস্তৈর্দধনিং রথচরণোদরৈঃ খড়্গ খেটৌ গদাখ্যাম্।
শক্তিং দানাভয়ে চ ক্ষিতিধরণ লসদ্দংষ্ট্রমাদ্যং বরাহম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ বরাহায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্যাৎপতে ভূপতিত্বং বেদ্যতে দদাপয় স্বাহা।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত পূজাবিধি অনুসারে বরাহদেবের পূজা করে স্ফটিক মালায় পূর্বাস্যে বসে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই মন্ত্র প্রভাবে যুদ্ধে বা কলহে জয়লাভ হয়, শত্রু, চোর, ভূত-প্রেত প্রভৃতির বাধা দূর হয়। মৃত্যুভয় দূর করে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্রস্য প্রজাপতি ঋষিঃ, গায়ত্রীছন্দ,

বাসুদেব দেবতা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থে জপে বিনিয়োগঃ।”

ধ্যান— “ওঁ বিদ্দুৎচন্দ্রানিভং বপুঃ কমলজা বৈকুণ্ঠয়োরেকতাম্।
প্রাপ্তং স্নেহবশেন রত্ন বিলসদ্ভূষাম্ভরালঙ্কৃতাম্॥
বিদ্যা পঙ্কজ দর্পণান্মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাম্।
শঙ্খং চক্রম্ মুনি বিভ্রদ্মিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥”

পূজামন্ত্র—“ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ।”

জপমন্ত্র—“ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ।”

জপবিধি— “পূর্বাস্যে বসে সম্মুখে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র রেখে যথাশক্তি পূজা করে পদ্মবীজ, স্ফটিক বা তুলসীমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। জপকারী সর্ববিষয়ে সুখৈশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। চার আঙুল সম চতুষ্কোণ রৌপ্যপাত্রে উক্তমন্ত্র খোদাই করে নিত্য পূজা করলে ও তুলসী পত্র দিলে গৃহে কোনও অশান্তি থাকে না, ধন-ধান্যে গৃহ পূর্ণ হয়।

হনুমান মন্ত্র

বিনিয়োগ—“ওঁ অস্য হনুমৎ মন্ত্রস্য রামচন্দ্র ঋষিঃ, জগতীছন্দঃ, হনুমন্ত দেবতা, হসৌং বীজম্, হস্ফেং শক্তি, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।”

ধ্যান— “ওঁ বালার্কাযুত তেজসং ত্রিভুবন প্রক্ষোভকং সুন্দরম্।
সুগ্রীবাদি সমস্ত বানরগণৈঃ সংসেব্য পাদাম্বুজম্॥
নাদেনৈব সমস্ত রাক্ষসগণান্ সন্ত্রাসয়ন্তং প্রভুম্।
শ্রীমদ্রাম পদাম্বুজং স্মৃতি রতং ধ্যায়ামি বাতাত্মজম্॥”

পূজামন্ত্র—“ওঁ হনুমন্তায় নমঃ।”

জপমন্ত্র—“ওঁ হৌং হস্ফেং খ্ফেং হস্রৈং হস্ফেং হসৌং হনুমতে নমঃ।”

জপবিধি— পূর্ব বা উত্তরাস্যে শ্রীহনুমানজীর চিত্র সম্মুখে রেখে উপরোক্ত ধ্যানান্তে যথাবিধি পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১২,০০০ (বার হাজার) জপে সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে মন্ত্র জপ করলে গৃহে ভূত-প্রেত-পিশাচ ভয়, অস্ত্রাঘাতের ভয় ও সমস্ত বাধা-বিঘ্ন নাশ হয়। সর্বকার্যে সাফল্য লাভ হয়।

দশাক্ষর বীর সাধন মন্ত্র

বিনিয়োগ— হনুমান মন্ত্রের ন্যায়।

ধ্যান— **"ওঁ ধ্যায়েদ্রণে হনুমন্তং কপি কোটিসমন্বিতম্।**
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্টা বরমথিতম্॥
লক্ষ্মণং চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে।
গৃহঞ্চ ক্রোধমুৎপাদ্য গৃহীত্বা গুরুপর্বতম্॥
হুহুঙ্কারৈঃ সদর্পেশ্চ কম্পয়ন্তং জগত্রয়ম্।
ব্রহ্মাণ্ডং চ সমাবাপ্য কৃত্বা ভীমং কলেবরম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ পবননন্দনায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ পবননন্দনায় স্বাহা।"

জপবিধি— সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে করমালায় ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করবে। পরে দ্বাদশবার হাতে জল নিয়ে উক্তমন্ত্র জপ করে নিজের দেহে সিঞ্চন করবে। পরে নদীতীরে বা পাহাড়-পর্বতে বসে উক্ত জপ মন্ত্রে সাধ্যমত প্রাণায়াম করবে। পরে ধ্যানান্তে মহাবীরজীর পূজা করে, উক্ত জপমন্ত্র ৬০০০ (ছয় হাজার) জপ করবে। ৬ দিন প্রত্যহ এইভাবে জপ করে, সপ্তম দিনে সারাদিন সারারাত উক্ত জপমন্ত্র জপ করতে থাকলে, চতুর্থ প্রহরে সাধককে মহাভয় দেখাবে, সাধক ভীত না হয়ে জপ করতে থাকবে। তখন মহাবীর সাধককে দর্শন দেন ও বর প্রদান করেন।

দ্বাদশাক্ষর হনুমান মন্ত্র

কার্যসিদ্ধি জপ মন্ত্র—"ওঁ নমো মর্কট মর্কটায় স্বাহা।"

জপবিধি— সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন করে আমের পাতার ওপর আবীর ছড়িয়ে ডালিম গাছের কলমের দ্বারা উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) লিখলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

শত্রুনাশ জন্য মন্ত্র—"ওঁ হরিমর্কট মর্কটায় অমুকং (শত্রুর নাম) হরি মর্কট মর্কটায় স্বাহা।"

বিধি— উপরোক্ত মন্ত্রে অমুকং স্থলে শত্রুর নাম বসিয়ে সিন্দুর দ্বারা ভূর্জপত্রে বা কাগজে মন্ত্রটি শত্রুর নাম সহ হনুমানজীর চিত্র বা মূর্তিতে জুড়ে দেবে। তারপর পঞ্চোপচারে হনুমানজীর পূজা করে, সরষের তেল দ্বারা ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ করতে করতে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) ধারা দিতে হবে। এর প্রভাবে শত্রুনাশ হয়, তার সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হয়। এটি মারণ কর্মের অন্তর্গত।

অষ্টাদশাক্ষর হনুমান মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য অষ্টাদশাক্ষর হনুমান মন্ত্রস্য ঈশ্বর ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ, হনুমন্ত দেবতা, হুং বীজম্, স্বাহা শক্তি, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ দহনতপ্ত সুবর্ণ সমপ্রভং ভয়ঙ্করং,
হৃদয়ে বিহিতাঞ্জলিম্।
শ্রবণ কুণ্ডল শোভিত মুখাম্বুজং,
নমতং বানররাজ মিহাদ্ভুতম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে আঞ্জনেয়ায় মহাবলায় স্বাহা।"

জপবিধি— সাধক উত্তরাস্যে বসে যথাশক্তি উপচারে ধ্যানান্তে হনুমানজীর পূজা করে, উপরোক্ত জপমন্ত্র ২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে, মন্ত্র প্রভাবে রোগ-ব্যাধি, সর্বপ্রকার উপদ্রব শান্তি হয়। ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব দূর হয়, সংসারে শান্তি বিরাজ করে।

বিপদনাশক বটুক মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং বটুকায় আপাদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং।"

জপবিধি— যে কোনও মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথি থেকে মন্ত্র জপ শুরু করবে, প্রত্যহ ১০,০০০ (দশ হাজার) করে মন্ত্র জপ করবে। এইভাবে ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র প্রভাবে, ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য, বৃদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধিবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে সহায়ক হয়। জপকালীন একাহারী ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকতে হয়।

স্বর্ণ-আকর্ষণ ভৈরব মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীস্বর্ণ আকর্ষণ ভৈরব মন্ত্রস্য শ্রীব্রহ্মা ঋষিঃ, পংক্তি ছন্দঃ, হরিহর ব্রহ্মাত্মক স্বর্ণ আকর্ষণ ভৈরবো দেবতা, হ্রীং বীজম্, হ্রীং শক্তি, ওঁ কীলকম্ স্বর্ণ আকর্ষণ ভৈরব প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থে স্বর্ণরাশি প্রাপ্তয়ে স্বর্ণ আকর্ষণ ভৈরব মন্ত্র জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "পীতবর্ণং চতুর্বাহুং ত্রিনেত্রং পীতবাসসম্।
অক্ষয় স্বর্ণ মাণিক্যং তড়িৎপুরিত পাত্রকম্॥
অভিলষিতং মহাশূলং তোমারং চামরদ্বয়ম্।
সর্বাভরণ সম্পন্নং মুক্তাহারোপশোভিতম্॥
মদোন্মত্তং সুখাসীনং ভক্তানাং চ বরপ্রদম্।
সন্ততং চিন্তয়েদৃশ্যং ভৈরবং সর্বসিদ্ধিদম্॥
পারিজাত দ্রুম কান্তারস্থিতে মণিমণ্ডপে।
সিংহাসন গতং ধ্যায়েদ্ ভৈরবং স্বর্ণদায়কং॥
গাঙ্গেয়াত্রং ডমরুং ত্রিশূলং বরং করৈঃ সন্দধতং ত্রিনেত্রম্।
দেব্যাযুতং তপ্ত সুবর্ণ বর্ণ স্বর্ণাকৃতি ভৈরবামাশ্রয়ামি॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ ভৈরবায় নমঃ"

জপমন্ত্র— "ঐং হ্লীং শ্রীং ঐং শ্রীং আপদুদ্ধারণায় হ্রাং হ্রীং হ্রুং।
অজামলবদ্ধায় লোকেশ্বরায় স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবায়।
মম দারিদ্রয় বিদ্বেষণায় মহাভৈরবায় নমঃ শ্রীং হ্রীং ঐং।"

জপবিধি—সাধক উত্তরাস্যে বসে রক্তচন্দন ও বিল্বপত্র দ্বারা ভৈরবের ধ্যানান্তে যথাশক্তি পূজা করে, উপরোক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। জপ শেষে দশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা হোম, এক হাজার পঁচিশ তর্পণ ও একশত তিন অভিসিঞ্চন করলেই পুরশ্চরণসহ মন্ত্র সিদ্ধ হবে। এই মন্ত্র প্রভাবে গৃহে সর্বদা লক্ষ্মী বিরাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়।

বাধা বিনাশক ক্ষেত্রপাল মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য ক্ষেত্রপাল মন্ত্রস্য, ব্রহ্মা ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, ক্ষেত্রপাল দেবতা, ক্ষাং বীজম্, লঃ শক্তি, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ নীলাঞ্জনাদিনিভং মূর্দ্ধং পিশঙ্গ কেশং,
বৃত্তোগ্র লোচন মদাত্ত গদা কপালম্।
কাষাম্বরং ভুজগভূষণোমুগ্র দংষ্ট্রং,
ক্ষেত্রে সমুদ্ভুতং তনুং প্রণমামি দেবং।"

পূজা ও জপমন্ত্র—“ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।”

জপবিধি— চার অঙ্গুলিসম চতুষ্কোণ তাম্র বা রৌপ্য পাত্রে ক্ষেত্রপালের মূর্তি খোদিত করে, তার ওপর জলধারা ও দুগ্ধধারা দিতে দিতে মন্ত্র জপ করতে হবে। মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়, মন্ত্র প্রভাবে জপকারী সর্বকার্যে সিদ্ধ হয়।

কামদেব মন্ত্র

বিনিয়োগ—“ওঁ কামবীজ মন্ত্রস্য সম্মোহন ঋষিঃ, গায়ত্রীছন্দঃ, সর্বসম্মোহন মকর দেবতা সর্বসম্মোহনে বিনিয়োগঃ।”

ধ্যান— “ওঁ জাপরুণং রক্তবিভুষণাঢ্যং মীনধ্বজং চারুকৃতাঙ্গবাসম্।
করাম্বুজৈরঙ্কুশভিক্ষু চাপ পুষ্পাস্ত্র পাশৌ দধতং ভজামি।।”

জপ ও পূজামন্ত্র—“ওঁ ক্লীং কামদেবায় নমঃ।।

উপরোক্ত মন্ত্র পূর্বাস্যে বসে পদ্মবীজ মালায় বা স্ফটিক মালায় ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এটি মোহন ও স্তম্ভনকার্যে ব্যবহার করা যায়। যারা উক্তমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে না পারে, তারা প্রত্যহ নিম্নলিখিত কামগায়ত্রী ১০৮ বার করে জপ করলে সর্বপ্রকার মোহন ও স্তম্ভনের কাজ হয়।

কাম গায়ত্রী—“ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।”

অর্থ লাভার্থ কুবের মন্ত্র

বিনিয়োগ—“ওঁ অস্য কুবের মন্ত্রস্য বিশ্রবা ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ, শিবমিত্র ধনেশ্বরো দেবতা, মমাভীষ্ট সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ।”

ধ্যান— “ওঁ মনুজবাহ্য বিমান বরস্থিতং গরুড়রত্ননিভং নিধিনায়কম্।
শিবসখং মুকুটাদি বিভূষিতং বরগদেবং ভজ তুন্দিলম্।।”

পূজামন্ত্র—“ওঁ কুবেরায় নমঃ।”

জপমন্ত্র—“ওঁ যক্ষায় কুবেরায় বৈশ্রবণায় ধন-ধান্যাধিপতয়ে ধন-ধান্য সমৃদ্ধিং মে দেহি দাপয় স্বাহা।”

জপবিধি— উত্তরমুখে বসে উপরোক্ত ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে কুবেরের পূজা করে, জপমন্ত্র রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। জপের শেষ

দিবসে তিলমিশ্রিত ঘৃতদ্বারা দশ হাজার হোম, এক হাজার তর্পণ, এক শত অভিসিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হলে সাধকের কোনদিন অর্থাভাব হয় না।

বরুণ মন্ত্র

বিনিয়োগ— "ওঁ অস্য বরুণ মন্ত্রস্য, বশিষ্ঠ ঋষিঃ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ, বরুণো দেবতা, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধর্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ চন্দ্রপ্রভং পঙ্কজং সন্নিষন্নং পাশাঙ্কুশা ভীতিবরং দধানম্।
মুক্তা বিভুষাঞ্চিত সর্বগাত্রং ধ্যায়েৎ প্রসন্নং বরুণ বিভৃত্যৈ॥"

পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে উক্ত ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে বরুণ দেবের পূজা করতে হয়।

পূজামন্ত্র— "ওঁ বং বরুণায় নমঃ।"

জপমন্ত্র— "ওঁ ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিসু ক্ষিপ্তোব্য অস্মৎপাশং বরুণো মমোচৎ।
অবোদস্বানা অহিতে রূপস্থা দ্যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃস্বঃ।"

জপবিধি— পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র জপ করতে হয়।

উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়, এই মন্ত্র প্রভাবে বৃষ্টি নামানো যায়, সংসারে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করে।

ষোড়শাক্ষর কুবের মন্ত্র

পূজা, ধ্যান, বিনিয়োগ পূর্বোল্লিখিত বরুণ মন্ত্রের ন্যায়, শুধুমাত্র জপ মন্ত্র পৃথক।

জপমন্ত্র— "ওঁ শ্রীং ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং ক্লীং বিত্তেশ্বরায় নমঃ।"

জপবিধি— উক্তমন্ত্র উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে। জপের শেষদিনে বা তৎ পরদিবস তিল মিশ্রিত ঘৃত সহযোগে ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম, ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ, ১০০ (এক শত) অভিষিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধি হবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে জীবনে অর্থের অভাব হয় না, ধনৈশ্বর্যে গৃহ পূর্ণ হয়।

ধর্মরাজ (যম) মন্ত্র

জপমন্ত্র— "ওঁ ক্রীং হ্রীং আং বৈং বৈবস্বতায় ধর্মরাজায় ভক্তানুগ্রহ কৃতে নমঃ।"

জপবিধি— উপরোক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধি হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে মৃত্যু অন্তে নরক গমন করতে হয় না।

ঘন্টাকর্ণ মন্ত্র

জপমন্ত্র— "ওঁ ঘন্টাকর্ণ মহাবীরো (অমুকং) সর্বোপদ্রব নাশনং কুরু কুরু স্বাহা।"

মন্ত্র মধ্যে 'অমুকং' শব্দের স্থলে শত্রুর নামোল্লেখ করতে হবে।

পূজামন্ত্র— "ওঁ ঘন্টাকর্ণায় নমঃ।"

জপবিধি— উত্তরাস্যে বসে যথাশক্তি ঘন্টাকর্ণের পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে শত্রু নাশ, মামলা-মোকদ্দমা ও কলহে জয়লাভ ও আর্থিক উন্নতি হয়। "অমুকং" স্থলে নিজের নাম প্রয়োগ করলে আর্থিক উন্নতি হয়।

শান্তিকর্মে গরুড় মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য গরুড় মন্ত্রস্য অনন্ত ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ পক্ষীন্দ্রো দেবতা, ওঁ বীজম্, স্বাহা শক্তিঃ, মমাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যান— "ওঁ তপ্তস্বর্ণনিভং ফণীন্দ্র নিকরৈঃ ক্লপ্তাঙ্গ ভূষং প্রভুম্।
স্মর্তৃণাং শময়ন্তমুগ্রমখিলং নৃণাং বিষং তৎক্ষণাৎ॥
চঞ্চগ্র প্রচলদ্ ভুজঙ্গমভয়ং পায়োবোর্বধরং বিভ্রতম্।
পক্ষোচ্চারিতসামগীতমমলং শ্রী পক্ষিরাজং ভজে॥"

পূজামন্ত্র— "ওঁ ক্ষিপায় নমঃ।"

জপমন্ত্র— "ক্ষিপ ওঁ স্বাহা।"

জপবিধি— উক্ত মন্ত্র পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে স্ফটিকের বা পদ্মবীজ মালায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে রোগ-শান্তি, জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি, শত্রুনাশ, সর্বকার্যে জয়ী হওয়া যায়।

গরুড়মালা মন্ত্র

পূজা, পূজামন্ত্র, বিনিয়োগ ও ধ্যান সমস্তই পূর্বরূপ। জপমন্ত্র মাত্র পৃথক।

জপমন্ত্র— "ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় কালাগ্নি বর্ণায় এহ্যেহি কালানল লোলজিহ্বায় পাতয় পাতয় মোহয় মোহয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় ভ্রম ভ্রম ভ্রাময় ভ্রাময়

হন হন দহ দহ পচ পচ হুং ফট স্বাহা।"

চরণায়ুধ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য চরণায়ুধ মন্ত্রস্য মহারুদ্র ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ, হ্রীং বীজম্, ক্রীং শক্তি, চরণায়ুধো দেবতা, মমাভীষ্ট সিদ্ধর্থয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান—ওঁ সর্বালঙ্কৃতি দীপ্ত কণ্ঠ চরণো হেমাভদেহদ্যুতিঃ।
পক্ষ দ্বন্দ্বং বিধূননেতি কুশলঃ সর্বামরাভ্যর্চিতঃ॥
গৌরী হস্ত সরোজগোরুণ শিখঃ সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদঃ।
রক্তং চঞ্চুপুটং দধচ্চলপদঃ পায়াগ্নিজাংক কুক্কুটাম্॥"

পূজামন্ত্র—"ওঁ চরণায়ুধায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ আং য়ুং কৌলি কৌলি বাং হ্রীং য়ুং কৌলি চুবাক্রৌ।"

জপবিধি— উত্তরমুখে বসে চরণায়ুধের ধ্যানান্তে সাধ্যানুসারে পূজা করে উক্ত জপমন্ত্র ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হলে সম্মোহন শক্তি বৃদ্ধি পায়, সকলকে সে মোহিত করতে পারে। এটি সম্মোহন কাজে ব্যবহৃত হয়।

পুত্রলাভার্থ মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীগোপাল মন্ত্রস্য, নারদ ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, কৃষ্ণো দেবতাঃ, মম পুত্র কামনার্থ জপে বিনিয়োগঃ।"

ধ্যান— "ওঁ বিজয়েন যুতো রথস্থিতঃ প্রসভানীয় সমুদ্র মধ্যতঃ।
প্রদত্ত নয়ান্ দ্বিজন্মনে স্মরণীয়ো বসুদেব নন্দনঃ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ ক্লীং গোপালায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ দেবকী সুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
দেহী মে তনয়ং কৃষ্ণ ত্বামহং শরণং গতঃ॥"

জপবিধি— স্নানাদি ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্বমুখে বসে সম্মুখে গোপালের চিত্র বা নারায়ণ শিলায় (ব্রাহ্মণপক্ষে) সাধ্যমত উপচারে গোপালের পূজা করে তুলসীমালায় উক্ত জপ মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে জপকারীর অথবা যার নামে সঙ্কল্প করে জপ করা হয়, তার পুত্র সন্তান লাভ হয়।

পুত্রপ্রাপ্তি মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রাং হ্রীং হুং পুত্রং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপবিধি— আম্রবৃক্ষে অথবা আম্রবৃক্ষের তলায় বসে উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০

(একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এবং সে দীর্ঘায়ু পুত্রসন্তান লাভ করে। এই মন্ত্র অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং শীঘ্র ফলপ্রদ।

কার্তবীর্য মন্ত্র

বিনিয়োগ—"অস্য কার্তবীর্যার্জ্জুন মন্ত্রস্য দত্তাত্রেয় ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, কার্তবীর্যার্জ্জুনো দেবতা, ওঁ বীজম্, নমঃ শক্তিঃ, মমাভীষ্ট সিদ্ধর্থয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্—"উদ্যৎসূর্যসহস্রকান্তিরখিলক্ষৌণীধবৈর্বন্দিতো।
হস্তানাং ‑ ‑পয়ঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিষং স্তাবতঃ ॥
কণ্ঠে পাটক মালয়া পরিবৃতশ্চক্রাবতারো হরেঃ।
পায়াৎস্যন্দন গোরুণাভবসনঃ শ্রীকার্তবীর্যো নৃপঃ ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ কার্তবীর্যার্জ্জুনায় নমঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ফ্রৌং ঢ্রং ক্লীং ভ্রুং আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং হুং ফট্ কার্তবীর্যার্জ্জুনায় নমঃ।"

জপবিধি—উত্তরমুখে বসে উপরোক্ত ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপাচারে কার্তবীর্যার্জ্জুনের পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির পর উক্ত জপমন্ত্র অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে, একটি কলসীতে রেখে দিলে, সাধকের বাক্‌সিদ্ধি ও সর্ব বিষয়ে সুখলাভ হয়।

চিত্রগুপ্ত মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো বিচিত্রায় ধর্মলেখকায় যম বাহিকাধিকারিণে জন্ম সংপৎ প্রলয়ং কথয় কথয় স্বাহা।"

জপবিধি— উত্তরাস্যে উপবেশন করে যথাশক্তি চিত্রগুপ্তের পূজা করে, উক্ত জপমন্ত্র রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে মৃত্যুর পর নরক দর্শন হয় না।

পূজামন্ত্র—"ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীচণ্ডী সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

দেবী ভগবতী বিশ্বপ্রসবিনী, তিনি ত্রিলোক জননী মহামায়া। যাঁর স্মরণ, মনন ও

পূজনে সকলের মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। শরৎকালে মহালয়ার পরদিবস শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত এবং বাসন্তী পূজার আগের শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত এই দু'টি তিথিকে নবরাত্র পর্ব নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নবরাত্র পর্ব দেবী ভগবতীর প্রিয় পর্ব। এই নবরাত্র পর্বের নয় দিবস যে ভক্ত ভক্তিভাবে নিষ্ঠা সহকারে সকাম ও নিষ্কাম, যে কোনও উদ্দেশ্যে দেবী চণ্ডিকার পূজা করে দেবী মাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডী পাঠ করেন, তাঁর কামনা-বাসনা মা দয়াময়ী অবশ্যই পূর্ণ করেন।

সপ্তশতী দেবী মাহাত্ম্য গ্রন্থ দেবী দুর্গার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, সর্বশাস্ত্রে এই গ্রন্থটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর প্রতিটি শ্লোক এক একটি সিদ্ধ মন্ত্র। যে যা কামনা করবে, সে সেই শ্লোকটি জপ করলে, আশানুরূপ ফল লাভ করবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

মাননীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই চণ্ডীপাঠ করে থাকেন, এ বিষয়ে বিশেষ বলা বাহুল্য। কিন্তু এর মধ্যে যে সব তথ্য আছে, সেগুলি ভালভাবে জানা দরকার। তা না হলে পাঠে শুভফল লাভের পরিবর্তে অশুভ ফললাভ হয়। সেজন্য সেই সব তথ্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম— চণ্ডী পাঠ করতে হলে, বিধি-নিয়ম অনুযায়ী দেবীর পূজা করতে হবে। তারপর চণ্ডীকে যে তিনটি চরিতে ভাগ করা হয়েছে, তার নাম প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত এবং উত্তর চরিত। প্রথম চরিত হলো মধুকৈটভ বধ ; এর দেবী হলেন মহাকালী। মধ্যম চরিত হলো মহিষাসুর বধ ; এর দেবী হলেন মহালক্ষ্মী। উত্তর চরিত হলো শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ; এর দেবী হলেন মহাসরস্বতী। চণ্ডী পূজার পর এই তিনটি দেবীর পঞ্চোপচারে বা সাধ্যমত উপচারে পূজা করতে হবে। তারপর গ্রন্থের পূজা করতে হবে। তারপর দেবী সূক্তম্, অর্গলা, কীলক, দেবীকবচ অবশ্যই পাঠ করতে হবে, নচেৎ নিষ্ফল হয়।

দ্বিতীয়— যদি একদিনে কয়েকবার পাঠ করতে হয়, তাহলে প্রথমে একবার অর্গলা প্রভৃতি পাঠ করলেই চলে।

তৃতীয়— চণ্ডী পাঠের পর রহস্যত্রয় অবশ্যই পাঠ করবেন।

চতুর্থ— পাঠ শুরু করার আগে চণ্ডীর গায়ত্রী অবশ্যই ১০ বার জপ করবেন। তারপর নবার্ণ মন্ত্র ১০৮বার পাঠ করে পাঠ শুরু করতে হবে, শেষে আবার নবার্ণমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। একাসনে একদিনে বসে কয়েকবার পাঠ করলেও নবার্ন

মন্ত্র আদি-অন্তে ১০৮ বার করে জপ করবেন।

পঞ্চম— অধ্যায় সমাপ্ত হলে, 'ইতি' বললে লক্ষ্মী নাশ, 'বধ' বললে কুল নাশ, অধ্যায় বললে নিজের প্রাণ নাশ হয়। অতএব শুধুমাত্র ''মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্নিকে মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যম্'' বলবেন।

ষষ্ঠ— পাঠকালীন কোনও অধ্যায়ের মাঝে বিরাম দেওয়া নিষিদ্ধ জানবেন এবং আসন থেকে ওঠাও চলবে না। যদ্যপি অত্যন্ত প্রয়োজন হয়, তবে আসনে বসে আচমনাদি করে সেই অধ্যায়ের আরম্ভ থেকে শুরু করতে হবে।

সপ্তম— হাতের ওপর বই রেখে পাঠ নিষিদ্ধ এবং গা-দোলানো বা পা-দোলানো নিষিদ্ধ।

অষ্টম— সম্পূর্ণ পাঠকালীন প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, দশম অধ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়, এই অধ্যায়গুলির শেষে পাঠক ইচ্ছা করলে আসন ছেড়ে উঠে যেতে পারেন। মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হলে, তাহলে ভালভাবে হস্ত-পদ প্রক্ষালন করে আসনে বসতে হবে। মলত্যাগের পর পুনরায় স্নান করে বসতে হবে।

নবম— পাঠ সমাপ্ত হলে, অপরাধ ক্ষমাপন শ্লোকগুলি পাঠ করতে হবে ও দেবীকে এবং পুস্তককে প্রণাম করতে হবে।

দশম— মনে মনে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ নিষিদ্ধ।

একাদশ—নবরাত্রি পর্ব মধ্যে ১০১ আবৃত্তি পাঠ করলে অত্যন্ত ভাল ফল হয়।

দ্বাদশ— শতাবৃত্তি অর্থাৎ ১০০ আবৃত্তি দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ কিংবা সহস্রাবৃত্তি অর্থাৎ ১০০০ (এক হাজার) আবৃত্তি পাঠ করতে হলে, শেষ দিবসে ৭০০ (সাত শত) শ্লোক পাঠ করে, প্রত্যেক শ্লোক পাঠ করে হোম করতে হবে। কিংবা যত পাঠ হবে তার দশাংশ হোম করতে হবে।

ত্রয়োদশ— নবাক্ষর মন্ত্রে হোম করতে হলে শুধুমাত্র ঘৃত দ্বারা হোম করতে হবে।

চতুর্দশ— দুর্গার হোমে তিল, শর্করা, যব, ঘৃত মিশ্রিত আহুতি দিতে হবে। উক্ত দ্রব্যগুলির সঙ্গে হোমের অন্যান্য দ্রব্যও দেওয়া যায়। আবার বিল্বপত্র সমিধও ব্যবহার করা যায়।

পঞ্চদশ— নবরাত্রির মধ্যে কুলাচার অনুযায়ী মহানবমী কিংবা মহাষ্টমীতে হোম করা যায়। অনেক স্থলে আবার সন্ধিকালেও হোম করা হয়।

ষোড়শদশ— পুটিত চণ্ডী অর্থাৎ বিশেষ কোনও কামনায়, বিশেষ কোনও মন্ত্র

পুটিত করে পাঠ করতে হয়। প্রতিটি শ্লোকের আদিতে ও অন্তে সম্পুটিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয়।

সপ্তদশ— দশমীকৃত্য প্রাতে পঞ্জিকা নির্মিত শুভসময়ে করাই কর্তব্য।

অষ্টাদশ— দুর্গা প্রতিমার মুখ পূর্বাস্যে থাকলে বিজয় লাভ হয়। পশ্চিমাস্যে থাকলে কার্যসিদ্ধি, উত্তরাস্যে থাকলে ক্ষতিকারক এবং দক্ষিণাস্যে থাকলে অত্যন্ত শুভ ফল প্রদান করেন।

ঊনবিংশ— শতাবৃত্তি চণ্ডী বা সহস্রাবৃত্তি চণ্ডী বছরের যে কানও সময় করা যেতে পারে।

বিংশতি— পাঠকালে অখণ্ড প্রদীপ অর্থাৎ প্রজ্বলিত দীপ নিভে গেলে নবাক্ষর মন্ত্র পাঠ করে পুনর্বার প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

ভক্ত এবং সাধকের উচিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করা। এই কলিযুগে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ শীঘ্র ফল প্রদান করে।

চণ্ডীর মধ্যে বিভিন্ন কামনা পূরণের জন্য যে সব মন্ত্র উল্লেখ করা আছে। বিধিপূর্বক সেইসব মন্ত্র যে কোনও সময় জপ করা যায়। তার ফলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করবে।

দেবী-মাহাত্ম্য অন্তর্গত কয়েকটি জপ মন্ত্র

সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভের জন্য

জপ মন্ত্র—**"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।"**

জপ বিধি— উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ এবং ঘৃত ও পদ্মবীজ সমিধ দ্বারা ৩,১০০ (তিন হাজার এক শত) হোমে সিদ্ধি হয়।

বাধা-বিঘ্ন নাশ জন্য

জপ মন্ত্র—**"শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"**

জপ বিধি— উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ এবং ঘৃত কিংবা ঘৃতসহ বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা ১,০০০ (এক হাজার) হোম করলে, মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

সর্বপ্রকার ব্যাধি নিরাময় জন্য

জপ মন্ত্র—"রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।।"

জপবিধি— উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষমালায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ ও শ্বেত সরিষা, কালো মরিচ ও ঘৃত দ্বারা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

বাধামুক্তি ও পুত্র-অর্থাদি লাভার্থ

জপ মন্ত্র—"সর্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎ প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়।।"

জপ বিধি— পূর্ববৎ বিধিতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ, শ্বেত সরিষা ও ঘৃত সহযোগে ১,১০০ (এগার শত) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

ভক্তি লাভার্থ

জপমন্ত্র— "নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে (চাপর্ণে) দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ এবং ঘৃত ও মধুসহ ২,১০০ (দুই হাজার এক শত) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

শূলরোগ নিরাময় নিমিত্ত

জপমন্ত্র—"শূলেন পাহি নো দেবী পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘন্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ।।"

জপবিধি— পূর্ববৎ বিধিতে ২,১০০ (একুশ শত) জপ এবং ঘৃত ও শ্বেত সরিষা দ্বারা ৫০১ (পাঁচ শত এক) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

মারীভয় নিবারণার্থ

জপমন্ত্র—"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে ২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত চন্দন দ্বারা (রক্তচন্দন) ১,০০০ (এক হাজার) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

বিশ্বের মঙ্গলার্থে

জপমন্ত্র— "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভুবনেশলক্ষ্মীঃ।
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ এবং ঘৃত ও মধুসহযোগে ১,০০০ (এক হাজার) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

মোক্ষ লাভার্থ

জপমন্ত্র— "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।।"

জপবিধি— পূর্ববৎ বিধিতে ২,১০০ (দু' হাজার এক শত) জপ এবং শুধু ঘৃত সহযোগে ১০১ (এক শত এক) হোমে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

মনোমত স্ত্রী লাভার্থ

জপমন্ত্র— "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিশো জহি।।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে ৩,০০০ (তিন হাজার) জপ এবং শুধু ঘৃত সহযোগে ১,০০০ (এক হাজার) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

শত্রুনাশ জন্য

জপমন্ত্র— "সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্ বৈরী বিনাশনম্।।"

জপবিধি— পূর্বোক্ত বিধিতে ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ এবং ঘৃত সহযোগে কালো মরিচ দ্বারা ১০১ (এক শত এক) হোমে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীদুর্গা মন্ত্র ও যন্ত্র

এই মন্ত্র অত্যন্ত ফলপ্রদ। এই মন্ত্র প্রভাবে সাধক জীবনে সর্ববিষয়ে সাফল্য লাভ এবং মোক্ষলাভ করে, এই মন্ত্র প্রভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফললাভ হয়।

ধ্যান—"সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া নানালঙ্কার ভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবিতিনীম্॥
রক্তবস্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্ ভবগেহিনীম্॥
ত্রিবলী বলয়োপেতাং নাভিনাল মৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে।
প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্বাং ভবসুন্দরীম্॥"

দুর্গা যন্ত্রম্

প্রথম প্রকার

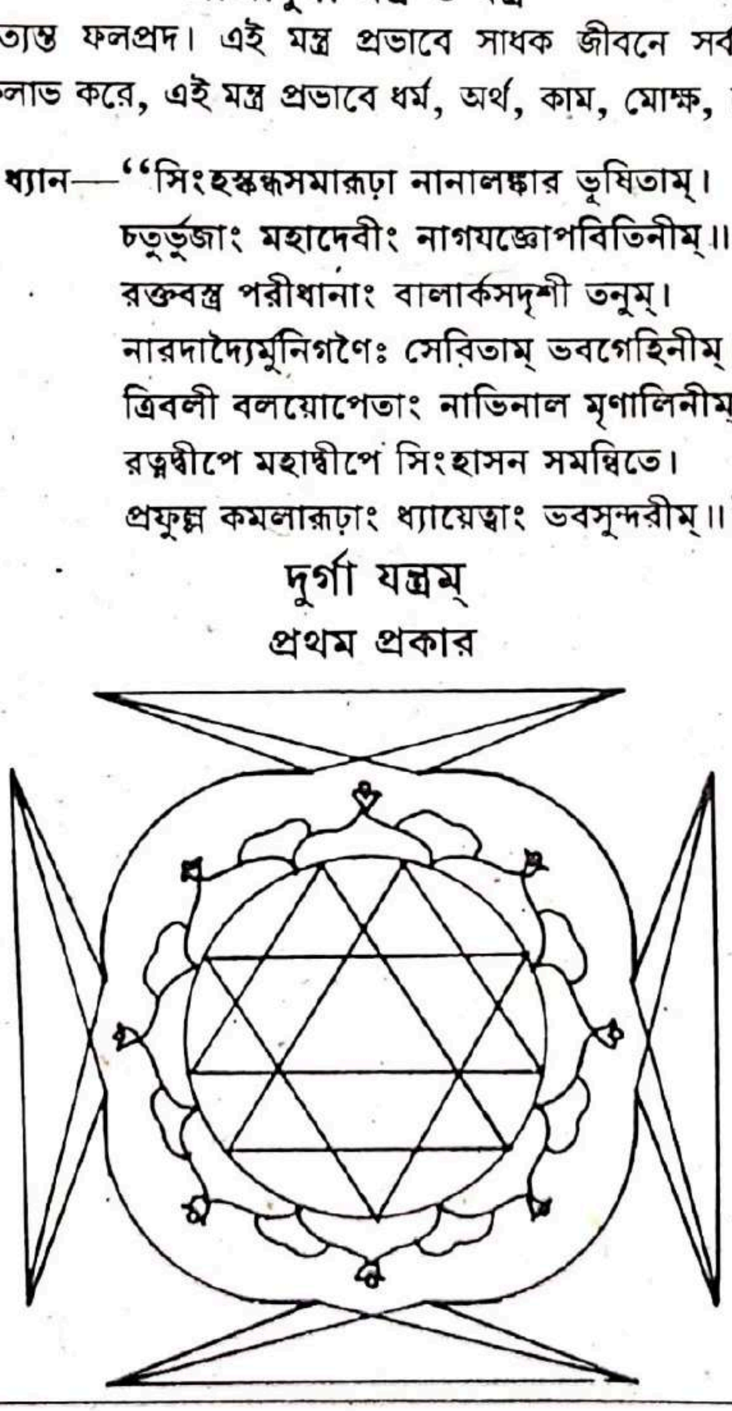

চারি অঙ্গুলি পরিমাণ সম চতুষ্কোণ রৌপ্য পাত্রে উক্ত যন্ত্র খোদাই করে পূজা বিধি অনুসারে দেবীপূজা করে মন্ত্র জপ করলেই সাফল্য লাভ হয়। এই যন্ত্রের দ্বিতীয় প্রকার নিম্নে দেওয়া হলো, যন্ত্র নির্মাণ বিধি ও পূজাবিধি একই প্রকার।

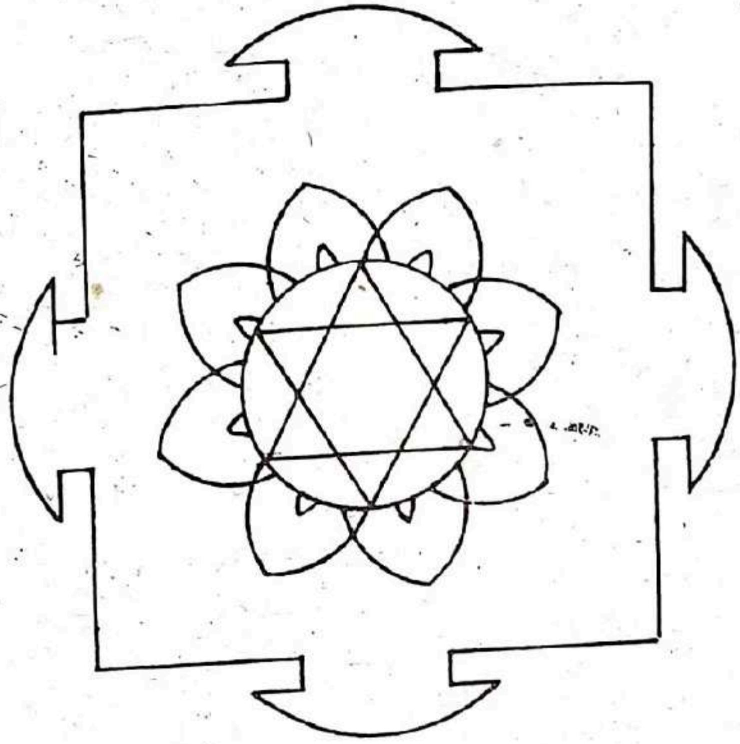

যন্ত্রোদ্ধার— উপরোক্ত দু'টি যন্ত্রের যে কোনও একটি যন্ত্র নির্মাণ করে নিম্নলিখিত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্রোদ্ধার— **"ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।"**

পূজাবিধি— নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে উত্তরাস্যে বসে, যন্ত্রস্থ কেশরের মধ্যে পীঠশক্তির ন্যাস করবে।

পীঠশক্তির ন্যাস— "আং প্রভায়ৈ নমঃ। ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ঊং জয়ায়ৈ নমঃ। ঋৃং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ঌং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ঐং নন্দিন্যৈ নমঃ। ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্ নমঃ।" অতপর ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস— "শিরসি—নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদি—দুর্গা দেবতায়ৈ নমঃ।"

করন্যাস— "হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ

তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রুং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।''

অঙ্গন্যাস— '' হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং ওঁ হ্রীং দুং শিরসে স্বাহা। হ্রু ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ কবচায় হুং। হ্রৌং ওঁ হ্রীং দুং নেত্রত্রয়ায় বষট্। হ্রঃ ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অস্ত্রায় ফট্।''

ধ্যান—''ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রস্ত্রিভি শোভিতা।।
আমুক্তাঙ্গদ হারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্কন নুপুরান্।
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতুনো রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা।।''

ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা সমাপ্ত করে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করবেন, অতঃপর পীঠপূজা করবেন।

পীঠপূজা— এতে গন্ধপুষ্পে আং প্রভায়ৈ নমঃ। এইক্রমে—ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ঊং জয়ায়ৈ নমঃ। ঋৃং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ঌং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ঐং নন্দিন্যৈ নমঃ। ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। ওঁ বজ্রনখ দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্ নমঃ।''

অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দেবীর মূর্তি চিন্তা পূর্বক, কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্পাদি নিয়ে পুনর্বার দেবীর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করবেন।

পূজামন্ত্র— ''ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।''

অতঃপর ''ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুং ফট্'' মন্ত্রে দেবী বাহনের পূজা করে, ''এষ সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আবরণ পূজা করবেন।

আবরণ পূজা— সর্বতোভদ্রমণ্ডলে ঈশাণ, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু প্রভৃতি কোণসমূহে ''ওঁ হ্রাং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ।'' প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাসক্রমে পূজা করবেন।

অতঃপর ''জং জয়ায়ৈ নমঃ, বিং বিজয়ায়ৈ নমঃ, কিং কীর্ত্যৈ নমঃ, প্রীং প্রীত্যৈ নমঃ, প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, শুং শুদ্ধায়ৈ নমঃ, মং মেধায়ৈ নমঃ, শং শ্রুত্যৈ নমঃ।''

তারপর কেশরে অস্ত্রাদির পূজা করবেন। যথা— '' লং খড়গায় নমঃ। বং খেটকায় নমঃ। শং বাণায় নমঃ। ষং ধনুষে নমঃ। সং শূলায় নমঃ। হং তর্জন্যৈ নমঃ।

অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র প্রভৃতির পূজা সমাপন

করে বলি প্রদান করবেন।

বলিমন্ত্র— "এহি এহি মহীয়ঞ্চ বলিন্দেবী লুলায়ক লুলায়ক সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা।"

দুর্গা স্তোত্রম্

নমন্ত্রন্নোযন্ত্রস্তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো।
ন চাহ্বান ধ্যানস্তদপি চ ন জানে স্তুতি কথাঃ ।।
ন জানে মুদ্রাস্তেতদপি চ ন জানে বিলেপনম্।
পরং জানে মাতস্তব শরণং ক্লেশহরণং ।।১।।
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহণাঽলসতয়া,
বিধেয়া শক্যত্বাত্তবচরণয়ো র্যা চ্যুতির ভূত।
তদেতৎক্ষন্তব্যজ্জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।২।।
পৃথিব্যাম্ পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরন্তেষান্মধ্যে বিরলতরলোঽহন্ত বসুতঃ।
মদীয়োয়ন্ত্যাগঃ সমুচিতমিদন্নোতব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।৩।।
জগন্মাতন্মতি স্তব চরণ সেবা ন রচিতা,
নবাদত্তন্দেবিদ্রাবিণমপিভূয়স্তব ময়া।
তথাঽপি ত্বং স্নেহং ময়িনিরূয়মযাৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।৪।।
পরিত্যক্তা দেবান্বিবিধবিধি সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতে রধিকমুপনীতে তুবয়শি।
ইদানীঞ্চেতমাত স্তব যদি কৃপানাঽপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কব্যামি শরণম্ ।।৫।।
স্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,
নিরাতঙ্কোরঙ্ক বিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুষণ্ণা ফলমিদং,
জনঃ কো জানিতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ।।৬।।

চিতাভস্মালেপোগরলমশনন্দিক্ পটধরো,
জটাধারী কণ্ঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালীভূতেশোভজতি জগদীশৈক পদবী,
ভবানিত্বৎপাণিগ্রহণ পরিপাটি ফলমিদম্ ॥৭॥
নমোক্ষস্যা কাঙ্ক্ষা ন চ বিভব বাঞ্ছাপি চ ন মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখোচ্ছাপিন পুনঃ।
অতস্তাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ॥৮॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈ,
কিং রুক্ষচিন্তন পরৈর্ন্নকৃতব্বচোভিঃ।
শ্যামেত্বমেবয়দিকিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্বপরস্তবৈব ॥৯॥
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণ ত্বদীয়ং করোমি,
দুর্গে করুণার্নবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বন্মমভাবয়েথাঃ,
ক্ষুধাতৃষ্ণার্তা জননীং স্মরন্তি ॥১০॥
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিম্ পরিপূর্ণা করুণাস্তিচেন্ময়ি।
অপরাধ পরম্পরাবৃতন্নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥১১॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥১২॥
—ইতি শ্রীশ্রীদুর্গা স্ত্রোত্রম্।

স্তব পাঠের পর কবচ পাঠ অবশ্য কর্তব্য। দুর্গা কবচ পাঠ না করলে সব নিষ্ফল হয়। পাঠ করলে পাঠকের সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয়।

অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে এই কবচ লিখে যথাবিধি কবচের পূজা করে স্বর্ণ অথবা রূপার মাদুলীতে ভরে বাহুতে বা কণ্ঠে ধারণ করলে ভূত-প্রেত- পিশাচাদির ভয় নাশ হয়, শত্রু পদানত হয়, হিংস্র জন্তু অনিষ্ট করতে পারে না, সর্বকার্যে জয়ী হয়।

শ্রীশ্রীদুর্গা কবচম্

ভগবান উবাচ— শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্।

পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গা মন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
সমাপ্নোতি ফলং তস্য পরঞ্চ নরকম্ ব্রজেৎ॥
উমাদেবী শিরঃ পাতু ললাটে শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চত্বরবাসিণী॥
সুগন্ধ নাসিকে পাতু বদনং সর্বধারিণী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা দেবি গ্রীবামাংসৌ ভদ্রিকা তথা॥
অশোকবাসিনী দেবী দ্বৌ বাহৌ বজ্রধারিণী।
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী॥
কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবুরু বিন্ধ্যবাসিনী।
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী॥
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকা।
রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥
— ইতি দুর্গা কবচম্—

শ্রীশ্রীদুর্গা নবাক্ষর মন্ত্র ও প্রয়োগ

এই নবাক্ষর মন্ত্র দেবী চণ্ডিকার অর্থাৎ শ্রীশ্রীদুর্গার অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্র। এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ ছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং দেবীর পূজাদি কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ অবশ্য কর্তব্য। শুধু তাই নয়, বশীকরণ, মারণ প্রভৃতি ষট্‌কর্মে এই মন্ত্র প্রয়োগ করলে আশাতীত ফললাভ হয়।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীনবাক্ষর মন্ত্রস্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয়ঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ ছন্দাংসি, মহাকালি, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বত্যঃ দেবতাঃ, নন্দজা শাকম্ভরী ভীমাঃ শক্তয়ঃ, রক্তদন্তিকা দুর্গা ভ্রামর্য্যো বীজানি হ্রীং কীলকম্, অগ্নিবায়ু সূর্যাস্তত্ত্বানিং কার্য নির্দেশ জপে বিনিয়োগঃ।"

জপমন্ত্র— "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্লীং হ্রীং নমঃ। অথবা—
"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।"

উপরোক্ত দু'টি মন্ত্রের যে কোনও মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মতেই এর প্রয়োগ করা যায়।

নবাক্ষর বশীকরণ মন্ত্র

জপমন্ত্র— "বষট্ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) বষট্ মে বশ্যাং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপবিধি— কুঁয়া, পুকুর বা নদীর জলে স্নানাদি সমাপন করে দক্ষিণমুখে শ্বেতবর্ণের আসনে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্র ২০ দিনে ২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। সাধক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করবেন এবং মন্ত্র মধ্যে 'অমুক' স্থলে অভিলষিত পুরুষ বা নারীর নামোল্লেখ করবেন।

নবাক্ষর মোহন মন্ত্র

জপমন্ত্র— "ওঁ ক্লীং ক্লীং ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) ক্লীং ক্লীং মোহনম্ কুরু কুরু ক্লীং ক্লীং স্বাহা।"

জপবিধি ও প্রয়োগ— ৭টি নদীর জল, অভাবে ৭টি কুঁয়ার জল তামার কলসীতে ভরে তাতে আম্রপল্লব দিয়ে নিত্য সেই জলে স্নান করবেন। পীতবস্ত্র পরিধান ও হরিদ্রাবর্ণের চন্দনদ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করবেন, সেই হরিদ্রাবর্ণের আসনে পশ্চিমমুখে সুখাসনে বসে হরিদ্রাবর্ণের কবচের মালায় অথবা রুদ্রাক্ষমালায় ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) মন্ত্র জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত ব্যক্তির নাম বলতে হবে।

নবাক্ষর স্তম্ভন মন্ত্র

জপমন্ত্র— "ওঁ ঠং ঠং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) হ্লীং বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় হ্লীং জিহ্বাং কীলয় হ্লীং বুদ্ধিং বিনাশয় বিনাশয় হ্লীং ওঁ ঠং ঠং স্বাহা।"

জপ ও প্রয়োগ— স্নানাদি সমাপনান্তে সাধক ছাইবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে, ছাইবর্ণের আসনে পূর্বমুখে পদ্মাসনে বসে উক্ত জপমন্ত্র ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত ব্যক্তির নাম বলতে হবে।

নবাক্ষর বিদ্বেষণ মন্ত্র

জপমন্ত্র— "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ (অমুকং) বিদ্বেষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপ ও প্রয়োগ— নদী, পুকুর ও কুঁয়া থেকে জল এনে, এই তিন জল একত্রে মিশিয়ে স্নান করে, কালোবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে, কালোবর্ণের আসনে উত্তরমুখে পৃষ্ঠপাদক আসনে বসে কালো কাঁচ নির্মিত মালায় ১৩,০০,০০০ (তেরো লক্ষ) মন্ত্র জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ২০ (কুড়ি) দিনে জপ শেষ করতে হবে। মন্ত্রে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত ব্যক্তির নাম বলতে হবে।

নবাক্ষর মারণ মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) রং রং খে খে মারয় মারয় রং রং শীঘ্রং ভাস্মী কুরু কুরু স্বাহা।"

জপ ও প্রয়োগ— ৮টি পুকুরের এবং ৮টি কুয়ার জল তাম্র কলসে ভর্ত্তি করে তাতে বটের ডাল দিয়ে রাখবেন। এইরূপ জলে সাধক নিত্য স্নানাদি সমাপন করে, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক নিয়ে, কালো বস্ত্র পরিধান করে, কালো কম্বল আসনে দক্ষিণমুখে বীরাসনে বসে মন্ত্র ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপ ২০ দিনে শেষ করতে হবে। এই ২০ দিন সাধককে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তাতে মন্ত্র সিদ্ধি হবে। মন্ত্রে 'অমুকং' স্থলে অভিলষিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করতে হবে।

দেবী দর্শনার্থ দুর্গা মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীদুর্গে স্মৃতা ইতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ, উষ্ণিক ছন্দঃ, শ্রীমহামায়া দেবতা, শাকম্ভরী শক্তিঃ, দুর্গা বীজম্ শ্রীবায়ুস্তত্ত্বম্ মম চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ওঁ হ্রীং ক্লীং কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রকারাং মাদ্রজ্বিলান্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং, পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণা ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতামিতি মতীব শুভাং দদাসি, যদন্তি যচ্চ দূরকে ভয়ং বিদতি মামিহ, পবমান বিতজ্জহি, দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিনী কা ত্বদন্যা, সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারা মর্দ্রাজ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং পদ্মোস্থিতাং পদ্মবর্ণা ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।"

জপ ও প্রয়োগ— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক শুদ্ধাসনে উত্তরমুখে বসে সম্মুখে শ্রীদুর্গার

চিত্র রেখে, ধূপ-দীপ জ্বেলে যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ এবং ঘৃতসহ পায়েস দ্বারা ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম, ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ ও ১০০ (এক শত) অভিসিঞ্চন করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক দেবীর লাভ করেন।

দশ মহাবিদ্যা বর্ণনা

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ— কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা— এই কয়টি দশ মহাবিদ্যা।

নবাক্ষর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহামন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং মহাদুর্গে নবাক্ষরী নবদুর্গে নবাত্মিকে নবচণ্ডী মহামায়ে মহামোহে মহাযোগনিদ্রে জয়ে মধুকৈটভ বিদ্রাবিনি মহিষাসুরমর্দিনী ধূম্রলোচন সংহন্ত্রী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী রক্তবীজান্তকে নিশুম্ভ ধ্বংসিনি শুম্ভ দর্পঘ্নি দেবি অষ্টাদশ বাহুকে কপাল খট্টাঙ্গ শূল-খড়্গ-খেটকধারিণী ছিন্ন মস্তকধারিণী রুধিরমাংস ভোজিনী সমস্ত ভূত-প্রেতাদি যোগ ধ্বংসিনি ব্রহ্মেন্দ্রাদি স্তুতে দেবি মাং রক্ষ রক্ষ মম শত্রূন্ নাশয় হ্রীং ফট্ হুং ফট্ ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি মহামন্ত্র স্বরূপ। এর উচ্চারণেই দেবী প্রসন্না হন।

নবদুর্গা

১। জয়া, ২। বিজয়া, ৩। ভদ্রা, ৪। ভদ্রকালি, ৫। সুমুখি, ৬। দুর্মুখী, ৭। ব্যাঘ্রমুখী, ৮। সিংহমুখী, ৯। দুর্গা।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশ মহাবিদ্যা সাধনা

কালিকা সাধনা

এর আগে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সাধনা ও নবাক্ষর মন্ত্রের সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেবী কালিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। দেবী কালিকা আদি শক্তি, এজন্য দেবীকে আদ্যাশক্তিও বলা হয়েছে শাস্ত্রে। বিভিন্ন তন্ত্রে কালিকার সাধনা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগ, মত ও পথের উল্লেখ করা হয়েছে, তৎ সম্পর্কে এখানে যথাসাধ্য আলোচনা করছি। সাধক তাঁর রুচি অনুসারে সাধন পথে অগ্রসর হবেন। কালিকা মন্ত্রের মন্ত্রশুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এ জন্য সাধককে দৈহিক ক্লেশ স্বীকারও করতে হয় না। অল্পশ্রমেই সাধক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হন। দেবী করুণাময়ী, অল্পেই তিনি সন্তানকে করুণা করে থাকেন। বিধিমত যন্ত্র নির্মাণ করে সেই যন্ত্রেই দেবীর পূজা করতে পারেন।

কালিকা মন্ত্র ও যন্ত্র

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণন্তদ্বহির্লিখেৎ।
ততো বৈ বিলিখেদ্ মন্ত্র ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্॥
ততস্ত্রিবৃত্তমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্॥

অর্থাৎ— প্রথমে একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করতে হবে। তার বাইরে আর একটি এবং তার বাইরে আর একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করবে। এইরূপে তিনটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করে তার বাইরে পর পর তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করবে। এবার উক্ত বৃত্তের উপর অষ্টদল অঙ্কন করবে। অষ্টদলের উপরে আর একটি বৃত্ত অঙ্কন করবে। তার বাইরে চতুর্দ্বার সহ চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করতে হবে। নিচের চিত্রানুযায়ী যন্ত্র অঙ্কন করবে। পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ২৬৭) দ্রষ্টব্য।

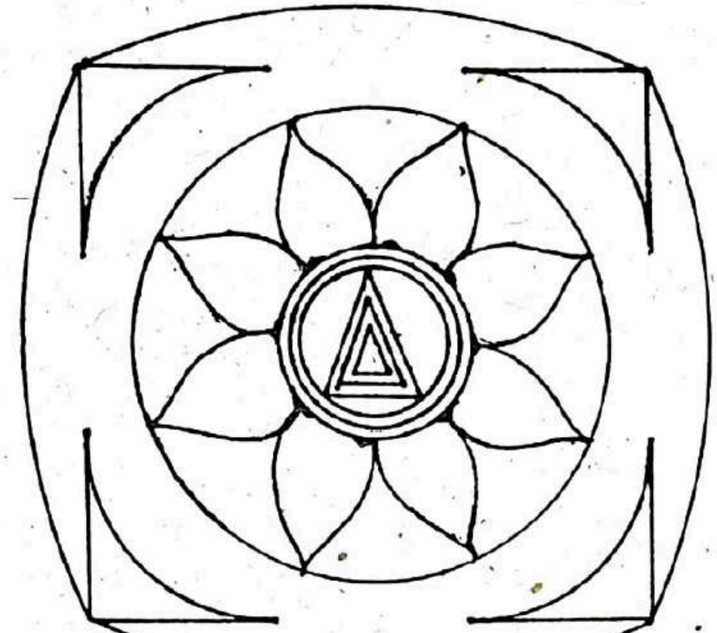

জপমন্ত্র—"ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

কালীমন্ত্র বিভিন্ন প্রকার আছে, তন্মধ্যে উপরোক্ত মন্ত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন। মন্ত্রের অর্থ নিম্নরূপ।

ক-কার, জলরূপী মোক্ষদাত্রী। রেফ্-অগ্নিরূপী, অর্থাৎ 'র-ফলা' সর্বতেজোময়ী। ক্রীং ক্রীং ক্রীং' এই তিনটি বীজ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী। 'বিন্দু'-নিষ্কল ব্রহ্মরূপী, সেজন্য কৈবল্য প্রদাতা। হুং হুং বীজদ্বয় শব্দজ্ঞানদাতৃ। হ্রীং হ্রীং বীজদ্বয় শক্তি স্বরূপা। এবং সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়কারী। 'দক্ষিণ কালিকে' এই সম্বোধন সূচক শব্দে দেবীর সমীপ্য লাভ হয়। 'স্বাহা' মন্ত্রটি বহ্নিজায়া এবং ত্রিলোক জননীরূপা ও পাপ ধ্বংসকারী।

পূজাবিধি

কৃতনিত্যক্রিয় সাধক সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপনান্তে মন্ত্রাচরন করবে। যথা—ক্রীং মন্ত্রে তিনবার আচমন করবেন। অতপর মার্জন করবেন—"ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ (ওষ্ঠদ্বয়), 'ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ' (প্রক্ষালন), 'ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ'(মুখ), ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, (দক্ষিণ নাসা), ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ (বাম নাসা), ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ (বামচক্ষু), ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ (দক্ষিণ চক্ষু), ওঁ নীলায়ৈ নমঃ(বামকর্ণ), ওঁ ঘণায়ৈ

নমঃ(নাভি), ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ (বক্ষ), ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ (মস্তক), ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ (দক্ষিণ স্কন্ধ), ওঁ মিত্যায়ৈ নমঃ (বামস্কন্ধ) এইরূপে মন্ত্র পাঠান্তে স্থানগুলি স্পর্শ করে পূজাবিধি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য হইতে ভূতশুদ্ধি পর্যন্ত কর্ম সমাপ্ত করে, 'হ্রীং' মন্ত্রে যথাশক্তি প্রাণায়াম করবেন। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করবেন।

ঋষ্যাদিনাস— ''ওঁ অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকছন্দো দক্ষিণ কালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ভৈরব ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) উষ্ণিক ছন্দসে নমঃ। (হৃদি) দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে) হ্রীং বীজায় নমঃ (পাদয়ো) হুং শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে) ক্রীং কীলকায় নমঃ।''

ঋষ্যাদিন্যাস সমাপন করে করাঙ্গন্যাস করবেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

''অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে।
ভৈরবীঃস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকছন্দ উদাভহৃতম্।।
দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজং তু বীজকম্।
কীলকং চাদ্য বীজং স্যাচ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদম্।।
শক্তিশ্চ কুর্চবীজস্যাদ্ নিরুদথা সরাবতী।
কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ স্যাদিত্যাদি।।
তেন মায়য়া ষড়ঙ্গন্যাস, ষড়দীর্ঘভাজা।
বীজেন প্রণবাস্যেন কল্পয়েৎ।। —কালী তন্ত্রম্।

করন্যাস— ''ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।''

অঙ্গন্যাস— ''ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসি স্বাহা। ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।''

বিঃ দ্রঃ—'ক্রীং' বীজ মন্ত্র দ্বারা— ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং। ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা এবং ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্রীং শিরসে স্বাহা, মন্ত্রেও করাঙ্গন্যাস করতে পারেন। করাঙ্গন্যাস সমাপ্ত করে বর্ণন্যাস করবেন।

বর্ণন্যাস— 'অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ হৃদি।
এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ দক্ষিণ বাহৌ।

কালী

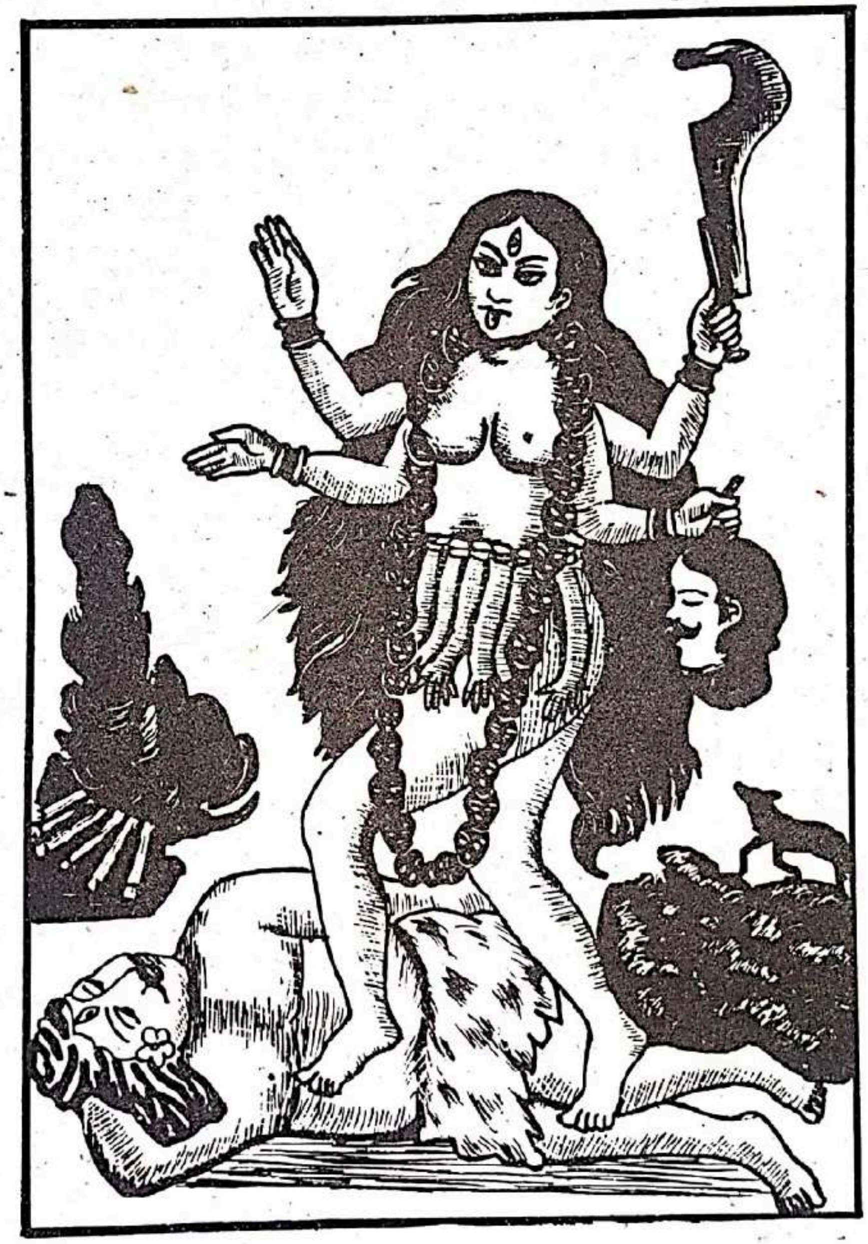

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাধরাম্॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ বাম বাহৌ।

ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ দক্ষিণ পাদে।

মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ বাম পাদে।

বর্ণন্যাসে মতভেদ দেখা যায়। যেমন বিরূপাক্ষের-মতে বর্ণের সঙ্গে 'ং' যুক্ত করে অং আং এইভাবে ন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কালীতন্ত্র মতে শুধুমাত্র অ আ ই ঈ বলে ন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সাধক তাঁর রুচি বা ইচ্ছানুসারে দু'টি মতের একটিকে গ্রহণ করতে পারেন। এইভাবে বর্ণন্যাস সমাপ্ত করে সাধক ষোঢ়ন্যাস করবেন।

ষোঢ়ান্যাস— বীরতন্ত্রানুযায়ী সাধক ষোঢ়ান্যাসে প্রথমে শুধু মাতৃকান্যাস করবেন। যথা—অং নমঃ ললাটে, আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অতপর প্রণব পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যথা—ওঁ অং ওঁ নমঃ ললাটে। ওঁ আং ওঃ নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অন্তরমাতৃকা পুটিতদ্বারা ন্যাস করবেন। যথা— অং ওঁ অং নমঃ ললাটে। আং ওঁ আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অনন্তর শ্রীবীজ পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যেমন—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ ললাটে। শ্রীং আং শ্রীং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অতঃপর বিপরীত ক্রমে মাতৃকাপুটিত 'শ্রী' বীজন্যাস করবেন। যথা— অং শ্রীং অং নমঃ ললাটে। আং শ্রীং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অতঃপর কামবীজ (ক্লীং) পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যথা—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ, ললাটে। ক্লীং আং ক্লীং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অনন্তর-মাতৃকাপুটিত কামবীজ (ক্লীং) ন্যাস করবেন। যথা— অং ক্লীং অং নমঃ, ললাটে। আং ক্লীং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অতঃপর শক্তিবীজ (হ্রীং) পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যথা— হ্রীং অং হ্রীং নমঃ ললাটে। হ্রীং আং হ্রীং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

এবার বিপরীত ক্রমে মাতৃকাপুটিত শক্তিবীজ ন্যাস করবেন। যথা— অং হ্রীং অং নমঃ ললাটে। আং হ্রীং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অনন্তর ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ঌং ৠং পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যথা— ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ঌং ৠং অং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋৃং ঌং ৠং নমঃ ললাটে। ক্রীং ক্রীং

ঋং ঋং ৯ং ৯ং আং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋৃং ৯ং ৯ং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

এবার বিপরীত ক্রমে মাতৃকাপুটিত ক্রীং ক্রীং ঋং ঋৃং ৯ং ৯ং বীজের ন্যাস করবেন। যথা— অং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋৃং ৯ং ৯ং অং নমঃ ললাটে। আং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অতঃপর মূলমন্ত্র পুটিত মাতৃকান্যাস করবেন। যথা— ক্রীং অং ক্রীং নমঃ ললাটে। ক্রীং আং ক্রীং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

অনন্তর বিপরীত ক্রমে মাতৃকাপুটিত মূলমন্ত্র ন্যাস করবেন। যথা— অং ক্রীং অং নমঃ ললাটে। আং ক্রীং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

এবার মূলমন্ত্র (ক্রীং) দ্বারা ৭ বার অথবা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করবেন। ষোঢ়ান্যাস যিনি করেন, তাঁর সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয়। এবার তত্ত্বন্যাস করবেন।

তত্ত্বন্যাস— "ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা (পাদদেশ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত)। 'দক্ষিণ কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা।" (নাভিদেশ হইতে হৃদয় পর্যন্ত), ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। (হৃদয় হইতে মস্তক পর্যন্ত স্পর্শ করবেন। অতঃপর বীজন্যাস করবেন।

বীজন্যাস— ব্রহ্মরন্ধ্রে—ক্রীং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—ক্রীং নমঃ। ললাটে—ক্রীং নমঃ। নাভৌ—হুং নমঃ। গুহ্যে—হুং নমঃ। মুখে—হ্রীং নমঃ। সর্বাঙ্গে—হ্রীং নমঃ।

বিঃ দ্রঃ— ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস এবং বীজন্যাস বিশেষ পূজায় অবশ্য কর্তব্য হইলেও নিত্যপূজায় ইহার প্রয়োজন হয় না, তাহাতে পূজাও অঙ্গহীন হয় না। এইভাবে কার্য্য সমাপন করে কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি গ্রহণ করে দেবীর ধ্যান করবেন।

কালীর ধ্যান

"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।।
সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্ব পাণিকাম্।।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্।।
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত ধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণং ব্যাপী মুক্তালম্বি কচোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্॥

—শ্রীশ্রীকালী তন্ত্র।

ধ্যানার্থ— দেবী দক্ষিণ কালিকা করাল বদনা। তিনি ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা। গলদেশে মুণ্ডমালাদোদুল্যমান। তাঁর নিম্নবামহস্তে সদ্য ছেদিত মুণ্ড; ঊর্ধ্ব বামহস্তে তীক্ষ্ণধার খড়গ। নিম্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর অভয় মুদ্রা এবং ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে তাঁর বরমুদ্রাশোভিত। ঘন মেঘের ন্যায় দেবীর বর্ণ এবং তিনি উলঙ্গিনী। কণ্ঠদেশের মুণ্ডমালার ক্ষরিত শোণিতে তাঁর সর্বাঙ্গসিক্ত। দেবীর দুই কর্ণে দু'টি শিশুশব কুণ্ডলরূপে শোভা পাচ্ছে। তার ফলে দেবীকে অতি ভয়ঙ্করী প্রতীত হচ্ছে। দন্তপংক্তিও ভয়ঙ্কর এবং স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত, শব হস্তদ্বারা নির্মিত অলঙ্কারে তাঁর কটিদশ শোভিত। তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তের ক্ষরিত শোণিত ধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। তাঁর গভীর হুঙ্কার ধ্বনির শব্দে চারিদিক মুখরিত, দেবী শ্মশানবাসিনী। দেবীর ত্রিনয়ন নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তাভ ও উজ্জ্বল, উচ্চ দন্তপংক্তি বাহিরে প্রকাশমান। দক্ষিণব্যাপী মুক্ত তাঁর কেশপাশ। শবরূপী মহাদেবের উপর দেবী অবস্থিত। শৃগাল প্রভৃতি তাঁর চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে প্রদক্ষিণ করছে। দেবী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্ত। দেবীর বদন মণ্ডল সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্তা।

এইভাবে সাধক সর্ববাসনা পূর্ণকারিণী, সিদ্ধিদাত্রী দেবী কালিকার স্বরূপ ধ্যান করবেন। যারা একাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের জন্য ধ্যান নিম্নরূপ—

একাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রা হসন্মুখীম্।

চতুর্ভুজা চণ্ডমুণ্ড বরাভয়করাং শিবাম্॥
মুণ্ডমালাং ধরাং দেবীং লোলাজিহ্বা দিগম্বরাম্।
এবম্ সঞ্চিন্তয়েৎ কালী শ্মশানালয় বাসিনীম্॥

এইভাবে কালী তন্ত্রোক্ত অথবা একাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিতগণ ধ্যান করে সাধ্যমত উক্ত যন্ত্রে পুজা করবেন। তারপর পূজাবিধি অনুসারে সমস্ত পূজা শেষ করে ভৈরবাদির ও মহাকালের পূজা সমাপ্ত করে মন্ত্র জপ করবেন সাধক। এইভাবে পূজাদি করলে ও মন্ত্র জপ করলে সাধক অল্পদিনে দেবীকৃপা লাভ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারা সাধনা

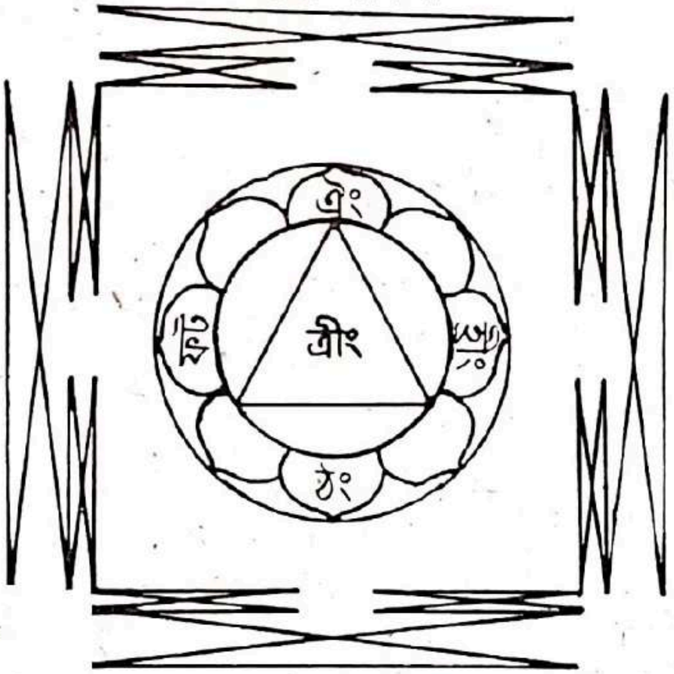

উপরোক্ত যন্ত্রটি চতুরঙ্গুল সমচতুষ্কোণ রূপার পাতে, অভাবে তামার পাতে খোদাই করতে হবে। অথবা রক্তচন্দন দ্বারা রক্তচন্দনের কলম দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে, যন্ত্রোদ্ধারবিধিতে যন্ত্রোদ্ধার করে যন্ত্রোপরি দেবীর পূজা করে, জপক্রিয়া করতে হয়।

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র খোদাই করে বা অঙ্কন করে তদুপরি ধূপ-দীপ দিয়ে দু'বার যন্ত্রে মূলমন্ত্র পাঠ করলে যন্ত্রোদ্ধার হয়।

তারা ধ্যানম্

"প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাংঘ্রি শবহৃদি,

তারা

শ্যামবর্ণাং ত্রিনয়নাং দ্বিভুজাং করপঙ্কজে।
দধানাং বহুবর্ণাভির্বহুরূপাভিরাবৃতাম্॥
শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিকভূষণাম্।
রত্নপাদুকয়োর্ন্যস্তপাদাম্বুজযুগাং স্মরেৎ॥

ঘোরাট্টহাসা পরা।
খড়্গেন্দীবরকর্ত্রী খর্পরভুজা,
হুংকারো বীজোদ্ভবা॥
খর্বা নীল বিশাল পিঙ্গল,
জটাজুটৈক নাগৈর্যুতা।
জাড্যন্যস্ত কপালং ত্রিজগতাং
হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥"

পূজাবিধি— পূজাবিধি সম্পূর্ণ কালিকা পূজার ন্যায় হবে। ন্যাসাদি ও ষোঢ়ান্যাসদিও কালিকা পূজার ন্যায় হবে।

তারা মন্ত্র—"ঐং ওঁ হ্লীং ক্রীং হূং ফট্।"

উপরোক্ত তারা মন্ত্র জপ করার পূর্বে মন্ত্রোদ্ধার করে নিতে হবে।

মন্ত্রোদ্ধার— উপরোক্ত তারামন্ত্র দ্বাদশ বা দশবার জপ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি ও প্রয়োগ— ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপে সিদ্ধ হয়। তারা মন্ত্রে সিদ্ধ সাধকের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় ও সাধক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়।

ষোড়শী সাধনা

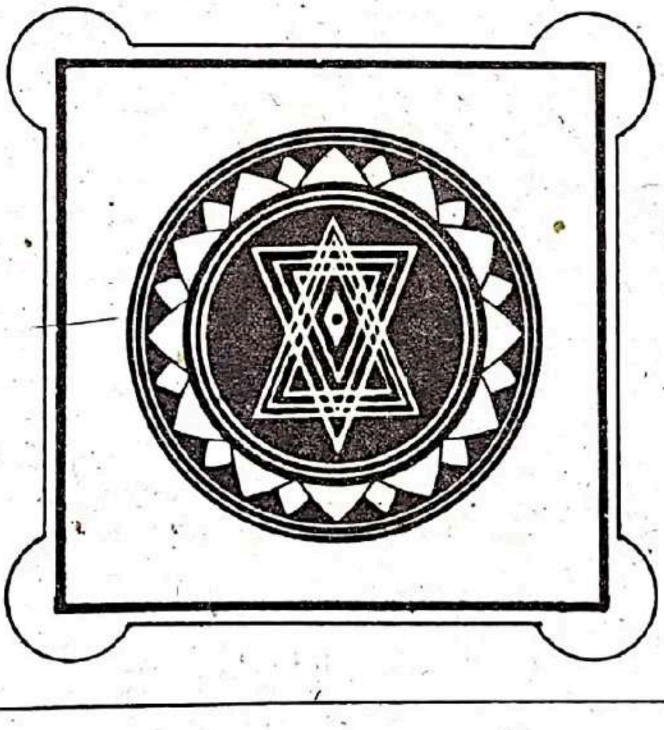

ষোড়শী

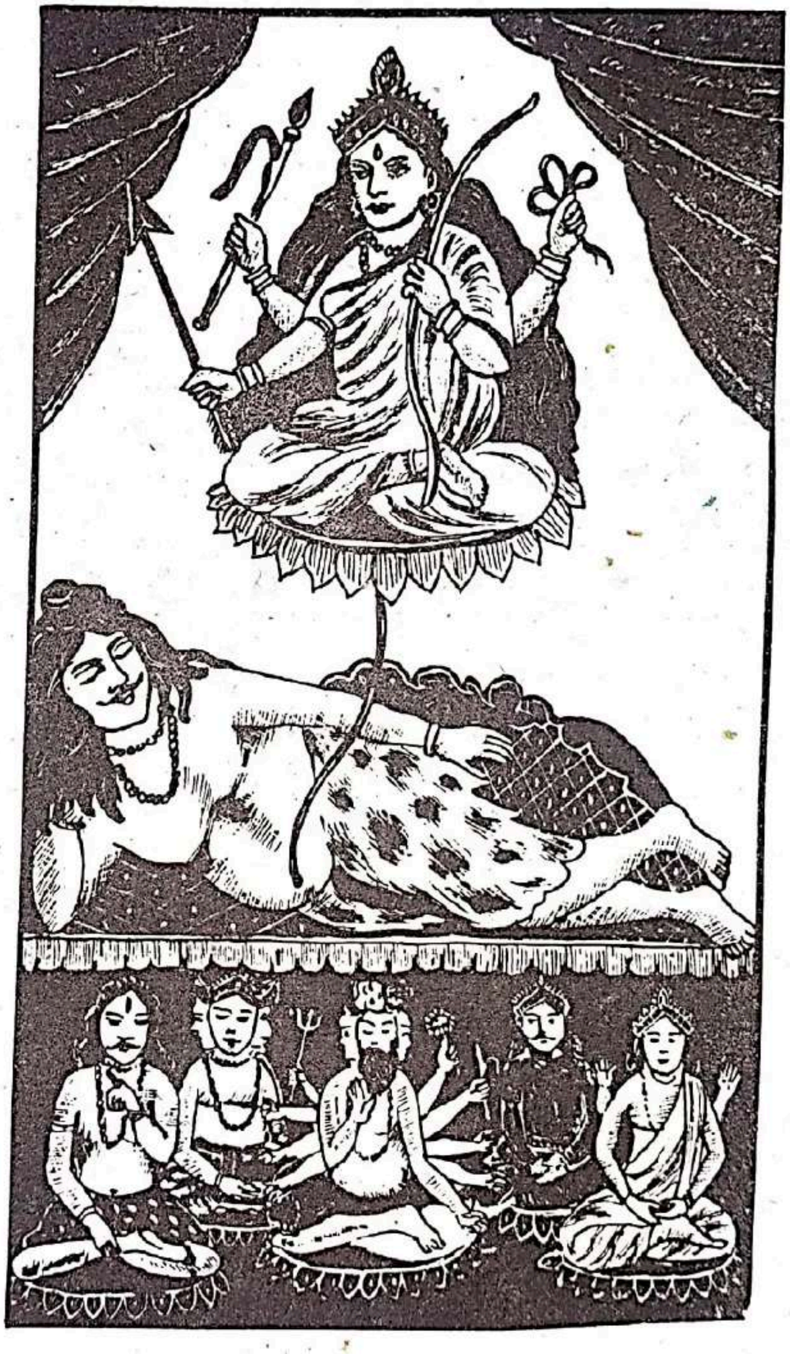

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥

তন্ত্রে বলা হয়েছে ষোড়শী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে সাধক জীবনে পূর্ণ সফলতা লাভ করে, ধনৈশ্বর্যের দিক থেকেও সাধকের কোনও ত্রুটি থাকে না।

উপরোক্ত যন্ত্রটি চতুরঙ্গুল পরিমাণ সমচতুষ্কোণ স্বর্ণপাতে অভাবে রৌপ্য পাতে, তদভাবে তাম্রপাতে খোদাই করে পূজাদি করতে হয়।

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র নির্মাণ করে যন্ত্রোপরি দেবী ষোড়শীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

পূজাবিধি— ন্যাসাদি এবং পূজাবিধি সমস্ত কালিকা পূজাবৎ হবে। শুধুমাত্র ধ্যান ও জপমন্ত্র পৃথক।

ষোড়শীর ধ্যানম্

"বালার্ক মণ্ডলাভাসং চতুর্বাহু ত্রিলোচনাম্ ।
পাশাঙ্কুশ শরং চাপ ধারয়ন্তীং শিবাশ্রয়ে ।।"

ষোড়শী মন্ত্র—**"হ্রীং বা এ ঈ ল হ্রীং হস বা হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং।"**

উপরোক্ত ষোড়াশাক্ষর মন্ত্রটিই দেবী ষোড়শীর জপ মন্ত্র"

মন্ত্রোদ্ধার—উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— সাধক উত্তরমুখে বসে দেবীর সাধ্যমত উপচারে পূজান্তে রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধি হয়।

ভুবনেশ্বরী সাধনা

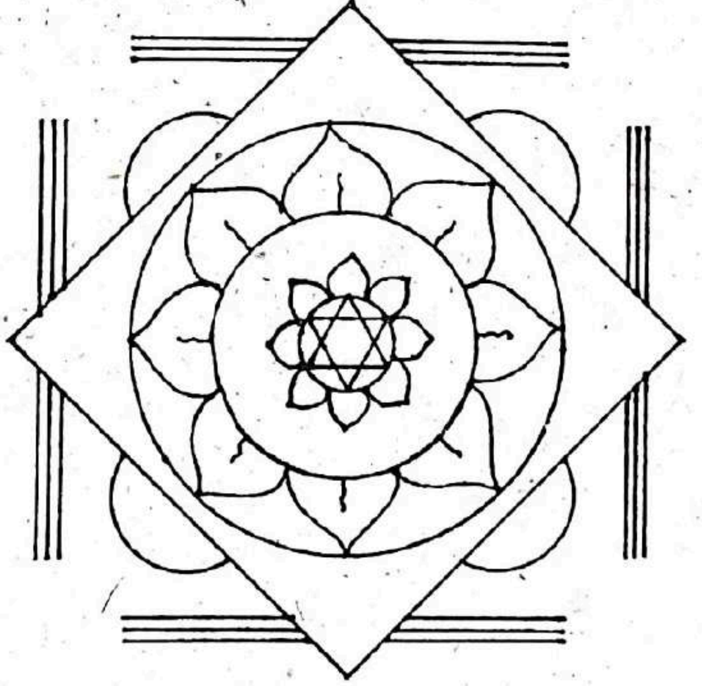

ভুবনেশ্বরী মন্ত্র মোহন ও বশীকরণ কার্যে অত্যন্ত ফলদায়ক বলে তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে ভুবনেশ্বরী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো, সমচতুষ্কোণ চতুরঙ্গুল পরিমাণ সোনার পাত, অভাবে রূপার পাত, অভাবে তামার পাত, তদভাবে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র অঙ্কন করতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্রটি খোদাই করে বা ভূর্জপত্রে লিখে যন্ত্রোপরি দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

ভুবনেশ্বরী ধ্যানম্

"উদ্যাদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচা,
নয়নত্রয় যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাম্,
ভীতিকরাং ভজে ভুবনেশ্বরীম্॥"

জপমন্ত্র— 'হ্রীং'

মন্ত্রোদ্ধার— উপরোক্ত জপ মন্ত্রটিই দেবীর মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— সাধক উত্তরমুখে বসে যন্ত্রোপরি দেবীর পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপে মন্ত্রটি সিদ্ধ হয়।

ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের ফল

য পঠেদ্ শৃণুয়াৎ বাপি একচিত্তেন সর্বদা।
স দীর্ঘায়ুঃ সুখী বাগ্মী বাণী তস্য ন সংশয়ঃ ॥১॥
গুরুপাদরতো ভূত্বা কামিনীনাস্তবেৎ প্রিয়।
ধনবান্ গুণবান্ শ্রীমান্ ধীমান্নি শ্রীগুরু প্রিয় ॥২॥
সর্বেষাস্ত প্রিয়োভূত্বা পূজয়েৎ সর্বদা স্তবম্।
মন্ত্রসিদ্ধি করস্থৈব তস্য দেবি ন সংশয়ঃ ॥৩॥
কুবেরত্বস্তবেত্তস্য তস্যাধীনা হি সিদ্ধয়ঃ।
মৃতপুত্রা চ যা নারী দৌর্ভাগ্য পরিপীড়িতা ॥৪॥

ভুবনেশ্বরী

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দানঞ্চ রক্তোৎপলং,
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্ ॥
মুক্তাহারলসৎপয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং,
বন্দেহহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ॥

বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা চ যাঽঙ্গনা।
ধন-ধান্য বিহীনা চ রোগশোকাকুলা চ যা।।৫।।
অভিরেতন্মহাদেবি ভূর্জপত্রে বিলেখয়েৎ।
সব্যে ভুজে চ বধ্নীয়াৎ সর্বসৌখ্যবতী ভবেৎ।।৬।।

ত্রিপুর ভৈরবী সাধনা

তন্ত্রে বলা হয়েছে, এই মন্ত্র প্রভাবে সাধক ত্রৈলোক্য বিজয় করতে সমর্থ হয়। আর্থিক দিক থেকে প্রচুর উন্নতি, রোগ শান্তি, অশান্তি নিবারণ করতে সমর্থ হয়।

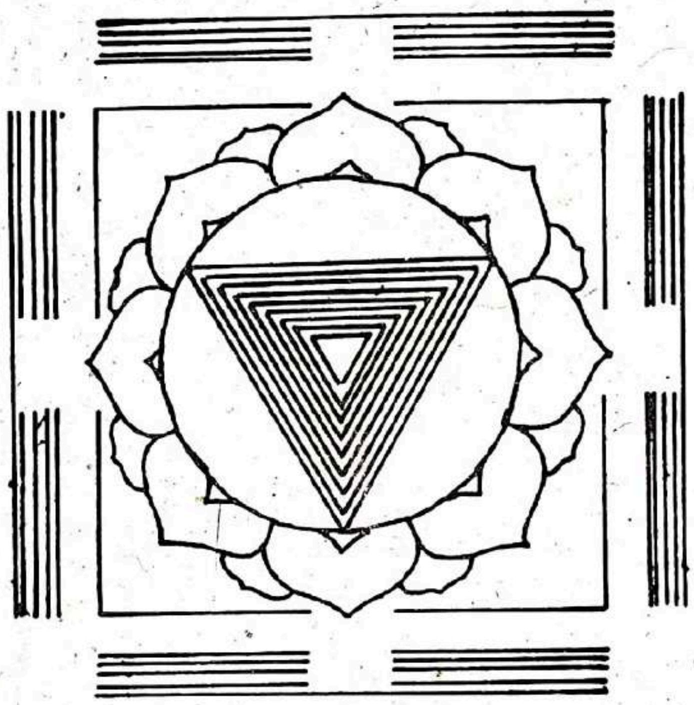

উপরে ত্রিপুর ভৈরবী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো, উক্ত চিত্রানুযায়ী সম চতুষ্কোণ চতুরঙ্গুল বিশিষ্ট রূপার পাতে বা তামার পাতে খোদাই করে যন্ত্রে দেবীর পূজা করতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র নির্মাণ করে তদুপরি পূজার ক্রম অনুসারে ক্রিয়া করে, ধ্যান ও দেবীর আবাহন করে, ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

ত্রিপুর ভৈরবী ধ্যানম্

"উদ্যদ্ভানুসহস্র কান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাম্।

ভৈরবী

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং,
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং,
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥

রক্তালিপ্ত পয়োধরা জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরদাম্ ॥
হস্তান্তৈর্দ্দধতী ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রার বিন্দশ্রিয়ম্ ।
দেবীম্বদ্ধহিমাংশুরত্ন মুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্ ॥"

মন্ত্রোদ্ধার— প্রথমে প্রণব অর্থাৎ 'ওঁ' উচ্চারণ করতে হবে, পরে 'হস করী' মন্ত্রটি উচ্চারণ করবেন। শেষে সম্পূর্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়। যথা— 'ওঁ হস করী'

মন্ত্র—হ সৈং হ স করীং হ সৈং।

মন্ত্র ফল

বারমেকং পঠন্মন্ত্রো মুচ্যতে সর্বসঙ্কটাৎ।
কিমন্যদ্ বহুনা দেবি সর্বাভীষ্ট ফলং লভেৎ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রো নির্ধনী ধনবান্ ভবেৎ ।
দীর্ঘ রোগাৎ প্রমুচ্যেত পঞ্চমে কবিরাড্ ভবেৎ ॥

অর্থাৎ একবার মাত্র উক্তমন্ত্র সিদ্ধির পর জপ করলে, সাধক সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। বহুবার জপের তো কথাই নেই, তার ফলে সাধকের সর্বাভীষ্ট ফল লাভ হয়। অপুত্র ব্যক্তি এই মন্ত্র প্রভাবে পুত্র লাভ করে, নির্ধনী অর্থাৎ ধনহীন ব্যক্তি ধনবান্ হয়। দীর্ঘরোগ ও দুরারোগ্য রোগও মন্ত্র প্রভাবে আরোগ্য হয়। সাধক কবি ও বাগ্মী হয়।

জপ বিধি— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক উত্তরমুখে বসে যথাবিধি দেবীর পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) মন্ত্র জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

ছিন্নমস্তা সাধনা

ছিন্নমস্তা সাধনা করলে সাধক শত্রুজয়, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, অর্থ ও বিদ্যালাভ করতে সমর্থ হয়। সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভের জন্য এই মন্ত্র অত্যন্ত ফলপ্রদ বলে তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

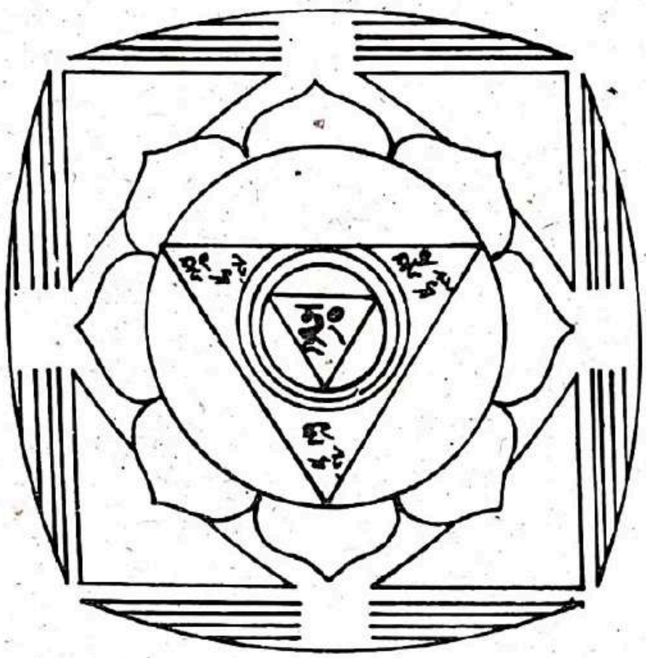

পূর্বোক্ত বিধিতে উপরোক্ত যন্ত্রটি চিত্রানুযায়ী রূপার বা তামার পাতে খোদাই করে নিতে হবে।

মন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র নির্মাণ করে পূজাবিধি অনুযায়ী ধ্যান ও আবাহন করে, যন্ত্রোপরি দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

ছিন্নমস্তা ধ্যানম্

"প্রত্যালীঢ় পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্তৃকা,
দিগ্‌বস্ত্রাং স্বকবন্ধ শোণিতসুধাধারামিপবন্তীন্মুদা।
নাগাবদ্ধ শিরোমণিস্ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাম্,
রত্যাসক্ত মনোভবপরিদৃঢ়া ধ্যায়েদ্ জবা সন্নিভাম্॥
বক্ষে বাতিসিতাবিমুক্ত চিকুরা কত্রন্তিতা খর্পরং,
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।
দেব্যশ্ছিন্ন কবন্ধত পতদ্‌সৃগ্‌ধারাম্পিবন্তী মুদা,
নাগাবদ্ধশিরোমণির্ম্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ॥
প্রত্যালীঢ় পদা কবন্ধ বিগলদ্রক্তম্পিবন্তী মুদা,
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্ত ভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী।

ছিন্নমস্তা

নাভৌ শুভ্রারবিন্দং তদুপরি বিমলং মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ,
সংসারস্যৈকসারাং ত্রিভুবনজননীং ধর্ম্মকামোদয়াঢ্যাম্।
তস্মিন্ মধ্যে ত্রিকোণে ত্রিতয়তনুধরাং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তাং,
তাং বন্দে জ্ঞানরূপাং নিখিলভয়হরাং যোগিনীং যোগমুদ্রাম্॥

শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী,
ধ্যেয়া ধ্যানপরৈঃ সদা সবিনয়ং ভক্তেষ্টভূতিপ্রদা।।"

মন্ত্র—"শ্রীং হ্লীং ক্লীং ঐং বজ্র বৈরোচনীয়ৈ হুং হুং ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্রোদ্ধার— উপরোক্ত মন্ত্র ১০ বার জপ করলে মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— ১। সাধক অর্ধরাত্রিতে রক্তবর্ণের বস্ত্র, উত্তরীয় ধারণ করে ললাটে সিন্দুর তিলক দিয়ে, রক্তচন্দন ও জবা পুষ্পাদি দ্বারা দেবীর ধ্যান ও আবাহন করে যথাবিধি পূজা করে প্রত্যহ জপ করলে সাধক বাক্‌সিদ্ধ হয়।

২। উপরোক্ত মন্ত্রটি ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ শেষ করতে পারলে, সাধক স্তম্ভন সিদ্ধ হয় ও সব কিছুই স্তম্ভন করার শক্তি লাভ করে।

৩। যদি প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে জপ করা যায়, তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপরাশি ধ্বংস হয়।

অত্যন্ত গুহ্য এই ছিন্নমস্তা মন্ত্র উপযুক্ত সৎ ব্যক্তিকে বা গুরুর আদেশ ব্যতীত কাউকে এই মন্ত্র প্রদান করা উচিত নয়।

ধূমাবতী সাধনা

শত্রু জয়, বিষয় ও ধনৈশ্বর্য রক্ষা, সন্তানাদি লাভ নিমিত্ত ধূমাবতী মন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলা হয়েছে।

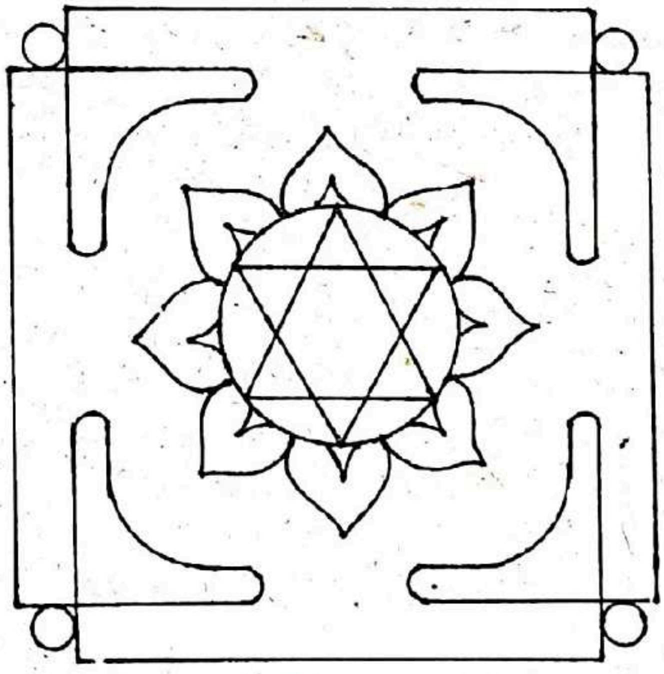

ধূমাবতী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো, উক্ত চিত্রানুযায়ী চতুরঙ্গুল পরিমিত রূপার পাতে বা তামার পাতে অথবা অলক্তক (আলতা) দ্বারা চন্দনকাঠের লেখনী, অভাবে সাধারণ নতুন লেখনী দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্রাঙ্কন করতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধার— যন্ত্র অঙ্কন করে তাতে ধূপ-দীপ দিয়ে, ধূমাবতী মন্ত্র ১০ বার জপ করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

ধূমাবতী ধ্যানম্

"বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্ত কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধূপহস্তা বরান্তিকা।।
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যন্তয়দা কলহাস্পদা।।"

ধ্যানার্থ— দেবী ধূমাবতী সপ্তম বিদ্যা, ইনি ধনানন্দদাত্রী, ধনবৃদ্ধি কর্ত্রী, দেবী ধন ঐশ্বর্য ও বিদ্যা দান করেন। সাধকের ধনৈশ্বর্য রক্ষা করেন দেবী এবং প্রাণ রক্ষা করে থাকেন। শত্রু নাশ করেন ও ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র থেকে সাধককে রক্ষা করেন। শত্রু নাশ করে সাধককে রক্ষা করেন, সাধকের শত্রুভয় থাকে না। দেবীকে কারণ (মদ্য) দান করে, যে ভক্ত সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং দেবীর ধ্যানে মগ্ন হন, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও যদি তার শত্রু হয়, তথাপি সেই শত্রুর বিনাশ হয়।

ধূমাবতী মন্ত্রের ফল

ধনহৃষ্ট ধনপুষ্টা দানাধ্যয়নকারিণী।
ধনরক্ষা ধনপ্রাণা ধনানন্দকরী সদা।।
শত্রু গ্রীবাচ্ছিদাছায়া শত্রু পদ্ধতি খণ্ডিনী।
শত্রুপ্রাণহরা হার্যা শত্রুন্মূলনকারিণী।।
মদিরামোদযুক্তা বৈ দেবীধ্যান পরায়ণঃ।
তস্য শত্রু ক্ষয়ং যাতি যদি শত্রু সমোপি বৈ।।

মন্ত্র—"ধূং ধূং ধূমাবতী ঠঃ ঠঃ।"

ধূমাবতী

বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধূতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাপ্রয়া॥

পূজা ও জপবিধি— অর্ধরাত্রিতে কৃতনিত্যক্রিয় সাধক ধূমাবতী মন্ত্রে পূজাবিধি ক্রম অনুসারে উত্তরমুখে ছাইবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে, দেবীর ধ্যান ও আবাহনাদি করে যথাশক্তি উপচারে পূজা করবেন, শোধিত কারণ দেবীকে প্রদান করে সেই কারণ সাধক স্বয়ং গ্রহণ করবেন। অতঃপর রুদ্রাক্ষমালায় উপরোক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

বগলামুখী সাধনা

এই সাধনা এবং প্রয়োগ সারাভারত তথা সারাবিশ্বে প্রচলিত। এই প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রদ বটে, কিন্তু প্রয়োগকারীকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। তা না হলে যদি সামান্যমাত্রও ত্রুটি হয়, তাহলে শুভস্থলে অশুভ ফললাভ হয়। এজন্য সাধক খুব সাবধানতার সঙ্গে এটি প্রয়োগ করবেন।

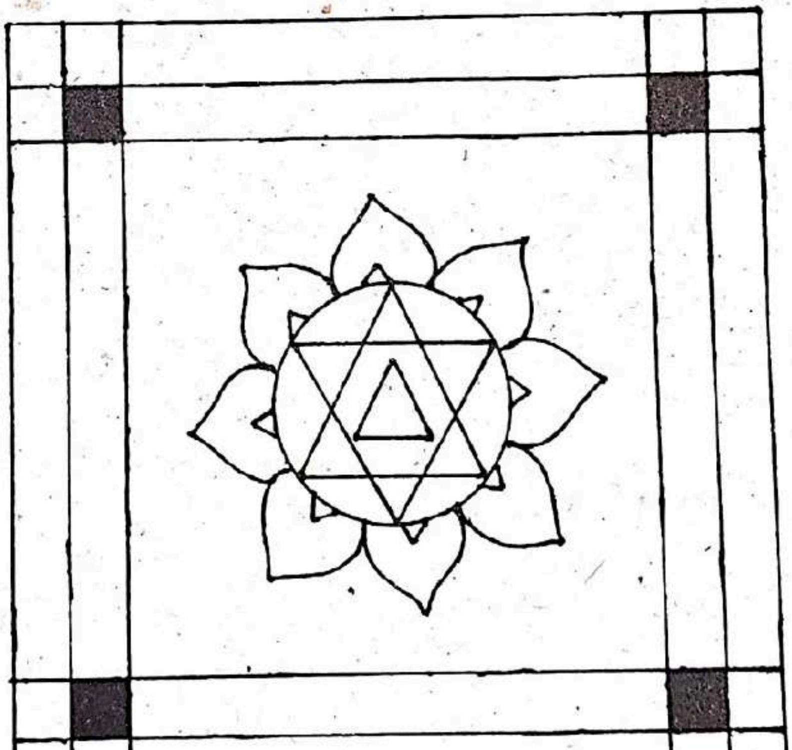

উপরে বগলামুখী যন্ত্রের একটি চিত্র দেওয়া হলো, ঐ চিত্রানুযায়ী সম চতুষ্কোণ চতুরঙ্গুল একটি স্বর্ণ পাতে, অভাবে রূপার পাতে, তদভাবে তামার পাতে যন্ত্রটি খোদাই করে নিতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তবে অষ্টগন্ধ দ্বারা স্বর্ণচাপা বৃক্ষের গাছের ডালের

বগলামুখী

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং, দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং, বামেন শত্রুন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন, পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

লেখনী দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্রটি অঙ্কন করে নিতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধার— উপরোক্তভাবে যন্ত্রাঙ্কন করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

বগলামুখী ধ্যানম্

"মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদি,
সিংহাসন পরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ মাল্য বিভূষিতাঙ্গী,
দেবী নমামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্।।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং,
বামেন শত্রু পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেনং
পীতাম্বরাঢ্যাদ্বিভুজাং নমামি।।"

মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচন্মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।"

মন্ত্রোদ্ধার—"প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি।
তদন্তে সর্বদুষ্টানাং ততৌ বাচন্মুখম্পদম্।।
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্।
বুদ্ধিন্নাশয় পশ্চাৎ স্থিরমায়াং সমালিখেৎ।।
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ।
ষড়্‌ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্বসম্পৎকরী মতা।।"

অর্থাৎ— আদিতে 'প্রণব' উচ্চারণ করে পরে মায়াবীজ 'হ্লীং' উচ্চারণ করে, তারপর 'বগলামুখী' উচ্চারণ করবেন। এবার 'সর্বদুষ্টানাং' মন্ত্রটি বলে, পরে 'বাচং মুখং' উচ্চারণ করবেন; এরপর 'স্তম্ভয়' শব্দ উচ্চারণ করে, পরে 'জিহ্বাং কীলয় কীলয়' উচ্চারণ করে, 'বুদ্ধিং নাশয়' মন্ত্র পাঠ করে, পুনরায় স্থির মায়াবীজ 'হ্লীং' বলবেন। পরে পুনর্বার 'প্রণব' উচ্চারণ করে বহ্নিজায়া মন্ত্র 'স্বাহা' বলবেন। এটি বগলামুখী দেবীর ষট্‌ত্রিংশৎ (ছত্রিশ) অক্ষরী মন্ত্র। এই মন্ত্র ১০ বার মাত্র জপ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপ বিধি— কৃতনিত্যক্রিয় সাধক পীতবর্ণের বস্ত্রাদি পরিধান করবেন। ললাটে হরিদ্রা মিশ্রিত চন্দনের তিলক করবেন। সম্মুখে পীতবর্ণের বস্ত্রের উপর বগলামুখী

যন্ত্রটি স্থাপন করে, ধুপ-দীপ জ্বেলে পীতবর্ণের পুষ্প (হলদে কল্কে বা চাঁপা) দ্বারা দেবীর সাধ্যমত পূজা যন্ত্রের উপর করবেন। সাধক নিজেও পীতবর্ণের আসনে বসবেন। দেবীকে বোঁদের মিঠাই ভোগ দিবেন। তারপর উত্তরমুখে বসে হলুদ গাঁটের মালা দ্বারা উক্ত ষড়ত্রিংশাক্ষর মন্ত্র ১০৮ বার করে প্রত্যহ জপ করবেন। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই শত্রুজয় ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ হয়।

এতদ্ব্যতীত উক্ত মন্ত্র প্রভাবে বিদ্যালাভ হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অভাব দুর হয়।

এই মন্ত্র এত শক্তিশালী যে, ভক্তিভরে মাত্র একবার জপ করলেই জপকারীর সর্বপাপ নাশ হয়। দুইবার জপে সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন নাশ, তিন বার জপে সহজেই সর্বকার্যে সাফল্য লাভ হয়।

মাতঙ্গী সাধনা

দেবী মাতঙ্গী হলেন নবম মহাবিদ্যা, এই দেবীর সাধনায় গার্হস্থ জীবন আনন্দময়, শীঘ্র বিবাহ, দেহ লাবণ্য প্রভৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

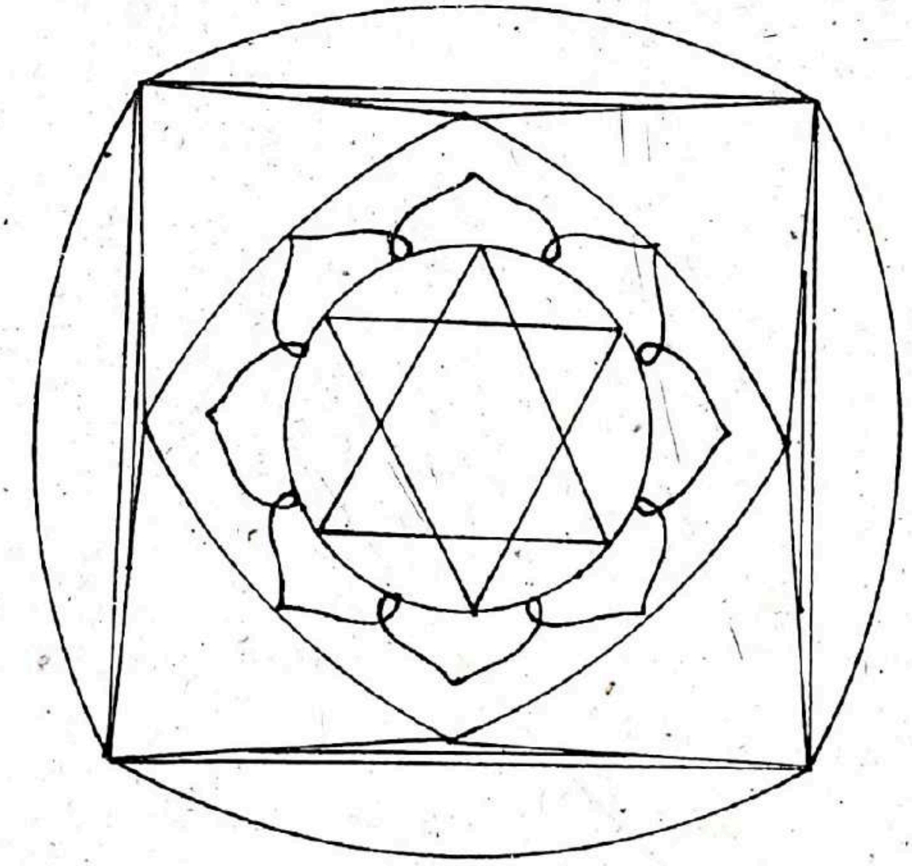

মাতঙ্গী

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥

যন্ত্রোদ্ধার— নবম মহাবিদ্যা দেবী মাতঙ্গী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো। সম চতুষ্কোণ চতুরঙ্গুল সোনার পাতে বা রূপার পাতে অভাবে তামার পাতে খোদাই করে নিতে হবে। তাও সম্ভব না হলে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্রাঙ্কন করে, রক্তচন্দন ও জবাপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা বিধি অনুসারে সাধ্যমত উপচারে পূজা করলে যন্ত্রোদ্ধার হয়। ২৯১ পৃষ্ঠায় মাতঙ্গী সাধনা যন্ত্র চিত্র দেওয়া হইল।

মাতঙ্গী ধ্যানম্

"শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাস্ত্রিনয়ণাং
রত্ন সিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসি খেটকং
পাশাঙ্কুশধরাম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গৈ ফট্ স্বাহা।"

মন্ত্রোদ্ধার— প্রথমে প্রণব (ওঁ), তারপর মায়াবীজ (হ্রীং), তৎপরে কামবীজ (ক্লীং), পরে হূং মাতঙ্গৈ স্বাহা উচ্চারণ করলে মন্ত্রোদ্ধার হয়।

জপবিধি— সাধক উত্তরাস্যে উপবেশন করে রক্তবর্ণের বস্ত্রের উপর যন্ত্রটি স্থাপন করে, জবাপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা দেবীর সাধ্যমত উপচারে পূজা করে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র প্রত্যহ ১০০৮ (এক হাজার আট) বার করে জপ করবেন। ১০ দিন এইভাবে পূজা ও জপ করলে সংসারের সর্বপ্রকার অশান্তি দূর হয়। দাম্পত্য-জীবন সুখকর হয়। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহের সর্ববাধা দূর হয় ও শীঘ্র বিবাহ হয়। সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

কমলাত্মিকা সাধনা

দশ মহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা হচ্ছেন কমলাত্মিকা, অনেকে কমলাও বলেন। তবে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনায় কমলাত্মিকা নামের উল্লেখ দেখা যায়। কমলা বা কমলাত্মিকা অন্য কেউ নয় স্বয়ং মহালক্ষ্মীর একটি রূপ। লক্ষ্মী হলেন ধন-ধান্য, ঐশ্বর্য-সম্পদ প্রদায়িনী।

অতএব বলা বাহুল্য যে, দেবী কমলাত্মিকার পূজা জপাদিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি বা স্বচ্ছলতা, সর্ব বিষয়ে সুখলাভ করা যায়।

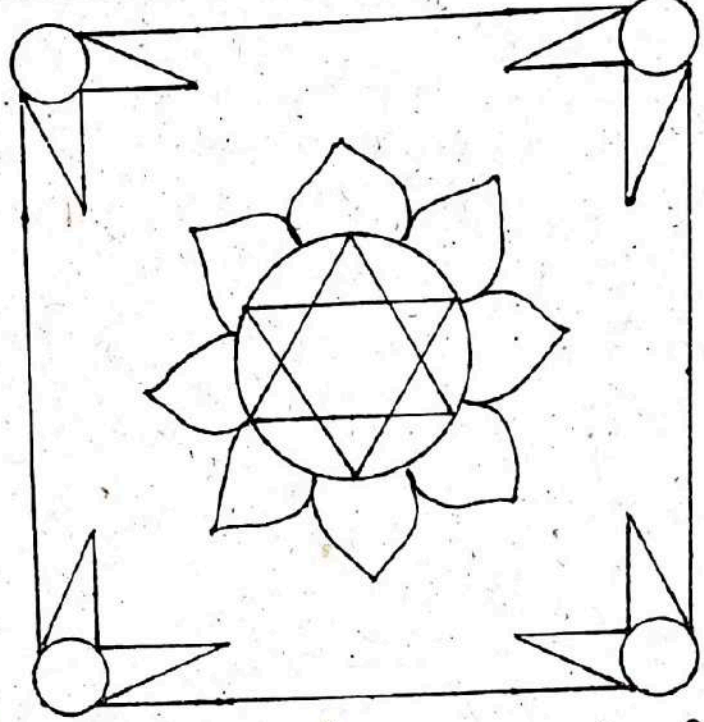

উপরে কমলাত্মিকা যন্ত্রের একটি চিত্র দেওয়া হলো। এই যন্ত্রটি সোনার, রূপার বা তামার পাতে খোদাই করে অথবা অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে দেবীর পূজা করতে হয়।

যন্ত্রোদ্বার— উক্ত প্রকারে যন্ত্র নির্মাণ করে তদুপরি কমলাত্মিকা দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্বার হয়।

মন্ত্র—"**ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ।**"

মন্ত্রোদ্ধার— সাদা কাগজে লাল কালির দ্বারা প্রথমে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি লিখতে হবে। পরে প্রণব ও বাগবীজ লিখবে (ওঁ ঐং)। তারপর লজ্জাবীজ (হ্রীং) লিখবে। তারপর লিখবে লক্ষ্মী বীজ (শ্রীং), তারপর কামবীজ (ক্লীং) লিখে, সব শেষে 'হসৌ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ' লিখবে। এগুলি সব পর পর লাইনে লিখতে হবে। তারপর সম্পূর্ণ মন্ত্রটি ১০ বার জপ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হবে।

মন্ত্র জপের ফল— উপরোক্ত যন্ত্র এবং মন্ত্রটির চেয়ে বিশেষ ফলপ্রদ ও শক্তিশালী যন্ত্র ও মন্ত্র আর নাই, তন্ত্রে একথা বার বার বলা হয়েছে। এই মন্ত্র জপ এবং যন্ত্রপূজার ফলে মানুষকে ধনৈশ্বর্যের উচ্চ শিখরে তুলে দেয়। দুঃখ-দারিদ্র নাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, সর্বপ্রকার সুখভোগের নিমিত্ত এই যন্ত্রপূজা ও মন্ত্র জপ অবশ্য কর্তব্য। পূর্বে যে লক্ষ্মী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এই মন্ত্র তার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী।

শাস্ত্রোল্লিখিত বিধান অনুযায়ী যদি পূজা ও জপানুষ্ঠান করা হয়, তাহলে অচিরে সাফল্য লাভ করা যায়।

পূজা বিধি— কৃতনিত্যক্রিয় পূজক শুদ্ধবস্ত্রে ও শুদ্ধাসনে উত্তরাস্যে বসে, সম্মুখে একটি চৌকির ওপর শুদ্ধবস্ত্রে কমলাত্মিকা দেবীর যন্ত্রটিকে রেখে, আচমনাদি থেকে ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম পর্যন্ত ক্রিয়াগুলি সমাপ্ত করে পীঠন্যাস করতে হবে। তারপর যন্ত্রের পূর্বাদি কেশরসমূহের মধ্যভাগে পীঠশক্তির পূজা করতে হবে। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ও বিভূত্যৈ নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ উন্নত্যৈ নমঃ। ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ সৃষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ওঁ সন্নত্যৈ নমঃ। ওঁ ব্যুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ উৎকৃষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রী কমলাসনায় নমঃ।

অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে।

ঋষ্যাদিন্যাস— 'শিরাসি— ভৃগু ঋষয়ে নমঃ। মুখে— নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি— শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অতঃপর করাঙ্গন্যাস সমাপ্ত করে দেবীর ধ্যান করতে হবে।

করন্যাস— ''ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রৈং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।''

অঙ্গন্যাস— ''ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীং শিরসি স্বাহা ওঁ শ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষ্ট্। ওঁ শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।''

এবার কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করবে।

কমলাত্মিকার ধ্যানম্

''ওঁ কান্ত্যাকাঞ্চন সন্নিভাং হিমগিরি,
প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ।
হস্তোক্ষিপ্তহিরন্ময়ামৃত ঘটৈ,
রাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্॥
বিভ্রাণাং বরমব্জ যুগ্মভয়ং হস্তৈঃ,
কিরীটোজ্জ্বলং।

ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব লোল ললিতাং,
বন্দেঽরবিন্দ স্থিতাম্॥"

ধ্যান শেষ করে পুষ্পাদি নিজ মস্তকে স্থাপন করে মানসোপচারে দেবীর পূজা করবে। অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক পীঠপূজা একত্রে করবে।

পীঠপূজা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।"

উক্তমন্ত্রে পীঠদেবতার পূজা পঞ্চোপচারে সমাপ্ত করে, পূর্বোল্লিখিত পীঠশক্তির গন্ধপুষ্প দ্বারা—" ওঁ বিভুত্যৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করে, পুনরায় কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যানান্তে পুষ্পটি যন্ত্রোপরি দিয়ে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন করবে।

আবাহন মন্ত্র—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্বং পূজয়িস্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব॥"

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতী কমলাত্মিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন পূর্বক পুনর্ধ্যানান্তে যন্ত্রমধ্যে পুষ্পাদি প্রদান করে, ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করবে। প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা করে দেবীকে নিবেদন করতে হবে। যথা—

"বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ," তিনবার এই মন্ত্র পাঠান্তে রজতাসনে কুশোদক দিয়ে, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে ওতে ফুল দিয়ে, "এতৎ সম্প্রদান্যৈ ওঁ শ্রীং কমলানাত্মিকায়ৈ নমঃ" এইরূপে সমস্ত দ্রব্য অর্চনা করে দেবীকে প্রদান করবে।

স্বাগত— "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতী কমলাত্মিকে স্বাগতম্, স্বাগতম্, সুস্বাগতম্ কুশলং তে। এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এষঃ মধুপর্ক ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ স্নানীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ বস্ত্রং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। ইদমাভরণং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ সিন্দুরম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীং বাসনা ত্মিকায়ৈ নমঃ। এষ ধুপঃ ওঁ শ্রীং বাসনাত্মিকায়ৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এষ ধূপ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ।

এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ খণ্ড উপকরণম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ মিষ্টান্নম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ মোদকম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এষ রচনা ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ। এতৎ সাধার ভোজ্যং ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ।''

এইভাবে পূজা শেষ করে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলী দিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র— ''এষঃ গন্ধপুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ শ্রীং কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ।'' অতঃপর আবরণ পূজা করবে।

অগ্নিকোণাদি কেশরে— ''শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীং শিরসি স্বাহা নমঃ। শ্রুং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। শ্রৈং কবচায় হুং নমঃ। শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। শ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।''

পূর্বাদি কেশরসমূহে— ''ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ। ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ।''

বিদিশাদি দলমধ্যে— ''ওঁ দমকায় নমঃ। ওঁ সলিলায় নমঃ। ওঁ গুগ্‌গুলায় নমঃ। ওঁ কুরণ্টকায় নমঃ।''

দেবীর দক্ষভাগে— ''ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ওঁ বসুধায়ৈ নমঃ।''

দেবীর বামভাগে— ''ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ওঁ বসুমত্যৈ নমঃ।''

দেব্যাগ্রে পূর্বাদি দিকে— ''ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। ওঁ বনমালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ বিভীষিকায়ৈ নমঃ।''

অনন্তর ইন্দ্রাদি দিকপাল, বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ, আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রভৃতির পূজা করে মন্ত্র জপ করবে।

জপ বিধি— রুদ্রাক্ষমালায় ''ওঁ ঐং হ্লীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।'' ১২,০০,০০০ (বারো লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

পুরশ্চরণ ক্রিয়া

জপ সমাপ্ত হবার পরে জপের দশাংশ অর্থাৎ ১২,০০০ (বারো হাজার) ঘৃত, মধু সহযোগে পদ্মদ্বারা হোম, এছাড়া শুধু ঘৃত, মধু ও তিল দ্বারাও হোমের উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রে, এক্ষেত্রে পদ্মের প্রয়োজন হয় না।

আহুতি মন্ত্র— ''ওঁ ঐং হ্লীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ স্বাহা।'' হোমের

কমলা

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং,
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥

শেষে হোমের দশাংশ ১২০০ (বারোশত) তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ২২০ (দুই শত কুড়ি) অভিষিঞ্চন করলে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়।

কমলাত্মিকা স্তোত্রম্

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলাভূতি র্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পৎপ্রদা শ্রী পদ্মধারিণী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মী সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥
—ইতি কমলাত্মিকা স্তোত্রম্—'

উপরোক্ত স্তোত্র যে ভক্ত নিত্য পাঠ করেন দেবী কমলা তার উপর সদা তুষ্ট থাকেন এবং দেবীর কৃপায় তার দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয়।

কমলাত্মিকা কবচম্

ঈশ্বর উবাচ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব কামদম্।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেন ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ॥১॥
নার্চনস্তস্য দেবেশি মন্ত্র মাত্রঞ্জপেন্নরঃ।
স ভবেৎ পার্বতীপুত্রঃ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥২॥
বিদ্যার্থিনাং সদা বিদ্যা ধনদাতৃ বিশেষতঃ।
ধনার্থীভি সদাসেব্যা কমলা বিষ্ণুবল্লভা॥৩॥

অস্যাশ্চরক্ষরী বিষ্ণুবল্লভায়াঃ কবচস্য ভগবান ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্ভবী শক্তির্দেবতা বাগ্ভবং বীজং লজ্জা রমা কীলকং কামবীজাত্মকঙ্কবচং মম সুপাণ্ডিত্য কবিত্ব সর্বসিদ্ধি সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।"

ঐং কারো মস্তকে পাতু বাগ্ভবী সর্বসিদ্ধিদা।
হ্রীং পাতু কক্ষুষোর্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী॥৪॥
জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োদন্তয়োর্নসি।
ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ॥৫॥

পাতু মাং বিষ্ণুবণিতা লক্ষ্মীঃ শ্রী বিষ্ণুরূপিনী ।।৬।।
কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্বতী।
হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ।।৭।।
পৃষ্ঠদেশে তথা গুহ্যে বামে চ দক্ষিণে তথা।
উপস্থে চ নিতম্বে চ নাভৌ জঙ্ঘাদ্বয়ে পুনঃ ।।৮।।
জানুচক্রে পাদদ্বন্দ্বে ঘুটিকেঙ্গুলিমূলকে।
স্বাধাতুপ্রাণশক্ত্যাত্ম সীমন্তে মস্তকে পুনঃ ।।৯।।
বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম।
সর্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সরস্বতী ।।১০।।
তুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবতু।
ঋদ্ধিঃ পাতু মহাদেবী সর্বত্র শম্ভুবল্লভা ।।১১।।
বাগ্‌ভবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী।
রমা পাতু মহাদেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্ ।।১২।।
সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মী বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী।
শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্বদা ।।১৩।।
ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুণ্ডা সর্বদাবতু।
ত্বদিতা পাতুমান্নিত্য মুগ্রতারা সদাবতু ।।১৪।।
পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু।
নবদুর্গা সদা পাতু কামাক্ষী সর্বদাবতু ।।১৫।।
যোগিন্য সর্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম।
মাত্রাঃ পান্তু সদা দৈবশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ ।।১৬।।
সর্বত্র সর্বকার্য্যেষু সর্ব কর্মসু সর্বদা।
পাতু মাং দেব দেবী চ লক্ষ্মী সর্বসমৃদ্ধিদা ।।১৭।।
ইতি তে কথিতং দিব্যঙ্কবচং সর্ব সিদ্ধয়ে।
যত্র তত্র ন ব্যক্তব্যং যদিচ্ছোদাত্মনোহিতম্ ।।১৮।।
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরী।
ন্যূনাঙ্গেচাতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়ে ন্ন কদাচন ।।১৯।।
নস্তবন্দর্শয়েদ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ।
কুলীনায় মহেচ্ছায় দুর্গাভক্তি পরায়ণ ।।২০।।

বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচ মুত্তমম্।
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিলে জ্ঞানিনে তথা।।২১।।
দদ্যাৎ কবচ মিত্যুক্তং সর্বতন্ত্র সমন্বিতম্।
শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈ স্তথা।।২২।।
যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব তন্ত্র সমন্বিতম্।
বিলিখ্য কবচদ্দিব্যং স্বয়ম্ভু কুসুমৈ শুভৈঃ।।২৩।।
স্বশুক্র পরশুক্রৈর্বা নানাগন্ধ সমন্বিতৈঃ।
গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দন কে ন বা।।২৪।।
সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দিনে।
অশ্বিন্যাং কৃর্ত্তিকায়াং বা ফগুন্যাং বা মঘাসু চ।।২৫।।
পূর্বভাদ্রপদা যোগে স্বাত্যা মঙ্গলবাসরে।
বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে।।২৬।।
আয়ুষ্মৎ প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ।
ইন্দ্রযোগে শুভর্যোগে শুক্রযোগে তথৈব চ।।২৭।।
কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ।
শূন্যাগারে শ্মশানে চ বিজনে চ বিশেষতঃ।।২৮।।
কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্।
মৎস্যৈর্মাংসৈঃ শাক সূপঃ পূজয়েৎপর দেবতাম্।।২৯।।
ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।।৩০।।
অখেটকমুপাখ্যানং তত্র কার্য্যাদ্দিন ত্রয়ম্।
তদাধরেন্মহাবিদ্যাং শঙ্করেণ প্রভাষিতম্।।৩১।।
মারণ দ্বেষণাদিনী লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
স ভবেৎ পার্বতী পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র পুরস্কৃতঃ।।৩২ ।।
গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন ভজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিররীদৃতঃ।।৩৩।।
পঠনীয় ইহমর্ত্যোনিত্যমাদ্‌দ্রন্তি রাৎস্বা।
জপ ফল মনুমেয়ং প্লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্।।৩৪।।
স ভবতি পদমূর্চ্চে সম্পদাম্ পাদনভ্র।

ক্ষিতিপ মুকুট লক্ষ্মী লক্ষ নানাঙ্ঘিরায়।।৩৫।।

—ইতি বিশ্বসার তন্ত্রে কমলাত্মিকা কবচম্—

পাঠফল— বিশ্বসার তন্ত্রোক্ত উপরোক্ত কবচ পাঠ না করলে, মন্ত্রসিদ্ধি বাতুলতা মাত্র। চতুবর্গ ফলদাতা এই কবচ সর্বকালে সর্বস্থানে পাঠকারীকে রক্ষা করে। অষ্টগন্ধ দ্বারা এই কবচ ভূর্জপত্রে লিখে কবচের পূজা করে ধারণ করলে ধনৈশ্বর্য, যশ, মান-সম্মান, বিদ্যা, সর্বত্র সাফল্য এবং সৌভাগ্য লাভ হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মী-গণপতি প্রয়োগ

দেবগণ মধ্যে বিঘ্ননাশকারী, লক্ষ্মীদাতা, সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা হলেন গণপতি বা গণেশ। ইনি সবার অগ্রগণ্য এবং পূজ্য। গণেশের পূজা ব্যতীত সর্বকার্য্য, সাধনা নিষ্ফল এবং সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সিদ্ধিদাতা গণপতি অতি শীঘ্র এবং নিশ্চিত ফল প্রদান করেন। তন্ত্রে এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে—

বীজাপুর গদেক্ষু কার্মুকরুজা চক্রাব্জ পাশোৎপল।
ব্রহ্মাগ্রস্ত বিষাণ রত্ন কলস প্রোদ্যোৎ করাম্ভোরুহঃ।।
ধ্যেয় বল্লভয়া স পদম্ করয়া শ্লিষ্টৌ জ্বলদ্‌ভূষয়া।
বিশ্বোৎপত্তি বিপত্তি সংস্থিতি করো বিঘ্নেশ ইষ্টার্থদঃ।।

লক্ষ্মী-গণপতি প্রয়োগ বিধি

প্রথম প্রকার

বিনিয়োগ—**"ওঁ অস্য শ্রীগণপতি মহামন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ নিবৃত্ গায়ত্রীছন্দঃ মহাগণপতির্দেবতা, সিদ্ধ লক্ষ্মী গণপতি মন্ত্রে বিনিয়োগঃ।"**

উক্তরূপে বিনিয়োগ মন্ত্রাদি পাঠ করে, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও ধ্যানাদি করবে।

করন্যাস—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ওং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং হ্রীং গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং গৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গৌং কনিষ্ঠভ্যাং বৌষট্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গং গং করতল পৃষ্ঠাভ্যাম অস্ত্রায় ফট্।
অঙ্গন্যস—ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ওং গাং হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং গীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং হ্রীং গূং শিখায়ে বষট্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং গৈং কবচায় হুং।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গং গঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

"ওঁ ধ্যায়েৎ হৃদাব্জে শোনাঙ্গং বামোৎসঙ্গ বিভূষয়া।
সিদ্ধ লক্ষ্ম্যা সমাশ্লিষ্ট পার্শ্বমর্ধেন্দু শেখরম্।।
বামাধঃ করতো বক্ষাধঃ করান্তেষু পুষ্করে।
পরিষ্কৃতং মাতুলুঙ্গং গদা পুণ্ড্রেক্ষ কার্মুকৈঃ।।
শূলেন শঙ্খচক্রাভ্যাং পাশোৎপল যুগেন চ।
শালি মঞ্জরিকা স্বীয় দন্তাজল মণি ঘটে।।
স্রবন্মদঞ্চ সানন্দং শ্রী শ্রীপত্যাদি সম্বৃতম্।
অশেষ বিঘ্ন বিধ্বংস নিঘ্নং বিঘ্নেশ্বরং ভজে।।

জপ মন্ত্র—**"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বর বরদয়ে নমঃ।"**

জপ বিধি— সাধক উত্তরমুখে বসে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে উক্ত পূজাবিধি অনুসারে ধ্যানাদি করে এবং সাধ্যমত উপচারে পুজান্তে, রুদ্রাক্ষমালায় প্রত্যহ উক্ত জপ মন্ত্র ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) করে জপ করতে হবে। জপ সংখ্যা ১,০০,০০০ (একলক্ষ) পূর্ণ হলে পুরশ্চরণ করতে হবে।

পুরশ্চরণ বিধি— ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সমাপ্ত হবার পর তিল ও ঘৃত সহযোগে জপের দশাংশ অর্থাৎ ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম, হোম সমাপন করে হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ ১০০ (এক শত) অভিষিঞ্চন করলেই পুরশ্চরণ কার্য্য সিদ্ধ হবে।

হোমের মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বর বরদয়ে নমঃ স্বাহা।"

গণপতি প্রয়োগ বিভিন্ন কার্যের জন্য করা হয়ে থাকে। এক একটি কার্যে গণপতি দেবতার এক একরকম মূর্তি চিন্তা করতে হয়। প্রমাণ—

"পীতং স্মরেৎ স্তম্ভনং কার্য এবম্,
বশ্যাৎ মন্ত্র হ্যরুণং স্মরেৎ ত্বম্।
কৃষ্ণং স্মরেন্মারণ কর্মনীশ,
মুচ্চাটনে ধূম্রনিভং স্মরেৎ ত্বম্।।
বন্ধুক পুষ্পাদিনিভং চ কৃষ্টৌ,
স্মরেৎ বনার্থ কিল পুষ্টি কার্যে।
স্মরেদ্ ধনার্থী হরিবর্ণমেনং,
মুক্তৌ চ শুক্লং মুনবিৎ স্মরেৎ ত্বম্।।
এবং প্রকারেণ গণং ত্রিকালং
ধ্যান্ জপন্ সিদ্ধিযুতো ভবেৎ সঃ।।"

অস্যার্থ— স্তম্ভনে দেবতাকে পীতবর্ণ দেহকান্তি গণেশজীর ধ্যান করবে। বশীকরণ কার্য্যে অরুণবর্ণ বিশিষ্ট গণপতি, মারণে কৃষ্ণবর্ণ গণপতি, উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ গণপতি, আকর্ষণে বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট গণপতি, পুষ্টিকার্যে রক্তবর্ণ দেহকান্তি বিশিষ্ট গণপতি, লক্ষ্মী লাভার্থ হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট গণেশ এবং মোক্ষ লাভার্থ শ্বেতবর্ণ দেহকান্তি বিশিষ্ট গণপতির ধ্যান করতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার কার্যে সাধক নিজের সিদ্ধিলাভ নিমিত্ত ধ্যানাদি করে পূজা করবে।

মঙ্গল কামনায় প্রয়োগ

মঙ্গল কামনায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে, গণপতির দ্বাদশ নাম স্তোত্র পাঠ করলে, সমস্ত অমঙ্গল দুর হয় এবং প্রাত্যহিক কাজকর্মে কোনও বিঘ্ন আসে না। তার দৈনন্দিন কার্য সিদ্ধ হয়।

গণপতির দ্বাদশ নাম স্তোত্রম্

"গণপতির্বিঘ্নরাজো লম্বতুণ্ডো গজাননঃ।
দ্বৈমাতুরশ্চ হেরম্ব একদন্তো গণাধিপঃ।।
বিনায়কশ্চারুকর্ণঃ পশুপালো ভবাত্মজঃ।

দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
বিশ্বং তস্য ভবেদ্ বশ্যং ন চ বিঘ্নং ভবেৎ ক্বচিৎ॥"
—ইতি পদ্মপুরাণে গণপতির দ্বাদশ নাম স্তোত্রম্—

সর্বরক্ষা নিমিত্ত প্রয়োগ

এই প্রয়োগ দ্বারা জীবনে সবদিক থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্য মুদ্গল্ পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত গণেশের ন্যাস প্রত্যহ করতে হবে।

বিধি— সাধক উত্তরমুখে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধ্যাদি ও ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম করে নিম্নলিখিত ন্যাস করবে।

শ্রীগণেশায় নমঃ।
দক্ষহস্তে—বক্রতুণ্ডায় নমঃ।
বামহস্তে—শূর্প কর্ণায় নমঃ।
ওষ্ঠে—বিঘ্ননাশয় নমঃ।
গণ্ডে—গজাননায় নমঃ।
দক্ষপাদে—লম্বোদরায় নমঃ।
বামপাদে—একদণ্ডায় নমঃ।
শিরসি—একদণ্ডায় নমঃ।
চিবুকে—ব্রহ্মণস্পতয়ে নমঃ।
দক্ষ নাসায়—বিনায়কায় নমঃ।
বাম নাসায়—জ্যেষ্ঠ রাজায় নমঃ।
দক্ষিণ নেত্র—বিকটায় নমঃ।
বাম নেত্রে—কপিলায় নমঃ।
দক্ষকর্ণে—ধরণীধরায় নমঃ।
বামকর্ণে—আশাপূরকায় নমঃ।
নাভিতে—মহোদরায় নমঃ।
হৃদি—ধূম্রকেতবে নমঃ।
ললাটে—ময়ূরেশায় নমঃ।
দক্ষিণ বাহু—স্বানন্দবাস কারকায় নমঃ।
বাম বাহু—সচ্চিৎ সুখধাম্নে নমঃ।

লক্ষ্মীলাভ হেতু প্রয়োগ

প্রত্যহ নিম্নলিখিত স্তোত্রটি ১০৮ বার পাঠ করলে পাঠকের লক্ষ্মীলাভ হয়, তার সংসারে অভাব-অভিযোগ থাকে না।

গণপতি স্তোত্রম্

"ওঁ নমো বিঘ্নরাজায় সর্বসৌখ্য প্রদায়িনে।
দুষ্টারিষ্ট বিনাশায় পরায় পরমাত্মনে।।
লম্বোদরং মহাবীর্যং নাগযজ্ঞোপশোভিতম্।
অর্ধচন্দ্রধরং দেবং বিঘ্নব্যূহ বিনাশনম্।।
ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ হেরম্বায় নমো নমঃ।
সর্বসিদ্ধি প্রদোঽসি ত্বং সিদ্ধিবুদ্ধি প্রদো ভবঃ।।
চিন্তিতার্থ প্রদস্ত্বংহি সততং মোদকপ্রিয়ঃ।
সিন্দুরারুণ বস্ত্রেশ্চ পূজিতো বরদায়কঃ।।
ইদং গণপতি স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিমান্ নরঃ।
তস্য দেহং চ গেহঞ্চ স্বয়ং লক্ষ্মীর্ণ মুঞ্চতি।।"

—ইতি গণপতি স্তোত্রং সমাপ্তম্—

শ্মশান কালিকা মন্ত্র

জপ মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং।"

জপবিধি— প্রত্যহ রাত্রিকালে সাধক উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে, রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক সর্বকার্যে সাফল্য লাভ করে ও শত্রু দমন হয়।

ভদ্রকালী মন্ত্র প্রয়োগ

এই মন্ত্র মারণকার্যে ব্যবহার করা হয়। সাধক এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে মারণকার্যে সাফল্য লাভ করে।

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রৌং কালি মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।"

জপ বিধি— রাত্রিকালে সাধক রক্তবস্ত্র পরিধান করে উত্তরমুখে বসে, ধূপ-দীপ

জ্বেলে উক্তমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধির পর সাধক মারণকার্যে সাফল্য লাভ করে।

একাক্ষরী সরস্বতী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ঐং।"

উপরোক্ত মন্ত্র যোগীগণ আবিষ্কার করেছেন। এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং সিদ্ধিপ্রদ। এই মন্ত্র জপে বিশেষ সাফল্য লাভ করা যায়।

জপবিধি— সূর্যগ্রহণকালে মধুর সাহায্যে উক্তমন্ত্র জিহ্বার উপর লিখে গ্রহণ আরম্ভ হবার পর থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সাধক পূর্বমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় এই মন্ত্র জপ করবে।

তৎ পরদিবস থেকে প্রত্যহ উক্তমন্ত্র ২১,০০০ (একুশ হাজার) জপ করবে। এইভাবে ১১ দিন মন্ত্র জপ করতে হবে। প্রত্যহ সাদা কাপড় পরে ঘৃত-প্রদীপ ও ধূপ জ্বেলে সাধক পূর্বমুখে পদ্মাসনে বসে জপ করবে। এইভাবে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক দেবীর দর্শন লাভ করে ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

সরস্বতী মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য সরস্বতী মন্ত্রস্য কন্ব ঋষিঃ বিরাটছন্দঃ বাগ্‌বাদিনী দেবতা, মম সর্বাভীষ্টে সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

সরস্বতী ধ্যানম্

তরুণ শকল মিন্দো বিভ্রতী শুভ্রকান্তি,
কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণাসিতাব্জে।
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকঃ শ্রী,
সকল বিভব সিদ্ধৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।।"

জপ মন্ত্র—"বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা।"

জপবিধি— সাধক পূর্বমুখে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে পদ্মাসনে বসে সম্মুখে দেবী সরস্বতীর চিত্র রেখে, ধূপ-দীপ জ্বেলে শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দন দ্বারা ধ্যানান্তে দেবীর সাধ্যমত পূজা করবে। অতঃপর উক্তমন্ত্র ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপ করবে। এইভাবে

মন্ত্রসিদ্ধি হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হলে সাধক সরস্বতীর কৃপা লাভ করে ও মহাজ্ঞান লাভ করে খ্যাতিমান পণ্ডিত হয়।

নীল সরস্বতী মন্ত্র

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য নীল সরস্বতী মহাবিদ্যা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ সরস্বতী দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

জপ মন্ত্র—"ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সৌং ক্লীং হ্রীং ঐং ব্লুং স্ত্রীং নীলতারে সরস্বতী দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সৌঃ সৌঃ হ্রীং স্বাহা।"

এই মন্ত্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী, দেবী সরস্বতীর অত্যন্ত প্রিয় মন্ত্র, এই মন্ত্র জপকারী দেবীর প্রিয় হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে সাধক শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হয়, তার অজানা কিছু থাকে না। সর্বশাস্ত্রে সাধক পারদর্শী হয়।

প্রয়োগ— সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর স্নান করিয়ে দূর্বার দ্বারা এই মন্ত্রটি তার জিহ্বায় লিখে দিলে, ভবিষ্যতে সেই বালক বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হয় ও সর্ববিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করে।

পঞ্চাক্ষর তারা মন্ত্র

এই মন্ত্রটিও অত্যন্ত গোপনীয়। বাক্‌সিদ্ধির জন্য এই মন্ত্র জপ অবশ্য কর্তব্য।

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ত্রীং হুং ফট্।"

জপ বিধি— সাধক উত্তরমুখে পদ্মাসনে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মহামন্ত্র রুদ্রাক্ষমালায় ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

প্রয়োগ— মন্ত্রসিদ্ধি হলে ছ'মাসের শিশুদের জিহ্বায় অষ্টগন্ধ দ্বারা এই মন্ত্র লিখে দিলে শিশু পরবর্তীকালে মহাজ্ঞান লাভ করে এবং সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়। সেই সঙ্গে সাধকও বাক্‌সিদ্ধ হয়।

বিদ্যামন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ঐং বাগ্‌বাদিনি ভগবতী অর্হন্‌মুখ নিবাসিনি সরস্বতী মমাস্যে প্রকাশং কুরু কুরু স্বাহা ঐং নমঃ।"

বাগ্‌দেবী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

জপ বিধি— দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে উপরোক্ত দু'টি মন্ত্রের যে কোন একটি মন্ত্র, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে পদ্মাসনে পূর্বমুখে বসে ১২,০০০ (বারো হাজার) জপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। মন্ত্রসিদ্ধি হলে দেবী সরস্বতী প্রসন্না হন, সাধকের অবিদ্যা নাশ হয়। সর্ববিদ্যায় সাধক পারদর্শী হয়, সারাদেশ জুড়ে খ্যাতিমান রূপে পরিগণিত হয়।

অন্তরীক্ষ সরস্বতী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—"ঐং হ্রীং অন্তরীক্ষ সরস্বত্যৈ স্বাহা।"

জপ বিধি— সাধক শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত উত্তরীয় ধারণ করে শ্বেতবর্ণের আসনে পূর্বাস্যে পদ্মাসনে বসে সরস্বতীর চিত্র সম্মুখে রেখে শ্বেতবর্ণের পুষ্পমালা দিয়ে ধূপ-দীপ জ্বেলে উক্ত মন্ত্র প্রত্যহ ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ শেষ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এবং সাধক বাক্‌সিদ্ধ ও সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

ভগমালিনী মন্ত্র

জপ মন্ত্র—**"আং ঐং ভগ ভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগমানে ভগাবহে ভগগুহ্য ভগ যোনে ভগনিপাতিনি সর্বভগ বশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মেহ্যানয়বং রদেরেতু সুরতে ভগক্লিন্নে কিলন্ন দ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরী ঐং ব্লুং জং ব্লুং ভেং ব্লুং মোং ব্লুং হেং ব্লুং হেং কিলন্নে সবানি ভগানিমেব শমানয় স্ত্রীং হর ব্লেং হ্রীং ভগমালিনী নিত্যা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"**

জপ বিধি— অমাবস্যার রাত্রে সাধক নির্জনস্থানে উত্তরমুখে পদ্মাসনে বসে উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, মন্ত্র সিদ্ধ হলে সাধক নারীকে আর্কষণ করার এবং শুক্রস্তম্ভন করার শক্তিলাভ করে।

কামেশ্বরী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সৌং ওঁ নমঃ কামেশ্বরী ইচ্ছা কাম ফলপ্রদে সর্ব সত্ব বশঙ্করী সর্ব জগ রক্ষোভণকরি হুং হুং হুং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ সৌ ক্লীং

ঐং কামেশ্বরী নিত্যা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

জপ বিধি— দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে অথবা চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিকালে সাধক নির্জনে পদ্মাসনে উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় উক্তমন্ত্র জপ আরম্ভ করবে। এইভাবে প্রত্যহ সাধ্যমত জপ করে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ সমাপ্ত হলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলে, সাধকের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।

লক্ষ্মী বীজ মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "শ্রীং।"

জপ বিধি— উক্ত বীজ মন্ত্রটি সাধক সর্বদা চলতে ফিরতে জপ করতে থাকলে তার আর্থিক অভাব দূর হয় এবং ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

চতুরক্ষর লক্ষ্মী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং।"

ধ্যানম্

মাণিক্য প্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ,
হস্তাগ্রাহিত রত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্য মালাং মুদা।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুজ যুগা ভীতির্দধানং হরেঃ,
কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজা তলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম।।"

জপ বিধি— সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সম্মুখে লক্ষ্মীদেবীর চিত্র রেখে, পূজাবিধি অনুযায়ী যথাশক্তি উপচারে দেবীর ধ্যানান্তে পূজা করে, পূর্বমুখে পদ্মবীজ বা রুদ্রাক্ষমালায় উক্ত জপমন্ত্রে জপ আরম্ভ করবে। ১২,০০,০০০ (বারো লক্ষ) জপ সমাপ্ত হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধক অতুল ধনৈশ্বর্য লাভ করে।

দশাক্ষর লক্ষ্মী মন্ত্র

জপ মন্ত্র— "ওঁ নমো কমলবাসিন্যৈ স্বাহা।"

ধ্যান্ম্

"আসীনা সরসীরুহে স্মিতমুখী হস্তাম্বুজৈবিভ্রতীম্,

দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বসুধা সৌদামিনী সন্নিভা।
মুক্তাহার বিরাজমান পৃথু লোতুঙ্গস্তনোদ্ভাষিণী,
পায়াদ্ব কমলা কটাক্ষ বিভবৈ রামংদয়ন্তী হরিম্।।"

জপ বিধি— উপরোক্ত চতুরক্ষর লক্ষ্মী মন্ত্রের ন্যায় সাধক পূজাদি করে, ১২,০০,০০০ (বারো লক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং সাধক লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। পদ্মপুষ্পের দ্বারা পূজা করলে দেবী প্রীতা হন।

মহালক্ষ্মী মন্ত্র

যত প্রকার লক্ষ্মী মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে এই মন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে তন্ত্রে।

বিনিয়োগ—**"ওঁ অস্য শ্রীমহালক্ষ্মী মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীমহালক্ষ্মী দেবতা, শ্রীং বীজম্, নমঃ শক্তিঃ সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগ।**

ধ্যানম্

"ওঁ সিন্দুরারুণ কান্তিমব্জবসর্তি সৌন্দর্যবারাং নিধিম্।
কোটিরাঙ্গদ হার কুণ্ডল কটি সূত্রাদিভির্ভূষিতাম্।।

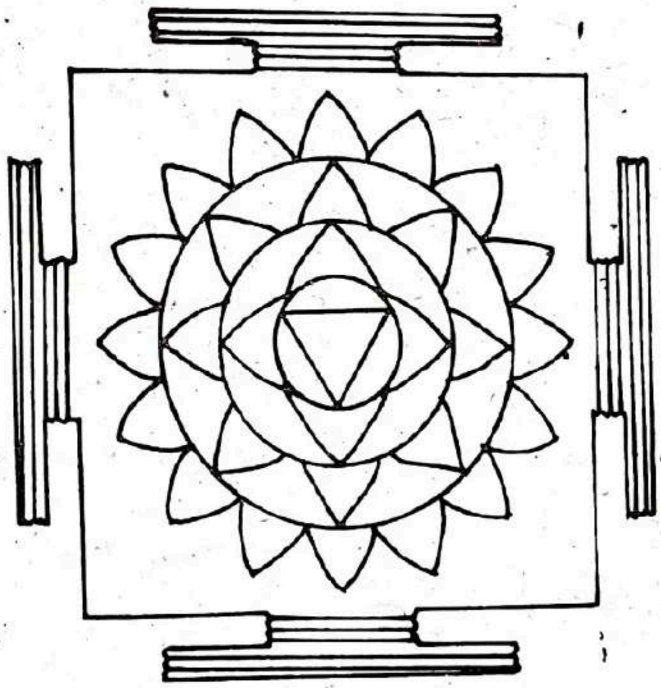

হস্তাব্জৈর্বসুপত্রমব্জযুগলা দর্শৌ বহন্তী পরা।
মাবীতাং পরিচারিকাভিরণিশং ধ্যায়েৎ প্রিয়াং শার্ঙ্গিণঃ।।"

জপ মন্ত্র—(প্রথম প্রকার) "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং লক্ষ্মীরাগচ্ছাগচ্ছ মম মন্দিরে তিষ্ঠে তিষ্ঠ স্বাহা।"

দ্বিতীয় প্রকার— "ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রী শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

জপ বিধি— সাধক সোনার পাতে বা রূপার পাতে বা তামার পাতে, অভাবে ভূর্জপত্রে অষ্টগন্ধ দ্বারা উক্ত যন্ত্র অঙ্কন করবে। তারপর যন্ত্রটিকে শুদ্ধ শ্বেতবস্ত্রে রেখে, ধূপ-দীপ জ্বেলে পূজাবিধি অনুসারে ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম পর্যন্ত ক্রিয়া সমাপ্ত করে দেবীর ধ্যানান্তে সাধ্যমত উপচারে পূজা করবে। তারপর পূর্বমুখে বসে রুদ্রাক্ষমালায় দু'টি জপ মন্ত্রের যে কোনও একটি মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে এবং সাধকের গৃহে লক্ষ্মী অচলা থাকবেন।

দ্বাদশাক্ষর মহালক্ষ্মী মন্ত্র

মহালক্ষ্মী মন্ত্রের ন্যায় বিনিয়োগ এবং ধ্যানাদি করতে হবে এবং অষ্টলক্ষ্মী যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্র অঙ্কন করে পূজাদি করতে হবে। শুধু জপমন্ত্র পৃথক, জপমন্ত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

জপ মন্ত্র— "ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সৌং জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।"

জপ বিধি— পূর্বোক্ত মহালক্ষ্মী মন্ত্রের ন্যায় এই জপ মন্ত্রটিও ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ সাধকের দুঃখ-দারিদ্র্য থাকে না। ধনৈশ্বর্য ও বিষয়-সম্পত্তি লাভ করে।

সিদ্ধলক্ষ্মী মন্ত্র

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর যত প্রকার মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে এই মন্ত্রটিকে তন্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে এবং এটি অত্যন্ত শক্তিশালী মন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিনিয়োগ— **"ওঁ অস্য শ্রীসিদ্ধলক্ষ্মী মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীমহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী দেবতাঃ, শ্রী বীজম্, হ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম্, মম সর্বক্লেশ পীড়া পরিহারার্থম্ সর্বদুঃখ-দারিদ্র্য নাশার্থ সর্ব কার্যসিদ্ধর্থং চ শ্রীসিদ্ধলক্ষ্মী মন্ত্র জপে বিনিয়োগঃ।"**

ধ্যানম্

"ব্রাহ্মীঞ্চ বৈষ্ণবীং ভদ্রাং ষড়ভুজাং চ চতুর্মুখীম্।

ত্রিনেত্রাং খড়্গশূলাভি পদ্ম চক্র গদাধরাম্॥
পীতাম্বর ধরাং দেবীং নানালঙ্কার ভূষিতাম্।
তেজঃপুঞ্জ ধরাং শ্রেষ্ঠাং ধ্যায়েদ্ বালকুমারিকাম্॥"

জপ মন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

জপবিধি— সাধক পূর্বাস্যে পদ্মাসনে বসে গব্যঘৃত দ্বারা প্রদীপ জ্বেলে আচমনাদি ক্রিয়া শেষ করে তন্ত্রোক্ত বিধিতে ঘটস্থাপন করবে। অতঃপর দেবীর ধ্যানাদি পাঠ করে, সাধ্যমত উপচারে দেবীর পূজা করবে। পূজা শেষে রুদ্রাক্ষমালা বা স্ফটিকের মালায় উক্ত জপ মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে। ২১ দিনে এক লক্ষ জপ শেষ করতে হবে এবং এই ২১ দিন গব্যঘৃতের প্রদীপ সবসময় প্রজ্বলিত রাখতে হবে। জপ শেষ হলে পুরশ্চরণ ক্রিয়া করতে হবে।

পুরশ্চরণ ক্রিয়া— তিল, মধু গব্যঘৃত দ্বারা ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম, ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ এবং ১০০ (এক শত) অভিষিঞ্চণ করবে। তাহলেই পুরশ্চরণ ক্রিয়া হবে এবং সাধকের সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে।

হোমের মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ স্বাহা।"

তর্পণ মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ তর্পয়ামি স্বাহা।"

অভিষিঞ্চন মন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীং সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ অভিষিঞ্চামি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্ত্র সিদ্ধির নিয়ম

মন্ত্র লাভ করার পর সাধক মন্ত্র সাধনা বা ক্রিয়া-কর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও যদি সিদ্ধি লাভ করতে না পারে, তাহলে পুনরায় যথাবিধি অনুষ্ঠান, পূজাদি এবং জপাদি ক্রিয়া করতে হবে। তাতেও যদি সাফল্য না আসে, তাহলে নিম্নে সাফল্য লাভের জন্য যে সব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হলো, তার যে কোনও একটি গ্রহণ করতে হবে সাধককে।

স্মরণ রাখতে হবে, একই সঙ্গে সবরকম পদ্ধতি গ্রহণ করলে চলবে না। একটিতে কাজ না হলে আবার একটি, তাতে না হলে আবার একটি, এইভাবে পদ্ধতিগুলির অনুসরণ করতে হবে। এইভাবে করলে সাধক অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হবে।

প্রথম পদ্ধতি (ভ্রামণ)— এতে প্রথমে গোরোচনা ও কুঙ্কুম দ্বারা ভূর্জপত্রের ওপর

বায়ুবীজ (যং) মন্ত্রটি এবং জপ মন্ত্রের প্রথম অক্ষর, পুনরায় বায়ু বীজ (যং) এবং মন্ত্রের দ্বিতীয় অক্ষর লিখতে হবে। এইভাবে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি বায়ুবীজ দ্বারা পুটিত করে লিখতে হবে। ধরা যাক্, মন্ত্রটি- "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্লীং হ্রীং ক্রীং নমঃ। একে বায়ুবীজে পুটিত করতে হলে, লিখতে হবে—

ওঁ যং ঐং যং, যং হ্রীং যং, যং ক্লীং যং, যং হ্লীং যং, যং হ্রীং যং, যং ক্রীং যং, যং ন যং, যং মঃ যং।

এইভাবে গোরোচনা কুঙ্কুম অথবা কুঙ্কুম, চন্দন, কর্পূর ও খস মিশিয়ে সেই কালির সাহায্যে লিখ, লেখা সম্পূর্ণ হলে তাকে ষোড়শোপচারে পূজা করবে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। একে বলা হয় ভ্রামণ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি (বোধন)— গোরোচনা, কুঙ্কুম, খস, চন্দন ও কর্পূর মিশিয়ে তার দ্বারা মন্ত্রটিকে বাগ্‌বীজ (ঐং) দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে পুটিত করে, সেই বাগবীজ পুটিত জপমন্ত্র ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে সাধনায় সাফল্য লাভ হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি (বশ্য) অলক্তক (আলতা) রক্তচন্দন, ধুতুরা বীজের রস, কুট ও মনঃশিলা এইসব জিনিস একত্রে মিশিয়ে তার সাহায্যে জপমন্ত্রটি ভূর্জপত্রে লিখে কণ্ঠে ধারণ করলে সাধনায় সাফল্য লাভ করা যায়।

চতুর্থ পদ্ধতি (পীড়ন) অধরোত্তর যোগে মন্ত্রাধিষ্টাতৃ দেব-দেবীর পূজা করে অধরোত্তর যোগে মন্ত্র জপ করবে। তৎপরে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের দ্বারা ভূর্জপত্রে মন্ত্রটি লিখে বামপদের নিচে রেখে, মূলমন্ত্র দ্বারা হোমে ঘৃতাহুতি দিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

পঞ্চম পদ্ধতি (পোষণ)— একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে ভূর্জপত্রের ওপর মন্ত্রটি লিখে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে, তৎসহ 'স্ত্রীং' মন্ত্রের দ্বারা জপ মন্ত্রটি পুটিত করে ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

ষষ্ঠ পদ্ধতি (শোষণ)— হোমের ভস্ম দ্বারা জপ মন্ত্রটি ভূর্জপত্রের ওপর লিখে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করবে, তৎসহ বায়ুবীজ (যং) দ্বারা জপমন্ত্র পুটিত করে ১০০০ (এক হাজার) জপ করলে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

সপ্তম পদ্ধতি (দোহন)— জপমন্ত্রের প্রতিটি অক্ষরকে অগ্নিবীজ (রং) দ্বারা পুটিত করে ১০০০ (এক হাজার) জপ করবে। তারপর পলাশ বীজের তৈল দ্বারা ভূর্জপত্রের ওপর মন্ত্রটি লিখে কটিদেশে ধারণ করলে, অবশ্যই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শান্তি প্রয়োগ

সাধনার প্রাক্কালে বহু বাধা-বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়, তার ফলে সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন কতকগুলি সমস্যা এসে উপস্থিত হয় সাধকের সামনে, যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধনা অর্ধ সমাপ্ত থেকে যায়।

এই অবস্থায় পড়লে সাধককে নিম্নলিখিত শান্তি মন্ত্রটি একবার অথবা একাদশ বার পাঠ করতে হবে। তার ফলে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন দূর হয়, সাধক নির্বিঘ্নে সাধনা করতে পারে এবং সিদ্ধিলাভ করে।

শান্তি স্তোত্রম্

নশ্যন্তু প্রেতকুষ্মাণ্ডা নশ্যন্তু দূষকা নরাঃ।
সাধকানাং শিবাঃ সন্তু আম্নায় পরিপালিনাম্ ॥১॥
জয়ন্তী মাতরঃ সর্বা জয়ন্তী যোগিনীগণাঃ।
জয়ন্তি সিদ্ধ ডাকিন্যো জয়ন্তি গুরু পংক্তয়ঃ ॥২॥
জয়ন্তি সাধকাঃ সর্বে বিশুদ্ধাঃ সাধকাশ্চ যে।
সময়াচার সম্পন্না জয়ন্তি পূজকা নরাঃ ॥৩॥
নন্দন্তু কালিমাসিদ্ধা নন্দন্তু কুলপালকাঃ।
ইন্দ্রাদ্যা দেবতা সর্বে তৃপ্যন্তু বাস্তু দেবতাঃ ॥৪॥
চন্দ্রসূর্যাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তু মম ভক্তিতঃ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাঃ যোগাঃ করণা রাশয়শ্চ যে ॥৫॥
সর্বেতে সুখিনো যান্তু সর্পা নশ্যন্তু পক্ষিণঃ।
পশবস্তুরগাশ্চৈব পর্বতাঃ কন্দরা গুহাঃ ॥৬॥
ঋষয়ো ব্রাহ্মণাঃ সর্বে শান্তিং কুর্বন্তু সর্বদা।
স্তুতা মে বিদিতাঃ সন্তুসিদ্ধস্তিষ্ঠন্তু পূজকাঃ ॥৭॥
যে যে পাপধিয় সুদূষণরতামন্নিন্দকাঃ পূজনে।
বেদাচার বিমর্গ নেষ্ট হৃদয়া ভ্রষ্টাশ্চ যে সাধকাঃ ॥৮॥
দৃষ্টা চক্রমপূর্বমন্দহৃদয়া যে কৌলিকা দূষকা।
স্তে তে যান্তু বিনাশমত্র সময়ে শ্রীভৈরবস্যাজ্ঞয়া ॥৯॥
দ্বেষ্টারঃ সাধকানাং চ সদৈবাম্নায় দূষকা।
ডাকিনীনাং মুখে যান্তু তৃপ্তাস্তৎ পিশিতৈ স্মৃতাঃ ॥১০॥

যে বা শক্তি পরায়ণাঃ শিবপরা যে বৈষ্ণবাঃ সাধকঃ।
সর্বস্মাদখিলে সুরাধিপমজং সেব্যং সুরৈ সন্ততম্॥১১॥
শক্তিং বিষ্ণুধিয়াং শিবং চ সুধিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ্যা চ যে।
সেবন্তে ত্রিপুরং ত্বভেদ মতয়ো গচ্ছন্তু মোক্ষন্তু তে॥১২॥
শত্রবো নাশমায়ান্তু মম নিন্দকরাশ্চ যে।
দ্বেষ্টারঃ সাধকানাং চ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥১৩॥
তৎপরং পঠেৎ স্তোত্রমানন্দ স্তোত্র মুত্তমম্।
সর্বসিদ্ধি ভবেত্তস্য সর্বলোভো প্রণশ্যতি॥১৪॥
—ইতি শান্তি স্তোত্রম্ সমাপ্তম্—

বহু দেব-দেবীর গায়ত্রী

যে কোনও দেব-দেবীর মন্ত্র জপ করার পূর্বে, সেই সেই দেব-দেবীর গায়ত্রী মন্ত্র প্রথমে জপ করতে হয়। তার ফলে মন্ত্রে শক্তি সঞ্চার হয়। সেইজন্য এখানে বহু দেব-দেবীর গায়ত্রী দেওয়া হলো। সাধক যখন যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করবে এবং যে দেব-দেবীর জপমন্ত্র জপ করবে। তার পূর্বে তাকে সেই দেব-দেবীর গায়ত্রী ১০৮ বার জপ করতে হবে। পুনরায় জপ শেষ হলে আবার সেই দেব-দেবীর মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতে হবে।

ব্রহ্ম গায়ত্রী— ওঁ বেদাত্মনে চ বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি, তন্নো ব্রহ্মা প্রচোদয়াৎ।
হংস গায়ত্রী— ওঁ পরমহংসায় বিদ্মহে মহাত্বায় ধীমহি, তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ।
বিষ্ণু গায়ত্রী— ওঁ বিষ্ণবে চ বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।
নারায়ণ গায়ত্রী— ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো নারায়ণ প্রচোদয়াৎ।
ত্রৈলোক্য মোহন গায়ত্রী— ওঁ ত্রৈলোক্য মোহনায় বিদ্মহে আত্মারামায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।
শিব গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রকারান্তর

ওঁ মহাদেবায় বিদ্মহে রুদ্রমূর্তয়ে ধীমহি, তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ।
রুদ্র গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি, তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।
গণেশ গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ।

সূর্য গায়ত্রী— ওঁ ভাস্করায় বিদ্মহে মহাতেজায় ধীমহি, তন্নো সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

গুরু গায়ত্রী— ওঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে পরব্রহ্মায় ধীমহি, তন্নো গুরো প্রচোদয়াৎ।

রাম গায়ত্রী— ওঁ দাশরথ্যৈ বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি, তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

কৃষ্ণ গায়ত্রী— ওঁ দেবকী নন্দনায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপাল গায়ত্রী— ওঁ গোপালায় বিদ্মহে গোপীজন বল্লভায় ধীমহি, তন্নো গোপাল প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহ গায়ত্রী— ওঁ উগ্র নৃসিংহায় বিদ্মহে বজ্রনখায় ধীমহি, তন্নো নৃসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

পরশুরাম গায়ত্রী— ওঁ জামদগ্নায় বিদ্মহে মহাবীরায় ধীমহি, তন্নো পরশুরাম প্রচোদয়াৎ।

ষড়ানন গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি, তন্নো ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মণ গায়ত্রী— ওঁ দাশরথ্যৈ বিদ্মহে অলবেলায় ধীমহি, তন্নো লক্ষ্মণ প্রচোদয়াৎ।

গরুড় গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে সুবর্ণ বরণায় ধীমহি, তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ।

হনুমান গায়ত্রী— ওঁ অঞ্জনীজায় বিদ্মহে বায়ুপুত্রায় ধীমহি, তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ।

নন্দী গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো নন্দীঃ প্রচোদয়াৎ।

চন্দ্র গায়ত্রী— ওঁ ক্ষীরপুত্রায় বিদ্মহে অমৃততত্বায় ধীমহি, তন্নো চন্দ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

মঙ্গল গায়ত্রী— ওঁ অঙ্গারকায় বিদ্মহে শক্তিহস্তায় ধীমহি, তন্নো ভৌম প্রচোদয়াৎ।

অগ্নি গায়ত্রী— ওঁ মহাজ্বালায় বিদ্মহে অগ্নি মুর্দ্ধ্যায় ধীমহি, তন্নো অগ্নি প্রচোদয়াৎ।

জল গায়ত্রী— ওঁ জলবিবায় বিদ্মহে নল পুরুষায় ধীমহি, তন্নো অম্বুঃ প্রচোদয়াৎ।

আকাশ গায়ত্রী— ওঁ আকাশায় চ বিদ্মহে নভো দেবায় ধীমহি, তন্নো গগনং প্রচোদয়াৎ।

বায়ু গায়ত্রী— ''ওঁ পবন পুরুষায় বিদ্মহে সহস্র মূর্ত্যৈ চ ধীমহি, তন্নো বায়ু প্রচোদয়াৎ।

ইন্দ্র গায়ত্রী— ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে সহস্রাক্ষায় ধীমহি, তন্নো ইন্দ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

কাম গায়ত্রী— ''ওঁ মন্মথেশায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি, তন্নোঽঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

দেবী গায়ত্রী— ওঁ দেব্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ বিদ্মহে মহাশক্তৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

শক্তি গায়ত্রী— ওঁ সর্বণম্মোহিন্যৈ চ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি, তন্নো শক্তি প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা গায়ত্রী— ওঁ ভগবত্যৈ চ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ চ ধীমহি, তন্নো অন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

চণ্ডী গায়ত্রী— ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি, তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী গায়ত্রী— ওঁ মহাদেব্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নৈ চ ধীমহি, তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতী গায়ত্রী— ওঁ ঐং বাগ্‌দৈব্যৈ চ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

গৌরী গায়ত্রী— ওঁ সুভগায়ৈ চ বিদ্মহে কামমালায়ৈ ধীমহি, তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

জানকী গায়ত্রী— ওঁ জনকজায়ৈ বিদ্মহে রামপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি, তন্নো সীতা প্রচোদয়াৎ।

রাধিকা গায়ত্রী— ওঁ বৃষভানুজায়ৈ বিদ্মহে বৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি, তন্নো রাধিকা প্রচোদয়াৎ।
তুলসী গায়ত্রী— ওঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে তুলসীপত্রায় ধীমহি, তন্নো তুলসী প্রচোদয়াৎ।
কালী গায়ত্রী— ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি, তন্নো ঘোরে প্রাচোদয়াৎ।
তারা গায়ত্রী— ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ত্রিপুরা সুন্দরী গায়ত্রী— ওঁ ত্রিপুরা দেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, সৌস্তন্নঃ প্রচোদয়াৎ।
ভুবনেশ্বরী গায়ত্রী— ওঁ নারায়ণ্যৈ চ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ভৈরবী গায়ত্রী— ওঁ ত্রিপুরায়ৈ চ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ছিন্নমস্তা গায়ত্রী— ওঁ বৈরচন্যৈ চ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ধূমাবতী গায়ত্রী— ওঁ ধূমাবত্যৈ চ বিদ্মহে সংহারিণ্যৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
বগলামুখী গায়ত্রী— ওঁ বগলামুখ্যৈ চ বিদ্মহে স্তম্ভিন্যৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
মাতঙ্গি গায়ত্রী— ওঁ মাতঙ্গৈ চ বিদ্মহে স্তম্ভিন্যৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
মহিষমর্দিনী গায়ত্রী— ওঁ মহিষমর্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।
ত্বরিতা গায়ত্রী— ওঁ ত্বরিতা দেব্যৈ চ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তিশালী মন্ত্র

ধনদা প্রয়োগ

শাস্ত্র বলে—" দারিদ্র্য দোষঃ গুণরাশি নাশি।" অর্থাৎ দারিদ্য এমন একটি দোষ যে প্রতিশালী ব্যক্তিরও প্রতিভা নাশ করে। অভাবের জ্বালায় অ-কাজ, কু-কাজ করতেও তার বাধে না।

অভাবের জ্বালায় নিজের মনে নিজেকে ছোট মনে করে, সবার কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এমন কি পিতা-মাতার কাছেও চোখের বালি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অভাবী মানুষ নিজের কাছেই বোঝা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, একটা রুক্ষভাব দেখা দেয় দেহে, বন্ধু-বান্ধব তাকে এড়িয়ে চলে, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, কথায় কথায় ঝগড়া করে।

ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে—যারা দান-ধ্যান করে না, কটুভাষী ও খিট্‌খিটে স্বভাবের

হয়, মলিন বেশভূষায় ও রুক্ষমাথায় থাকে, তাদের কাছে লক্ষ্মী থাকে না।

প্রমাণ—"অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠ্য সত্বভিস্তেভিষ্ট বা চাতয়ামপি॥"

অস্যার্থ— যে ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করতে চায়, তাকে দাতা, সুরুচিপূর্ণ বেশভূষাযুক্ত, পরোপকারী, সদাহাস্যময় ও মৃদুভাষী হতে হবে। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে—

**বন্তো হতাশচত্তামৃতঃ সর্বান্নপান্যরুষী।
অরার্য্যাং ব্রহ্মণস্পতে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গোদষন্নিহি॥**

অস্যার্থ—দারিদ্র্যতা গৃহের সমস্ত শ্রী নষ্ট করে। এই সঙ্গেই আসে দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ অন্নাভাব। এজন্যই আমরা দারিদ্র্যতারূপ অভিশাপকে ইহলোক পরলোক থেকে দূর করার চেষ্টা করছি, আর্য ঋষিদের এটাই ছিল পণ। তন্ত্রে এই দরিদ্রতা নাশ হেতু যে প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, এখানে তার বিধি-নিয়ম দেওয়া হলো।

প্রথম প্রয়োগ—সাধক শুদ্ধাসনে পূর্বাস্যে বসে, দেবীদুর্গার চিত্র সম্মুখে রেখে বা তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপনা করে আচমনাদি ক্রিয়াগুলি ক্রমানুসারে সমাপ্ত করে বিনিয়োগ করবে।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীদুর্গে স্মৃতেতি মন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দ, শ্রীমহালক্ষ্মী দেবতা, শাকম্ভরী শক্তি, বায়ু কীলকং মম সকল সংকেত কষ্ট দারিদ্রয় পরিহারার্থে জপে বিনিয়োগঃ।"

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—বিষ্ণু ঋষয়ে নমঃ। মুখে—অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—মহালক্ষ্মী দেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ—শাকম্ভরী শক্তয়ে নমঃ। পাদয়ো—বায়ু কীলকায় নমঃ। মম সকল সংকেত কষ্ট-দুঃখ-দারিদ্র্য পরিহারার্থে চ বিনিয়োগঃ।

করন্যাস—দুর্গেমাতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, ভয়-শোক-দারিদ্র্য যচ্চ দূরকে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

স্বস্থৈ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি, ভয়-শোক-দারিদ্র্য যচ্চ দূরকে তর্জনীভ্যাং স্বাহা।

দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়হারিণী কাত্বদন্যা, ভয়-শোক-দারিদ্র্য যচ্চ দূরকে মধ্যমাভ্যাং বষট্।

সর্বোপকার করণায় সদার্দচিত্তা, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্চ দূরকে অনামিকাভ্যাং হুং।

দুর্গেস্থতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো স্বস্থৈ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি, ভয়

শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, স্বস্থৈ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে, দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণী কা ত্বদন্যা, সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা, করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে হৃদয়ায় নমঃ।

স্বস্থৈ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে শিরসে স্বাহা।

দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণী কা ত্বদন্যা, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে শিখায়ৈ বষ্ট।

সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে কবচায় হুং।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, ভয় শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, স্বস্থৈ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণী কা ত্বদন্যা, সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা, ভয়-শোক দারিদ্র্য যচ্ছ দূরকে অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর দেবীর ধ্যানান্তে জপ করবে।

ধ্যানম্

বিদ্যুদ্দাম সমপ্রভাং মৃগপতি স্কন্ধস্থিতাং ভীষণাম্।
কন্যাভিঃ করবাল খেটবিলসদ্ হস্তাভিরা সেবিতাম্॥
হস্তৈশ্চক্র গদাসি খেট বিশিখং চাপং গুণং তর্জনীম্।
বিভ্রাণামনলাৎমিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাম্ ভজে॥

অনন্তর নিম্নলিখিত বীজমন্ত্রগুলি ১০৮ বার করে জপ করবে।

বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং সদ্রূপনী মহাসরস্বতী বাগ্‌ভব ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ ত্বাম্।
ওঁ হ্রীং বিদ্রূপনী মহালক্ষ্মী মায়া ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ ত্বাম্।
ওঁ ক্লীং আনন্দরূপিণী মহাকালিকে কালরূপে ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ ত্বাম্।

এবার জপমন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় জপ করতে হবে।

জপমন্ত্র—ওঁ হ্রীং দূং দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তো, স্বস্থৈঃ স্মৃতা

মতিমতীব শুভাং দদাসি। যদন্তি যচ্ছ দূরকে ভয়ং বিন্দন্তি মামিহ পবমান্নবীতং জহি দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণী কা ত্বদন্যা, সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা স্বাহা।

উপরোক্ত জপমন্ত্র উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) জপ করতে হবে। জপ শেষ হলে পুরশ্চরণ কার্য করবে।

পুরশ্চরণ ক্রিয়া—উপরোক্ত জপমন্ত্র দ্বারা ঘৃত, মধু, তিল সহযোগে জপের দশাংশ অর্থাৎ ৪৫০ (চারিশত পঞ্চাশ) হোম ও হোমের দশাংশ অর্থাৎ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বার তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ৫ বার অভিষিঞ্চন করলেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হলে, সাধকের দুঃখ-দারিদ্র ও সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন দূর হয়, গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করেন।

দ্বিতীয় প্রয়োগ—এটিকে সিদ্ধলক্ষ্মী প্রয়োগ বলা হয়েছে তন্ত্রে। সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপন করে পূর্বাস্যে বসে, আচমনাদি ক্রিয়াগুলি সমাপ্ত করে বিনিয়োগ করবে।

বিনিয়োগ—**ওঁ অস্য শ্রীসিদ্ধলক্ষ্মী স্তোত্র মন্ত্রস্য, হিরণ্যগর্ভঋষিঃ অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দ মম সমস্ত ক্লেশ, পীড়া, দারিদ্র্য নিবারণার্থ ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী প্রাপ্তর্থ্যে সিদ্ধ লক্ষ্মী স্তোত্র জপে বিনিয়োগঃ।**

করন্যাস—ওঁ সিদ্ধ লক্ষ্মী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রীং বিষ্ণু হৃদয়ে তর্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ ক্লীং অমৃতানন্দে মধ্যমাভ্যাং বষট্।
ওঁ শ্রীং অদ্বৈতমালিনে অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ তেজ প্রকাশিনে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী, রৌদ্রী করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ওঁ সিদ্ধ লক্ষ্মী হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ হ্রীং বিষ্ণু হৃদয়ে শিরসে স্বাহা।
ওঁ ক্লীং অমৃতানন্দে শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ শ্রীং অদ্বৈতমালিনে কবচায় হুং।
ওঁ তেজ প্রকাশিনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, অস্ত্রায় ফট্।

(সিদ্ধ লক্ষ্মী স্তোত্রম্)

ওঁ ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রী ষট্‌ভুজো চ চতুর্মুখী।
ত্রিনেত্রা খড়্গশূলা চ পদ্মচক্রগদাধরা॥ ১॥
পীতাম্বরা ধরা দেবি নানালঙ্কারভূষিতা।
তেজপুঞ্জবরা শ্রেষ্ঠা ধ্যায়েৎ কাল কুমারিকাম্॥ ২॥
ওঁ-কার লক্ষ্মীরূপেণ হৃদয়ং বিষ্ণুমধ্যয়।
বিষ্ণুমানন্দ মধ্যস্থং হ্রীঙ্কারা নিজমব্যয়ম্॥ ৩॥
ক্লীং অমৃতানন্দ হেতু চ সদামানন্দদায়িনী।
শ্রী দ্বেতাং ত্রিশিরা শক্তিঃ মালিনী শত্রুমর্দিনী॥ ৪॥
তেজ প্রকাশিনী দেবী বরদা ভয়নাশিনী।
ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রী কালিকা রক্ত সাম্ভবী॥ ৫॥
অ-কার ব্রহ্মরূপেণ ওঁ-কার বিষ্ণু মব্যয়ম্।
ম-কার পুরুষং নামে দেবী প্রণবমুচ্যতে॥ ৬॥
সূর্য্য কোটি প্রকাশঞ্চ চন্দ্র কোটি সমপ্রভম্॥
তন্মধ্য নিকর সূক্ষ্মং ব্রহ্মরূপী ব্যবস্থিতম্॥ ৭॥
ওঁ-কার পরমানন্দং ক্রীয়তে চ সুখঃ সুরা।
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শক্তি সর্বার্থ সাধকম্॥ ৮॥
প্রথমে অম্বিকে গৌরী দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবী তথা।
তৃতীয়ে কমলা প্রোক্তা চতুর্থে সুন্দরী জয়া॥ ৯॥
পঞ্চমে বিষ্ণুপত্নী চ ষষ্ঠং কাত্যায়নীতি চ।
সপ্তমং চৈব বারাহী অষ্টমং হরিবল্লভা॥ ১০॥
নবমং খড়্গত্রিশূলা দশমং দেবি দেবকা।
একাদশং সিদ্ধ লক্ষ্মী দ্বাদশ্যাং হংসবাহিনী॥ ১১॥
এতৎ স্তোত্রমিদং মন্ত্র যঃ পাঠেৎ সততং নরঃ।
সর্বপাপ বিনির্মুক্তো যত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১২॥
এক মাসং দ্বিমাসং বা ত্রিমাসং চ চতুর্থ ম্।
পঞ্চমাসং ষট্ মাসঞ্চ ত্রিকালং চ সদা পঠেৎ॥ ১৩॥
ব্রাহ্মণ ক্লেশহা দুঃখী দারিদ্র্য ভয় পীড়িতা।

জন্মান্তরং সহস্রেষু মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ॥ ১৪॥
অলক্ষ্যা লভতে লক্ষ্মী অপুত্রো পুত্রবাম্ ভবেৎ।
নির্ধনোধনমাপ্নোতি শত্রু চোর ভয়ং ন চ॥ ১৫॥
শাকিনী ভূত বৈতালা ব্যাঘ্র চৌর নিবারিণী।
রাজদ্বারে সভাস্থানে কারাগৃহে নিবদ্ধতে॥ ১৬॥
ঈশ্বরেণ কৃতং স্তোত্রং প্রাণীনাং হিত কাম্যয়া।
স্তোতব্যং চ সমানিত্যং দারিদ্র্যঞ্চ ন বাধতে॥ ১৭॥
—ইতি শ্রীব্রহ্মেশ্বর বিরচিতং সিদ্ধ লক্ষ্মী স্তোত্রম্—

উপরোক্ত স্তোত্রটি সাধক শুদ্ধাসনে বসে ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করলে, অল্পদিন মধ্যে লক্ষ্মীদেবী প্রসন্না হন, এবং সাধকের দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ করেন।

প্রতিবার স্তোত্র পাঠের পর দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

প্রার্থনা মন্ত্র

অজ্ঞান পাতক-তমস্ততি তীব্র রশ্মি
দৌর্ভাগ্য ভূধরবিদারণবজ্রমীড়ে।
রোগার্তি ঘোরফনি মর্দন পক্ষিরাজং,
লক্ষ্মী-পদদ্বয়মনর্থ হরং সুখার্থী॥

এইভাবে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সিদ্ধ লক্ষ্মী স্তোত্র পাঠ ও প্রার্থনা করলে দেবী প্রসন্না হন এবং সাধকের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন।

প্রয়োগ (তৃতীয় প্রকার)—সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে উত্তরমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে আচমনাদি সমাপ্ত করে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করবে।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রী সর্ববাধা বিনির্মুক্তেতি মন্ত্রস্য শঙ্করঋষিঃ অনুষ্টুপ্ছন্দ, শ্রীধনদা দেবতা হ্রীং বীজম্, স্বাহা শক্তি, মমাভীষ্ট সিদ্ধর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—শঙ্করঋষয়ে নমঃ। **মুখে**—অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। **হৃদি**—শ্রীধনদা দেবতায়ৈ নমঃ। **গুহ্যে**—হ্রীং বীজায় নমঃ। **পাদয়ো**—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। **সর্বাঙ্গে**—অব্যক্ত কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রুং মধ্যমাভ্যাং

বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

অশ্বারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং করকমলীধরাং পীতবাসাং সুকেশীম্।
ভক্তাভীষ্টপ্রদাত্রীং শশিমুকুটধরাং স্বর্ণদানে প্রশস্তাম্।।
দুষ্টান্ পাপান্ দহন্তি, স্মরহর তনয়াং সেবিতা সিদ্ধসঙ্ঘৈ।
স্তাং দেবীং দেব বন্দ্য ত্রিভুবন জননী চেতসা চিন্তয়ামি।।

জপমন্ত্র—"ওঁ সর্ববাধা বিনির্মুক্তো ধনধান্য সুতান্বিত।
মনুষ্যৌ মৎ প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।"

জপবিধি—সাধক উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় উক্ত জপমন্ত্র ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ করবে। নিত্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জপ করলে, দুঃখ, শোক, তাপ, অর্থকষ্ট প্রভৃতি দূর হয়। অসামর্থে ১০০০ (এক হাজার) প্রত্যহ জপেও ফললাভ হয়।

কর্ণপিশাচিনী প্রয়োগ বিধি

এই কর্ণ পিশাচিনী মন্ত্র অত্যন্ত গুহ্য। যার-তার কাছে প্রকাশ নিষিদ্ধ। এখানে এই মন্ত্রের বিধি-বিধান দেওয়া হলো, এই মন্ত্র অতি শীঘ্র ফলপ্রদান করে।

কর্ণপিশাচিনী ধ্যানম্

কৃষ্ণাং রক্ত বিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্বাঞ্চ লম্বোদরীম্।
বন্দুকারুণ জিহ্বিকাং বরবরাভীতি করাংমুন্মুখাম্।।
ধূম্রার্চির্জটিলাং কপাল বিলসৎপাণিদ্বয়াম্ চঞ্চলাম্।
সর্বজ্ঞাং শবহৃৎকৃতাধিবসতিং পৈশাচিকীং তাং নমঃ।।

জপমন্ত্র—"ওঁ কর্ণপিশাচিনী বদাতীতানাগতং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক সারাদিন উপবাসী থেকে অর্ধরাত্রে উত্তরমুখে বসে স্বহৃদয়ে দেবীর ধ্যানপূর্বক পূজা করবে। দেবীকে পোড়া মাছ বলি দিতে হবে।

জপ ও পূজাবিধি—উপরোক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মন্ত্র জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। জপ চলাকালীন সাধক সারাদিন উপবাস থেকে রাত্রে একবার মাত্র আহার করবে। তৎপূর্বে সমস্ত খাদ্যবস্তু একত্রে মেখে একটি পিণ্ডের মতো করে সেটি বাড়ীর ছাদে বা চালে ছুঁড়ে দিতে হবে।

এইভাবে মন্ত্রজপ সম্পূর্ণ হলে এবং নিয়ম মেনে চললে, সাধক কর্ণপিশাচিনী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করবে। এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করলে দেবী সাধকের কানে কানে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

পূজামন্ত্র—ওঁ কর্ণপিশাচিনী অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।

বলিপ্রদান মন্ত্র—মাছপোড়া দেবার সময় বলতে হবে—"ওঁ কর্নপিশাচি দগ্ধমীনং বলিং গৃহাণ গৃহাণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

কর্ণপিশাচিনী অন্যান্য প্রয়োগ মন্ত্র

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ধ্যান এবং জপমন্ত্র একই প্রকার, বিধিও একই প্রকার। হোমের মন্ত্র ও তর্পণ মন্ত্র পৃথক।

হোমের মন্ত্র—"ওঁ কর্ণপিশাচিনী বদাতীতানাগতং স্বাহা।"

তর্পণ মন্ত্র—"ওঁ কর্ণপিশাচিনী তর্পয়ামি স্বাহা।"

অভিষিঞ্চন মন্ত্র—"ওঁ কর্ণপিশাচিনী অভিষিঞ্চামি।"

কর্ণপিশাচিনী পিণ্ডমন্ত্র

খাদ্যদ্রব্য সমস্ত একত্রে মেখে দান করার সময় নিম্নমন্ত্র পাঠ করে গৃহের ছাদে বা চালের ওপর ছুঁড়ে দিতে হবে।

মন্ত্র—"ওঁ কহ কহ কালিকে গৃহ্ন গৃহ্ন পিণ্ডং পিশাচিকে স্বাহা।"

সিদ্ধ কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র

এই মন্ত্রটি কর্ণপিশাচিনী সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র ফলপ্রদ মন্ত্র। মন্ত্রটি অত্যন্ত গোপনীয়।

পূজা ও অন্যান্য বিধি নিম্নে দেওয়া হলো।

বিনিয়োগ—"ওঁ অস্য শ্রীকর্ণপিশাচিনী মন্ত্রস্য পিপ্পলাদ্ ঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দঃ, কর্ণপিশাচিনী দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্

"ওঁ চিত্তাসনাস্থাং নরমুণ্ডমালা
বিভূষিতামস্থিমনীন্ করাব্জৈ।
প্রেতান্ নরাং ত্রৈর্দধতীং কুবস্ত্রাং
ভজামহে কর্ণপিশাচিনীং ত্বাম্।।

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং এং ক্লীং ক্লীং গ্লৌং ওঁ নমঃ কর্ণাগ্লৌ কর্ণপিশাচিকাদেবি অতীতানাগত বর্তমান বার্তাং কথয় মম কর্ণে কথয় কথয় তথ্যং মুদ্রাবাতাং কথয় কথয় আগচ্ছাগচ্ছ সত্যং সত্যং বদ বদ বাগ্‌দেবী স্বাহা।

জপ বিধি—নির্জন শ্মশানে বসে, অথবা শবের বুকের ওপর বসে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে, এইভাবে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। যতদিন পর্যন্ত জপ সংখ্যা শেষ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সাধক স্নান করবে না এবং দাঁত মাজবে না। এই নিয়মে থেকে জপ করলে দেবী প্রসন্না হন এবং অপরের মনের কথা সাধককে জ্ঞাত করান।

অষ্টাদশাক্ষর কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ চঃ চঃ কম্বলিকে গৃহ্ন পিণ্ডং পিশাচিকে স্বাহা।"

পূজা, ধ্যান, বলি প্রভৃতি পূর্বের ন্যায়, শুধুমাত্র জপমন্ত্র পৃথক। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুং ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বেলে, সেই প্রদীপের তেল দুটি পায়ে মেখে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় এবং সাধকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন কর্ণপিশাচী। এতে ধ্যান পূজাদির দরকার হয় না।

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র- (প্রথম প্রকার)

জপমন্ত্র—"ওঁ নমঃ কর্ণপিশাচিনী মোঘসত্যবাদিনী মম কর্ণে অবতরাবরাতীতানাগতবর্তমানানি দর্শয় মম ভবিষ্যৎ কথয় কথয় হ্রীং কর্ণপিশাচি স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক উত্তরমুখে বসে সম্মুখে একটি ত্রিশূল পুঁতে তাতে সিন্দুর দেবে। দিনে ঘৃতের প্রদীপ এবং রাত্রে তেলের প্রদীপ জ্বালবে ও ত্রিশূলের পূজা করবে। অতঃপর উক্ত জপমন্ত্র ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধ হবে। মন্ত্রসিদ্ধির পর সাধক আপন কর্ণে দেবীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে এবং সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর পায়।

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র (দ্বিতীয় প্রকার)

জপমন্ত্র—"ওঁ নমঃ কর্ণপিশাচিনী মণ্ডকর্নি প্রবিশ অতীশ গত বর্তমানং সত্যং সত্যং কথয় মে স্বাহা।"

জপবিধি—প্রথমে সাধক উত্তরাস্যে বসে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে, ফলে মন্ত্র সিদ্ধি হবে। মন্ত্রসিদ্ধির পর সাধক একটি আম কাঠের তক্তায় আলতা দিয়ে উক্ত জপমন্ত্র ১০ বার লিখে, মাথার নিচে রেখে রাত্রিতে শয়ন করবে। এই প্রক্রিয়ায় দেবী কর্ণপিশাচিনী স্বপ্নে সাধকের সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দান করবে।

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র (তৃতীয় প্রকার)

জপমন্ত্র—"ওঁ কর্ণপিশাচিনী পিঙ্গলে লোচনে স্বাহা।"

জপবিধি—প্রত্যহ রাত্রিতে ঘৃতের প্রদীপ জেলে সাধক উত্তরমুখে বসে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে। মন্ত্র জপ যেদিন শেষ হবে, সেদিন মন্ত্রসিদ্ধি হবে। মন্ত্র সিদ্ধি হলে, দেবী সাধকের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সম্পর্কে সব বলে দেন।

কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র (চতুর্থ প্রকার)

জপমন্ত্র—"ওঁ বিশ্বরূপে পিশাচি বদ বদ হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—প্রথমে সাধক উত্তরাস্যে বসে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ করে, তারপর ২১দিন পর্যন্ত প্রত্যহ ৩,০০০ (তিন হাজার) মন্ত্র জপ করলে, দেবী প্রসন্না হন এবং অপরের মনের কথা এবং তার উদ্দেশ্য কি, সব সাধককে জানিয়ে দেন।

বৃহৎ কর্ণপিশাচিনী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং দুং হুং ফট্ কনকবজ্র বৈদুর্য মুক্তালঙ্কৃত ভূষণে এহি এহি আগচ্ছ আগচ্ছ মম কর্ণে প্রবিশ্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকাল জ্ঞান দূরদৃষ্টি দূর শ্রবণং ব্রুহি ব্রুহি অগ্নিস্তম্ভনং, শত্রু স্তম্ভনং, শত্রুমুখ স্তম্ভনং, শত্রুগতি স্তম্ভনং, শত্রুমতি স্তম্ভনং, পরেধাং গতিং মতিং সর্ব শত্রুণাং বাগ্‌জৃম্ভনং কুরু কুরু শত্রু কার্য হানি করি মম কার্য সিদ্ধি করি শত্রুণামুদ্যোগ বিধ্বংসকরি বীরচামুণ্ডিনী হাটক ধারিণী নগরী পুরী পট্টনস্থান সম্মোহিনী অসাধ্য সাধিনি ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং ওঁ দেবি হন হন হুং ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—উপরোক্ত বিধিতেই জপ করতে হবে। এই মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়। এতে শত্রুনাশ ও সমস্ত কার্য পরিপূর্ণভাবে সফল হয়।

বার্তালী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নৃং ঠং ঠং নমো দেবপুত্রি স্বর্গনিবাসিনী সর্ব নর-নারী মুখ বার্তালী বার্তাং কথয় সপ্ত সমুদ্রান্ দর্শয় দর্শয় ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নীং ঠঃ ঠঃ হুং ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—জঙ্গল থেকে দুটি বুনো কাঁটা গাছের কাঁটা এবং একটা শূয়ারের দাঁত নিয়ে তার ওপর উপরোক্ত জপ মন্ত্র ১,৩২,০০০ (একলক্ষ বত্রিশ হাজার) জপ করবে, ফলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে। তারপর সাধক প্রতিদিন নিজ ললাটে সিন্দুর তিলক দিয়ে উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে জপ করলে, দেবী বার্তালী তুষ্ট হয়ে, সাধকের কর্ণে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ফলাফল বলে দেন। সাধককে সর্বদা ললাটে সিন্দুর তিলক দিয়ে রাখতে হবে।

বিপ্রচাণ্ডালিনী মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ নমশ্চামুণ্ডে প্রচণ্ডে ইন্দ্রায় ওঁ নমো বিপ্রচণ্ডালিনী শোভিনী

প্রকর্ষিণি আকর্ষয় দ্রব্যমানয় প্রবল মালয় হুং ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—প্রথম দিন সাধক উপবাসে থেকে ও ভূমিশয্যায় শয়ন করবে। পরদিন মিষ্টান্ন ভোজন করে থালায় অর্ধেক উচ্ছিষ্ট রাখবে, তারপর মুখ না ধুয়ে উচ্ছিষ্ট মুখে অপবিত্র স্থানে অর্থাৎ নোংরা ফেলার স্থানে বসে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। ২১ দিনে জপ সংখ্যা সমাপ্ত করতে হবে।

এই কয়দিনের মধ্যে যদি রাত্রিকালে সাধক ভয় পায় বা ভয়ের কিছু দেখতে পায় তাহলে সাধক ভয় পেলে চলবে না, জপ থেকে বিরত হবে না, এই প্রক্রিয়ায় সাধক মন্ত্র সিদ্ধ হবে, মন্ত্র সিদ্ধ হলে দেবী সাধককে দর্শন দেন ও বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন।

প্রেত সাধনা

জপমন্ত্র—ওঁ শ্রী বং বং ভূং ভূতেশ্বরী মম বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

জপবিধি—মূলানক্ষত্র থেকে শুরু করে প্রতিদিন শৌচকার্য করার পর অবশিষ্ট জল বাবলা গাছের গোড়ায় ঢালবে। তারপর জল ঢালার দিন থেকে ১০৮ বার করে প্রত্যহ সেই বাবলা গাছের গোড়ায় বসে রাত্রিতে উক্ত মন্ত্র জপ করবে। এইভাবে ছয় মাস জপ করতে হবে। শেষ দিবসে গাছের গোড়ায় শৌচের জল না দিয়েই জপ করবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রেত সাধকের সম্মুখে এসে জল খেতে চাইবে। সেই সময় সাধক প্রেতকে শপথ করিয়ে নেবে যে, সে যখনই স্মরণ করবে, তখনই সেই প্রেত এসে উপস্থিত হবে। সাধকের সেবা করবে এবং যা বলবে প্রেত সেই কাজ করবে। প্রেত রাজী হলে সাধক একটি পাত্রে শৌচের জল ও একটি পাত্রে ভাল জল রেখে প্রেতকে নিতে বলবে। প্রেত তার ইচ্ছামতো জল নেবে। এই প্রক্রিয়ায় সাধক প্রেত সিদ্ধ হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নানাপ্রকার চেটক প্রয়োগ বিধি

নানা সিদ্ধি চেটক

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো ভূতনাথায় নমঃ, মম সর্বং সিদ্ধি দেহি দেহি শ্রীং ক্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হলে সাধক জীবনে সর্বপ্রকার সুখ লাভ করে।

বট-যক্ষিনী চেটক

জপমন্ত্র—"ওঁ সুমুখে বিদ্দ্যুজিহ্বে ওঁ হূং চেটক জয় জয় স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক উত্তরমুখে বসে প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র রুদ্রাক্ষ মালায় ১০৮ বার করে জপ করবে এবং নিজে আহার করার সময় অর্ধেক খাদ্য ছাদে বা চালে ছুঁড়ে দেবে। ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ এই ক্রিয়া করলে যক্ষিনী স্বয়ং সাধকের নিকট আসে এবং নিজের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে। সাধক যা চাইবে তখন যক্ষিনী তাকে সেই দ্রব্য প্রদান করবে।

সাগর চেটক

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে সমুদ্রায় দেহি রত্নানি জলরাশে ত্রীণি নমোঽস্তুতে স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক রাত্রিকালে নদীতীরে বা সমুদ্রতীরে বসে প্রত্যহ উপরোক্ত জপ মন্ত্র জপ করবে। ১,০০,০০০ (একলক্ষ) মন্ত্র জপ শেষ হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। প্রতিদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ করার সময় মন্ত্রসিদ্ধ সাধক বালিশের তলায় অর্থ পায়।

লিঙ্গ চেটক

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো লিঙ্গোদ্ভব রুদ্র দেহি মে বাচাং সিদ্ধিং বিত্তানাং পার্বতীপতে হ্রীং হ্রীং হূং হৈং হ্রৌং হ্রঃ স্বাহা।"

জপবিধি—সাধক রাত্রিকালে নির্জনে বসে নিজের লিঙ্গটি ডান হাতে ধরে বাম হাতে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। যেদিন জপসংখ্যা শেষ হবে, সেদিন সাধক বাক্‌সিদ্ধ হবে।

কালিকা চেটক

জপমন্ত্র—"ওঁ কঙ্কালী মহাকালী কেলিকলাভ্যাং স্বাহা।"

জপবিধি—কালিকা চেটক অত্যন্ত গোপনীয় এবং দুষ্প্রাপ্য। এই মন্ত্রের প্রভাবে সাধক সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্যহ রাত্রিতে উত্তরমুখে পদ্মাসনে বসে উক্ত জপমন্ত্র জপ করবে। ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করা শেষ হলে, গব্যঘৃত ও চামেলী ফুলের রস দ্বারা ১০০০ (এক হাজার) হোম করলে, দেবী কালিকা প্রীত হন। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হলে, সাধক প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর বালিশের নীচে এক তোলা সোনা পায়।

রতিরাজ চেটক

জপমন্ত্র—**"ওঁ হ্রাং হ্রাং হ্রুং বিটপায় স্বাহা।"**

জপবিধি—প্রথমে প্রত্যহ রাত্রিতে বসে উত্তরমুখে রুদ্রাক্ষ মালায় মন্ত্র জপ করবে। যেদিন ৫,০০,০০০ (পাঁচলক্ষ) মন্ত্র জপ শেষ হবে, সেদিন মন্ত্রসিদ্ধি হবে। মন্ত্র জপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাধক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকবে, স্ত্রী সহবাস করবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পর উক্ত মন্ত্র একবার মনে মনে জপ করে নারী সঙ্গম করলে, নারীকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারবে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

তস্কর গ্রহণ চেটক

জপমন্ত্র—**"উদ্দমুদ্দ জ়ল্ল জলাল, পকড় চোটী ধর পছাড়।**
মেজ কুদ্দা লাও মুদ্দা, মা কহু হারো যা কহু হারো।"

জপবিধি—নদীতীরে, পুষ্করিণীর তীরে বা কুঁয়োর ধারে উক্ত মন্ত্র ১২৮ বার জপ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে, চুরির জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখার জায়গা, কে চোর, সম্পূর্ণ জানা যায়।

ফেৎকারিণী চেটক

জপমন্ত্র—**"ওঁ নমো অশ্ম কর্ণেশ্বরি দুর্বলে আর্দ্রকেশী জটাকলাপে চক্রণ ফেৎকারিণী স্বাহা।"**

জপবিধি—আদমোজ গাছের মূল তুলে এনে ঘোড়ার দুধে পেষণ করে তার

সঙ্গে হরিতাল মিশিয়ে বটিকা তৈরী করে, সেই বটিকা মুখে রেখে উক্ত জপমন্ত্র ১,০০০ (এক হাজার) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর একবার মাত্র মন্ত্র মনে মনে পাঠ করে যার কাছে যা চাইবে, সে তাই দেবে।

দর্শনশক্তি লাভার্থ চেটক

জপমন্ত্র—**"ওঁ হ্রীং ফ্রুং স্বাহা।"**

জপবিধি—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে শকুনের মুণ্ড এনে মাটিতে পুঁতে দিয়ে, তার ওপর রসুনের বীজ বুনতে হবে। রসুন গাছ হয়ে তাতে ফুল ফুটলে, পুষ্যানক্ষত্রে সেই রসুনের ফুল তুলে এনে জলদ্বারা পেষণ করে, তার সঙ্গে গব্যঘৃত মিশিয়ে চোখে কাজলের মতো লাগাতে হবে। এইভাবে কাজল চোখে দিয়ে, উক্ত জপমন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করবে। তারপর চোখ মেলে চাইলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় ও চোখের জ্যোতি অত্যন্ত বাড়ে।

স্বর্ণসিদ্ধি চেটক

জপমন্ত্র—**"ওঁ ঐং ক্লীং ক্লীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং সঃ বং আপদুদ্ধরণায় অজামল বদ্ধায় লোকেশ্বরায় স্বর্ণাকর্ষণ ভৈরবায় মম দারিদ্র বিদ্বেষণায় শ্রী মহাভৈরবায় নমঃ।"**

জপবিধি—৯ ভাগ দস্তা, ৩ ভাগ পারদ মাটির পাত্রে রেখে, শাল গাছের পাতার রস দিলে ভস্ম তৈরী হবে। এবার সেই ভস্ম উপরোক্ত জপমন্ত্র দ্বারা ৭বার অভিমন্ত্রিত করে রূপার পাত্রে লেপন করলে, পাত্রটি সোনা হয়ে যাবে।

চোর ধরা চেটক

জপমন্ত্র—**"ওঁ নমো নারসিংহ বীর জ্যুঁ জ্যুঁ তুঁ চালৈ, চোর কা চিত্ত চালৈ, চোরকে মুখ মেঁ মোহী চালৈ, কায়া থান্তে, মায়া পরৈ করৈ জো চোরকে মুখ মেঁ লোহী ন চলাবে তো গোরখনাথ কী আজ্ঞা ম্যায়টৈ, নও্নাথ চও্রাশী সিদ্ধ সিদ্ধ কী আজ্ঞা মেট্যায়।**

প্রয়োগ—এটি চোর ধরা অব্যর্থ চাল পড়া। ৩০০ গ্রাম চাল নিয়ে ৩বার জলে

ধুয়ে পরে গোমূত্রে ভিজাবে এবং শুকিয়ে নিতে হবে। সেই শুক্‌নো চালের ওপর ১০৮ বার উক্ত মন্ত্র পড়বে। তারপর সেই চাল অল্প অল্প উপস্থিত সকলকে বা যাদের সন্দেহ হয়, তাদের সকলকে দিতে হবে। যে প্রকৃত চুরি করেছে, সে এই চাল খেলে তার মুখ থেকে রক্ত বেরোবে।

রোগনাশক প্রত্যঙ্গিরা মন্ত্র

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং যাং কল্পয়তি নো রয়ঃ করাং কৃত্যাং বধূমিব।
হ্রাং ব্রহ্মণা অপনির্ণুদমঃ প্রত্যক্ কর্তারি মৃচ্ছতু হ্রীং ওঁ।"

জপবিধি—সাধক উত্তরমুখে পদ্মাসনে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপ করবে। জপ সংখ্যা যেদিন শেষ হবে, সেদিন থেকে সাধকের জীবনে কোনও রোগ হয় না।

চুরি নিবারণ মন্ত্র

মন্ত্র—"জলে রক্ষতু বরাহঃ স্থলে রক্ষতু বামনঃ।
অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্বতঃ পাতু কেশবঃ॥
জলে রক্ষতু নন্দীশঃ স্থলে রক্ষতু ভৈরব।
অটব্যাং বীরভদ্রশ্চ সর্বতঃ পাতু শঙ্করঃ॥
অর্জুনো ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটি শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়॥
ত্রিস্র ভার্য্যাঃ কফল্লস্য দাহিনী মোহিনী সতী।
তাসাং স্মরণ মাত্রেণ চোরো গচ্ছতি নিষ্ফলঃ।
কফল্লকং কফল্লকঃ কফল্লকঃ॥"

প্রয়োগ—রাত্রে শয়নকালীন শয্যায় বসে উপরোক্ত মন্ত্রটি একবার পাঠ করে শয়ন করলে পাঠকারীর গৃহে চুরি হয় না।

প্রেত-বাধা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো ভগবতে নারসিংহায় ঘোর রৌদ্র মহিষাসুর রূপায় ত্রৈলোক্য-

ডম্বরায় রৌদ্র ক্ষেত্রপালায় হ্রৌং হ্রৌং ক্রীং ক্রীং ক্রীমিতি তাড়য় তাড়য় মোহয় মোহয় দ্রম্ভি দ্রম্ভি ক্ষোভায় ক্ষোভায় আভি আভি সাধয় সাধয় হ্রীং হৃদয়ে আং শক্তয়ে প্রীতি ললাটে বন্ধয় বন্ধয় হৃদয়ে স্তম্ভয় স্তম্ভয় কিলি কিলি ইং হ্লীং ডাকিনী প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় শাকিনি প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় ভূতং প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় প্রভূতং প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় স্বাহা, রাক্ষসং প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় ব্রহ্মরাক্ষসং প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় সিংহিনী পুত্রং প্রচ্ছাদয় প্রচ্ছাদয় ডাকিনী গ্রহং সাধয় সাধয় শাকিনী গ্রহং সাধয় সাধয় অনেন মন্ত্রেন ডাকিনী শাকিনী ভূত প্রেত পিশাচাদ্যৈ কাহি কদুয়া হিকত্র্যাহি কচাতুর্থিক পঞ্চবাতিক পৈত্রিক শ্লৈষ্মিক সন্নিপাত কেসরি ডাকিনী গ্রহাদীন্মুখং মুঞ্চ স্বাহা। গুরুকী শক্তি, মেরী ভক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।

প্রয়োগ—একটা ঝাড়ু বা লৌহ শলাকায় ২১ বার এই মন্ত্র পাঠ করে, ফুঁ দিয়ে পুনরায় মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর দেহে ঝাড়া দিলে ভূত-প্রেতের বাধা দূর হয়।

জ্বর বিনাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হ্রাং হ্রীং শ্রীং সুগ্রীবায় মহাবল পরাক্রমায় সূর্যপুত্রায় অমিত তেজসে একাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং দৃষ্টি জ্বরং সান্নিপাতিকং সতত জ্বরং তৎক্ষণং ষান্মাসিকং সাংবাৎসরিকং সর্বান্ ছিন্দি ছিন্দি ভিন্দি ভিন্দি কিরি কিরি সর্বান্ জ্বরান্ গ্রন গ্রন পিব পিব ব্রহ্মজ্বরং ভীষয় ভীষয় বিষ্ণুজ্বরং ত্রাসয় ত্রাসয় মহেশ্বর জ্বরং নিঘাতয় ভূতজ্বর প্রেতজ্বর অপস্মারাদি মহাব্যাধিন্নাশয় নাশয় সর্বান্ দোষান্ ঘাতয় ঘাতয় মহাবীর বানর জ্বরান্ বন্ধ বন্ধ ওঁ হ্রাং হ্রীং হুং হুং ফট্ স্বাহা।"

প্রয়োগ—২৮ বার উক্তমন্ত্র পাঠ করে রোগীর গায়ে হাত বোলাবে ও ফুঁ দেবে। এই মন্ত্র প্রভাবে যে কোনও প্রকার জ্বর দূর হয়।

নজর নাশক মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ নমো সত্য নাম আদেশ গুরু কো। ওঁ নমো নজর জহাঁপর্ পীরন মাসী বোলে ছলকোঁ অমৃতবাণী, কহো নজর কহাঁ তে আঈ, ইয়হ্ কও উত্তর্ তোহি কও বতাঈ, কওন্ জান্ তেরো কহাঁ ঠাম, কিস্‌কী বেটী

কহো তেরা নাম, কহাঁ সে উড়ী কহাঁ কো জায়া অংস্থী বস্‌কর্ লে তেরী মায়া, মেরী জাত সুনা চিতলায় জ্যায়সী হোয় সুনাউঁ আয়, তেলন তমোলন চুহড়ী চমারী কায়থনী খত্‌রানী কুম্‌হারী মহত্‌রানী রাজা কী রানী জাকো দোষ তাহি কে দির্ পড়ে জাহর্ পীর নজর সে রক্‌ছা করে। মেরী ভক্তি গুরু কী শক্তি, ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।”

প্রয়োগ—ময়ূরের পালক নিয়ে একবার এই মন্ত্র পাঠ করে ঝাড়া দিলে নজর দোষ নাশ হয়।

সর্পবিষ ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র—“খং খঃ”।

প্রয়োগ—সংর্প দংশনের সংবাদ দিতে এলে, একগ্লাস জল নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার জলটি অভিমন্ত্রিত করে সংবাদদাতার হাতে দিয়ে দংশিত ব্যক্তিকে খাইয়ে দিতে বলবে। সেই জল নিয়ে গিয়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়ালে সাপের বিষ নেমে যায়।

বৃশ্চিক বিষ ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র—“ওঁ নমো আদেশ গুরুকো,
কালী বিচ্ছু কাংকরওয়ালী।
উতর্ বিচ্ছু ন কর্ টালী।
উত্‌রৈ তো উতারু, চঢ়ে তো মারু,
গরুড় মোর পংখ হকালুঁ।
শব্দ সাচা পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।”

প্রয়োগ—উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ১০ বার ঝাড়া দিলে ও ফুঁ দিলে বিছার বিষ নামে ও জ্বালা যন্ত্রণা কমে যায়।

সুখ প্রসব মন্ত্র

মন্ত্র—“ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিমুক্তাশা মুক্তাঃ সূর্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তা সর্বভয়াদ্ গর্ভ ত্রাহি মাচির মাচির স্বাহা।।”

প্রয়োগ—এক গেলাস জল উক্ত মন্ত্রে ১০ বার অভিমন্ত্রিত করে, সেই জল গর্ভবতীকে খাইয়ে দিলে শীঘ্র প্রসব হয়।

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অত্যন্ত শক্তিশালী কতকগুলি তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ (পূজাবিধি সহ)

শ্মশান-কালিকা প্রয়োগ

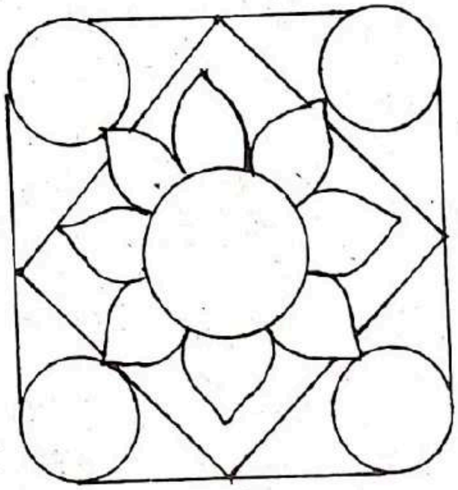

উপরে শ্মশান-কালিকা যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো। উক্ত মন্ত্রটি রূপার অথবা তামার পাতে খোদাই করে অথবা অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে ধূপ-দীপ দিলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়। এইভাবে যন্ত্রাঙ্কন করে তদুপরি দেবী শ্মশান-কালিকার পূজা করবে। শ্মশান-কালিকার একাদশাক্ষর মন্ত্র নিম্নে দেওয়া হলো। এতদ্ব্যতীত আরও মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। একাদশাক্ষরী মন্ত্র হলো—

মন্ত্র—"ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং।।"

সংক্ষিপ্ত পূজাবিধি

উপরের একাদশাক্ষর মন্ত্র জপের বিধান সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো—

উক্ত মন্ত্রটি জপ করতে হলে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সাধক উত্তরমুখে বসে, আগে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করে বিভিন্ন ন্যাস করবে। অতঃপর পূজাবিধি অনুসারে

ধ্যান, পীঠপূজা, আবরণ পূজা, জপ, হোমাদি করবে। উপরে যে যন্ত্র দেওয়া হলো, উক্ত যন্ত্রোপরি দেবীর পূজা করা যায়, পৃথকভাবে প্রতিমার প্রয়োজন হয় না।

বিনিয়োগ—"অস্য শ্মশানকালী মন্ত্রস্য ভৃগুঋষিঃ ত্রিবৃচ্ছন্দঃ শ্মশানকালী দেবতা, ঐং বীজম্, হ্রীং শক্তি, ক্লীং কীলকম্, মম সর্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত করে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে।

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি—ভৃগু ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ত্রিবৃতচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—শ্মশান-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—বাগ্‌বীজায় নমঃ। পাদয়ো—হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। নাভৌ—ক্লীং কীলকায় নমঃ। সর্বাঙ্গে-বিনিয়োগায় নমঃ।"

ঋষ্যাদিন্যাসের পর ষড়ঙ্গ ন্যাস করতে হবে।

করন্যাস—"ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লীং অনামিকাভ্যাং হূং। কালিকে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ঐং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। শ্রীং শিখায়ৈ বষট্। ক্লীং কবচায় হূং। কালিকে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং অস্ত্রায় ফট্।"

এবার দেবীর ধ্যান করবে।

শ্মশান-কালিকা ধ্যানম্

"অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয় বাসিনীং।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতি ভৈরবাম্॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণাং সমাংসকাম্।
সদ্যঃ কৃত্তং শিরোদক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্॥
স্মিতবক্ত্রাং সদা চাম মাংস চর্বণ তৎপরাম্।
নানালঙ্কার ভূষাঙ্গী নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ॥

উপরোক্ত বিধানে ধ্যান ও মানস পূজা শেষ করে, দক্ষিণকালিকা পূজাক্রমে পীঠ পূজা করতে হবে। তৎপূর্বে দক্ষিণাকালিকা বিধানেই অপরাপর ন্যাস ও ষোঢ়ান্যাস করে নিয়ে পরে দেবীর ঋষ্যাদিন্যাস করবে। তারপর খোদিত যন্ত্রে ঘৃত মাখিয়ে

তদুপরি দুগ্ধ মিশ্রিত জলধারা দিয়ে যন্ত্রকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা মুছে পূজা করতে হবে। তাম্রপাত্রে যন্ত্র খোদাই করা কর্তব্য।

মন্ত্র—"**হ্রীং কালিকা যোগপীত্যনে নমঃ।**"

উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক যন্ত্রে পুষ্পাদি প্রদান করে, পীঠমধ্যে স্থাপন করে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে যন্ত্রে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবীর মূর্তি কল্পনা করে, ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করে পাঁচবার যন্ত্র মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবীর আবরণ পূজা করবে।

আবরণ পূজা

পূর্বাদি অষ্টদল পদ্মমধ্যে—"ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ কৌমার্য্যৈ **নমঃ। ওঁ বৈষ্ণব্য নমঃ। ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।**

অতঃপর অষ্টদল পদ্মের বাহিরে পূর্বাদিক্রমে পূজা করবে। যথা—

"**ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ। ওঁ রুরু ভৈরবায় নমঃ। ওঁ চণ্ড ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ক্রোধ ভৈরবায় নমঃ। ওঁ উন্মত্ত ভৈরবায় নমঃ। ওঁ কপালি ভৈরবায় নমঃ। ওঁ ভীষণ ভৈরবায় নমঃ। ওঁ সংহার ভৈরবায় নমঃ।**"

অতঃপর ভূপুর মধ্যে ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র প্রভৃতির পূজা করবে। এক্ষেত্রেও পূজা দক্ষিণাকালিকা পূজার ন্যায় করতে পারা যায়। যেমন—"**ওঁ লাং ইন্দ্রায় সবজ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবত বাহনায় সপরিবারায় নমঃ।**" এইভাবেও পূজা করা যায়। পরে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে অন্যান্য পূজা ও বলিদান করে দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদন করে, ১০৮ হোম করবে। জপমন্ত্র শ্মশানে বসে জপ করতে হবে।

জপবিধি—শ্মশান-কালিকা মন্ত্র জপ শ্মশানে করাই শাস্ত্রসম্মত। তবে এটি ত্যাগী সাধকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সংসারী মানুষ এই কার্যে ব্রতী হলে, নিজ গৃহেই নির্জনে বসে মাছ-মাংস খেয়ে রাত্রে নগ্ন অবস্থায় পদ্মাসনে বসে ও রুদ্রাক্ষ মালায় একাদশাক্ষরী মন্ত্র ১১,০০,০০০ (এগারো লক্ষ) জপ করবে।

পুরশ্চরণ—জপ যেদিন সমাপ্ত হবে, সেদিন জপের দশাংশ অর্থাৎ ১১,০০০ (এগারো হাজার) ঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা অথবা শুধু ঘৃত মধু ও তিলদ্বারা হোম করবে।

হোমের দশাংশ অর্থাৎ ১১০০ (এগারো শত) তর্পণ। তর্পণের দশাংশ অর্থাৎ ১১০ (একশত দশ) অভিষেচন করবে। তার ফলে পুরশ্চরণ কার্য সম্পন্ন হবে। এতে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

শ্মশান-কালিকার দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র

মন্ত্র—১। "ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং শ্মশানকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

২। "ক্লীং শ্মশান কালিকায়ৈ নমঃ।"

সাধক যে মন্ত্রেই সাধনা করুক মন্ত্র, বিনিয়োগ, ঋষ্যাদি ন্যাস একই প্রকার। অন্যান্য পূজার ক্রম দক্ষিণ কালিকা পূজার ন্যায়।

গুহ্য কালিকা প্রয়োগ

এবার মহামায়া গুহ্যকালির বিশেষ শক্তিশালী কতকগুলি মন্ত্রাদি দেওয়া হলো। এইসব মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুষ্প্রাপ্য। এর পূজাবিধি সমস্তই দক্ষিণাকালিকা পূজার ন্যায়। সেইভাবে ন্যাসাদি সমস্ত কার্য করতে হবে সাধককে। যে কয়টি পৃথক মন্ত্র আছে, সেগুলি নীচে দেওয়া হলো। নীচে যে চিত্র দেওয়া হলো, চিত্র অনুরূপ যন্ত্রেই দেবীর পূজা করা যায়। এই যন্ত্রে দক্ষিণাকালীরও পূজা করা যায়।

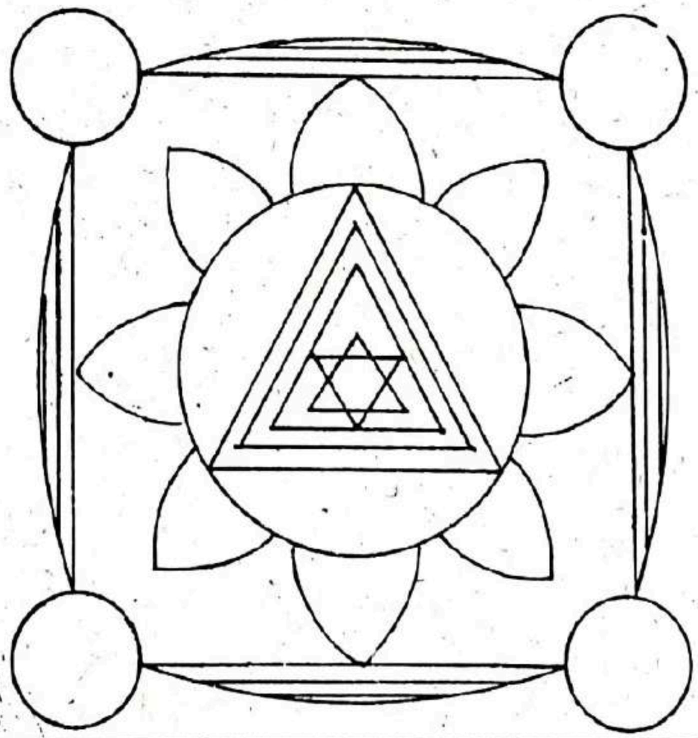

প্রথমে গুহ্যকালী যন্ত্র দেওয়া হলো, চিত্রের অনুরূপ একটি যন্ত্র সমচতুষ্কোণ চতুরাঙ্গুল সোনার পাতে বা রূপার পাতে, অভাবে তামার পাতে খোদাই করে গঙ্গাজল বা পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করিয়ে মুছে ধূপ-দীপ দিলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়। সমস্ত পূজা পদ্ধতি দক্ষিণাকালিকা পূজার ন্যায় পৃথক মন্ত্রগুলি উল্লেখ করা হলো—

বলি প্রদান মন্ত্র—"ওঁ এহ্যেহি গুহ্যকালিকে মম বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন মম শত্রূন্ নাশয় নাশয় খাদয় খাদয় স্ফুট স্ফুট ছিন্দি ছিন্দি সিদ্ধিং দেহি হূং ফট্ স্বাহা।"

শবরূপ শিবপূজার মন্ত্র—"ওঁ সদাশিব মহাপ্রেতায় গুহ্যকাল্যাসনায় নমঃ।"

বিঃ দ্রঃ—গুহ্যকালীর কতকগুলি মন্ত্র আছে, যেগুলি অক্ষর ভেদে পৃথক এখানে সেগুলি উল্লেখ করা হলো—

নবাক্ষর বা নবার্ণ গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ক্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং স্বাহা।"

প্রয়োগ—উক্ত নবাক্ষর মন্ত্রটি সাধক উত্তরাস্যে পদ্মাসনে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধি হয়। এই সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগে সাধকের সর্বকামনা পূর্ণ হয়।

চতুর্দশাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—১। "ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং গুহ্যকালিকে স্বাহা।"
২। "ক্রীং হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"
৩। হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—উপরে যে মন্ত্রগুলি দেওয়া হলো, ওগুলি চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র অর্থাৎ এতে চৌদ্দটি অক্ষর আছে। এই মন্ত্রও ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয় ও সাধকের সর্বপ্রকার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

ষোড়শাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ক্রীং হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

সপ্তদশাক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"হূং হূং হ্রীং হ্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফলপ্রদ এই মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

একবিংশত্যক্ষর গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং গুহ্যকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—সর্ব মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারক এই মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয় ও সাধকের সর্বপ্রকার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

বিশেষ কয়েকটি গুহ্যকালী মন্ত্র

মন্ত্র—১।"হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

২। ক্লীং হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে ক্লীং ক্লীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

৩। ক্লীং হূং হ্রীং গুহ্যকালিকে হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

জপবিধি—প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী উপরোক্ত মন্ত্রগুলি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

ভদ্রকালী প্রয়োগ বিধি

গুহ্যকালিকা মন্ত্রেই ভদ্রকালী পূজা করা যায়। এই সাধনা ও পূজা পদ্ধতি সম্পূর্ণ দক্ষিণাকালিকা পূজা বিধিতে করা যায়। ন্যাসাদি দক্ষিণাকালিকা পূজার ন্যায়। ধ্যান ও বলি উৎসর্গ মন্ত্র পৃথক।

ভদ্রকালীর ধ্যান

"ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী,
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনল শিখাসন্নিভং পাশযুগ্মং,
দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥"

বলিপ্রদান মন্ত্র—"ঐং হ্রীং এহ্যেহি জগন্মাতর্জগতাং জননী গৃহ্ন গৃহ্ন বলি সিদ্ধিং দেহি দেহি শত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ফট্ স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রে ধ্যান ও বলি প্রদান করে নিম্নলিখিত ষোড়শাক্ষর মন্ত্র জপ করতে হবে।

ষোড়শাক্ষর ভদ্রকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ওঁ হৌং কালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—উপরোক্ত মন্ত্র উত্তরমুখে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

তাছাড়াও যদি উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ এবং মধু, তিল ও গব্যঘৃতসহ বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা ১০৮ হোম ও ১০ বার তর্পণ এবং ১ একবার মাত্র অভিষিঞ্চন করা যায়, তাহলেও পুরশ্চরণ কার্য ও মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

এই মন্ত্রে শত্রুবশ, ধর্ম-কর্মাদি, অর্থলাভ প্রভৃতি হয়। সাধক যে কামনা নিয়ে ভদ্রকালীর উপাসনা করে, তার সেই কামনা পূর্ণ হয়।

ষোড়শাক্ষর দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র

মন্ত্র—"ভদ্রকালী মহাকালী কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।"

জপবিধি—পূর্বোক্ত প্রকারে উত্তরাস্যে বসে রুদ্রাক্ষ মালায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

বিংশত্যক্ষর ভদ্রকালী মন্ত্র

মন্ত্র—"ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

জপবিধি—পূর্বোক্ত নিয়মে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপে সিদ্ধ হয়।

মহাকালী সাধনা

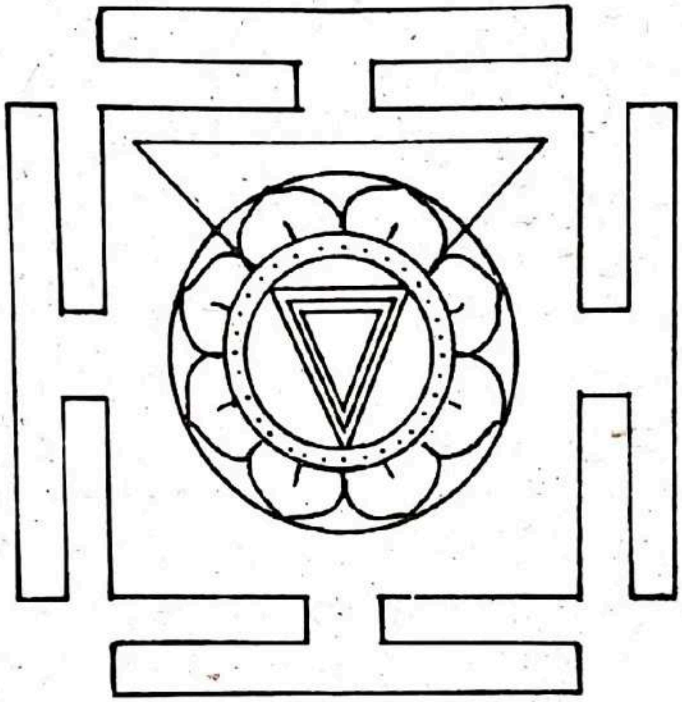

উপরে মহাকালী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো, এই চিত্রানুযায়ী রূপা অভাবে তামার পাতে যন্ত্র নির্মাণ করে পূজা করতে হয়। পূজাবিধি ও ন্যাসাদি সমস্তই দক্ষিণাকালিকা পূজার ন্যায়, শুধুমাত্র ধ্যান, বলিপ্রদান মন্ত্র পৃথক। যন্ত্রের পূজায় বিশেষ কাজ হলো—যন্ত্রের ভূপুরে ইন্দ্রাদি দশদিক-পাল, ভূপুরের চতুর্দ্বারে বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণেশের পূজা করতে হবে। তাহার বাহিরে দেবীর অস্ত্রাদির পূজা করতে হয়।

মহাকালীর ধ্যান

"মহামেঘ শুভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রোসিধারিনীম্।

লোলজিহ্বাং ঘোরদ্রংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্॥ ১॥
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরাম্।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবং পিবম্॥ ২॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গী নাগশয্যা নিষেদূষীম্।
পঞ্চাশন্মুণ্ড সংযুক্তাং বনমালা মহোদরীম্॥ ৩॥
সহস্রফণ সংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি।
চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণা বেষ্টিতাং মহাকালিকাম্॥ ৪॥
তক্ষকং সর্পরাজেন বামকঙ্কণ ভূষিতাম্।
অনন্ত নাগরাজেন কৃত দক্ষিণ কঙ্কণম্॥ ৫॥
নাগেন রসনাহার কল্পিতাং রত্ননূপুরাম্।
বামে শিবস্বরূপন্তং কল্পিতং বৎসরূপকম্॥ ৬॥
দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবী নাগযজ্ঞোপবীতিনাম্।
নরদেহ সমাবদ্ধ কুণ্ডল শ্রুতি মণ্ডিতাম্॥ ৭॥
প্রসন্ন বদনাং সৌম্যাং নবরত্ন বিভূতিতাম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈ সেবিতাং শিবমোহিনীম্॥ ৮॥
অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্॥ ৯॥

বিঃ দ্রঃ—গুহ্যকালিকা ও মহাকালিকার ধ্যান একই প্রকার। প্রভেদ মাত্র চতুর্থ শ্লোকে যেখানে**'মহাকালিকাম্'** স্থলে**'গুহ্য কালিকাম'** হবে, অন্যান্য সমস্ত একপ্রকার।

ধ্যানের ব্যাখ্যা—মহামেঘের ন্যায় দেবীর বর্ণ কৃষ্ণ। তাঁর পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র এবং অসিধারিনী। তাঁর লোলজিহ্বা রক্তবর্ণ, দন্তপংক্তি অতি ভয়ঙ্কর। কোটরাগত তাঁর চক্ষু ও মুখে হাসি। গলদেশে নাগহার শোভিত, ললাটে তাঁর অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত। মস্তকস্থিত জটাজালের একটি আকাশগামী। দেবী শোণিত পানরতা। তিনি নাগ যজ্ঞোপবীত ধারিণী ও নাগশয্যায় স্থিতা। পঞ্চাশটি মুণ্ড সংযুক্ত বনমালা কণ্ঠে বিরাজিতা। বৃহৎ তাঁর উদর। দেবীর মস্তকে সহস্রফণাধারী নাগরাজ অনন্ত শোভা পাচ্ছে।

নাগফণার দ্বারা তাঁর চতুর্দিক বেষ্টিত। নাগরাজ তক্ষক তাঁর বাম বাহুর কঙ্কন ও অনন্ত নাগ তাঁর দক্ষিণ করে কঙ্কনরূপে শোভিত। নাগদ্বারা দেবীর কটিবন্ধ নির্মিত। রত্নখচিত নূপুর তাঁর চরণের শোভা বর্দ্ধন করছে। দেবীর বামে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস অর্থাৎ বালক।

নাগযজ্ঞোপবীতিনী দেবী দ্বিভুজা। তাঁর কর্ণদ্বয়ে নরদেহযুক্ত কুণ্ডল। তাঁর মুখ প্রসন্ন ও আকৃতি সৌম্য। এই নবরত্ন বিভুষিতা শিবমোহিনী দেবীকে নারদ প্রভৃতি মুনি-ঋষিগণ সেবা করছেন। অট্টহাসযুক্তা দেবী মহাভয়ঙ্করী কালিকা সাধকের অভীষ্ট বরপ্রদান করেন।

শ্রীশ্রীকালী কীলকম্

"ওঁ অস্য শ্রীকালিকা কীলকস্য সদাশিব ঋষিরনুস্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীদক্ষিণ কালিকা দেবতা সর্বার্থ সিদ্ধি সাধনে কীলকন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কীলকং সর্বকামদম্।
কালিকায়াঃ পরং তত্বং সত্যং সত্যং ত্রিভির্মম॥
দুর্বাসাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দত্তাত্রেয়ো বৃহস্পতিঃ।
সুরেশো ধনদশ্চৈব অঙ্গিরাশ্চ ভৃগুদ্বহঃ॥
চ্যবনঃ কার্তবীর্যশ্চ কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ।
কীলকস্য প্রসাদেন সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নুয়ু॥

অথ কীলকম্

ওঁকারং তু শিখাপ্রান্তে লম্বিকা স্থান উত্তমে।
সহস্রারে পঙ্কজে তু ক্রীং ক্রীং ক্রীং বাগ্বিলাসিনী॥
কুচবীজ যুগং ভালে নাভৌ লজ্জাযুগং প্রিয়ে।
দক্ষিণে কালিকে পাতু স্বনাসাপুটযুগ্মকে॥
হুঙ্কারদ্বন্দ্বং গণ্ডে দ্বে দ্বে মায়ে শ্রবণদ্বয়ে।
আদ্যাতৃতীয়ং বিনস্য উত্তরাধর সম্পুটে॥
স্বাহা দশনমধ্যে তু সর্ববর্ণন্যসেৎ ক্রমাৎ।
মুণ্ডমালা অসিকরা কালী সর্বার্থসিদ্ধিকা॥
চতুরক্ষরী মহাবিদ্যা ক্রীং ক্রীং হৃদয় পঙ্কজে।
ওঁ হূং হ্রীং ক্রীং ততো হূং ফট্ স্বাহা চ কণ্ঠকূপকে॥
অষ্টাক্ষরী কালিকায়া নাভৌ বিন্যস্য পার্বতী।

ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং স্বাহান্তে চ দশাক্ষরী।।
মম বাহুযুগে তিষ্ঠ মম কুণ্ডলি কুণ্ডলে।
হূং হ্রীং মে বহ্নিজায়া চ হূং বিদ্যা তিষ্ঠ পৃষ্ঠকে।।
ক্রীং হূং হ্রীং বক্ষদেশে চ দক্ষিণে কালিকে সদা।
ক্রীং হূং হ্রীং বহ্নিজায়াঽন্তে চতুর্দশাক্ষরেশ্বরী।।
ক্রীং তিষ্ঠ গুহ্যদেশো মে একাক্ষরী চ কালিকা।
হ্রীং হূং ফট্ চ মহাকালী মূলধার নিবাসিনী।।
সর্বরোমানি মে কালী করাঙ্গুল্যং কপালিনী।
কুল্লা কটিং কুরুকুল্লা তিষ্ঠ তিষ্ঠ সদা মম।।
বিরোধিনী জানযুগ্মে বিপ্রচিত্তা পদদ্বয়ে।
তিষ্ঠ মে চ তথা চোগ্রা পাদমূলে ন্যসেৎ ক্রমাৎ।।
প্রভা তিষ্ঠতু পাদাগ্রে দীপ্তা পাদাঙ্গুলীনপি।
নীলী ন্যসেদ্বিন্দুদেশো ঘনা নাদে চ তিষ্ঠ মে।।
বলাকা বিন্দুমার্গে চ ন্যসেৎ সর্বাঙ্গসুন্দরী।

মম পাতালকে মাত্রা তিষ্ঠ স্বকুল কায়িকে।।
মুদ্রা তিষ্ঠ স্বমর্ত্যে মাং মিতাস্বঙ্গাকুলেষু চ।
এতা নৃমুণ্ডমালা স্রগ্‌ধারিণ্যঃ খড়্গপাণয়ঃ।।
তিষ্ঠন্তু মম গাত্রাণি সন্ধিকূপানি সর্বশঃ।
ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মরন্ধ্রে তু তিষ্ঠাব ঘটিকাপরা।।
নারায়ণী নেত্রযুগে মুখে মহেশ্বরী তথা।
চামুণ্ডা শ্রবণদ্বন্দ্বে কৌমারী চিবুকে শুভে।।
তথা মুদর মধ্যে তু তিষ্ঠ মে চাপরাজিতা।
বারাহী চাস্থিসন্ধৌ চ নারসিংহী নৃসিংহকে।।
আয়ুধানি গৃহীতানি তিষ্ঠস্বেতানি মে সদা।
ইতি তে কীলকং দিব্যং নিত্যং যঃ কীলয়েৎ স্বকম্।।
কবচাদৌ মহেশানি তস্যঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
শ্মশানে প্রেতয়োর্বাপি প্রেতদর্শন তৎপরঃ।।
য পঠেৎ পাঠয়েদ্‌বাপি সর্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।

স বাগ্মী ধনবান দক্ষঃ সর্বাধ্যক্ষঃ কুলেশ্বরঃ ।।
পুত্র বান্ধবঃ সম্পন্ন সমীর সদৃশো বলে।
ন রোগবান্ সদা ধীরস্তাপত্রয় নিষুদনঃ।।
মুচ্যতে কালিকা পায়াৎ তৃণরাশিমিবানল।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য দুর্গমেভ্যো ন বাধ্যতে।।
যস্য দেশে কীলকং তু ধারণং সর্বদাম্বিকে।
তস্য সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বরাননে।।
মন্ত্রাচ্ছতগুণং দেবি কবচং যন্ময়োদিতম্।
তন্মাচ্ছতগুণং চৈব কীলকং সর্বকামদম্।।
তথা চাপ্যাসিতা মন্ত্রং নীল সারস্বতে মনৌ।
ন সিধ্যতি বরারোহে কীলকার্গলকে বিনা।।
বিহীনে কীলকার্গলে কালী কবচ যঃ পঠেৎ।
তস্য সবাণ মন্ত্রাণি স্তোত্রাণ্য সিদ্ধয়ে প্রিয়ে।।
—ইতি শ্রীশ্রীকালিকা কীলকম্ সমাপ্তম্—

শ্রীশ্রীকালিকা অর্গলম্

"ওঁ অস্য শ্রীকালিকার্গল স্তোত্রস্য ভৈরব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকালিকা দেবতা মম সর্বসিদ্ধি সাধনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমস্তে কালিকে দেবি আদ্য বীজত্রয় প্রিয়ে।
বশমানয় মে নিত্যং সর্বেষাং প্রাণিনাং সদা।।
কূর্চ্চযুগ্মং ললাটে চ স্থাতু মে শববাহিনী।
সর্বসৌভাগ্য সিদ্ধিঞ্চ দেহি দক্ষিণ কালিকে।।
ভুবনেশ্বরি বীজযুগ্মং ভ্রূযুগে মুণ্ডমালিনী।
কন্দর্প রূপং মে দেহি মহাকালস্য গেহিনি।।
দক্ষিণে কালিকে নিত্যে পিতৃকানন বাসিনি।
নেত্রযুগ্মং চ মে দেহি জ্যোতিরালেপনং মহৎ।।
শ্রবণে চ পুনর্লজ্জাবীজ যুগ্মং মনোহরম্।

মহাশ্রুতিধরত্যঞ্চ মে দেহি মুক্ত কুন্তলে।।
হ্রীং হ্রীং বীজদ্বয়ং দেবি পাতু নাসাপুটে মম।
দেহি নানাবিধি মহ্যং সুগন্ধিং ত্বং দিগম্বরে।।
পুনস্ত্রিবীজ প্রথমং দন্তোষ্ঠরসানাদিকম্।
গদ্য পদ্যময়ীং বাণীং কাব্যশাস্ত্রদ্যলঙ্কৃতম্।।
অষ্টাদশ পুরাণানাং স্মৃতিনাং ঘোরচণ্ডিকে।
কবিতা সিদ্ধিলহরীং মম জিহ্বাং নিবেশয়।।
বহ্নিজায়া মহাদেবি ঘন্টিকায়াং স্থিরাভব।
দেহি মে পরমেশান বুদ্ধি সিদ্ধি রসাত্মকম্।।
তুর্যাক্ষরী চিৎস্বরূপা কালিকা মন্ত্র সিদ্ধিদম্।
সা চ তিষ্ঠতু হৃৎপদ্মে হৃদয়ানন্দরূপিনী।।
ষড়ক্ষরী মহাকালী চণ্ডকালী শুচিস্মিতা।
রক্তাসিনী ঘোরদংষ্ট্রা ভুজযুগ্মে সদাঽবতু।।
সপ্তাক্ষরী মহাকালী মহাকাল শবোদ্ধতা।
স্তনযুগ্মে সূর্যকর্ণো নরমুণ্ড সুকুন্তলা।।
তিষ্ঠ স্বজঠরে দেবি অষ্টাক্ষরি শুভপ্রদা।

পুত্রপৌত্র কলত্রাদি সুহৃন্মিত্রানি দেহি মে।।
দশাক্ষরী মহাকালী মহাকাল প্রিয় সদা।
নাভৌ তিষ্ঠতু কল্যাণী শ্মশানালয়বাসিনী।।
চতুর্দশার্ণবা যা চ জয়কালী সুলোচনা।
লিঙ্গমধ্যে চ তিষ্ঠস্ব রেতস্বিনী মমাঙ্গকে।।
গুহ্যমধ্যে গুহ্যকালী মম তিষ্ঠ কুলাঙ্গনে।
সর্বাঙ্গে ভদ্রকালী চ তিষ্ঠ মে পরমাত্মিকে।।
কালি পাদযুগে তিষ্ঠ মম সর্বমুখে শিবে।
কপালিনী চ যা শক্তিঃ খড়্গমুণ্ডধরা শিবা।।
পাদদ্বয়াঙ্গুলিষঙ্গে তিষ্ঠাবপাপনাশিনী।
কুল্লাদেবি মুক্তকেশী রোমকূপেষু বৈষ্ণবী।।

তিষ্ঠতু উত্তমাঙ্গে চ কুরুকুল্লা মহেশ্বরী।
বিরোধিনী বিরোধে চ মম তিষ্ঠতু শঙ্করী॥
বিপ্রচিত্তে মহেশানি মুণ্ডধারিনী তিষ্ঠ মাম্।
মার্গে দুর্মার্গগমণে উগ্রা তিষ্ঠতু সর্বদা।
প্রভাদিক্ষু বিদিক্ষু মাম্ দীপ্তাং দীপ্তং করোতু মাম্॥
নীলা শক্তিশ্চ পাতালে ঘণা চাকাশ মণ্ডলে।
পাতু শক্তির্বলাকা মে ভুবং মে ভুবনেশ্বরি॥
মাত্রা মম কুলে পাতু মুদ্রা তিষ্ঠতু মন্দিরে।
মিতা মে যোগিনী যা চ তথা মিত্রকুলপ্রদা॥
সা মে তিষ্ঠতু দেবেশি পৃথিব্যাং দৈব্যদারিনী।
ব্রাহ্মী ব্রহ্মকুলে তিষ্ঠ মম সর্বার্থদায়িনী॥
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মোক্ষদ্বারে চ তিষ্ঠ মে।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কালিকাপুর বাসিনী॥
শিবতাং দেহি চামুণ্ডে পুত্রপৌত্রাদি চানঘে।
কৌমারী চ কুমারাণাং রক্ষার্থ তিষ্ঠ মে সদা॥
অপরাজিতা বিশ্বরূপা জয়ে তিষ্ঠাস্বভাবিনী।
বারাহী বেদরূপা চ সামবেদ পরায়ণা॥
নারসিংহী নৃসিংহস্য বক্ষঃস্থল নিবাসিনী।
সা মে তিষ্ঠেৎ দেবেশি পৃথিব্যাং দৈব্যরূপিণী।
সর্বেষাং স্থাবরাদীনাং জঙ্গমানাং সুরেশ্বরী॥
স্বেদোজোদ্ভিজণ্ডজানাং নরাণাং চ ভয়াদিকম্।
বিন্যাশাপ্যঽভিমতং চ দেহি দক্ষিণ কালিকে॥
য ইদং চার্গলং দেবী যঃ পঠেৎ কালিকার্চনে।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি খেচরো জায়তে তু সঃ॥
—ইতি শ্রীশ্রীকালিকার্গল স্তোত্রম্ সমাপ্তম্—

বিঃ দ্রঃ—পূজা, জপ, সাধনা, পুরশ্চরণ ছাড়াও এই স্তোত্রাদি পাঠে পাঠকের কল্যাণ ও মনোমত ফলদান করে। অতএব পূজা-জপ প্রভৃতিতে অসমর্থ ব্যক্তি কালী কীলক ও কালী অর্গলা নিত্য পাঠ করবেন। এই পাঠের ফলেই সর্ব মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বগলামুখী প্রয়োগ

শ্রীশ্রীবগলামুখী দেবীর পূজা দক্ষিণা কালিকা পূজার ক্রমেই করা হয়ে থাকে। ইনি হলেন দশমহাবিদ্যার অষ্টম মহাবিদ্যা। তন্ত্রে এই দেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মহাপ্রলয় কালীন যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রলয় সলিলে মগ্ন; তৎকালে শ্রীভগবান বিষ্ণু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন! অবশেষে তিনি তপস্যার জন্য মনস্থির করে সৌরাষ্ট্র দেশের হরিদ্রা সরোবরের নিকট গমন করে তপস্যায় রত হন। সেই সময় মঙ্গলবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথির অর্ধরাত্রিতে এক দেবী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। ইনিই শ্রীশ্রীবগলামুখী। তিনি ভগবান বিষ্ণুর তপস্যায় প্রসন্না হয়ে বিষ্ণুকে বরদান করতে উদ্যত হন। বিষ্ণু তাঁকে এই মহাপ্রলয় থেকে বিশ্ব রক্ষার জন্য বর প্রার্থনা করেন।

দেবী বগলা—বৈষ্ণবী শক্তি তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা ও ত্রিশক্তিও যুক্ত হয়। পরে এই সমবেত শক্তির সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টি মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পায়। সেই সময় মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রিকে বীররাত্রি বলা হয়।

ভগবতী বগলা পীতবস্ত্র পরিধানা। তাঁর একহাতে মুদগর অপর হাতে শত্রুর জিহ্বা ধারণ করে আছেন। মণি-মুক্তাখচিত সিংহাসনে দেবী আসীনা। ইনি অতি শীঘ্র ফলদাত্রী, সেজন্য এঁকে সিদ্ধবিদ্যা বলা হয়। দেবীর ভৈরব হলেন একবক্ত্র শিব। কলিযুগে এই সিদ্ধবিদ্যার উপাসনায় অধিকতর ফললাভ করা যায়।

পূজকের কর্তব্য — দেবী বগলামুখীর পূজায় পূজক হরিদ্রা ও সিন্দূর দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। হরিদ্রা দ্বারা প্রস্তুত মালা কণ্ঠে ধারণ করিবেন। হরিদ্রাভ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবেন। অভাবে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবেন। চাঁপা ফুলে দেবী খুবই প্রীতা হন। অভাবে পীত বর্ণের পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। হরিদ্রামালায় জপ করিবেন।

বগলামুখী পূজা যন্ত্র

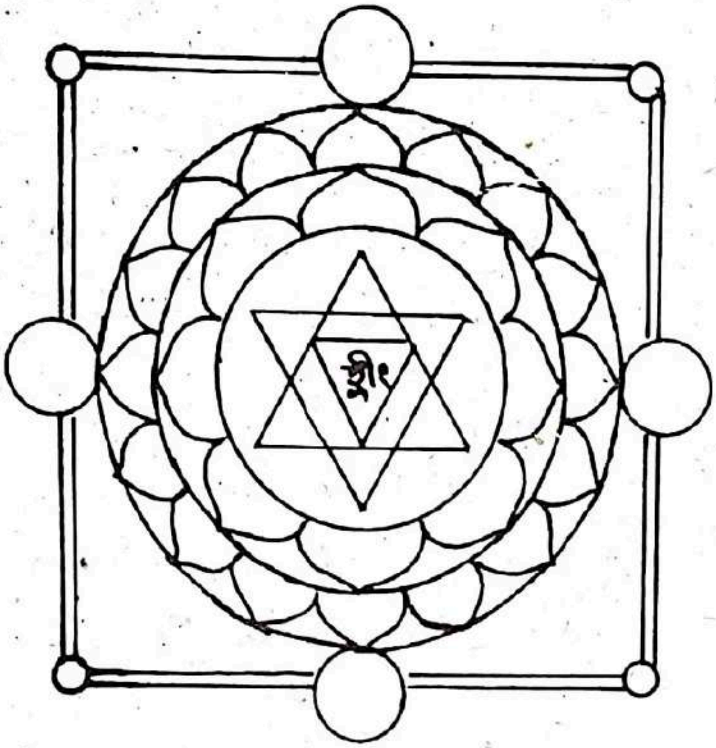

শ্রীশ্রীবগলা ধ্যানম্

সৌবর্ণাসন সংস্থিতাং ত্রিনয়নাং পীতাং শুকোল্লাসিনীং,
হেমাভাঙ্গরুচিং শশাঙ্ক মুকুটং সচ্চম্যকস্রগ্‌যুতাম্।
হস্তৈর্মুদ্‌গরপাশ বজ্ররসনা সংবিভ্রতীং ভূষণৈ,
র্ব্যাপ্তাঙ্গীং বগলামুখীং ত্রিজগতাং সংস্তম্ভিনীং চিন্তয়েৎ॥

মতান্তরে ধ্যানম্

মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপ রত্নবেদী
সিংহাসনো পরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরা ভরণমাল্য বিভুষিতাঙ্গী
দেবীং নমামি ধৃতমুদ্‌গর বৈরি জিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেন দেবীং

বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

শ্রীশ্রীবগলামুখী গায়ত্রী

"ওঁ বগলামুখ্যৈ চ বিদ্মহে স্তম্ভিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।"

উপরে দেবীর যে গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নোক্তরূপে তার অঙ্গন্যাস করতে হয়।

অঙ্গন্যাস—"ওঁ বগলামুখ্যৈ চ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বিদ্মহে শিরসে স্বাহা। ওঁ স্তম্ভিন্যৈ চ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধীমহি কবচায় হুং। ওঁ তন্নোদেবী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্।"

করন্যাস—"ওঁ বগলামুখ্যৈ চ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিদ্মহে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ স্তম্ভিন্যৈ চ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ধীমহি অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ তন্নোদেবী কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ প্রচোদয়াৎ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ষড়ত্রিংশত্যক্ষরী বগলা মন্ত্র

৩৬টি অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, বিধিমত এর প্রয়োগে অবশ্য ফললাভ হয়।

মন্ত্র—"ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রে প্রথমে বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

বিনিয়োগ—"অস্য শ্রীবগলামুখী মন্ত্রস্য নারদঋষি বৃহতীছন্দঃ বগলামুখী দেবতা শত্রূণাং স্তম্ভনার্থে (মমাভীষ্ট সিদ্ধয়ে বা) জপে বিনিয়োগঃ।"

দেবীর সংক্ষিপ্ত পূজা

সাধক পীতবস্ত্র পরিধান করে, পীতবর্ণের আসনে উত্তরমুখে বসে দেশ-কাল বিচার করে বগলামুখী মন্ত্র সিদ্ধির জন্য জপ, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ

এবং তর্পণের দশাংশ অভিষেচন করবে। অতঃপর ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে এবং সেইভাবেই সঙ্কল্প করবে। এখানে যে সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, সেইভাবেই পূজা করতে হয়। প্রথমে কালিকা পূজার ন্যায় সমস্ত কার্য সমাপন করে ঋষ্যাদি ন্যাসাদি করবে।

ঋষ্যাদিন্যাস—"শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি বগলা দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্লীং বীজায় নমঃ। পাদয়ো স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে বিনিয়োগায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখী তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সর্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুং। জিহ্বাং কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ হ্লীং হৃদয়ায় নমঃ। বগলামুখী শিরসে স্বাহা। সর্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্। বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় কবচায় হুং। জিহ্বাং কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

তন্ত্রোক্ত বিশেষ প্রকার ন্যাস

"ওঁ হ্লীং আত্মতত্ত্ব ব্যাপিনীং শ্রীবগলামুখী পাদুকাং পূজয়ামি ইতি মূলাধারে।"
"ওঁ হ্লীং বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী পাদুকাং পূজয়ামি ইতি হৃদয়ে।"
"ওঁ হ্লীং শিবতত্ত্বব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী পাদুকাং পূজয়ামি ইতি শিরসি।"
"ওঁ হ্লীং সর্বতত্ত্বব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী পাদুকাং পূজয়ামি ইতি সর্বাঙ্গে।"
"ন্যাসাদির পর দেবীর ধ্যান, মানসপূজা, আবাহনাদি করে পীঠপূজা করবে।"

পীঠপূজা

প্রথমে—"ওঁ মং মণ্ডুকাদি পরতত্ত্বান্ত পীঠ দেবতাভ্যো নমঃ।"

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যন্ত্রের পূর্বাদিক্রমে পীঠশক্তির পূজা করবে। যথা—"ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ। ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ। ওঁ বিলাসিন্যৈ নমঃ। ওঁদৌগ্ৰ্যৈ নমঃ। ওঁ অঘোরায়ৈ নমঃ।"

মণ্ডল মধ্যে—"ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ॥"

এবার প্রথমে যে যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হয়েছে, সেই চিত্রানুযায়ী চতুরাঙ্গুল পরিমিত সম চতুষ্কোণ সোনার পাতে প্রথমেই যন্ত্রটি খোদাই করে নিয়ে সেটি তাম্রপাত্রে রেখে পূজায় বসতে হবে। এবার পীঠ পূজা সমাপন করে যন্ত্রটিতে ঘৃত মাখিয়ে দুগ্ধ ও জল দ্বারা স্নান করিয়ে, যন্ত্রটি মুছে তদুপরি হরিদ্রা মিশ্রিত চন্দন, অগুরু, কেশর ও কর্পূর দিবে। অতঃপর মন্ত্র পাঠ পূর্বক যন্ত্রোপরি গন্ধপুষ্প দিবে। যথা— কেশর ও কর্পূর দিবে। অতঃপর মন্ত্র পাঠপূর্বক যন্ত্রোপরি গন্ধপুষ্প দিবে। যথা—

"ওঁ হ্লীং বগলামুখী যোগপীঠায় নমঃ।।"

এবার সর্বতোভদ্রমণ্ডল অসামর্থ পক্ষে অষ্টদল পদ্ম পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা নির্মাণ করে যন্ত্রটি তদুপরি স্থাপন করে, যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর পুনর্বার ধ্যান করে মূলমন্ত্রে দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করে, ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করবে। তারপর দেবীর উদ্দেশ্যে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলী প্রদান করে দেবীর অনুজ্ঞা মন্ত্র পাঠান্তে গ্রহণ করে আবরণ পূজা করবে।

অনুজ্ঞা মন্ত্র—"ওঁ সচ্চিন্ময়ে পরে দেবি পরামৃত রস প্রিয়ে।
অনুজ্ঞাং দেহি বগলে পরিবারার্চনায় মে।।"

করযোড়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করে একটি পুষ্প যন্ত্রে দিয়ে, আবরণ পূজা করবে। প্রথমে "ওঁ হ্লীং বগলামুখ্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে যন্ত্রে একটি পীত পুষ্প প্রদান করে, পরে গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা ও তর্পণ করবে। যথা—

"ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ।"

"ওঁ সংসত্ত্বং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

"ওঁ রং রজসে নমঃ।"

"ওঁ রং রজসে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ রং রজসে শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ তং তমসে নমঃ।"

"ওঁ তং তমসে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ও তং তমসে শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

অতঃপর কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি গ্রহণ করে মূল মন্ত্রযোগে নিম্নমন্ত্র পাঠ করে পুষ্পটি যন্ত্রমধ্যে দিবে। যথা—

"ওঁ হ্লীং অভিষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগত বৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং প্রথমাবরণার্চনম্।।"

অনন্তর করযোড়ে নিম্নমন্ত্র পাঠ করবে। যথা—

"ওঁ পূজিতাস্তর্পিতাসন্তু।"

এবার মণ্ডলের ষট্‌কোণ কেশরে ও অগ্নিকোণাদি চতুর্দিকে এবং মধ্যে পূজা করবে।

"ওঁ হ্লীং হৃদয়ায় নমঃ।"

"ওঁ হ্লীং হৃদয়ায় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ হ্লীং হৃদয়ায় শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ বগলামুখী শিরসে স্বাহা।"

"ওঁ বগলামুখী শিরসে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বগলামুখী শিরসে শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"সর্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্। সর্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সর্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় কবচায় হুং।"

"বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় কবচায় হুং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

"বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় কবচায় হুং শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

"জিহ্বাং কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।"

"জিহ্বাং কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

"জিহ্বাং কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

"বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

"বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

অতঃপর অষ্টদল মধ্যে পূজা ও তর্পণ করবে। যথা—

"ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।"

"ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।"

"ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ।"

"ওঁ কৌমার্য্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ কৌমার্য্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ।"

"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বৈষ্ণব্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ।"

"ওঁ বারাহ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বারাহ্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ চামুণ্ডায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

"ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

উপরোক্ত নিয়মে অষ্টমাতৃকার পূজা, শ্রীপাদুকা পূজা ও তর্পণ করবে। পুনর্বার অষ্টদল মধ্যে অষ্ট ভৈরবের পূজা করবে। যথা—

"ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ অসিতাঙ্গ ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ রুরু ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ রুরু ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ রুরু ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ চণ্ড ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ চণ্ড ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ চণ্ড ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ উন্মত্ত ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ উন্মত্ত ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজায়ামি নমঃ। ওঁ উন্মত্ত ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ কপাল ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ কপাল ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ কপাল ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ ভীষণ ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ ভীষণ ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ভীষণ ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ সংহার ভৈরবায় নমঃ।"

"ওঁ সংহার ভৈরব শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ সংহার ভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

এবার মণ্ডলের ষোড়শদলে পূর্বাদিক্রমে পূজা, শ্রীপাদুকা পূজা ও তর্পণ করবে। যথা—

"ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ মঙ্গলায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ মঙ্গলা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ স্তম্ভিণ্যৈ নমঃ।"

"ওঁ স্তম্ভিণ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ স্তম্ভিন্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ জৃম্ভিণ্যৈ নমঃ।"

"ওঁ জৃম্ভিণ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ জৃম্ভিণ্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ মোহিন্যৈ নমঃ।"

"ওঁ মোহিন্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ মোহিন্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ বশ্যায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ বশ্যায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বশ্যায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ বলাকায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বলাকায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ অচলায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ অচলায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ অচলায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ ভূধরায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ ভূধরায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ভূধরায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ কল্মষায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ কল্মষায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ কল্মষায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ ধাত্র্যৈ নমঃ।"

"ওঁ ধাত্র্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ও ধাত্র্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ কলনায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ কলনায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ কলনায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ কালাকর্ষিণ্যৈ নমঃ।"

"ওঁ কালাকর্ষিণ্যৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ কালাকর্ষিণ্যৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।"

"ওঁ ভ্রমিকায়ৈ নমঃ।"

"ওঁ ভ্রমিকায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ভ্রমিকায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি

নমঃ।”

“ওঁ মন্দগমনায়ৈ নমঃ।”

“ওঁ মন্দগমনায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ মন্দগমনায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

“ওঁ ভোগস্থায়ৈ নমঃ।”

“ওঁ ভোগস্থায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ভোগস্থায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

“ওঁ ভাবিকায়ৈ নমঃ।”

“ওঁ ভাবিকায়ৈ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ভাবিকায়ৈ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

উপরোক্ত প্রকারে ষোড়শদলে ষোড়শ শক্তির পূজা, শ্রীপাদুকা পূজা ও শ্রীপাদুকার তর্পণ সমাপনান্তে, ভূপুর মধ্যে পূর্বাদি চতুর্দিকে পূজা শ্রীপাদুকা পূজা ও শ্রীপাদুকার তর্পণ করবে। যথা—

“ওঁ গণপতয়ে নমঃ।”

“ওঁ গণপতি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ গণপতি শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

“ওঁ বটুকেভ্যো নমঃ।”

“ওঁ বটুকেভ্যো শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বটুকেভ্যো শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

“ওঁ যোগিনীভ্যো নমঃ।”

“ওঁ যোগিনীভ্যো শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ যোগিনীভ্যো শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

“ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ।”

“ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।”

এবার ভূপুরের বাহিরে পূর্বাদি দিকক্রমে ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা, শ্রীপাদুকা পূজা ও শ্রীপাদুকা তর্পণ করবে। যথা—

পূর্বে—ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ ইন্দ্র শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ওঁ ইন্দ্র শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। এইক্রমে—

অগ্নিকোণে—ওঁ রং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে নমঃ। ওঁ অগ্নি শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

দক্ষিণে—ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ যম শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

নৈঋতে—ওঁ ক্ষাং নৈঋতয়ে রক্ষোধিপতয়ে নমঃ। ওঁ রক্ষো শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

পশ্চিমে—ওঁ বং বরুণায় জলাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ বরুণ শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

বায়ুকোণে—ওঁ যং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ বায়ু শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

উত্তরে—ওঁ সোমায় তারাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ সোম শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

ঈশানে—ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ ঈশান শ্রীপাদুকা ইত্যাদি।

ইন্দ্র ও ঈশান মধ্যে—ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণ্ শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

বরুণ ও নৈঋর্ত মধ্যে—ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে নমঃ। ওঁ অনন্ত শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

অনন্তর নিম্নপ্রকারে দিক্‌পালগণের অস্ত্রপূজা, শ্রীপাদুকা পূজা ও শ্রীপাদুকার তর্পণ করবে।

ইন্দ্র নিকটে—ওঁ বং বজ্রায় নমঃ। ওঁ বজ্র শ্রীপাদুকা পূজয়ামি নমঃ। ওঁ বজ্র শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (এইরূপে সর্বত্র)

অগ্নির নিকটে—ওঁ শং শক্তয়ে নমঃ। ওঁ শক্তি শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

যমের নিকট—ওঁ দং দণ্ডায় নমঃ। ওঁ দণ্ড শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

নৈঋতের নিকটে—ওঁ খং খড়্গায় নমঃ। ওঁ খড়্গ শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

বরুণের নিকটে—ওঁ পাং পাশায় নমঃ। ওঁ পাশ শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

বায়ুর নিকটে—ওঁ অং অঙ্কুশায় নমঃ। ওঁ অঙ্কুশ শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

সোমের নিকটে—ওঁ গং গদায়ৈ নমঃ। ওঁ গদা শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

ঈশানের নিকটে—ওঁ শূং শূলায় নমঃ। ওঁ শূল শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

ব্রহ্মার নিকটে—ওঁ পং পদ্মায় নমঃ। ওঁ পদ্ম শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

অনন্তের নিকটে—ওঁ চং চক্রায় নমঃ। ওঁ চক্র শ্রীপাদুকাং ইত্যাদি।

এইভাবে অস্ত্রগণের পূজা সমাপন করে, পুনর্ধ্যানান্তে দেবীর পঞ্চোপচারে পূজা করে, বলিদান করে মন্ত্র জপ করবে। জপ সমাপ্ত হলে পুরশ্চরণ করবে।

পুরশ্চরণ

প্রথমে ষট্‌ত্রিংশাত্যক্ষর মন্ত্রটি সাধক হরিদ্রার গাঁটের মালায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জপ করবে। জপ সম্পূর্ণ হবার পর ঘৃতযুক্ত চাঁপা ফুল, অভাবে হরিদ্রাবর্ণের

কল্‌কে ফুলদ্বারা ১০,০০০ (দশ হাজার) হোম করবে। হোম শেষে ১,০০০ (এক হাজার) তর্পণ এবং ১০০ (একশত) অভিষিঞ্চন করে ১০টি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। তাহলেই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হবে।

অতঃপর প্রয়োগের নিমিত্ত সাধনা করতে হবে। নিম্নে তার প্রক্রিয়া দেওয়া হলো। সাধক পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে পূর্বমুখে বসে, হলুদের গাঁটের দ্বারা তৈরী মালায় ১০,০০০ (দশহাজার) মন্ত্র জপ করবে। জপকালীন পীতবর্ণা শ্রীশ্রীবগলামুখীর চিন্তা করবে। জপ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধক বহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকবে। মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় পুনরায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করবে।

বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ

১। শ্বেত পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত পাদুকাকে আলতা দ্বারা রঞ্জিত করে, সেই পাদুকাকে পূর্বোক্ত মন্ত্রে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) বার অভিমন্ত্রিত করে, পায়ে দিয়ে হাঁটলে মুহূর্তমধ্যে শত যোজন দূরে যাওয়া যায়।

২। যন্ত্রে দেবীর পূজা করে পূর্বোক্ত মন্ত্রে মধু, শর্করা ও তিলযুক্ত ঘৃতদ্বারা ১০০৮ (এক হাজার আট) হোম করলে নারী বা পুরুষকে বশ করা যায়।

৩। শ্মশানে বামহস্তে মড়ার মাথার খুলি নিয়ে, তার ওপর চিতার কয়লায় নিম্নরূপ যন্ত্র অঙ্কন করবে। পরে পূর্বোক্ত মন্ত্রে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর বাস্তুতে পুঁতে দিলে শত্রুর গতিস্তম্ভিত হয়।

স্তম্ভন যন্ত্র

৪। পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৩৬২) যন্ত্রটি মড়ার বস্ত্রের উপর চিতার কয়লার দ্বারা অঙ্কন করে, ব্যাঙের মুখে রেখে, একটি হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে জড়িয়ে, হরিদ্রাবর্ণের পুষ্প দ্বারা পূজা করলে শত্রুর মুখ স্তম্ভন হয়।

৫। মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে মধু, ঘৃত, শর্করা ও লবণযুক্ত হোম করলে আকর্ষণ করা যায়।

৬। হরিতাল, হরিদ্রাচুর্ণ, ধুতুরার রসে মিশিয়ে ভূর্জপত্রে একটি ষট্‌কোণ অঙ্কিত করে, তার মধ্যে **'হ্লীং'** বীজ লিখে এবং তার সঙ্গে **'অমুকং স্তম্ভয়'** লিখবে, ষট্‌কোণেও এইভাবে লিখে একটি ভূপুর অঙ্কন করবে। পূর্বোক্ত স্তম্ভন যন্ত্র অনুযায়ী হবে। এবার কুমারের চাক থেকে মাটি এনে, তার দ্বারা একটি বৃষের মূর্ত্তি তৈরী করবে, সেই মূর্তির মধ্যে লিখিত যন্ত্রটি রেখে সেই বৃষের ওপর হরিতালের প্রলেপ দিয়ে প্রতিদিন

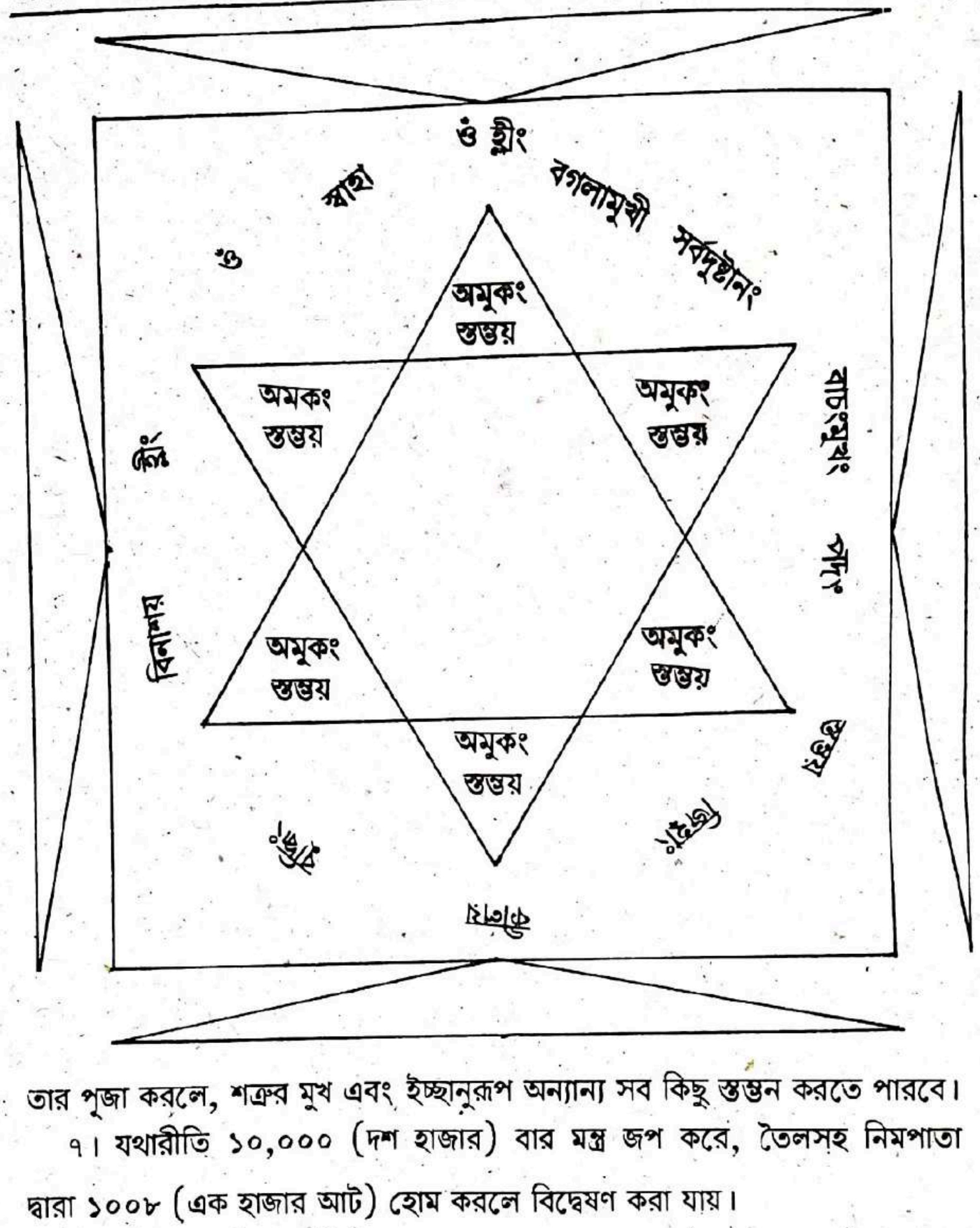

তার পূজা করলে, শত্রুর মুখ এবং ইচ্ছানুরূপ অন্যান্য সব কিছু স্তম্ভন করতে পারবে।

৭। যথারীতি ১০,০০০ (দশ হাজার) বার মন্ত্র জপ করে, তৈলসহ নিমপাতা দ্বারা ১০০৮ (এক হাজার আট) হোম করলে বিদ্বেষণ করা যায়।

৮। পারদ, মনঃশিলা, হরিতাল মধুর সঙ্গে পেষণ করে পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ১,০০,০০০ (একলক্ষ) বার অভিমন্ত্রিত করে নিজদেহে প্রলেপ দিলে, মানুষ অদৃশ্য হতে পারে।

৯। শকুনের ও কাকের পাখা, সরষের তেল, বহেড়া, ঘরের ঝুল নিয়ে চিতার

আগুনে হোম করলে, সেই সঙ্গে শত্রুর নাম উচ্চারণ করলে শত্রুনাশ হয়।

১০। নদীতীরে, শিবালয়ে, অরণ্যে অথবা পর্বতের উপর নির্জনে বসে, পূর্বোল্লিখিত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) বার জপ করে, মধু, শর্করা ও একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ ও গব্য ঘৃতসহ পূর্বোক্ত মন্ত্রে ১০৮ (একশত আট) বার অভিমন্ত্রিত করে পান করলে, সর্বপ্রকার বিষ নষ্ট হয়।

১১। শর্করা, ঘৃত ও মধু একত্রে মিশিয়ে দুর্বাদ্বারা হোম করলে ব্যাধি নাশ হয়।

শ্রীশ্রীবগলামুখী স্তোত্রম্

"ওঁ অস্য শ্রীবগলামুখী স্তোত্রস্য নারদঋষিঃ বগলামুখী দেবতা মম সর্বেষাং বিরোধিনাং বাঙ্মুখ পদবাজ্যাদীনাং স্তম্ভনার্থ জপে বিনিয়োগঃ।

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপ-রত্নবেদীসিংহাসনো পরিগতাম্পরিপীত বর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্য বিভুষিতাঙ্গীন্দেবী স্মরামি ধৃতমুদ্গর বৈরীজিহ্বাম্॥ ১॥

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রুন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥ ২॥

চলৎকুণ্ডলল্লোসিত চারুগণ্ডস্থলাং,
লসৎকণক চম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহত বিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাম্,
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখ বাঙ্মুখ স্তম্ভিনীম্॥ ৩॥

পীযুষোদধিমধ্যচারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে,
যৎসিংহাসন মৌলি পাতিতরিপুম্ প্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাংকরপীড়িতারি রসনাং ভ্রাম্যদ্গদাং বিভ্রতীম্,
মিত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য বিলয়ংসদ্যোথ সর্বাপদঃ॥ ৪॥

দেবী তচ্চরণাম্বুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং,
ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজ স্মরেৎ পার্থিবং,
তস্যামৃতমুখস্য বাচিহৃদয়ে জাত্যং ভবেত্তৎক্ষণাৎ॥ ৫॥

বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি,
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।

গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্চজড়তি স্বমন্ত্রিণামন্ত্রিতঃ,
শ্রীনিত্যে বগলামুখী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৬ ॥
মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষ দলনে স্তোত্রং পবিত্রং চ তে,
যন্ত্র বাদিনিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রং চ চিত্রঞ্চতে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাদিজন্তোর্মুখে,
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৭ ॥
দুষ্টাস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণম্,
ভূভৃৎসন্দ মনং চলন্মৃগদিশাং চেতঃ সমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং সমদৃশঃ কারুণ্যপূর্ণা,
মৃতন্মৃতৌ মলিনমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্ববদীয়ং বপুঃ ॥ ৮ ॥
মাতর্ভঞ্জয়মদ্বিপক্ষবদনং জিহ্বাঞ্চ সঙ্কীলয়,
ব্রাহ্মী মুদ্রয় মুদ্রয় সুধিষণামুগ্রাং গতি পীতাম্বরে।
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥ ৯ ॥
মাতর্ভৈরবী ভদ্রকালী বিজয়ে বারাহী বিশ্বাশ্রয়ে,
শ্রীনিত্যে বগলে মহেশি কমলে কামেশি কামে রমে।
মাতঙ্গী ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে,
দাসেঽহংশরণাগতোঽস্মি কৃপায়াং বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥ ১০ ॥
সংরম্ভে চৌরসংঘে প্রহরণ সময়ে বন্ধনে বারিমধ্যে,
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিত নৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধ সময়ে নির্জনে বা বনে বা,

গচ্ছন্তিষ্ঠং ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ১১ ॥
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রামিহ যে দেব্যাঃ, পঠত্যাদারাধ
ধৃত্বা যন্ত্র মিদং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানোঽপ্সরয়ো মদান্ধকরিণ সর্পাঃ মৃগেন্দ্রাদিবা,
স্তে বৈযান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরা সিদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥
ত্বং বিদ্যাপরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংছেদিনী,
যোষাকর্ষণকারিণী ত্রিজগতামানন্দ সংবর্দ্ধিনী।
দুষ্টোচ্চাটনকারিণী জনমনঃ সম্মোহ সন্দায়িনী,

জিহ্বাং কীলয় ভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদি মন্ত্রো যথা।। ১৩।।
বিদ্যা লক্ষ্মীর্নিত্যা সৌভাগ্যমায়ু,
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্য সিদ্ধিঃ।
মানী ভোগী বশ্যমারোগ্য সৌখ্যং,
প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্নরেণ।। ১৪।।
যৎকৃতে জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি,
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্গৃহাণ নমোঽস্তুতে।। ১৫।।
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্র কোমলাম্।
শিলা মুদগর হস্তাঞ্চ স্মরে তাং বগলামুখীম্।। ১৬।।
ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।। ১৭।।
—ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখী স্তোত্রম্—

শ্রীশ্রীবগলামুখী কবচম্

ওঁ কৈলাসাচল মধ্যগং পুরহরং শান্তং ত্রিনেত্রং শিবম্,
বামস্থা কবচং প্রণম্য গিরিজা ভুতিপ্রদং পৃচ্ছতি।
দেবী শ্রীবগলামুখী রিপুকলারণ্যানি রূপা চ,
যা তস্যাশায় বিমুক্ত মন্ত্র সহিতং প্রীত্যাঽধুনা ব্রুহি মাম্।। ১।।
।। শ্রীশঙ্কর উবাচ।।

দেবি শ্রীভববল্লভে শৃণু মহামন্ত্রং বিভুতিপ্রদম্,
দেব্যা বর্মযুতং সমস্ত সুখদং সাম্রাজ্যদং মুক্তিদং।

তারং রুদ্র বধূ বিরিঞ্চি মহিলে বিষ্ণুপ্রিয়ে কামযুগ্,
কান্তে শ্রীবগলাননে মম রিপুন্নাশায় যুগ্মংত্বিতি।। ২।।
ঐশ্বর্য্যানি পদঞ্চ দেহি যুগলং শীঘ্রং মনোবাঞ্ছিত কার্য্যম্,
সাধয় যুগ্মযুক্ শিববধূ বহ্নি প্রিয়ান্তো মনুঃ।
কংসারেস্তনয়ং চ বীজমপরা শক্তিঞ্চ বাণীং তথা,
কীলং শ্রীমতী ভৈরবর্ষি সহিতং ছন্দোবিরাট্ সংযুতম্।। ৩।।
স্বেষ্টার্থস্য পরস্ব চাপি নিতরাং কার্য্যস্য সম্প্রাপ্তয়ে,

নানাসাধ্য মহাবাদস্য নিয়তন্নাশায় বীর্যাপ্তয়ে।
ধ্যাত্বা শ্রীবগলাননাং মনুবরং জপ্তা সহস্রাখ্যকং,
দীর্ঘঃ ষট্‌কযুতৈশ্চ রুদ্রমহিলাবীজৈর্বিনস্যাঙ্গকে।। ৪ ।।
ওঁ সৌবর্ণাসনা সংস্থিতাং ত্রিনয়নাং পীতাংশুকোল্লাসিনী,
হেমাভাঙ্গরুচিং শশাঙ্কমুকুটাং স্রত্নভ্যক্ স্রগ্‌যুতাম্।
হস্তৈর্মুদ্গর পাশবদ্ধরসনাং সংবিভ্রতীভূষণ ব্যাপ্তাঙ্গীম্বগলামুখীং,
ত্রিজগতাং সং স্তম্ভিনীং চিন্তয়ে।। ৫ ।।
শিরো মে পাতু ওঁ হ্লীং ঐং শ্রীং ক্লীং পাতু ললাটকম্।
সম্বোধন পদং পাতু নেত্রে শ্রী বগলাননে।। ৬ ।।
শ্রুতৌ মম রিপুং পাতু নাসিকান্নাশযদ্বয়ম্।
পাতু গণ্ডৌ সদা মামৈশ্বর্যাণ্যন্তং তু মস্তকম্।। ৭ ।।
দেহি দ্বন্দ্বং সদা জিহ্বাং পাতু শীঘ্রং বচো মম।
কণ্ঠদেশং স নঃ পাতু বাঞ্ছিতং বাহুমূলকম্।। ৮ ।।
কার্য্যং সাধয় দ্বন্দ্বং তু করৌ পাতু সদা মম।
মায়াযুক্তা তথা স্বাহা হৃদয়ং পাতু সর্বদা।। ৯ ।।
অষ্টাধিক চত্বারিংশদ্দণ্ডাঢ্যা বগলামুখী।
রক্ষাং করোতু সর্বত্র গৃহেঽরণ্যে সদা মম।। ১০।।
ব্রহ্মাস্ত্রাখ্যো মনুঃ পাতু সর্বাঙ্গে সর্বসন্ধিষু।
মন্ত্ররাজঃ সদা রক্ষাং করোতু মম সর্বদা।। ১১ ।।
ওঁ হ্লীং পাতু নাভিদেশং কটি মে বগলাঽবতু।
মুখো বর্ণদ্বয়ং পাতুং লিঙ্গং মে মুষ্কযুগ্মকম্।। ১২ ।।
জানুনী সর্বদুষ্টানাং পাতু মে বর্ণপঞ্চকম্।
বাচং মুখং তথা পাদং ষড়র্ণা পরমেশ্বরী।। ১৩ ।।
জঙ্ঘাযুগ্মে সদা পাতু বগলা রিপুমোহিনী।
স্তম্ভয়েতি পদং পৃষ্ঠং পাতু বর্ণত্রয়ং মম।। ১৪ ।।
জিহ্বাং বর্ণদ্বয়ং পাতু গুল্‌ফৌ মে কীলয়েতি চ।
পাদোর্ধ্বে সর্বদা পাতু বুদ্ধিং পাদতলে মম।। ১৫ ।।
বিনাশয় পদং পাতু পাদাঙ্গুল্যোর্নখানি মে।
হ্লী বীজং সর্বদা পাতু বদ্ধিন্দ্রিয় বচাংসি মে।। ১৬।।

সর্বাঙ্গ প্রণবঃ পাতু স্বাহা রোমাণিমেঽবতু।
ব্রাহ্মী পূর্বদলে পাতু চাগ্নেয়াং বিষ্ণুবল্লভা।। ১৭।।
মাহেশী দক্ষিণে পাতু চামুণ্ডা রাক্ষসেঽবতু।
কৌমারী পশ্চিমে পাতু বায়ব্যে চাপরাজিতা।। ১৮।।
বারাহী চোত্তরে পাতু নারসিংহী শিরেঽবতু।
ঊর্ধ্বং পাতু মহালক্ষ্মীঃ পাতালে শারদাঽবতু।। ১৯।।
ইত্যষ্টৌ শক্তয়ঃ পান্তু যায়ুধাশ্চ সবাহনাঃ।
রাজদ্বারে মহাদুর্গে পাতু মাং গণনায়কঃ।। ২০।।
শ্মশানে জলমধ্যে চ ভৈরবশ্চ সদাঽবতু।
দ্বিভুজা রক্তবসনাঃ সর্বাভরণ ভূষিতাঃ।। ২১।।
যোগিন্যঃ সর্বদা পান্তু মহারণ্যে সদা মম।
ইতি তে কথিং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতম্।। ২২।।
শ্রীবিশ্ব বিজয়ং নাম কীর্তি শ্রীবিজয়প্রদম্।
অপুত্রৌ লভতে পুত্রং ধীরং শূরং শতায়ুষম্।। ২৩।।
নির্ধনো ধনমাপ্নোতি কবচস্যাস্য পাঠতঃ।
জপিত্বা মন্ত্ররাজং তু ধ্যাত্বা শ্রীবগলামুখীম্।। ২৪।।
পাঠেদিদং হি কবচং নিশায়াং নিয়মাতু যঃ।
যং যং কাময়তে কামং সাধ্যাসাধ্যং মহীতলে।। ২৫।।
তে তং কাম মবাপ্নোতি সপ্তরাত্রেন শঙ্করি।
গুরু ধ্যাত্বা সুরাং পীত্বা রাত্রৌ শক্তি সমন্বিতঃ।। ২৬।।
কবচং যঃ পঠেদ্দেবি তস্যাঽসাধ্যং ন কিঞ্চন।
যং ধ্যাত্বা প্রজপেমন্ত্র সহস্রং কবচং পঠেৎ।। ২৭।।
ত্রিরাত্রেণ বশং যাতি তস্য তন্নাত্র সংশয়ঃ।
লিখিত্বা প্রতিমাং শত্রোঃ সতালেন হরিদ্রয়া।। ২৮।।
লিখিত্বা হৃদি তন্নাম ত্বং ধ্যাত্বা প্রজপেন্মনুম্।
একবিংশদ্দিনং যাবৎ প্রত্যহং চ সহস্রকম্।। ২৯।।
জপ্ত্বা পঠেত্তু কবচং চতুর্বিংশতি বারকম্।
সংস্তম্ভো জায়তে শত্রোর্নাত্র কার্য্যাবিচারণা।। ৩০।।
বিবাদে বিজয়স্তস্য সংগ্রামে জয়মাপ্নুয়াৎ।

শ্মশানে চ ভয়ং নাস্তি কবচস্য প্রভাবতঃ ।। ৩১ ।।
নবনীতঞ্চাভিমন্ত্র্য স্ত্রীণাং দদ্যান্মহেশ্বরি।
বন্ধ্যানাং জায়তে পুত্রো বিদ্যাবল সমন্বিতঃ ।। ৩২ ।।
শ্মশানাঙ্গার মাদায় ভৌমেরাত্রে শনাবথ।
পাদোদকেণ স্পৃষ্টা চ নিখেল্লৌহশলাকয়া ।। ৩৩ ।।
ভূমৌ শত্রোঃ স্বরূপঞ্চ হৃদিনাম সমালিখেৎ।
হস্তং তদ্‌হৃদয়ে দত্ত্বা কবচং তিথিবারকম্ ।। ৩৪ ।।
ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্ররাজং নবরাত্রং প্রযত্নতঃ।
ম্রিয়তে জ্বরদাহেন দশমেঽহ্নি ন সংশয়ঃ ।। ৩৫ ।।
ভূর্জপত্রেষ্বিদং স্তোত্র মষ্টগন্ধেন সংলিখেৎ।
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ।। ৩৬ ।।
সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি নারী পুত্রবতী ভবেৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রানি নৈব কৃন্তন্তি তজ্জনম্ ।। ৩৭ ।।
সম্পূজ্য কবচং নিত্যং পূজায়াঃ ফলমালভেৎ।
বৃহস্পতি সমো বাপি বিভবে ধনদোপমঃ ।। ৩৮ ।।
কামতুল্যশ্চ নারীণাং শত্রুণাঞ্চ যমোপমঃ।
কবিতা লহরী তস্য ভবেদ্‌গঙ্গা প্রবাহবৎ ।। ৩৯ ।।
গদ্য পদ্যময়ী বাণী ভবেদ্দেবী প্রসাদতঃ।
একাদশ শতং যাবৎ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।। ৪০ ।।
পুরশ্চর্যা বিহীনস্তু ন চেদং ফলদায়কম্।
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো দুষ্টেভ্যশ্চ বিশেষতঃ ।। ৪১ ।।
দেয়ং শিষ্যায় ভক্তায় পঞ্চত্বং চান্যমাপ্নুয়াৎ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজে শ্রীবগলামুখীম্ ।। ৪২ ।।
শতকোটি জপিশ্চাতু তস্য সিদ্ধির্নজায়তে ।। ৪৩ ।।

দারাঢ্যো মনজোঽস্য লক্ষ জপতঃ প্রাপ্নোতি সিদ্ধিং পরাং বিদ্যাং শ্রীবিজয়ং তথা সুনিয়তং ধীরাশ্চ বীরাং বশঃ। ব্রহ্মাস্ত্রাখ্য মনুং বিলিখ্য নিতরাং ভূর্জেষ্টগন্ধেন বৈ, ধৃত্বা রাজপুরং ব্রজন্তি খলু মে দাসোস্তি তেষাং নৃপঃ ।। ৪৪ ।।

—ইতি বিশ্বসারোদ্ধার তন্ত্রে পার্বতীশ্বর সংবাদে শ্রীবগলামুখী কবচম্—

উপরে বগলামুখী স্তোত্রম্ ও কবচ দেওয়া হলো, যদি কোনও ব্যক্তি মন্ত্রানুষ্ঠান প্রভৃতির অতিরিক্ত এই বগলামুখী স্তোত্রম্ এবং বগলামুখী কবচ পাঠ করে, দেবী প্রসন্না হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। নিত্য এই স্তোত্র ও কবচ পাঠেও পাঠক দেবীর কৃপা লাভ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বীজযুক্ত শ্রীসূক্ত

সর্বদেবীগণ মধ্যে লক্ষ্মীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তন্ত্রসমূহের বিদ্যামধ্যে শ্রীবিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ—

চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্রৈ সকল মতি সন্ধায় ভুবনম্।
স্থিতস্তৎ সিদ্ধি প্রণব পরতন্ত্রৈঃ পশুপতিঃ ॥
পুনস্ত্বনির্বন্ধাদ্খিল পুরুষার্থৈক ঘটনা।
স্বতন্ত্র তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীত রদিদম্ ॥ — সৌন্দর্য লহরী।

সদাশিব ভগবান শঙ্কর ৬৪ খানি তন্ত্র আপন শ্রীমুখে ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপুরুষার্থ প্রদাতৃ এই শ্রীসূক্ত বা শ্রীতন্ত্রকে স্বতন্ত্ররূপে নিজেই ব্যক্ত করেছেন।

এই সূক্ত প্রভাবে মানুষ অক্ষয় অর্থভাণ্ডার লাভ করতে পারে। শুধু কি তাই? এর দ্বারা সাধক জ্ঞানী ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়। সাধকের দেহসৌষ্ঠব সৌম্য শান্ত হয়, দেহে একটা লাবণ্য দেখা দেয়। সাধক এই একটিমাত্র সূক্তে সিদ্ধিলাভ করলে মানবজীবনে মান, যশ, কীর্ত্তি, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, লাবণ্যময় দেহ লাভ হয়। প্রমাণ—

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যাবিধি হরি স্বপত্নো বিহরতে।
রতৈঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা ॥
চিরজ্জীবন্নেব ক্ষপিত পশুপাশ ব্যতিকরঃ।
পরানন্দাভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্ ভজনবান্ ॥

— সৌন্দর্য লহরী।

এই বীজযুক্ত শ্রীসূক্ত শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বৈদিক, তান্ত্রিক, যোগী, ভক্ত এবং জিজ্ঞাসুগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রমাণ—

বাক্য কোটি সহস্রৈস্তু জিহ্বা কোটি শতৈরপি।
বর্ণিতুং নৈব শক্যোঽহং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরীম্॥
একোচ্চারণে দেবেশি! বাজপেয়স্য কোটয়ঃ।
অশ্বমেধ সহস্রাণি সদক্ষিণাং ভুবস্তথা॥
কাশ্যাদি তীর্থযাত্রাঃ স্যুঃ সার্ধকোটি ত্রয়ান্বিতাঃ।
তুলাং নার্হন্তি দেবেশি! নাত্র কার্যা বিচারণা॥
অয়ি প্রিয়তমং দেয়ং সুতদারাধনাদিকম্।
রাজ্যং দেয়ং শিরোদেয়ং ন দেয়া ষোড়শাক্ষরী॥

— সৌন্দর্য লহরী।

শ্রীসূক্তের মন্ত্র ষোড়শাক্ষর অর্থাৎ ১৬টি অক্ষরযুক্ত হলেও, এর পূর্ণবিধি কোথাও পাওয়া যায় না। গৃহত্যাগী সাধক ও যোগীগণ বলেন—এই সূক্তের গোপনীয় ও রহস্যময় বিধি বীজযুক্ত শ্রীসূক্ত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কাছেই পাওয়া যায়। এটি পাওয়া গেছে প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় এক মহাপুরুষের কাছে।

বহুকষ্টে সংগৃহীত এই সূক্ত সাধকগণের উপকারার্থে এখানে দেওয়া হলো।

প্রয়োগ বিধি

সাধক স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে পূর্বমুখে পদ্মাসনে বসে, নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে, তিনবার আচমন করবে। যথা—

ওঁ শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ঐং আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।
ওঁ শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।
ওঁ শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ক্লীং শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ মম সর্ববিধ বিজয়, শ্রী, সুখ, শান্তি, ধনধান্য, যশ, পুত্র, পৌত্রাদি প্রাপ্তয়ে অস্মদ্ জন্ম-জন্মান্তরীয় কুলার্জিত সঞ্চিত মহাদুঃখ-দারিদ্র্যাদি শান্তয়ে চ যথাসংখ্যক লক্ষ্মী শ্রীসূক্তয়োর্জপমহং করিষ্যে।"

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধ্যাদি, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধ্যাদি সমাপনপূর্বক পুরুষ সূক্ত পাঠ করবে। তারপর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি কার্য সমাপ্ত করে, লক্ষ্মীদেবীর পূজা করবে। মন্ত্র পাঠান্তে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাবে। যথা—

"চন্দ্রমা মনসো, প্রাণশ্চরে মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চ।
অগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজা যতঃ ॥"

অতঃপর বিনিয়োগ মন্ত্র পাঠ করবে। যথা—

বিনিয়োগ—"ওঁ হিরণ্যবর্ণামিতি পঞ্চদশর্চস্য শ্রীসূক্তস্য শ্রীআনন্দ কর্দম চিক্লীতেন্দিরা সুতা মহর্ষয়ঃ শ্রীরগ্নির্দেবতা আদ্যান্তিস্রোঽনুষ্টুপঃ। চতুর্থী বৃহতী পঞ্চমী ষষ্ঠৌ ত্রিষ্টুভৌ ততোষ্টাবনুষ্টুভং অপ্ত্যা প্রস্তারপংক্তিঃ। হিরণ্যবর্ণামিতি বীজম্, তাম্ আবহ জাতবেদ ইতি শক্তিঃ। কীর্তিমৃদ্ধি দদাতু মে ইতি কীলকম্। মম শ্রীমহালক্ষ্মী প্রসীদ সিদ্ধ্যর্থয়ে ন্যাসে জপে চ বিনিয়োগঃ।"

করশুদ্ধি—"শ্রীং" বীজ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে হস্ত প্রক্ষালন করবে। পরে ঋষ্যাদিন্যাস করবে।

ঋষ্যাদি ন্যাস—**শিরসি**—ওঁ আনন্দ কর্দম চিক্লীত লক্ষ্মী পুত্রেভ্যাঃ ঋষিভ্যো নমঃ। **হৃদয়ে**—"ওঁ জাতবেদাগ্নি শ্রীমহালক্ষ্মী দেবতায়ৈ নমঃ। **মুখে**—ওঁ নমো অনুষ্টুভাদি ছন্দেভ্যে নমঃ। **নাভৌ**—ওঁ হিরণ্যবর্ণামিতি বীজায় নমঃ। **কটিদেশে**—ওঁ তাং আবহ জাতবেদেতি শক্তয়ে নমঃ। **পাদয়ো**—ওঁ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে দেহি কীলকায় নমঃ। **সর্বাঙ্গে**—ওঁ মম সকলবিধি ধনধান্য যশঃ শ্রী-পুত্র-পৌত্রাদি প্রাপ্তয়ে, শ্রীমহালক্ষ্মী বর প্রসাদ সিদ্ধয়ে চ জপে বিনিয়োগ নমঃ। অনন্তর "প্রণব পুটিত ত্রয়োদশাক্ষর বীজমন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে। যথা—**শিরসি**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং হুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ হিরণ্যবর্ণামিতি। **নেত্রয়ো**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ তাম্ আবহ জাতবেদেতি। **কর্ণয়ো**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ অশ্বপূর্বামিতি। **নাসিকায়াম্**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ কাংসোস্মিতা ইতি। **মুখে**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ চন্দ্র প্রভাসামিতি। **কণ্ঠে**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ আদিত্যবর্ণামিতি। **বাহৌ**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ উপৈতুমামিতি। **হৃদয়ে**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ ক্ষুৎপিপাসামিতি। **নাভৌ**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ গন্ধদ্বারামিতি। **গুহ্যে**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ মনসঃ কামমিতি। **বায়ৌ**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ কর্দমেনেতি। **উচ্চৈঃ**—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ আপঃ সৃজান্তিমিতি।

জাহ্নবোঃ—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ আর্দ্রা পুষ্করিণী পুষ্টিমিতি। জঙ্ঘয়ো—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ আর্দ্রা যঃ করণীমিতি। পাদয়ো—ওঁ আং হ্রীং ক্রীং ঐং শ্রীং ক্লীং ব্লুং শৌং রং বং শ্রীং ওঁ তাম্ আবহ জাতবেদোমিতি।

করন্যাস—ওঁ শ্রাং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরণ্যবর্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রীং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরণ্যৈ তর্জনীভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রুং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বর্ণ রজতস্রজায়ৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রৈং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ চন্দ্রায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রৌং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরন্ময়ে কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শ্রঃ নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ লক্ষ্ম্যৈ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

অঙ্গন্যাস—ওঁ শ্রাং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরণ্যবর্ণায় হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ শ্রীং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরণ্যৈ শিরসে স্বাহা।
ওঁ শ্রুং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বর্ণ রজতস্রজায়ৈ শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ শ্রৈং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ চন্দ্রায়ৈ কবচায় হুং।
ওঁ শ্রৌং নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ হিরন্ময়ৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ শ্রঃ নমো ভগবত্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ লক্ষ্ম্যৈ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

প্রথম প্রকার

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরি প্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ,
হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরন্ময়ামৃত ঘটৈরাসিচ্যমানাং প্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈ কিরীটোজ্জ্বলাম্,
ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ববিম্বলসিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্।।

দ্বিতীয় প্রকার

অরুণ কমল সংস্থা তদ্রজঃ পূর্ণবর্ণা।
করকমল ধিতেষ্ঠাভিতি যুগ্মাম্বু জাতা।।
মণিমুকুট বিচিত্রাঽলঙ্কৃতা কল্পজালৈঃ।
সকল ভুবন মাতা সন্ততম্ শ্রীং শ্রীয়ৈ নমঃ।।

তৃতীয় প্রকার

ওঁ হরিনীস্তু হরেঃ পত্নি দারিদ্র্য পরিহারিণী।
প্রপ্রদ্যোঽহং হরিদ্রাভাং হরিণাক্ষীং হিরন্ময়ীম্॥
ওঁ শ্রীং দেবি তাং মমগৃহে চিরং বাসয় মাতরম্।
নমোঽস্তু তুভ্যং চিক্লীত শ্রীদেব্যৈ চ নমো নমঃ॥

চতুর্থ প্রকার

যা যা পদ্মাসনস্থা বিপুল কটিতটি পদ্মপত্রায়তাক্ষী,
গম্ভীরা বর্তনাভিঃ স্তনভরণমিতাং শুভ্র বস্ত্রোত্তরীয়া।
লক্ষ্মীর্দিব্যৈর্গজেন্দ্রৈর্মণিগণ খচিতৈঃ স্নাপিত্বা হেমকুম্ভে,
নিত্যং সা পদ্মহস্তা মম বসতু গৃহে সর্বমাঙ্গল্যযুক্তা॥

উপরোক্ত চারিটি ধ্যানের যে কোনও একটি ধ্যানান্তে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করে, দেবীকে পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাতে হবে। প্রমাণ—

কমলং কমলং ধেনু জ্ঞানমঞ্জলি মেব চ।
পঞ্চমুদ্রা প্রদশার্থং শ্রীসূক্তং প্রজপেৎ বুধঃ॥

অস্যার্থ—পদ্মমুদ্রা, কলসমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা এবং অঞ্জলিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়ে নিম্ন মন্ত্রটি ষোড়শবার জপ করে শ্রীসূক্ত পাঠ করবে।

মন্ত্র—"ওঁ আং হ্রীং শ্রীং ক্লীং বং ঐং ব্লুং রং ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ স্বাহা॥"

শ্রীসূক্তম্

ওঁ গণেশায় নমঃ।

ওঁ হিরণ্যবর্ণা হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদাম্ আবহ॥ ১॥
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনলগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্চংপুরষানহম্॥ ২॥
অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্॥ ৩॥

কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তী তৃপ্তাংতর্ষয়ন্তীম্।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ৪॥
চন্দ্রপ্রভাভা যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মনেমিং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥ ৫॥
আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোস্মবিল্ব।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়ান্তরায়াশ্চবাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥ ৬॥
উপৈতু মাং দেব সখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভুতো সুরাষ্ট্রেঽস্মিকীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে॥ ৭॥
ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামপলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভুতিমসমৃর্দ্ধি চ সর্বা নির্নুদ মে গৃহাৎ॥ ৮॥
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টং করীষিণীম্।
ঈশ্বরী সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ৯॥
মনস কামমাকুর্তি বাচ সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপ মন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ॥ ১০॥
কর্দমেন প্রজাভৃতা ময়ি সম্ভব কর্দম।
শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥ ১১॥
আপঃ স্রজন্তুস্নিগ্ধানি চিক্লিত বস মে গৃহে।
নি চং দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥ ১২॥
আর্দ্রাং পুষ্করিনীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং (সুবর্ণা হেম) পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রা হিরন্ময়ীং লক্ষ্মী জাতবেদা ম আবহ॥ ১৩॥
আর্দ্রা যঃ করিণী যষ্টিং সুবর্ণা হেমমালিনীম্।
সূর্যাহিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদা ম আবহ॥ ১৪॥
তা ম আবহ জাতবেদা লক্ষ্মীমনপগামিণীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভৃতিং গাবো দাস্যো শ্বাঞ্বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥ ১৫॥
যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।
সূক্তে পঞ্চদশর্চং চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ॥ ১৬॥

—ইতি শ্রীসূক্তম্

লক্ষ্মী সূক্তম্

শ্রীঃ সরসিজনিলয়ে সরোজহস্তে ! ধবলতরে শুভগন্ধমাল্যশোভে।
ভগবতি হরিবল্লভ ! মনোজ্ঞে ত্রিভুবনভূতিকরি প্রসীদ মহ্যম্।। ১।।
ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্যোধনং বসুঃ।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণ ধনমশু মে।। ২।।
বৈনতেয়ং সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা।
সোমং ধনস্য যোমিনো মহ্যং সদাতু সোমিনঃ।। ৩।।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্থং ন লোভো ন শুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তাণাং সূক্তজাপিনাম্।। ৪।।
পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্ম সম্ভবে।
তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।। ৫।।
বিষ্ণু পত্নীং ক্ষমাং দেবীং মাধবীং মাধবপ্রিয়াম্।
বিষ্ণুপ্রিয়াং সখীং দেবীং নমাম্যচ্যুতবল্লভাম্।। ৬।।
মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ।। ৭।।
পদ্মাননে পদ্মিনী পদ্মপত্রে পদ্মপ্রিয় পদ্মদলয়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমতোঽনুকূলে তৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব।। ৮।।
আনন্দঃ কর্দমশ্চৈব চিক্লীত ইতি বিশ্রুতা।
ঋষয়স্তে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বয়ং শ্রীরেব দেবতাঃ।। ৯।।
ঋণরোগাদি দারিদ্র্যং পাপঞ্চ অপমৃত্যবঃ।
ভয় শোক মনস্তাপা পশ্যন্তু মম সর্বদা।। ১০।।
শ্রীবর্চস্বন্মায়ুষ্যমারোগ্যমাবিদ্যাচ্ছোভমানং মহীয়তে।
ধন ধান্যং পশুং বহু পুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ু।। ১১।।

—ইতি লক্ষ্মী সূক্তম্

পাঠফলম্

শ্রীলক্ষ্মীর্বরদা বিষ্ণুপত্নি বসুপ্রদা।
হিরণ্যরূপা স্বর্ণমালিনী রজতস্রজা।।
স্বর্ণপ্রভা স্বর্ণপ্রাকারা পদ্মবাসিনী।

পদ্মহস্তা পদ্মপ্রিয়া মুক্তালঙ্কারা।।
চন্দ্রা সূর্যা বিল্বপ্রিয়া ঈশ্বরী।
ভুক্তি মুক্তি বিভূতি ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ ।।
বুষ্টিঃ পুষ্টির্ধনদা ধনেশ্বরী শ্রদ্ধা।
ভোগিনী ভোগদা সাবিত্রী ধাত্রিত্যাদয়ঃ ।।
স সকল ধন-ধান্য সৎপুত্র কলত্র হয়ঃ।
ভূঃ গজ পশু মহিষী দাগী দাগয়ো
জ্ঞানবান ভবতির্ন সংশয়ঃ।।
জ্ঞানৈশ্বর্য সুখারোগ্য ধন-ধান্য জয়াদিকম্।
লক্ষ্য যস্যা সমুদ্দিদং সা লক্ষ্মীরিতি গদ্যতে।।

উক্ত পাঠফলম্ পাঠ শেষ করে লক্ষ্মী গায়ত্রী ১০৮ বার জপ করবে।

লক্ষ্মী গায়ত্রী—"ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নীং চ ধীমহি, তন্নো লক্ষ্মী প্রচোদয়াৎ।"

গায়ত্রী জপ ও জপ সমর্পণ করে 'শ্রী'-র ষোড়শোপচারে পূজা করবে। যথা—

শিরসি—হিরণ্যবর্ণা ইতি আবাহনম্।। ১।।
চক্ষুষো—তাং ম আবহ ইতি আসনম্।। ২।।
কর্ণয়োঃ—অশ্বপূর্বা ইতি পাদ্যম্।। ৩।।
নাসিকায়াম্—কাংসোস্মিশোন্মিতাং ইতি অর্ঘ্যম্।। ৪।।
মুখে—চন্দ্রা প্রভাসাং ইতি আচমনীয়ম (পঞ্চায়ত)।। ৫।।
কণ্ঠে—আদিত্যবর্ণা ইতি (শুদ্ধজলে, গঙ্গোদকে বা) স্নানম্।। ৫।।
বাহৌ—উপৈতু মাং ইতি বস্ত্রযুগলম্।। ৭।।
হৃদয়ে—ক্ষুৎপিপাসাং ইতি যজ্ঞোপবীতম্।। ৮।।
নাভৌ—গন্ধদ্বারা ইতি চন্দনম্।। ৯।।
গুহ্যে—মনসঃ কামং ইতি পুষ্পম্।। ১০।।
মূলাধারে—কর্দমেন ইতি ধূপম্।। ১১।।
,, আপঃ সৃজন্তু ইতি দীপম্।। ১২।।
পাদদ্বয়ে—আর্দ্রা পুষ্করিনী ইতি নৈবেদ্যম্।। ১৩।।
,, আর্দ্রায়ষ্করিণী ইতি ফলতাম্বুলম্।। ১৪।।
জঙ্ঘয়ো—তাম্ আবহ ইতি দক্ষিণাং নিরাজনং, পুষ্পাঞ্জলিম্।। ১৫।।

পাদয়ো—যঃ শুচি ইতি নমস্কারম্ ॥ ১৬ ॥
এইভাবে পূজা শেষ করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র

অপরাধ সহস্র ভাজনং পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং দেবী কৃপয়া কেবলমাত্মস্যাৎ কুরু ॥ ১ ॥
ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদো, ন ভক্তি মাং ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্য গতি শরণ্যে, ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥
ন নিন্দিতং কর্ম তর্দান্তে লোকে, সহস্রসো যন্নময়া ব্যয়াধি।
সোঽহং বিপাকাবসরে শ্রী দেবি ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥ ৩ ॥

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যন্ত্র প্রকরণ

পঞ্চদশী যন্ত্র ও প্রয়োগ

তন্ত্রে বহুপ্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পঞ্চদশী যন্ত্র মহা শক্তিশালী। এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এ সম্পর্কে তন্ত্রে মহাদেব পার্বতীকে যা বলেছেন, এখানে তার আলোচনা করা হলো।

১। **চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) ফল লাভের জন্য বলেছেন—**

বটবৃক্ষতলে মন্ত্রং ভূমিমধ্য গতং লিখেৎ।
বটশাখীয় লেখন্যা মিতাহারো দৃঢ়ব্রতঃ।

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং লিখেদ্ ধর্মার্থ মোক্ষদম্ ॥

অস্যার্থ—বটবৃক্ষের তলায় বটশাখার লেখনী দ্বারা যন্ত্রাঙ্কন করবে মাটিতে। এই কাজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে করতে হয়। এই দিন স্বল্পাহারী ও সংযমী থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) মন্ত্র জপ করলে চতুর্বর্গ ফললাভ হয়।

২। **দারিদ্র্য নাশের জন্য—**

ব্রহ্মবৃক্ষস্য লেখন্যা যন্ত্র ত্রয়শতং লিখেৎ।
ভূমিমধ্যে তু দারিদ্র্যস্য নাশনং ভবতি ধ্রুবম্॥

অস্যার্থ—পলাশ গাছের শাখার লেখনী দ্বারা মাটিতে ৩০০ বার যন্ত্র অঙ্কন করলে অবশ্যই দারিদ্র্যতানাশ হয়।

৩। বাক্‌সিদ্ধির জন্য—

বিল্বপত্র রসং গ্রাহ্যং হরিতালং মনঃশিলাম্।
বিল্বশাখীয় লেখন্যা সহস্রং দ্বিত্রয়ং নিখেৎ॥
একান্তে চ শুভস্থানে ভূমিমধ্যে তথৈব চ।
বাচাসিদ্ধিশ্চ জায়েৎ নান্যথা শঙ্করোদিতম্॥

অস্যার্থ—বিল্বপত্রের রস, হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করে সেই রসের কালির সাহায্যে বিল্বশাখার লেখনীদ্বারা ভূমিতে যন্ত্র লিখবে। ২,০০০ (দু' হাজার) যন্ত্র লিখলে বাক্‌সিদ্ধি হয়। ইহা স্বয়ং মহাদেব বলেছেন। অতএব এর অন্যথা হয় না।

৪। মামলা ও বিবাদে জয়লাভার্থে—

ভৃঙ্গরাজরসেনৈব যন্ত্র সংলিখ্য ভূর্জকে।
ধারয়েদ্ বামবাহৌ তু বিবাদে বিজয়ী ভবেৎ॥

অস্যার্থ—ভৃঙ্গরাজের রসের দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখে বামহাতে ধারণ করলে, মামলা ও বিবাদে জয় লাভ হয়।

৫। সর্বকামনা সিদ্ধির জন্য—

গোমূত্রং মনঃশিলাঞ্চ কর্পূরং তগরং লিখেৎ।
ভূর্জপত্রে সহস্রং বা অশ্বত্থবৃক্ষমূলকে॥
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্নিন্দ্রতুল্যো নরো ভবেৎ॥

অস্যার্থ—গোমূত্র, মনঃশিলা, কর্পূর ও তগর একত্রে মিশিয়ে, সেই কালির দ্বারা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসে ভূর্জপত্রে ১,০০০ (এক হাজার) যন্ত্র লিখবে। এতে সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হয় ও মানুষ ইন্দ্রতুল্য হয়।

৬। বন্ধন মুক্তি ও প্রভুর প্রীতিলাভ হেতু—

দাড়িম্ববৃক্ষ লেখন্যা সহস্র যন্ত্রমালিখেৎ।
বন্ধ মোক্ষকরং স্বামী প্রীতিকরং পরম্॥

অস্যার্থ—ডালিম শাখার লেখনীর দ্বারা মাটিতে ১,০০০ (এক হাজার) যন্ত্র অঙ্কন করলে, বন্ধন মুক্ত হয় এবং প্রভুর প্রীতিলাভ করা যায়।

৭। **ত্র্যাহিক অর্থাৎ তিনদিন অন্তর জ্বর আরোগ্যের জন্য—**

অপামার্গরসেনৈব লিখ্যতে যন্ত্র ভূর্জকে।

একাহিকং দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়াং জ্বর নাশনম্॥

অস্যার্থ—অপামার্গের (আপাং) রসদ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র অঙ্কন করে বাহুতে ধারণ করলে, একদিনের, দু'দিনের তিনদিনের জ্বর নিরাময় হয়।

৮। **শত্রু স্তম্ভন ও পীড়নের নিমিত্ত—**

হরিদ্রেণ লিখেদ্ যন্ত্রং জলেনৈব তু স্নাপয়েৎ।

অষ্টোত্তর শতঞ্চৈব মধ্যে পাষাণস্তম্ভনম্॥

রিপুদ্বারে খনেদ্ ভূমৌ সীহিকন্টং তু যন্ত্রকম্।

কলহো জায়তে নিত্যং ভ্রাতৃ-পুত্রাদি বান্ধবৈঃ॥

অস্যার্থ—১। হরিদ্রার দ্বারা ১০৮ বার যন্ত্র লিখে দুটি প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যন্ত্রগুলি চাপা দিয়ে, তাতে জল ঢাললে শত্রু স্তম্ভন হয়।

২। শজারুর কাঁটার সাহায্যে যন্ত্র লিখে, সেই যন্ত্র ও শজারুর কাঁটাটি শত্রুর গৃহদ্বারে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিয়ে এলে শত্রুর সঙ্গে সকলের কলহ বাধে। ভাই, পুত্রাদি এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তার কলহ হয়।

৯। **শত্রুনাশের নিমিত্ত—**

অর্কপত্র রসেনৈব অর্কপত্রে সমালিখেৎ।

অষ্টোত্তর শতঞ্চৈব রিপুনাশকরং পরম্॥

অস্যার্থ—আকন্দ পাতার রসের দ্বারা আকন্দ পাতার উপর ১০৮ বার যন্ত্র অঙ্কন করলে শত্রুনাশ হয়।

পঞ্চদশী যন্ত্রের প্রয়োগ বহুভাবে করার বিষয় তন্ত্রে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটির আলোচনা করা হলো।

পুরশ্চরণ বিধি

অযুতং বিলিখেদ্ দেবি! বন্দিমোচন কর্মণি।

অযুতং দ্বিতয়ং কৃত্বা, গতং রাজ্যং মবাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থ—দেবাদিদেব মহেশ্বর পার্বতীকে বললেন—হে দেবি! বন্দীত্ব মুক্তির জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) যন্ত্র লিখবে। হৃতরাজ্য ফিরে পাবার জন্য ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) যন্ত্র লিখবে।

অযুতং ত্রিতয়ং কৃত্বা ভূবিজয়ী বিজায়তে।
শাপানুগ্রহসামর্থ্য ভবেদ্ বেদানুতে শিবে॥

অস্যার্থ—হে শিবে! ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যন্ত্র লিখলে, পৃথিবী বিজয়ী হওয়া যায়। ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) যন্ত্র লিখলে শাপমুক্তি, ঈশ্বরের কৃপালাভ হয়।

বাণাযুত প্রয়োগেন বাক্‌সিদ্ধিশ্চ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রসাযুতং লিখিত্বাবৈ জলমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ,
জলক্ষেপেণ মার্গেন পৃথ্বীশং তু বশং নয়েৎ॥

অস্যার্থ—৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) যন্ত্র লিখলে নিশ্চয়ই বাক্‌সিদ্ধি হয়। ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যন্ত্র লিখে জলে নিক্ষেপ করলে, জলাভূমির অধিপতিকে বশ করা যায়।

সপ্তযুতং লিখেদ্ ধীমান্ সাক্ষাল্লক্ষ্মী পতির্ভবেৎ।
অষ্টাযুতং লিখেদ্ যো বা ইষ্টসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থ—৭০,০০০ (সত্তর হাজার) যন্ত্র লিখলে লক্ষ্মীমন্ত ও বুদ্ধিমান হয়। ৮০,০০০ (আশি হাজার) যন্ত্র লিখলে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

লক্ষমাত্রং লিখেদ্ যো হি শিবতুল্যো ভবেৎ ক্ষণাৎ।

অস্যার্থ—এক লক্ষ যন্ত্র লিখলে সাধক শিবতুল্য হয়।

প্রত্যহং বিলিখেদ্ দেবি, শতং বা তু তদর্ধকম্।
ত্রিশতং বা লিখেদ্ দেবি, সহস্রং বা তদর্ধকম্॥

অস্যার্থ—হে দেবি! প্রতিদিন ১০০ বা ৫০ বা ৩০০ অথবা ৫০০ কিংবা ১,০০০ যন্ত্র লিখতে হবে।

এবং ক্রমেণ কথিতঃ পুরশ্চর্যাবিধিস্তব।
এবং যঃ কুরুতে মর্তৈস্তস্য সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥

অস্যার্থ—এই প্রকার পুরশ্চরণ বিধি তোমাকে বললাম। এইক্রমে যে ব্যক্তি কার্য করবে, যে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে।

পঞ্চদশী যন্ত্রের জন্য পৃথক পৃথক বহু মন্ত্র রয়েছে, এখানে দু'টি বিশেষ মন্ত্র দেওয়া হলো।

মন্ত্র— ১। হ্রীং শ্রীং হুঃ।

২। ওঁ হ্রীং পঞ্চদশী মম সিদ্ধিং দেহি দেহি স্বাহা ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং।

যন্ত্রের স্বরূপ

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

উপরে পঞ্চদশী যন্ত্রের চিত্র দেখানো হলো। এর মধ্যে যে সব সংখ্যা দেওয়া আছে, সেগুলি পাশাপাশি বা উপরে, নীচে যোগ করলে ১৫ হবে। এজন্য একে পঞ্চদশী যন্ত্র বলা হয়েছে।

প্রয়োগ বিধি

পরিষ্কৃত শুদ্ধস্থানে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা মার্জন করে, সাধক নিত্যকর্মাদি সমাপন করে, রক্তবর্ণ কম্বল আসনে রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে উত্তর বা পূর্বমুখে বসবে। জপ কার্যের জন্য লালবর্ণের মালা বা রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করবে। অতঃপর আচমন থেকে ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম পর্যন্ত কর্ম সমাধান করে, অভীষ্ট কর্মের উল্লেখ করে সঙ্কল্প করবে।

সঙ্কল্প—"মম পঞ্চদশাঙ্ক যন্ত্র লেখনার্থ সর্বাবিঘ্ননিবারণার্থং চ ভূতলিপি মন্ত্র করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। পরে স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করে পুনর্বার ১০৮ বার ওঁ অং আং ইং ঈং ইত্যাদি মাতৃকাবর্ণ জপ করবে। পরে কামনা অনুযায়ী যজ্ঞডুমুর, আম, বট, অশ্বত্থ, দাড়িম্ব, চামেলী, বিল্ব প্রভৃতি যে গাছ প্রয়োজন, সেই গাছে রক্ত চন্দন, হরিদ্রা, আবীর, কুঙ্কুম ইত্যাদি দিয়ে সেই গাছের

কলমদ্বারা ৯ ঘর বিশিষ্ট পঞ্চদশী যন্ত্র অঙ্কন করবে। তারপর তাতে এমনভাবে অঙ্ক বসাবে, যাতে পাশাপাশি বা উপরে নীচে সংখ্যা ১৫ হয়। এইভাবে ৯টি ঘরে অঙ্ক বসাবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবে। যথা—

১। প্রথমং শৈলপুত্রীতি	অথবা	**ওঁ শৈলপুত্রৈ নমঃ।**
২। দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী	”	**ওঁ ব্রহ্মচারিণ্যৈ নমঃ।**
৩। তৃতীয়ং চণ্ডঘন্টেতি	”	**ওঁ চণ্ডঘন্টায়ৈ নমঃ।**
৪। কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্	”	**ওঁ কুষ্মাণ্ডায়ৈ নমঃ।**
৫। পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি	”	**ওঁ স্কন্দমাত্রৈ নমঃ।**
৬। ষষ্ঠং কাত্যায়ণিতি চ	”	**ওঁ কাত্যায়ণ্যৈ নমঃ।**
৭। সপ্তমং কালরাত্রি চ	”	**ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ।**
৮। মহাগৌরীতি চাষ্টমম্	”	**ওঁ মহাগৌর্য্যৈ নমঃ।**
৯। নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ	”	**ওঁ সিদ্ধিদাত্র্যৈ নমঃ।**

এর সঙ্গে যদি প্রতিবারে **“ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্রীং হ্রীং ক্লীং নমঃ** অথবা **ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে”** বললে খুব ভাল ফল হয়।

প্রথম পদ্ধতি—একটি তাম্রপাত্রে ১টি বা ৫টি যন্ত্র লিখে তাতে—**“ওঁ ভদ্রেশ্বর ভদ্রং পুরয় পূরয় স্বাহা।”** এই মন্ত্রে আবাহনপূর্বক আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়ে পুনর্বার উক্তমন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করবে। তারপর উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। যদি বেশী যন্ত্র লিখতে হয়, তাহলে একবার লেখার পর কলমে চন্দনাদি দিয়ে প্রণাম করে আবার লিখবে। এইভাবে সামান্য পুরশ্চরণ ৯ হাজার, মধ্যম ১৫ হাজার, উত্তম ১,২৫,০০০ (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) লেখা হলে, তারপর দশাংশ ক্রমে হোম, তর্পণ, অভিসিঞ্চন ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—এটি বর্ণমালা জপসহ পদ্ধতি। ষট্‌কোণাত্মক বা বীজমন্ত্রাত্মক পঞ্চদশী যন্ত্র অঙ্কন করে বর্ণমালার ৯ খণ্ডের মধ্যে এক এক খণ্ড লিখতে হবে ও যন্ত্রমধ্যে অঙ্ক বসাতে হবে। যথা—(১) অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং। (২) ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (৩) কং খং গং ঘং ঙং (৪) চং ছং জং ঝং ঞং (৫) টং ঠং ডং ঢং ণং (৬) তং থং দং ধং নং (৭) পং ফং বং ভং মং (৮) যং রং লং বং (৯) শং ষং সং হং। এবার যন্ত্রে চন্দন ও অক্ষত দিয়ে দ্বিতীয় যন্ত্র লিখবে।

তৃতীয় পদ্ধতি—কোজাগরী পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয় থেকে শুরু করে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত এই যন্ত্র লিখবে। আচমনাদি ও সঙ্কল্প প্রভৃতি করে পূজা করে শেষে হোম করবে। এতে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে বিজয় যন্ত্র লিখন করা হয়। ভূত চতুর্দশীর পূর্বদিন, ভূত চতুর্দশীর দিন এবং দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন, এই ৩ দিন যন্ত্র লিখতে হয়। সাধক উপবাস থেকে নববস্ত্র ও উত্তরীয় এবং সোনার মালা পরে, অষ্টগন্ধ দ্বারা রূপার কলমে প্রত্যহ ২৭টি করে যন্ত্র লিখবে। সম্ভব না হলে ৯ দিনে যন্ত্র প্রয়োগ সম্পূর্ণ করবে। এতে প্রত্যহ ৯টি করে যন্ত্র লিখতে হয়। এই যন্ত্রের এক পংক্তিতে ৩-৩ যন্ত্র ৩ পংক্তিতে লিখবে। বড় কাগজ নিয়ে ৯টি যন্ত্রের একটি বড় কোষ্ঠা তৈরী করে নিতে হবে। ওতে ১০ থেকে ৮১ পর্যন্ত অঙ্ক লিখতে হবে। এইভাবে ৯টি বড় কোষ্ঠায় বাড়তি সংখ্যা লিখে (ক) ৭২৯ পর্যন্ত লিখে পূজা করে রাখতে হবে। পরে প্রত্যহ ক্রমান্বয়ে (খ) ১৪৮ (গ) ২১৮৭ (ঘ) ২৮১৬ (ঙ) ৩৬৪০ (চ) ৪৩৭৪ (ছ) ৫১৭৩ (জ) ৫৮৩২ (ঝ) ৬৫৬১ পর্যন্ত লিখে দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে প্রয়োগ শেষ করবে। এটি সিদ্ধ প্রয়োগ। এটি শুদ্ধস্থানে রাখলে লক্ষ্মী গৃহে অচলা থাকেন।

পঞ্চম পদ্ধতি—এই যন্ত্রকে জয় পতাকা যন্ত্র বলে আদি পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠার জন্য **"ওঁ হ্রীং ক্লীং ক্রীং শ্রীবিজয় যন্ত্রায় নমঃ"** মন্ত্র জপ করতে হবে। নিম্নলিখিত স্তোত্রটি যন্ত্রের চারপাশে লিখতে হবে।

স্তোত্রম্

ঐন্দ্রস্যেব শরাসনস্য দধতীং মধ্যে ললাটং প্রভাং চ।
শৌক্লীং কান্তিমনুষ্ণ গোরিব শিরস্যাৎম্বতী সর্বতঃ॥ ১॥
এষাঽসৌ ত্রিপুরা হৃদি দ্যুতিরিবোষ্ণাংশোঃ সদাহঃ স্থিতাৎ।
ছিন্দ্যান্নঃ সহসা পদাস্ত্রিভিরথ জ্যোতির্ময়ী বাঙ্ময়ী॥ ২॥
দেবানাং ত্রিতয়ং ত্রয়ী হুতভুজাং শক্তিত্রয়ং ত্রিস্বরা।
ত্রৈলোক্যং ত্রিপদী ত্রিপুষ্করময় ত্রিবাহ্য বর্ণস্ত্রিয়ঃ॥ ৩॥
যৎকিঞ্চিজ্জপতি ত্রিধা নিয়মিতং বস্তু ত্রিবর্গাদিক।
তৎসর্বং ত্রিপুরেতি নাম ভগবত্যন্বেতি তে তত্ত্বতঃ॥ ৪॥
লক্ষ্মী রাজকুলে জয়াং রণভূবি ক্ষেমঙ্করিমধ্বনি।

ক্রব্যাদ্‌দ্বিপসর্পভাজি শবরীং কাণ্ডার দুর্গে গিরৌ ॥ ৫ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচ জম্বুভয়ে স্মৃতা মহাভৈরবী।
ব্যামোহে ত্রিপুরাং তরন্তি বিপদস্তারাং চ তোয়প্লবে ॥ ৬ ॥
মায়া কুণ্ডলিনী ক্রিয়া মধুমতী কালী কলামালিনী।
মাতঙ্গী বিজয়া জয়া ভগবতী দেবী শিবা শাম্ভবী ॥ ৭ ॥
হ্লীংকারী ত্রিপুরা পরাপরমতী মাতা কুমারীত্যসি।
আঈ পল্লবিতৈঃ পরদারযুতৈর্দ্বিত্রিক্রমাদ্যক্ষরৈঃ ॥ ৮ ॥
কাদ্যৈঃ ক্ষান্তগতৈঃ স্বরাদিভিরথ ক্ষান্তশ্চ তৈস্তৈ স্বরৈঃ।
নামানি ত্রিপুরে ভবন্তি খলু যাস্যত্যন্তগুহ্যানি তে।
তেভ্যো ভৈরবপত্নি বিংশতি সহস্রেভ্যঃ পরভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

ষষ্ঠ পদ্ধতি—পূজায় বসে সম্মুখে একটি জলপূর্ণ তামার ঘট পেতে তদুপরি একটি থালা রেখে তার ওপর গম, সুপারী ও নারকেল রাখবে, তাতে রেশমী লাল বস্ত্র দিবে। সম্মুখে ধূপ-দীপ জ্বালবে। যতক্ষণ যন্ত্র লেখা শেষ না হয়, ততক্ষণ দীপ জ্বলবে। এবার যন্ত্র লেখার আগে নিজের বর্ণ অনুসারে সোনা, রূপা, তামা বা রুদ্রাক্ষের মালায় ১৫,০০০ (পনের হাজার) মন্ত্র জপ করবে।

১) ব্রাহ্মণদের জপমন্ত্র—"ওঁ হ্লীং গৌরি রুদ্রদেবতে যোগেশ্বরি স্বাহা।"

২) ক্ষত্রিয়ের জপমন্ত্র—"ওঁ হ্লীং মম কার্য্য কুরু কুরু স্বাহা।"

৩) বৈশ্যদের জপমন্ত্র—"ওঁ গণপতয়ে নমঃ সর্বভূতবশং কর্তুং হুং রুহে নমঃ ওঁ-কারো হুং নমঃ ॥"

৪) শূদ্রদের জপমন্ত্র—"ওঁ হ্লীং হ্লীং হ্লীং হ্লীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ স্বাহা।"

অতঃপর তাম্রপাত্রে বর্ণ অনুযায়ী পঞ্চদশী মন্ত্র খোদাই করে পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভ সময়ে যন্ত্র প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবে। তারপর উত্তর বা পূর্বমুখে বসে ১৫০০০ (পনের হাজার) জপ করবে। জপ পূর্ণ হলে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষিঞ্চন করবে, কুমারী কন্যা ও বালক ভোজন করাবে।

এরপর অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখতে হবে। যত যন্ত্র প্রতিদিন লেখা হবে, তার সংখ্যা রেখে সন্ধ্যায় সেগুলি নদীতে বা কোন জলাশয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে। ১০,০০০ (দশ হাজার) যন্ত্র লেখা হলে যন্ত্রসিদ্ধি হবে। পরে ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ করবে।

সপ্তম পদ্ধতি—পূর্বলিখিত নিয়মগুলি মেনে আগে লেখনীর পূজা করবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র ১০৮০ (এক হাজার আশি) বার জপ করবে।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হৃল্লেখায়ৈ বিদ্মহে ওঁ ঐং ওঁ হ্রীং,
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্,
শ্রীভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৫দিন অর্থাৎ একপক্ষ কাল পর্যন্ত মধ্যরাত্রে উক্ত মন্ত্র জপ করে, পরে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে ৩২টি যন্ত্র লিখবে। যন্ত্র লেখাকালীনও উক্ত মন্ত্র জপ করবে, যন্ত্র লিখে প্রণাম করে একটি পাত্রে রাখবে। ১১দিন এইভাবে লিখে হোমাদি করে ৮টি যন্ত্র হোমে আহুতি দিতে হবে, ৮টি জলে ভাসিয়ে দেবে, ৮টি মাটিতে পুঁতে দিতে হবে, অবশিষ্ট ৮টি কোনও আমগাছে বেঁধে দিতে হবে। তারপর আমগাছের কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করবে—

প্রার্থনা মন্ত্র— সুধাসম মহাবৃক্ষ আম্রদেব নমোঽস্তুতে।
ত্বাং সমর্পয়ে সিদ্ধি মে দেহি সর্বার্থসিদ্ধয়॥

পরে বৃক্ষের পূজা করে যন্ত্রগুলি খুলে নিয়ে কাছে রাখবে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই যন্ত্র প্রয়োগ করবে। এই যন্ত্র জলে ধুয়ে জল খেলে ও মার্জন করলে সর্ব অশান্তি দূর হয়, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

এই প্রয়োগে যা কিছু লাভ হয়, তার তিনভাগ ভগবতীর পূজায় খরচ করবে, বাকিটুকু নিজের কাজে লাগাবে।

অষ্টম পদ্ধতি—"ওঁ অস্য শ্রীপঞ্চদশী মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্তিঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীত্রিপুরা দেবতা শ্রীং বীজম্ ঐ শক্তিঃ হ্রীং কীলকম্ মমেঽহজন্মানি অমুক মাসিদ্বয়ে অমুক সংখ্যকং যন্ত্র লেখনপূর্বক মন্ত্র জপে বিনিয়োগঃ।"

ঋষ্যাদিন্যাস—শিরসি, দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পংক্তিশ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ত্রিপুরাদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—শ্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ—ঐং শক্তয়ে নমঃ। নাভৌ—হ্রীং কীলকায় নমঃ। সর্বাঙ্গে—বিনিয়োগায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ হ্রাং বং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং ব্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রুং ব্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং ব্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং,

ব্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ ব্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ হ্রাং ব্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ব্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং ব্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং ব্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং ব্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ ব্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

ধ্যানম্

"ওঁ বালার্কদ্যুতিতেজস ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরোল্লাসিনী,
নানাভূষণভূষিতাং সুবিমলাং রত্নাসনে সংস্থিতাম্।
হস্তৈঃ পাশধনুঃ সৃনিং সুরুচিং পদ্মং মুদা বিভ্রতীম্,
শ্রীচক্রস্থিত সুন্দরীং ত্রিজগতামাধারভূতাং ভজে।।"

উপরোক্ত নিয়মে ন্যাসাদি ও ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে যন্ত্রে পূজা করবে। পরে নিম্নমন্ত্রে যন্ত্রের পূজা করবে। যথা—

ওঁ একস্মৈ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ স্বাভ্যামশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ। ওঁ ত্রিভ্যোব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেভ্যো নমঃ। ওঁ চতুর্ভ্যো বেদেভ্যো নমঃ। ও পঞ্চভ্যঃ পৃথিব্যাদি ভূতেভ্যো নমঃ। ওঁ ষড়ভ্যঃ ঋতুভ্যো নমঃ। ওঁ সপ্তভ্যো মুনিভ্যো নমঃ। ওঁ অষ্টভ্যো বসুভ্যো নমঃ। ওঁ নবভ্যো নিধিভ্যো নমঃ।

এইরূপে পূজার পর "ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং পঞ্চদশ্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রদান করবে। পূজা যন্ত্রের একটি চিত্র দেওয়া হলো।

সুন্দরি ৮	ওঁ ১	মহা ৬
হ্রীং ৩	ক্লীং ৫	ত্রিপুর ৭
শ্রীং ৪	স্বাহা ০	ঐং ২

উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী যন্ত্র অঙ্কন করে তৎপরে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা সমাপন করে, নিম্নলিখিত জপমন্ত্র জপ করবে।

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহাত্রিপুরসুন্দরি স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্র জপে সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

বর্ণ অনুযায়ী যন্ত্রের শুভাশুভ ফল

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

নং-৩

ব্রাহ্মণ বর্ণ

৪	৩	৮
৭	৫	১
২	৭	৯

নং-৪

ক্ষত্রিয় বর্ণ

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

বৈশ্যবর্ণ নং-৫

৬	৭	২
১	৫	৯
৮	৩	৪

শূদ্র বর্ণ নং-৬

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২

শূদ্র পক্ষে অশুভ

৬	১	৮
৭	৫	৬
২	৯	৪

ব্রাহ্মণ পক্ষে অশুভ

২	৬	৭
৯	৫	১
৪	৩	৭

ক্ষত্রিয় পক্ষে অশুভ

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

বৈশ্য পক্ষে অশুভ

বর্ণ অনুসারে যন্ত্র লেখার সময় চন্দ্রের শক্তি ও লেখন বস্তুর বিচারও করতে হয়।

১) **বিপ্রবর্ণের জন্য**—মিথুন, তুলা ও কুম্ভরাশিতে চন্দ্র থাকলে, রক্তচন্দন ও হিঙ্গুল বা অষ্টগন্ধ।

২) **ক্ষত্রিয়বর্ণের জন্য**—ধনু ও মেষরাশিতে চন্দ্র থাকলে, কালো কালিদ্বারা কর্পূর মিশ্রিত করে লিখতে হবে।

৩) **বৈশ্যবর্ণের জন্য**—বৃষরাশিতে চন্দ্র থাকলে অষ্টগন্ধ দ্বারা।

৪) **শূদ্রবর্ণের জন্য**—বৃশ্চিক ও মীনরাশিতে চন্দ্র থাকলে কালো কালি দ্বারা এই যন্ত্র নিম্নভাবেও লেখা যায়।

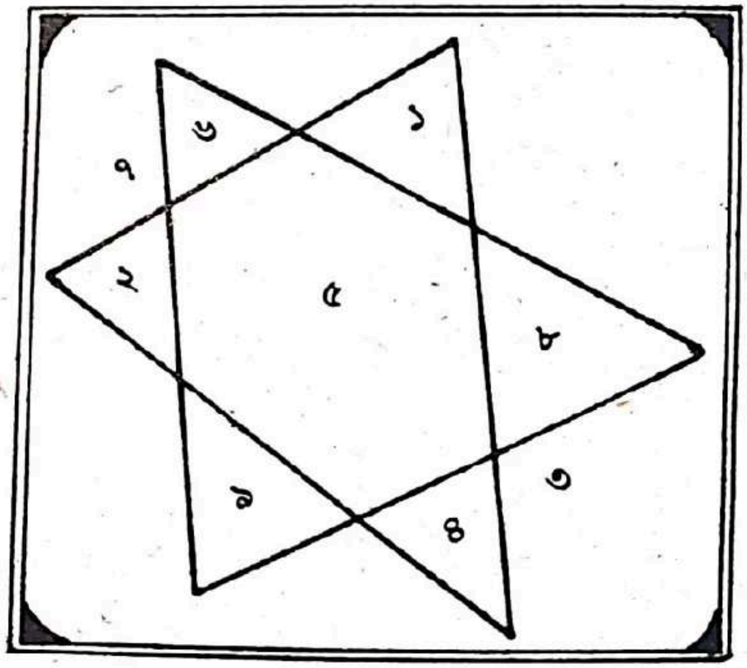

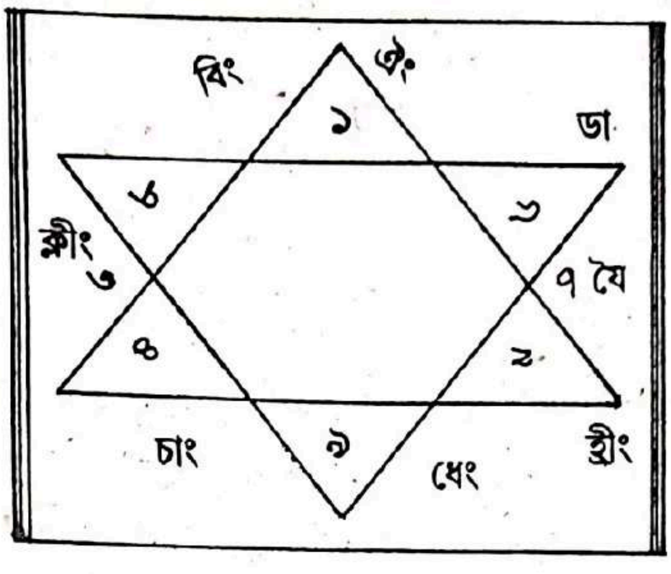

কয়েকটি যন্ত্রসিদ্ধি প্রণালী

১। কাগজের উপর ১০০৮ (এক হাজার আট) যন্ত্র লিখে পৃথকভাবে কেটে নিয়ে, প্রতিটি যন্ত্রের সঙ্গে আটা গুড় মিশিয়ে বটিকা তৈরী করে মাছকে খেতে দিলে যন্ত্র সিদ্ধ হয়।

২। অষ্টগন্ধ দ্বারা ভুর্জপত্রে পৃথকভাবে ১০০৮ (এক হাজার আট) যন্ত্র লিখে, নদীতে ভাসিয়ে দিলে যন্ত্র সিদ্ধ হয়।

৩। উপরোক্ত ভাবে বিল্বপত্রের উপর ১০০৮ (এক হাজার আট) যন্ত্র লিখে, তিল, ঘৃত, ক্ষীরসহ হোম করলে যন্ত্র সিদ্ধ হয়।

অন্যান্য যন্ত্রেও এইভাবে সিদ্ধিলাভ করা যায়, হোমের দ্রব্যগুলি পৃথক, যেমন—শ্বেত-সরিষা, নিমপাতা, হরিতাল, বচ, ব্রাহ্মী, কুট, মুথা, লবণ, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার বিশাংক যন্ত্র ও তার প্রয়োগ

বিশাংক যন্ত্রও বহুপ্রকার আছে। এটি শুধু অঙ্কযুক্ত, ও মন্ত্রাক্ষরসহ অঙ্কযুক্ত। দু'রকম হয়।

শ্রীবিষ্ণু বিশাংক যন্ত্র

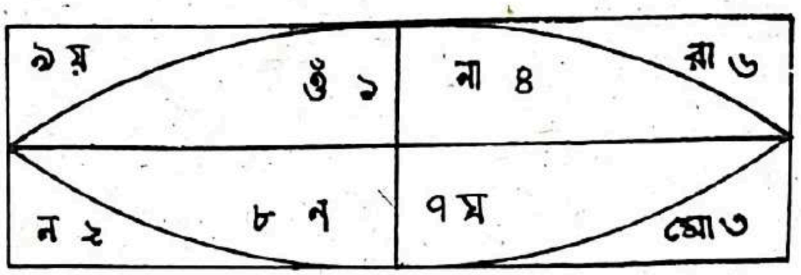

উপরোক্ত যন্ত্রটি শ্বেতচন্দন দ্বারা তামা বা রূপার পাতে খোদাই করে বা তুলসী কাঠের কলমদ্বারা ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে নিত্য পূজা করবে, যন্ত্রকে বিষ্ণুস্বরূপ মনে করে তুলসী দিবে, পরে ১০৮ মন্ত্র জপ করবে। এর ফলে সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

জপমন্ত্র—"ওঁ নমো নারায়ণায়"।

শ্রীকৃষ্ণ বিশাংক যন্ত্র

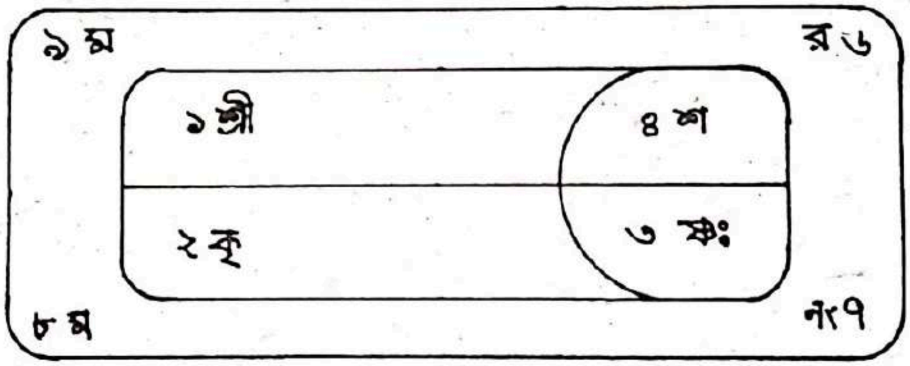

উপরোক্ত যন্ত্রটিকেও বিষ্ণুযন্ত্রের ন্যায় অঙ্কন করে বা খোদাই করে, উক্ত বিধিতে পূজাদি করে জপমন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে, সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়।

জপমন্ত্র—"শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।"

শ্রীদুর্গা নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র (১)

প্রয়োগ—(১) এটি ভগবতী দুর্গার কৃপালাভের জন্য। চিত্রানুযায়ী যন্ত্র অঙ্কন করে প্রতিষ্ঠিত করে, বিধিবৎ পূজা করে, নিম্নলিখিত মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করবে।

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।"

ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখে ধারণ করলে এবং চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায় বা সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্র পাঠ করলে লক্ষ্মীলাভ, ব্যাধিনাশ, শত্রু দমন প্রভৃতি কার্য সিদ্ধ হয়।

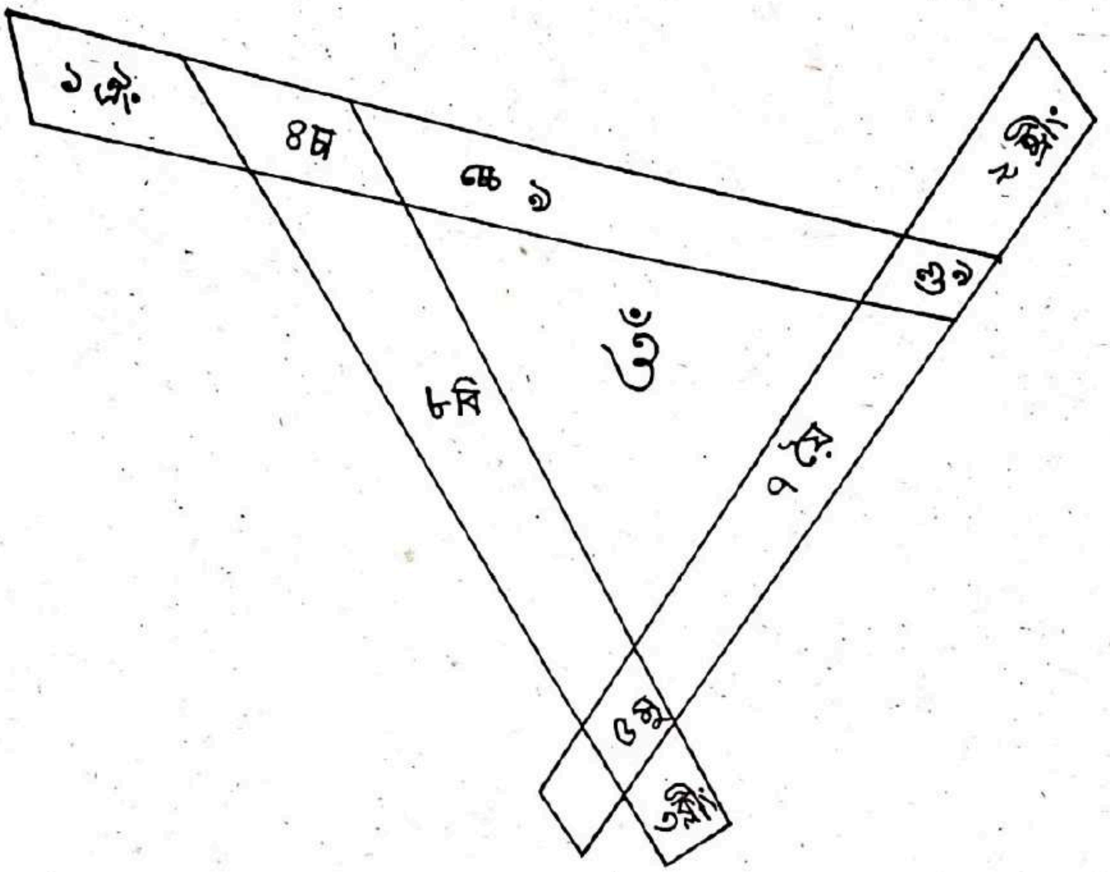

প্রয়োগ—(২) এটি দেবীর মূর্ত্তিতেও অঙ্কন করা যায়। মধ্যভাগ মস্তক, দুটি পাশ দুটি হস্ত, মধ্যের চারি কোষ্ঠা দেবীর হৃদয় ও উদর, নিচের দুটি কোষ্ঠা দুটি স্বরের রূপ। এটি খুব মহত্বপূর্ণ যন্ত্র। উপরোক্ত ভাবেই এর পূজা করতে হয়।

প্রয়োগ—(৩) প্রথম দুটি মন্ত্র অপেক্ষা এটি কিছু বিশেষত্ব রাখে। এটি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর অস্ত্রের প্রতীক। এতে ৯টি কোষ্ঠা ও ৯টি অঙ্ক, তার সঙ্গে বীজমন্ত্রও লেখা হয়। যন্ত্র অঙ্কন বা খোদাই করে বিধিবৎ স্থাপনা করে, নিম্নলিখিত জপমন্ত্র জপ করবে।

জপমন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমঃ। ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং নমঃ। মম মনোবাঞ্ছিতং ফলম্ দেহি স্বাহা।"

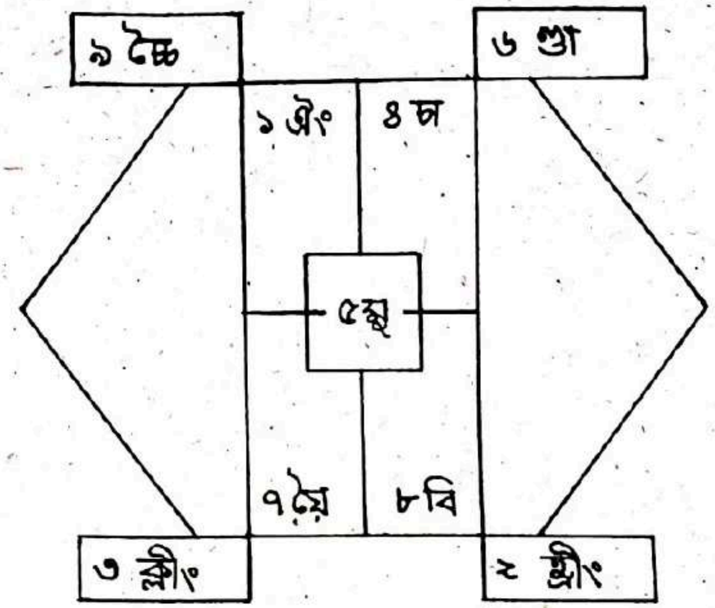

বিধি— মন্ত্র ১২ দিনে কিংবা ৯ দিনে ১২,০০০ (বার হাজার) জপ শেষ করতে হবে। পরে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ, দশাংশ অভিসিঞ্চন ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। তাতে পুরশ্চরণও হবে এবং সাধকের সর্বকার্য সিদ্ধ হয়। যন্ত্রটিকে নিত্য পূজা এবং উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলেও পূর্ণ ফললাভ করতে পারে সাধক।

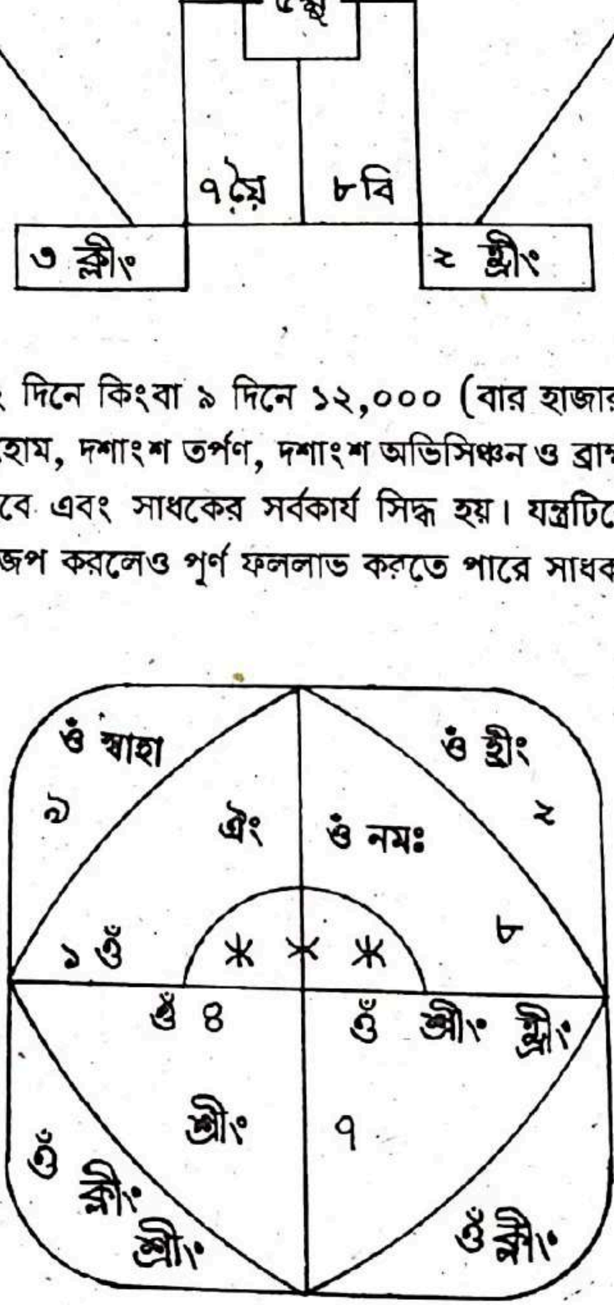

সিদ্ধ বিশাংক মন্ত্র

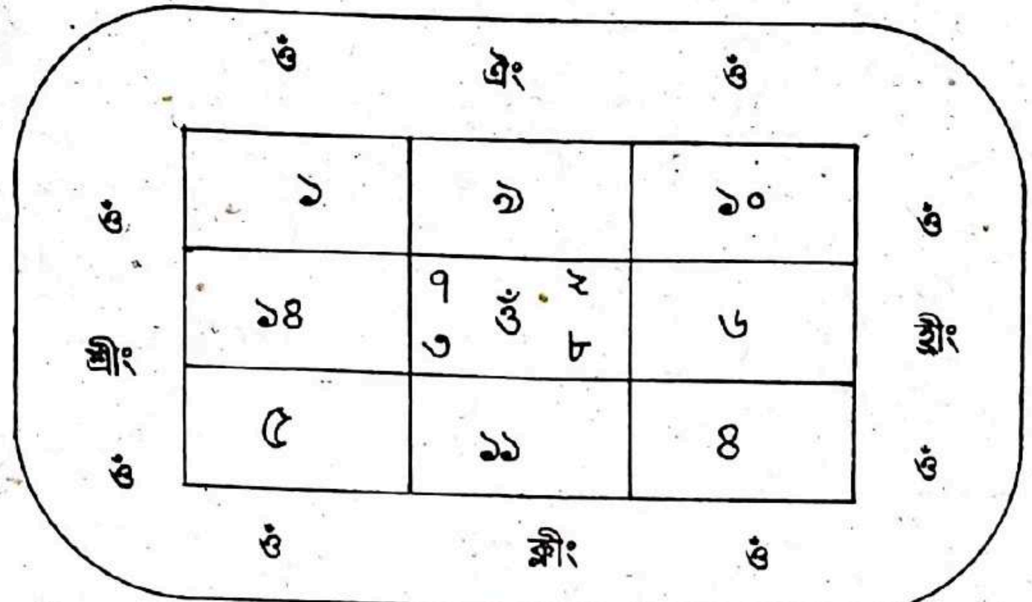

উপরোক্ত বিধান অনুসারে তাম্রপাত্রে খোদাই করে বা ভূর্জপত্রে অষ্টগন্ধ দ্বারা লিখে সামনে রেখে পূজা করে, নিম্ন মন্ত্রটি প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করবে।

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং নমঃ।"

উক্তমন্ত্রে পূজাও করতে হবে। এইভাবে ১ মাস প্রয়োগ করলে সর্বপ্রকার বাধা ও অশুভ নাশ হয়।

নবকোষ্ঠা বিশাংক যন্ত্র (১)

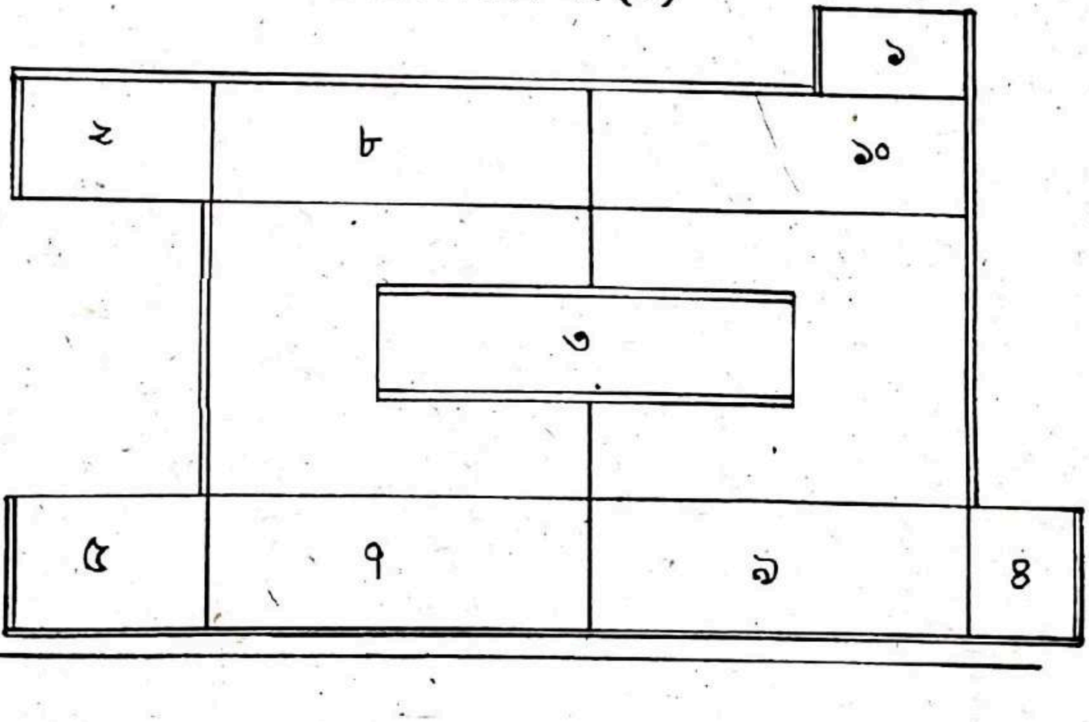

নবকোষ্ঠা বিশাংক যন্ত্র (২)

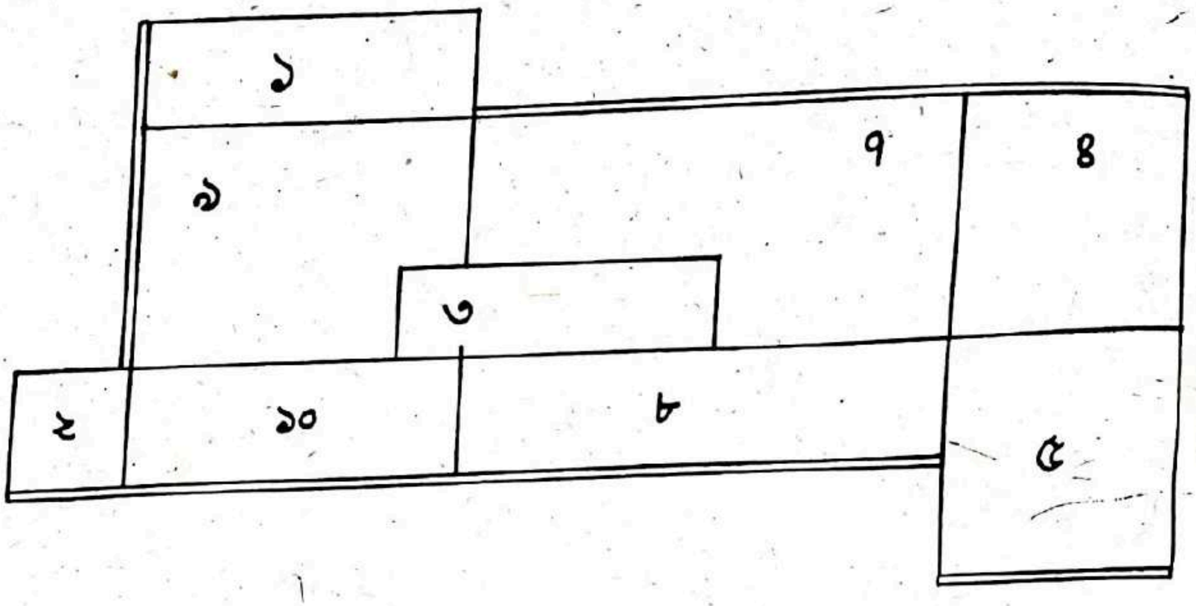

উপরোক্ত দুটি যন্ত্র অষ্টগন্ধ ও ডালিম শাখার লেখনীদ্বারা ভূর্জপত্রে অভাবে সাদা কাগজে ১০৮ বার লিখে চন্দন, সুবাসিত পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যদ্বারা পূজা করবে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যহ ১,০০০ (এক হাজার) নিম্ন মন্ত্র জপ করবে। প্রতিদিন চিনি, ঘৃত, মধু, ক্ষীর (পায়স) ও বিল্বপত্র সমিধ দ্বারা রাত্রিতে হোম করবে। হোম শেষে ১০ বার জপমন্ত্র দ্বারা তর্পণ, উক্ত মন্ত্রে ১ বার অভিসিঞ্চন করবে। এইভাবে প্রয়োগ শেষ হলে, স্বপ্নে দেবদর্শন হয় ও সাধকের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং মম সর্ববাঞ্ছিত দেহি দেহি স্বাহা।"

শ্রীমহালক্ষ্মী বিশাংক যন্ত্র

পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৩৯৫) শ্রীমহালক্ষ্মী যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো। এই যন্ত্রটি অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রের অভাবে কাগজে লিখে, পূর্বমুখে শুদ্ধভাবে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে, পূর্বোক্ত বিধিতে প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি করে, নিম্নলিখিত মন্ত্র দু'টির যে কোনও একটি প্রতিদিন রুদ্রাক্ষ মালায় ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে, দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয় ও সাধকের সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়।

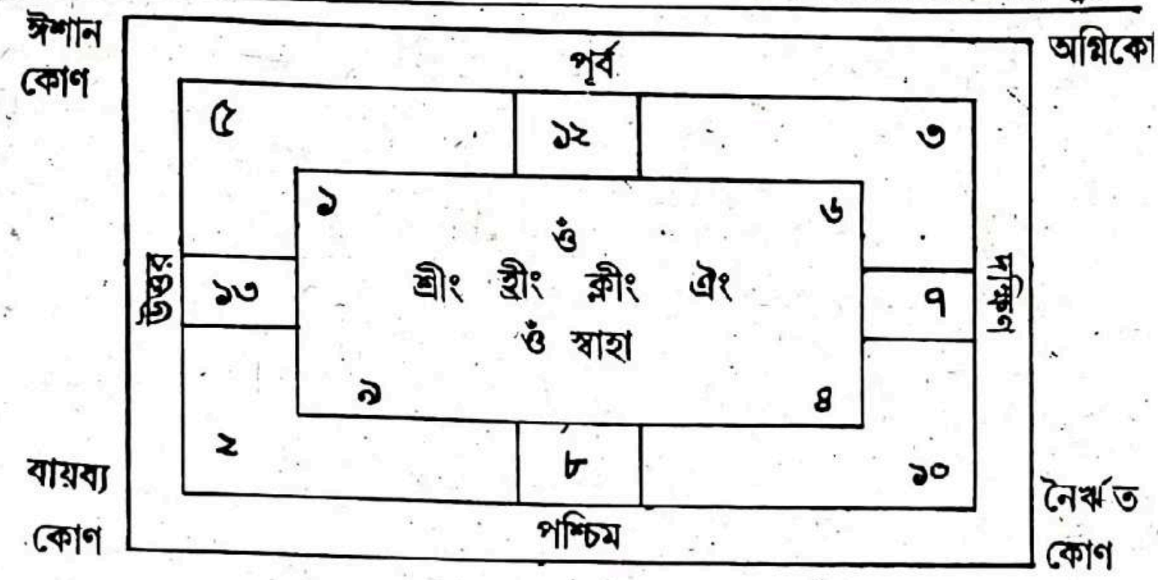

জপমন্ত্র— "ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা।" অথবা—
"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং ওঁ ঐং স্বাহা।"

লক্ষ্মীপ্রদ বিশাংক যন্ত্র

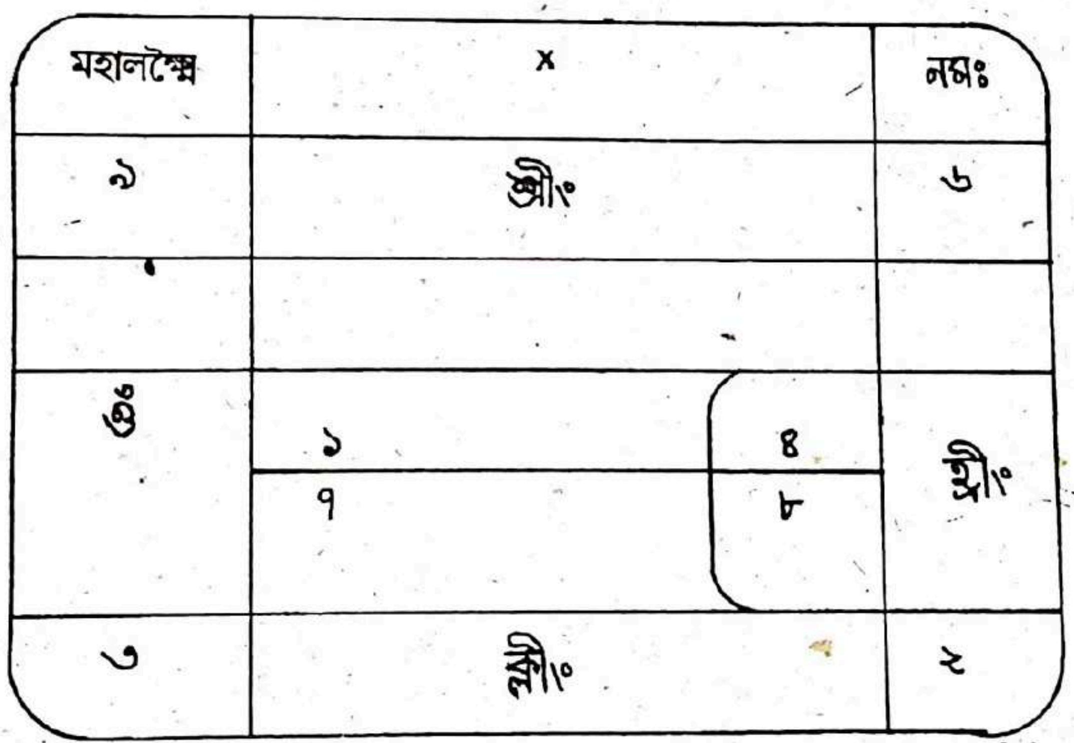

উপরের যন্ত্রটি হরিদ্রামিশ্রিত চন্দনদ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে নিতে হবে। হলুদবর্ণের বস্ত্র পরিধান করে হরিদ্রাবর্ণের আসনে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে এই কাজ করতে হবে।

পরে মন্ত্রটিতে ধূপ-দীপ দিয়ে হরিদ্রার গাঁঠের মালায় নিম্নমন্ত্র প্রতিদিন ১০০৮ (এক হাজার আট) জপ করবে। এইভাবে ৬২ দিন জপ করার পর, একটি রূপার পাতে মন্ত্রটি খোদাই করে, বিধিবৎ পূজাদি করে পুরশ্চরণের জন্য জপ, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ অভিসিঞ্চন করবে। পরে যন্ত্রটি ক্যাশ-বাক্সে রাখবে, ভূর্জপত্রে লিখে কবচে ভরে বাহুতে ধারণ করলে অর্থকষ্ট, অশান্তি ও রোগব্যাধি দূর হয়।

জপমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

লক্ষ্মীদাতা বিশাংক যন্ত্র

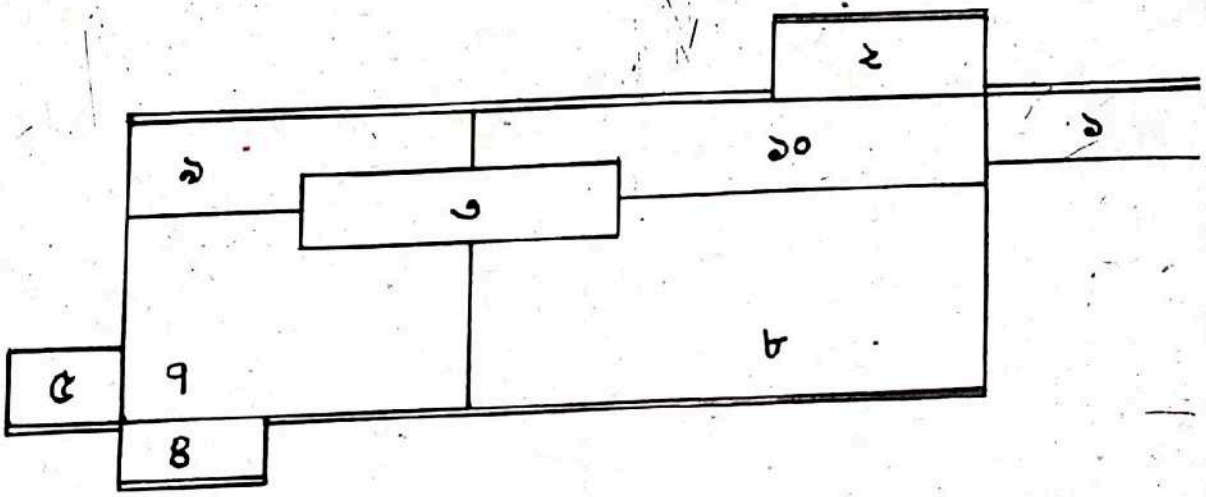

আমগাছের ছালের ওপর অথবা আমকাঠের তক্তায় আবীর বিছিয়ে চামেলী ডালের কলম দ্বারা যন্ত্রাঙ্কন করে নিতে হবে। এইভাবে ১০৮ বার যন্ত্র লিখতে হবে, তাতে যন্ত্র সিদ্ধ হবে। পরে অষ্টগন্ধদ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র লিখে ধারণ করলে, ধন-ধান্যাদি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়।

ষট্‌কোণ বিশাংক যন্ত্র

অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্রটি ডালিমের কলমদ্বারা লিখে, পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে পঞ্চোপচারে পূজা করবে, জপমন্ত্র ও পূজামন্ত্র একপ্রকার। পরে তামার পাতে যন্ত্রাঙ্কন করে, তার সঙ্গে কাগজ বা ভূর্জপত্রে ২৮টি যন্ত্র অঙ্কন করে একসঙ্গে পূজা করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। সাধক বা যে ধারণ করবে, তার সর্ব মনোস্কামনা সিদ্ধ হয়।

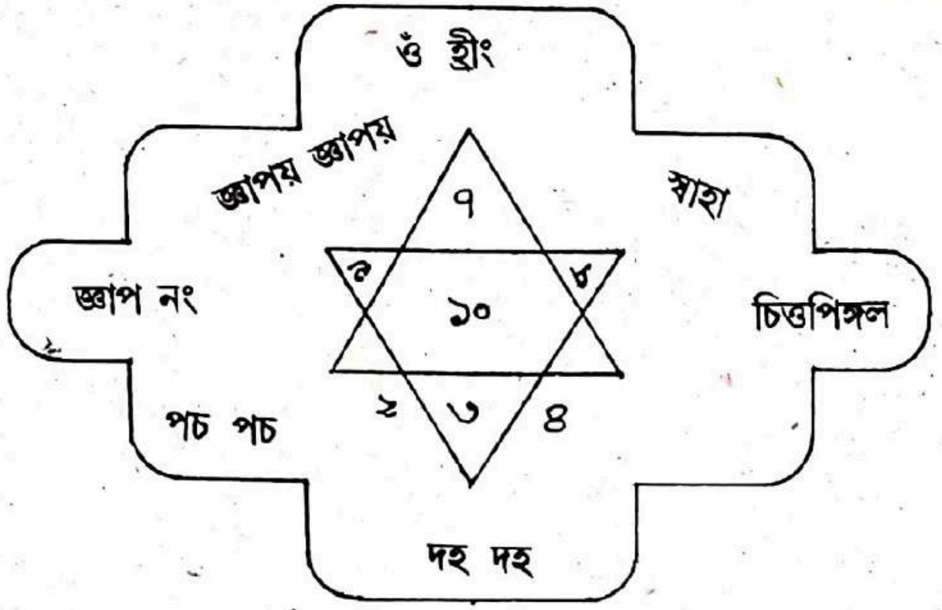

জপ ও পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং চিৎপিঙ্গলে হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বং জ্বাপয় জ্বাপয় স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রটি প্রত্যহ ১০৮ বার করে ৩১ দিন জপ করবে।

বিঘ্ননাশকারী যন্ত্র

সিদ্ধিযোগ, দীপান্বিতা কিংবা দোল পূর্ণিমায় ডালিম গাছের কলমদ্বারা অষ্টগন্ধের

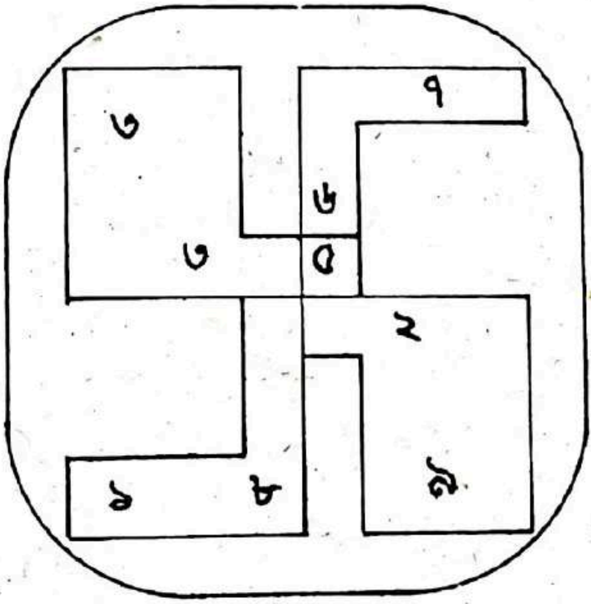

দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে পঞ্চোপচারে পূজা করে কবচ তৈরী করে, ডানহাতে বা গলায় ধারণ করলে সাধকের সর্ববিঘ্ন নাশ হয়।

বালাত্রিপুরা যন্ত্র

ওঁ	ঐং ৫
ক্লীং ৯	সৌঃ ৬

উপরোক্ত যন্ত্রটি বালা ত্রিপুরা বিশাংক যন্ত্র। এটি আমকাঠের তক্তায় ডালিমের কলম ও অষ্টগন্ধ দ্বারা একত্রে ৩টি করে যন্ত্র অঙ্কন করে, জপমন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার করে জপ করবে। এই যন্ত্র সাধনায় বিনিয়োগ, ন্যাস, ধ্যান প্রভৃতি আছে। সাধককে এগুলি বিধিমত করতে হবে। এজন্য গুরুদীক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

বিনিয়োগ—"অস্য বালাত্রিপুরামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তি ঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীবালাত্রিপুরা সুন্দরী দেবতা ঐং বীজম্ সৌঃ শক্তিঃ ক্লীং কীলকং মম বিশাংক যন্ত্র সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

ঋষ্যাদিন্যাস— শিরসি—দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীবালাত্রিপুরা দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ঐং বীজায় নমঃ। পাদয়ো—সৌঃ শক্তয়ে নমঃ। নাভৌ—ক্লীং কীলকায় নমঃ। সর্বাঙ্গে—বিনিয়োগায় নমঃ।

করন্যাস—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্—"ওঁ রক্তাম্বরাং চন্দ্রকলাবতংসাং সমুদ্যদাদিত্যনিভাং ত্রিনেত্রাম্।
বিদ্যাক্ষমালাঽভয়দানহস্তাং, ধ্যায়ামি বালামরুণাম্বুজস্থাম্॥

ধ্যানপূর্বক দেবীর পূজা সাধ্যমত উপচারে সমাপ্ত করে, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে যন্ত্র লিখবে।

জপ ও পূজামন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সৌঃ নমঃ।"

লক্ষ্মীদাতা বালাত্রিপুরা যন্ত্র

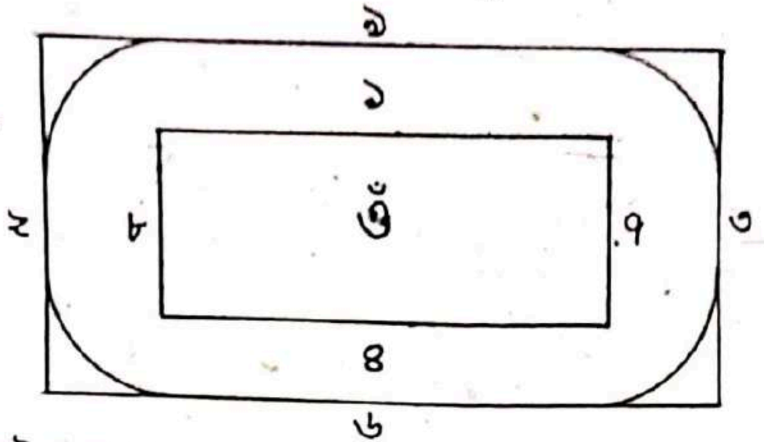

পঞ্জিকাদৃষ্টে শুভ সময়ে রূপার পাতে যন্ত্র খোদাই করে, পূর্বমুখে বসে ধূপ-দীপ জ্বেলে পূজাবিধি অনুযায়ী প্রত্যহ যন্ত্র পূজা করবে। পূজা শেষে নিম্নমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে।

ধ্যানম্

"পদ্মাননে পদ্মিনী পদ্মপত্রে,
পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোঽনুকূলে,
তৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব॥

পূজা ও জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সৌঃ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।"

বালা ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র

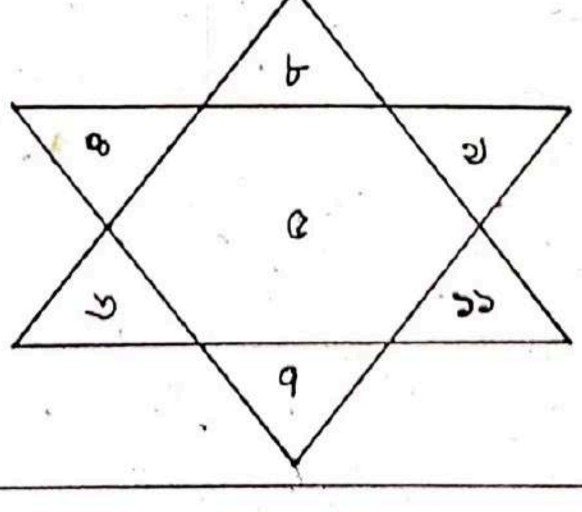

এটিও উপরোক্ত যন্ত্রের ন্যায় রূপার পাতে অঙ্কন করে, উপরোক্ত বিধিতে পূজা এবং উপরোক্ত মন্ত্র জপ করবে।

নবাক্ষর বিশাংক যন্ত্র

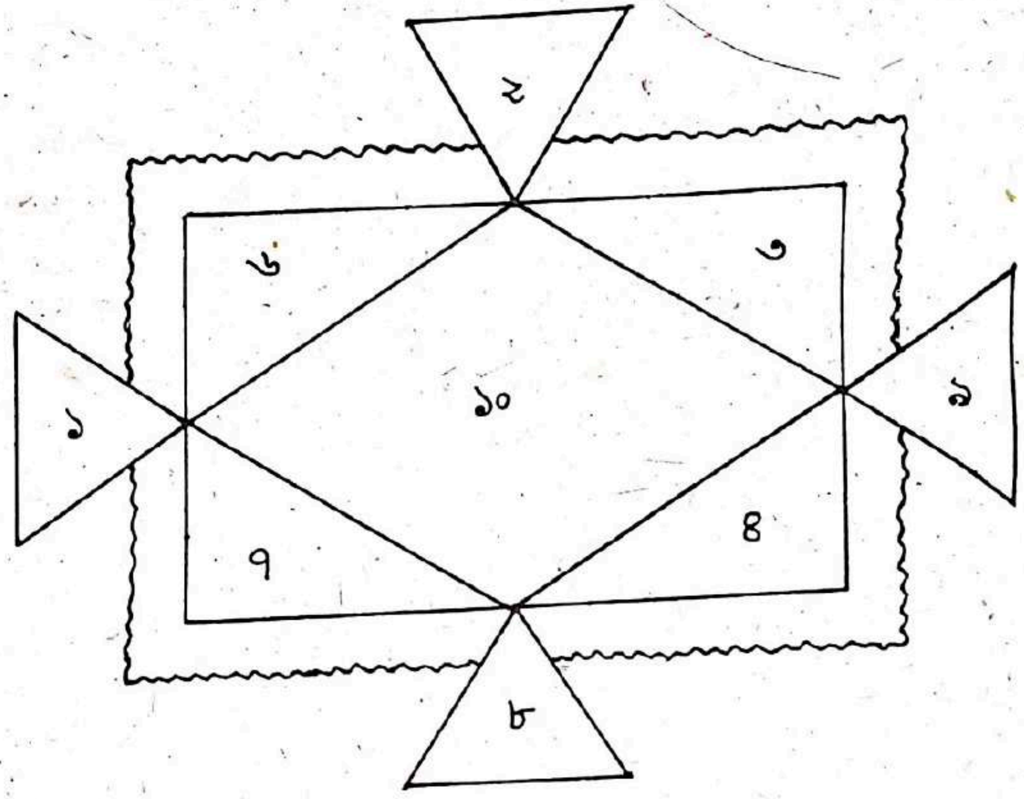

উপরোক্ত যন্ত্রটিও পূর্ববৎ বিধি অনুয়ায়ী খোদাই ও পূজাদি করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তন্ত্র ও কামশাস্ত্র

তন্ত্র সাধকদের একটি শাখা পঞ্চ'ম'কার সাধনার অন্তর্গত মৈথুন ক্রিয়াকে একটি সাধনা বলে মনে করেন। কৌলাচারী সাধকগণ তাঁদের ভৈরবী চক্র সাধনায় নারীকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। এই সাধনায় শিব ও শিবারূপে কাম-সাধনা করা হয়। মদ্য-মাংসে উন্মত্ত হয়ে, এরা নগ্ন হয়ে ভৈরবী সাধনা করেন, তারপর মৈথুনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। একে তাঁরা পাপ বলেন না, একে ব্রহ্ম প্রাপ্তির স্থিতি মনে করেন।

যৌনাঙ্গের পুষ্টি সাধন

পূর্ণ কাম উপভোগের জন্য দরকার দৈহিক শক্তি, যৌনাঙ্গের পুষ্টতা সেজন্য তন্ত্রে যে সব প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ সম্মত। এর দ্বারা শুধু তান্ত্রিকগণ কেন, সাধারণ গৃহী মানুষও নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারেন এবং যৌনসুখ পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবেন।

যৌনক্রিয়ায় মানুষ অতৃপ্ত কেন ?

বর্তমান যুগের মানুষ পূর্ণ আনন্দলাভে সমর্থ হচ্ছে না, নারীরাও সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছে না। ফলে দাম্পত্য-জীবনে দেখা দিয়েছে অশান্তি। এর একমাত্র কারণ হলো—আহার-বিহারে অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, মানসিক অশান্তি, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, ভয়, কুণ্ঠা, নিরাশা, হিংসা এবং তদুপরি প্রসাধন সামগ্রীর বিষাক্ততা। এইসব কারণে বর্তমান যুগের মানুষ এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের দেহ-মন ইত্যাদির পুষ্টতা শক্তিও নষ্ট হতে বসেছে। অকালে নর-নারীর দেহে বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে।

বর্তমানের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি যন্ত্র স্বরূপ। সংসার প্রতিপালনের ব্যয় ক্রমেই বেড়ে চলার ফলে, পরিশ্রম যে পরিমাণে করতে হচ্ছে, সেই অনুপাতে খাদ্য পাচ্ছে না। কোনক্রমে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করছে সবাই। তাদের মনে নেই আনন্দ, নেই উল্লাস, নেই উৎসাহ। ফলে দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া স্বভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে না।

রক্তচাপ, অঙ্গবিক্ষেপ, ভ্রম, উন্মত্ততা, নিদ্রাহীনতা, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানবদেহের সর্বাধিক কোমল ও সংবেদনশীল অঙ্গ হলো তাদের যৌনাঙ্গ। সেটি বিকৃত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। যৌন তৃপ্তির দিক থেকে এইসব মানুষের দাম্পত্য-জীবন বিষময় হয়ে পড়ছে। এ সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার বহু পূর্বে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এ বিষয়ে বহু চিন্তা-ভাবনা করে নানাপ্রকার ঔষধ আবিষ্কার করেছে। তন্ত্র শাস্ত্রও এ বিষয়ে মৌন নয়, বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সঙ্গে যৌন-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে তন্ত্রে। এখানে তারই কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া বা প্রয়োগ অবলম্বন করে যে কোনও শ্রেণীর মানুষ যৌনানন্দ প্রাপ্ত হতে পারে।

যৌনসুখের তন্ত্রোক্ত উপায়

তান্ত্রিক সাধকদের একটি শাখা রতি মিলনের সাধনাকে চরম বলে মেনে নিয়েছেন।

সেজন্যই তাঁরা নর-নারীর যৌনাঙ্গকে পুষ্ট ও সবল-সতেজ রাখার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করেছেন ও নিজেরাও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্থ, নিস্তেজ যৌনাঙ্গের দ্বারা ঠিকমতো রতিসুখ লাভ করা সম্ভব নয় বলেই তাঁরা রতিক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ পুরুষেন্দ্রিয় ও নারীর যোনিকে সুস্থ, সবল ও দৃঢ় রাখার জন্য নানা উপচার প্রচলিত করে গেছেন। নারীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যোনি নয়, তার সঙ্গে নারীর স্তন, তার বদনমণ্ডল, কটিদেশ, জঙঘাদ্বয়কেও কামোত্তেজক রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন। দৃঢ় ও সুডৌল স্তন, সঙ্কুচিত যোনি নারীগণের প্রধান বিশিষ্টতা। এইজন্যই পুরুষ মোহিত হয় এবং কামসুখের সাহায্যকারী হয়।

পুরুষের ইন্দ্রিয় সুস্থ সবল ও দৃঢ় হলে এবং স্তম্ভন শক্তি থাকলে, নারী রতিক্রিয়ায় তৃপ্তিলাভ করে।

এখানে তন্ত্রোক্ত যেসব ঔষধ বা প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলিরও একটা সীমা আছে। অধিক আনন্দলাভের আশায়, অনুচিত মাত্রায় এইসব প্রয়োগ করলে হানিকর হয়ে পড়ে। এই কথাটা সর্বদা মনে রেখে কাজ করবে।

পুরুষেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা বাড়ানো

প্রথম পদ্ধতি—মুরগীর ডিম—১, কেশর—সিকি চা চামচ, একত্রে মিশিয়ে তাতে স্বল্প জল দিয়ে মিশিয়ে শিশিতে ভরে রাখবে। লিঙ্গমুণ্ড বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রলেপ দিয়ে পান দিয়ে বেঁধে রাখলে ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও মোটা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি— মহিষের ঘৃতে কর্পূর মিশিয়ে, পুরুষেন্দ্রিয়ে মালিশ করলে ইন্দ্রিয় দৃঢ় হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি—টঙ্গন, আকরকরা, কস্তুরী, নাগরবেল, খট্টাসী, সমস্ত চূর্ণ করে তিল তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে ইন্দ্রিয়ে মালিশ করলে ইন্দ্রিয় দৃঢ় হয়। শ্রীগোপাল তৈল আয়ুর্বেদ ঔষধালয় থেকে কিনে এনে মালিশ করলেও ইন্দ্রিয় দৃঢ় হয়।

চতুর্থ পদ্ধতি—অশ্বগন্ধা, আকরকরা, টঙ্গন, ভেলা ও তজ সম পরিমাণে নিয়ে পেষণ করে লিঙ্গমুণ্ড বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রলেপ দিলে এবং পান দিয়ে বেঁধে রাখলে, এতে ইন্দ্রিয় দৃঢ় ও মোটা হয়।

বাজীকরণ তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি—পেঁয়াজের রস ২০০ গ্রাম, মধু ২০০ গ্রাম, একত্রে মিশিয়ে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পাক করবে। বেশ গাঢ় হলে শিশিতে ভরে রাখতে হবে। এই

ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ চা-চামচ পরিমাণ খেলে কামশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—মালকাঙ্গনী, আকরকরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, ভীমসেনী কর্পূর প্রত্যেকটি ২$\frac{১}{৪}$(সোয়া দুই)চা-চামচ করে নিয়ে, তার সঙ্গে রংগমাহী ৫ চা-চামচ দিয়ে একত্রে চূর্ণ করে কাপড়ে ছেঁকে, তাতে সামান্য গোলাপী আতর মিশিয়ে শিশিতে রাখবে, ১ চা-চামচ এই চূর্ণ মধুতে মিশিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রলেপ দিলে কামশক্তি বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পদ্ধতি—তেঁতুলের বীজের শাঁস রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে জল থেকে তুলে বেটে তার সঙ্গে ভেলি গুড় মিশ্রণ করে আধতোলা পরিমাণ বটিকা তৈরী করবে,প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটি করে বটিকা দুগ্ধসহ সেবনে বীর্য গাঢ় হয় এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পদ্ধতি—পেঁয়াজের রস—১ চা-চামচ, মধু—১ চা-চামচ একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন চেটে খেলে, পৌরুষশক্তি বাড়ে। সারা শীতকাল এইভাবে খেলে সারা বছর পৌরুষশক্তি অটুট থাকে।

পঞ্চম পদ্ধতি—একটি মাটির হাঁড়িতে পেঁয়াজ ভর্তি করে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করবে, যেন তাতে হাওয়া না ঢোকে। এবারে হাঁড়িটি গোয়াল ঘরে ৪ মাস পর্যন্ত পুঁতে রাখবে। তারপর হাঁড়ি তুলে সেই পেঁয়াজ প্রত্যহ ১টি করে খেলে কামশক্তি বাড়ে।

ষষ্ঠ পদ্ধতি—পাকা ও শুকনো আঞ্জীর ২কিলো গরম জলে ২-৩ বার ধুয়ে, ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখবে। চীনা বাদাম ভিজিয়ে বেটে নেবে। পরে অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে ৪ কিলো গব্যঘৃত দিয়ে উক্ত জিনিস দুটি ফোটাবে, ফুটলে তার সঙ্গে মিছ্‌রী চূর্ণ ৪ কিলো, ছোট এলাচ ১০ গ্রাম, কেশর ১ চা-চামচ, চিরঞ্জী-১০০ গ্রাম, পেস্তা-১০০ গ্রাম, শ্বেত মুষলী ৪ চা-চামচ, অভ্র ভস্ম ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) চা-চামচ, প্রবাল ভস্ম ৩ চা-চামচ, মুগ্‌লী বেদানা- ৪ চা-চামচ, শীতল চিনি ২ চা-চামচ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করে কাপড়ে ছেঁকে সব কড়াইতে দিয়ে ফোটাবে। হালুয়ার মতো হয়ে গেলে নামিয়ে কাঁচের পাত্রে রেখে দেবে। এই হালুয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ চা-চামচ করে দুগ্ধসহ সেবনে কামশক্তি বৃদ্ধি পায়। ১—২ চা-চামচ সহ্য মত খাবে।

সপ্তম পদ্ধতি—গব্য ঘৃত ১ কিলো, মাদার গাছের পাতা ১২৫ টি এনে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে উক্ত ঘি ঢেলে আঁচে বসাবে। একটি করে পাতা ভাজবে। সব ভাজা হয়ে গেলে, আঁচ থেকে কড়াই নামিয়ে ছেঁকে শিশিতে ভরে রাখবে। এই ঘৃত ২ চা-চামচ ভাত বা রুটির সঙ্গে খেলে কামশক্তি বৃদ্ধি পায়।

যোনি সঙ্কোচন পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি—সিদ্ধি বেটে যোনিতে দিয়ে ৩ ঘণ্টা রাখলে যোনি সঙ্কোচন হয়। সহবাসকালীন বার করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—দুগ্ধী নামে একপ্রকার ঘাস আছে, সেই ঘাস ছায়ায় শুষ্ক করে যোনিতে রাখবে এতে যোনি সঙ্কোচন হয়, সহবাসের সময় বার করে নিতে হবে।

তৃতীয় পদ্ধতি—চিনিয়া কর্পূর ও মাজুফল সমপরিমাণে নিয়ে পেষণ করে কাপড়ে ছেঁকে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে কুলের মতো বটিকা তৈরী করতে হবে। সহবাসের ৪ ঘণ্টা আগে একটি বটিকা যোনির মধ্যে ভরে রাখতে হবে, এর ফলে অবশ্যই যোনি সঙ্কোচন হয়। সহবাসকালীন বার করে নিতে হবে।

চতুর্থ পদ্ধতি—মাজুফল, কর্পূর ও ফিট্‌কিরি সমান ভাগে নিয়ে পেষণ করে কাপড়ে ছেঁকে শিশিতে ভরে রাখবে। সহবাসের ২—৩ ঘণ্টা আগে নস্যির মতো এক চিমটি চূর্ণ যোনির ভেতর লাগিয়ে দেবে। এই প্রক্রিয়ায় যোনি সঙ্কোচন হয়।

স্তন উন্নত করার পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি—সৈন্ধব লবণ, হলুদ, খীল, খরৈটি ও প্রিয়ঙ্গু সমপরিমাণে নিয়ে তাতে ৪ গুণ জল দিয়ে ক্বাথ তৈরী করবে। একভাগ জল অবশিষ্ট থাকতে নামিয়ে ছেঁকে, তার সঙ্গে তিল তেল ও তেলের অর্ধভাগ মহিষের ঘৃত মিশিয়ে আবার ফোটাবে। জল শুকনো হয়ে যখন শুধুমাত্র তেল ও ঘি থাকবে, তখন নামিয়ে শিশিতে ভরে রাখবে। তারপর নিয়মিত সেই তেল অল্প নাকে দিয়ে ভেতরদিকে টেনে নেবে। এইভাবে নস্যির মতো ব্যবহার করলে স্তনে দৃঢ়তা আসে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—অশ্বগন্ধা, বচ, গজপিপুল, সমপরিমাণে নিয়ে চূর্ণ করবে। সেই চূর্ণ কাপড়ে ছেঁকে মহিষের ঘৃতে মিশিয়ে মলমের মতো করে, সেই মলম স্তনে মালিশ করলে ও প্রলেপ দিলে স্তন দৃঢ় হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি—গম্ভীরা গাছের পাতার রস নিয়ে তার সঙ্গে সমপরিমাণ তিল তেল মেশাবে। এবার আঁচে ফোটাবে, জল শুকনো হয়ে তেল অবশিষ্ট থাকলে, নামিয়ে কাপড়ে ছেঁকে শিশিতে ভরে রাখবে। সেই তেল দিয়ে স্তন মালিশ করলে স্তন দৃঢ় হয়।

মুখের দূর্গন্ধ নাশ

প্রথম পদ্ধতি—কূট ও তালমাখনা একত্রে চূর্ণ করে শিশিতে ভরে রাখবে। ১ চা-চামচ গব্যঘৃত ও আধ চা-চামচ মধুর সঙ্গে ঐ চূর্ণ ১ চা-চামচ মিশিয়ে দু'বেলা

সেবন করলে মুখের দুর্গন্ধ থাকে না।

দ্বিতীয় প্রয়োগ—মুরৈঠী, ছোট বা বড় এলাচ, ধনে, কূট ও নাগরমুথা সমানভাগে নিয়ে চূর্ণ করে, কাপড়ে ছেঁকে শিশিতে রাখবে। ঐ চূর্ণ এক টিপ নিয়ে মুখে দিলে, মুখের দূর্গন্ধ নাশ হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি—বেলপাতা, আমলকী, হরিতকী একত্রে পেষণ করে দেহে লেপন করলে, দেহের দূর্গন্ধ নাশ হয়।

দেহকান্তি বর্ধক প্রয়োগ

প্রথম পদ্ধতি—মসুর ডাল বেটে নিংড়ে তার সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে দেহে মর্দন করলে কান্তি বৃদ্ধি পায়। রাতে মর্দন করলে প্রাতে ধুয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—কালো মরিচ ও গোরোচনা একত্রে পেষণ করে দেহে লাগালে, দেহের ক্ষতাদি বা অন্যান্য দোষ থাকে না।

তৃতীয় প্রয়োগ—মসুর ডাল দুধের সঙ্গে বেটে, তাতে কর্পূর মিশিয়ে দেহে লেপন করলে ঘামাচি, ব্রণ ও ক্ষতাদি দূর হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
গ্রহ প্রকরণ

এই পৃথিবীর ওপর এবং মানুষের ওপর গ্রহের প্রভাব খুব বেশী। গ্রহ প্রতিকূল হলে মানুষ নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন ও দূরাবস্থার মধ্যে পড়ে। আবার অনুকূলগ্রহ হলে মানুষ জীবনে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা এবং জীবনে উন্নতি করতে পারে।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ নয়টি হলেও তার মধ্যে প্রধান হলো সাতটি। এই সাতটি গ্রহ সব সময় আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে। সেই সাতটি গ্রহ হলো—
১। সূর্য ২। চন্দ্র ৩। মঙ্গল ৪। বুধ ৫। বৃহস্পতি ৬। শুক্র এবং ৭। শনি।
এই সাতটি গ্রহ মানব-জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা বলা হচ্ছে।

গ্রহ	প্রভাব
সূর্য (রবি)	দেবত্ব, সদাচার, প্রভুত্ব, সহৃদয়তা, ইচ্ছাশক্তি, ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব, আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির প্রতীক।
চন্দ্র	মস্তিষ্ক, সংবেদন, চিন্তা, শরীরিক, কল্পনা, পরিবর্তন, লাভেচ্ছা প্রভৃতির প্রতীক।

মঙ্গল — আনন্দ, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সাহস, আত্মবিশ্বাস, প্রভৃতি প্রতীক।

বুধ — আধ্যাত্মিক শক্তি, তর্ক, সূক্ষ্মকলা, প্রেম, বুদ্ধি, নির্ণয়, স্মরণশক্তি প্রভৃতির প্রতীক।

বৃহস্পতি — শরীর, সৌন্দর্য, প্রেম, শক্তি, ধর্ম, আইন-কানুন প্রভৃতির প্রতীক।

শুক্র — ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ, নিঃস্বার্থ প্রেম, কার্যক্ষমতা, স্বচ্ছতা, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রতীক।

শনি — নায়কত্ব, তাত্ত্বিক জ্ঞান, ধৈর্য, মননশীলতা, দৃঢ়তা, কার্যক্ষমতা, সতর্কতা, সহৃদয়তার প্রতীক।

এছাড়া **সূর্য**— হলো আত্মা। **চন্দ্র**—মন। **মঙ্গল**—ধৈর্য। **বুধ**—বাণী। **বৃহস্পতি**—জ্ঞান। **শুক্র**—বীর্য। **শনি**—সংবেদনার প্রতিনিধি।

সূর্যযন্ত্র প্রয়োগ

সূর্য অশুভ হলে সন্তান নাশ ও সন্তান উৎপাদনে বাধা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সূর্য যন্ত্র প্রয়োগে অশুভ নাশ হয়। পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৪০৭) সূর্যযন্ত্রের চিত্র দেওয়া হলো।

তন্ত্রোক্ত জপমন্ত্র—"ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় স্বাহা।"

বৈদিক জপ মন্ত্র—"ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যণ্ স্বাহা।"

আহুতি মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হংসঃ সূর্যায় নমঃ স্বাহা।"

জপসংখ্যা—৭০০০ (সাত হাজার)।

দানদ্রব্য—মানিক্য, স্বর্ণ, তাম্র, গম, ঘৃত, গুড়, রক্তবস্ত্র, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন।

যন্ত্র নির্মাণ—উপরোক্ত যন্ত্র সোনার পাতে খোদাই করে মাঝে একটি চুনী রাখবে।

ধারণবিধি—স্বয়ং, অসামর্থে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা রত্ন ও যন্ত্র পূজা করিয়ে তারপর ধারণ করতে হবে। যথা—

সঙ্কল্প—"ওঁ বিষ্ণু শ্রীমদ্ভগবতো মহাপুরুষস্য বিষ্ণোরাজ্ঞয়া প্রবর্তমানস্য অদ্য শ্রীব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রীশ্বেতবারাহ কল্পে, সপ্ততমে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে কলিযুগে কলি প্রথম চরণে ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপে আর্যাবর্তনন্তর্গত দেশে কন্যাকুমারিকা ক্ষেত্রে শ্রীমহানদ্যোর্গঙ্গা যমুনয়োঃ পশ্চিমে তটে নর্মদায়াং উত্তর তটে বিক্রমাব্দকে বৌদ্ধাবতারে দেব ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ প্রভাবাদি অমুকং (যে সম্বৎসর তার নাম) সম্বৎসরে অমুকায়নে (উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ) অমুক নক্ষত্রে (নক্ষত্রের নাম) অমুক

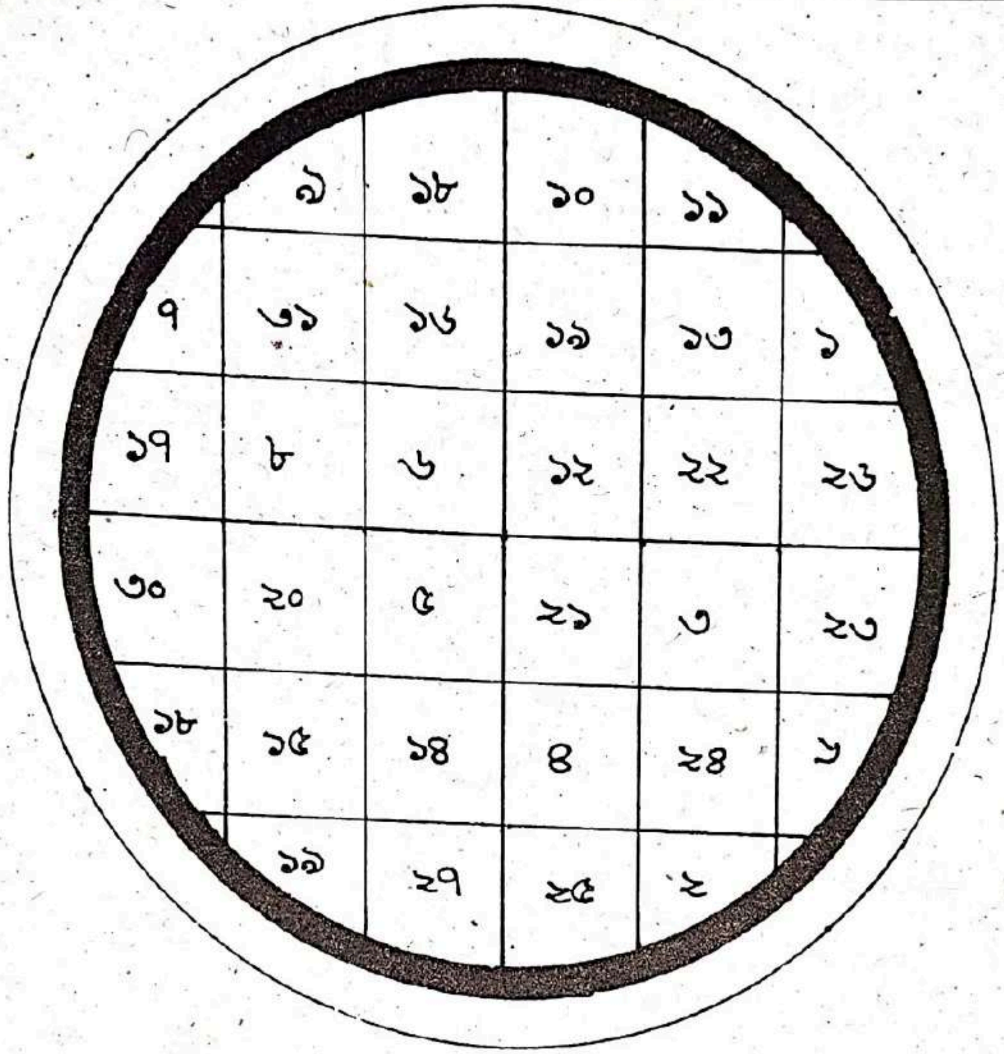

রাশিস্থিতে চন্দ্রে (চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত) অমুক রাশিস্থিতে দেবগুরৌ শেষেসু (যে রাশিতে দেবগুরু আদি গ্রহস্থিত তার নাম) যথাস্থানং স্থিতিতেষু সৎস এবং গ্রহগুণ বিশেষণ বিশিষ্টতায়াং পুণ্যাতিথৌ অমুক গোত্রে (যজমানের গোত্র) অমুক শর্মাহং (যজমানের নাম) মমাত্মব শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ফল প্রাপ্তুয়ে মম কলত্রাদিভিঃ সহ সকলানি আধি-ব্যাধি নিরসনপূর্বক দীর্ঘায়ুস্য বলপুষ্টি মেরুজ্যাদি অমুক গ্রহ (রত্ন সম্বন্ধিত গ্রহের নাম ও যন্ত্রের নাম) সম্বন্ধে অমুক রত্নে (রত্নের নাম) প্রাণসিদ্ধর্থ পূজা জপ হোমাদি কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে-করিষ্যামি।)

সংক্ষিপ্ত সঙ্কল্প—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পূজকের নাম) অমুক গোত্র শ্রীঅমুকস্য (যজমানের নাম) অমুক গ্রহবৈগুণ্য (গ্রহের নাম) দোষক্ষয় কামঃ যথাশক্তি গণপত্যাদি

পূজাপূর্বক অমুক গ্রহ যন্ত্র (গ্রহের নাম) অমুক রত্ন (রত্নের নাম) প্রাণসিদ্ধ্যর্থ পূজা. জপ, হোমাদি কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।

এইভাবেই সব গ্রহপূজার সঙ্কল্প হবে এবং গ্রহের, যন্ত্রের ও রত্নের নাম উল্লেখ করতে হবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবার শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা যন্ত্র ও রত্নকে অভ্যুক্ষণ করে যন্ত্র, রত্ন বা প্রতিমা থাকলে, স্পর্শ করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। যথা—

"ওঁ অস্য শ্রীপ্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য বিষ্ণুরুদ্রো ঋষিঃ ঋগ্‌যজুসামানিচ্ছন্দাংসি প্রাণাখ্যা দেবতা, আং বীজম, হ্রীং শক্তিঃ, ক্রাং কীলকম্ যং রং লং বং শং ষং সং ওঁ হংসঃ ইতি শক্তয়ঃ মূর্তি (যন্ত্র রত্ন বা প্রতিমা) প্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ অমুক দেবতা (দেবতা রত্ন বা যন্ত্রের নাম) প্রাণাঃ ইহ প্রাণা। (পুনরায় আং হ্রীং ইত্যাদি উচ্চার্য্যঃ) অমুক দেবতা (প্রতিমা, রত্ন বা যন্ত্রের নাম) জীব ইহ স্থিত। (পুনঃ আং হ্রীং ইত্যাদি উচ্চার্য্য) অমুক দেবতা সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহ স্থিতানি। (পুনঃ আং হ্রীং ইত্যাদি উচ্চার্য্যঃ) বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণানি ইহাগত্য সুখেন চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা।"

বিঃ দ্রঃ—সমস্ত গ্রহেরই এইভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। মন্ত্র একই প্রকার, শুধুমাত্র যন্ত্র, রত্ন ও গ্রহের নাম পৃথক।

এইভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে যন্ত্র ও রত্নের ষোড়শোপচারে পূজা করে, জপ ও হোমাদি সমাপ্ত করে, যন্ত্রাদির অভিষেক করে ধারণ করবে। পূর্বে যে দানদ্রব্যগুলির কথা বলা হয়েছে সে সকল গ্রহ বিপ্রকে দান করবে।

চন্দ্র যন্ত্র প্রয়োগ

জপমন্ত্র—"ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রুং সঃ সোমায় স্বাহা।"

আহুতি মন্ত্র—"ওঁ সৌং সোমায় স্বাহা।"

জপসংখ্যা—১১,০০০ (এগার হাজার)।

দানদ্রব্য—আতপ চাউল, শ্বেতবস্ত্র, চিনি, দধি, রূপা, শঙ্খ, শ্বেতপুষ্প, ঘৃত ও কর্পূর।

বৈদিক চন্দ্র মন্ত্র—"ওঁ ইমন্দ্রেবা অসপত্নং সুবধ্বম্মহতে ক্ষত্রায়।
মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জ্ঞান রাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়।
ইমমনুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমষ্যৈ বিবশ এষবো
মীরজামসামাস্মাকং ব্রাহ্মণানাধুং রাজা।"

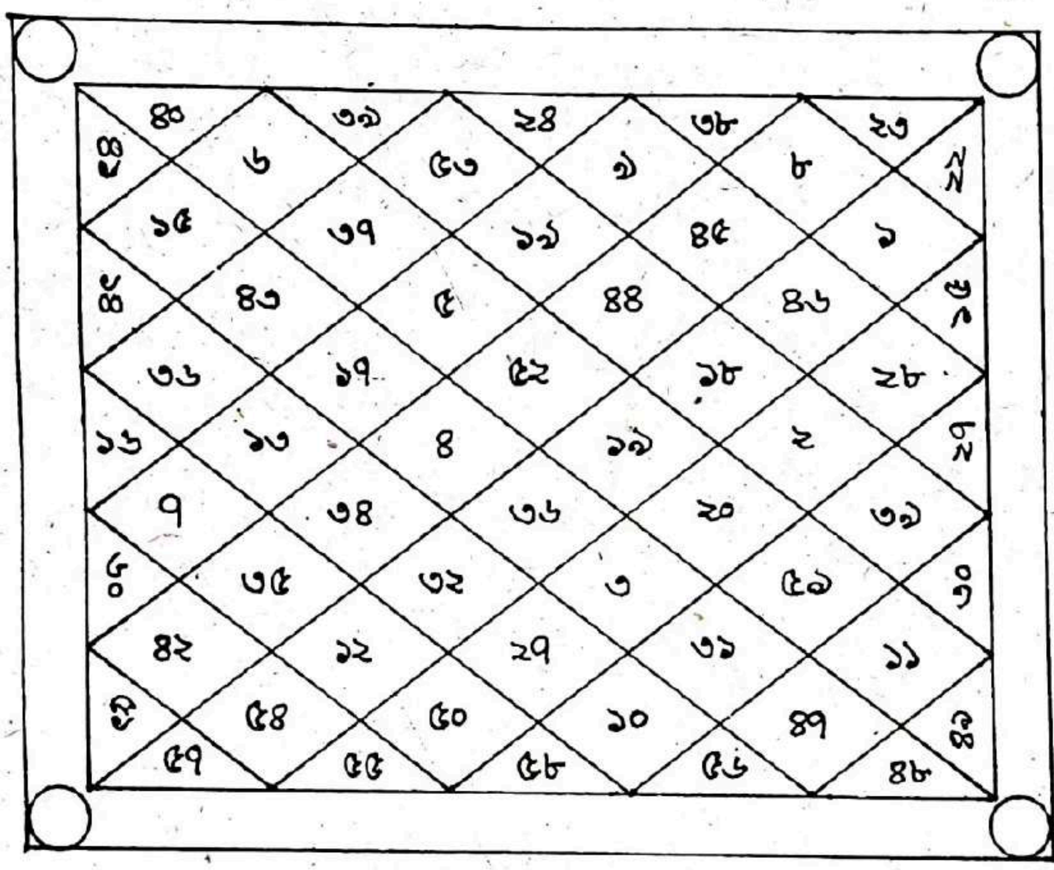

যন্ত্রনির্মাণ—পাঁচতোলা রূপার পাতে উক্ত যন্ত্র খোদাই করে, তদুপরি একটি মুক্তা রেখে, পূর্ববৎ সঙ্কল্প, প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করে ৭ দিন পর্যন্ত যন্ত্রের পূজা করবে। অষ্টম দিনে হোমাদি কার্য সমাপন করে মুক্তা ধারণ করবে। যন্ত্রটি ও একটি মুক্তা ব্রাহ্মণকে দান করবে। এতে লক্ষ্মী স্থায়ী হয় ও দূরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয়।

মঙ্গল যন্ত্র প্রয়োগ

জপমন্ত্র তন্ত্রোক্ত—"ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রং সঃ ভৌমায় স্বাহা।"
বৈদিক মন্ত্র—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিব ককুৎপতিঃ পৃথিব্যাঽয়ম্।
অপাধুং রেতাধুংসি জিন্বতি ভৌমায় নমঃ।।

জপসংখ্যা—১০,০০০ (দশ হাজার)।

দানসংখ্যা—মুগা, স্বর্ণ, গম, তাম্র, মসুর কলাই, গুড়, ঘৃত, রক্তবস্ত্র, কেশর।

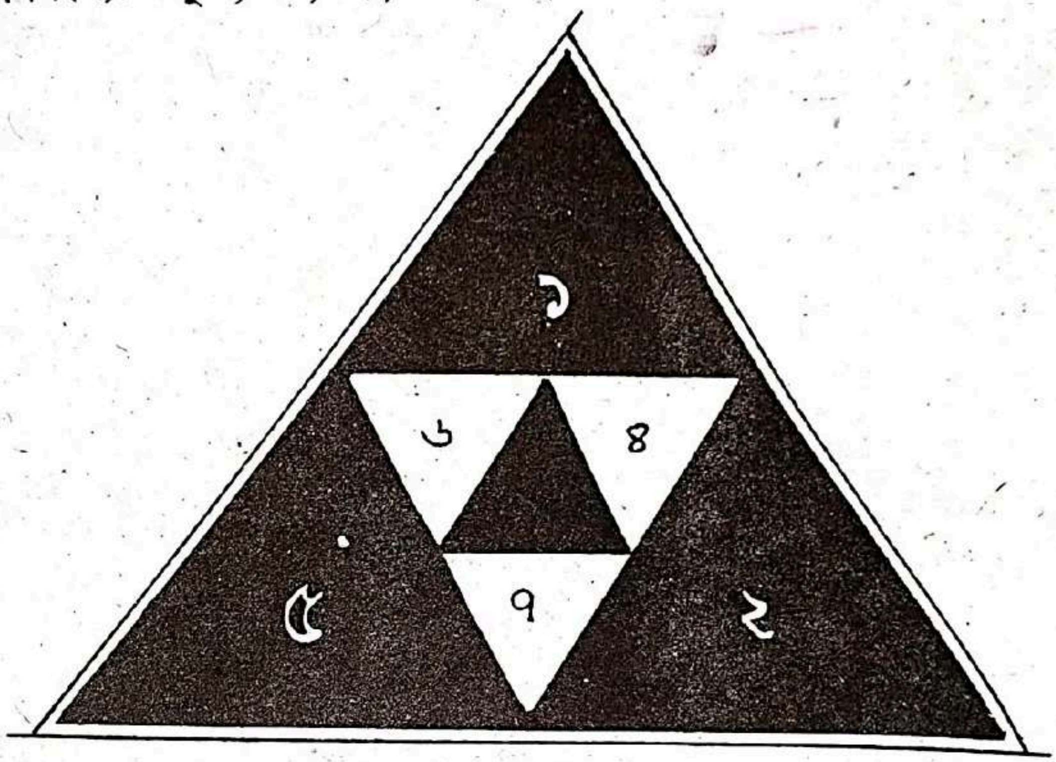

যন্ত্র নির্মাণ—তামার পাতে যন্ত্র খোদাই করে ৭ দিন পর্যন্ত যন্ত্রের ষোড়শোপচারে পূজা করবে এবং জপাদি করবে। হোমাদি শেষ করে অষ্টম দিনে দানদ্রব্য গ্রহবিপ্রকে দান করে মুগা ধারণ করবে।

বুধ যন্ত্র প্রয়োগ

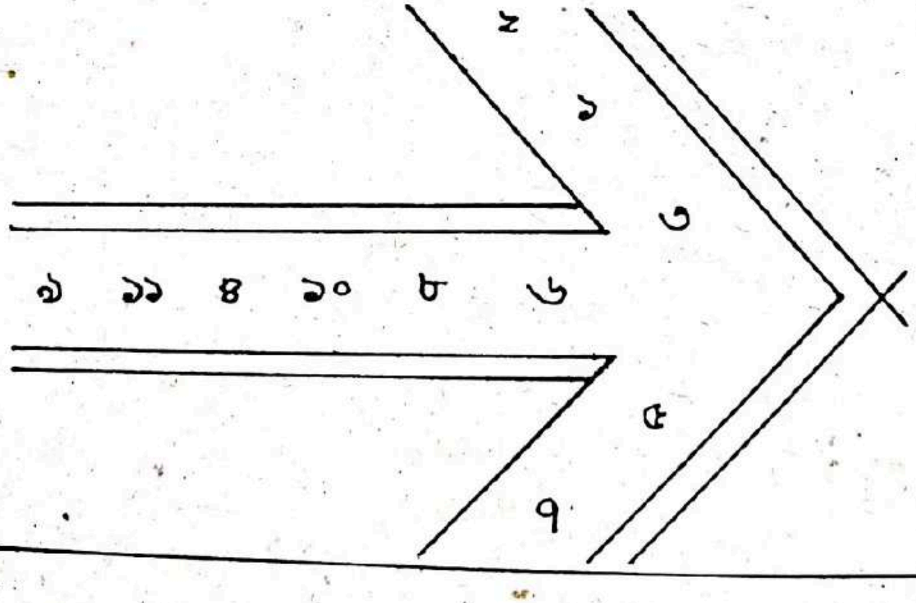

জপমন্ত্র—"ওঁ ব্রাং ব্রীং ব্রুং সঃ বুধায় স্বাহা।"

বৈদিক মন্ত্র—ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বম্ ইষ্টাপূর্তে সশুং সৃজেথাময়ঞ্চ।
অস্মিন্তসধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চসীদতঃ।।"

জপসংখ্যা—৮,০০০ (আট হাজার)।

যন্ত্রনির্মাণ—ছয় তোলা রূপার পাতে যন্ত্র খোদাই করে, স্থণ্ডিলে স্থাপন করে পূর্বোক্ত বিধিতে সঙ্কল্প ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করে ষোড়শোপচারে পূজা করবে এবং উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্রে ৪,০০০ (চার হাজার) হোম করবে। শেষে পান্না রত্ন ধারণ করবে ও দানদ্রব্য গ্রহবিপ্রকে দিবে।

বৃহস্পতি যন্ত্র প্রয়োগ

জপমন্ত্র—"ওঁ ঐং শ্রীং বৃহস্পতয়ে নমঃ। মতান্তরে "ওঁ জ্রাং জ্রীং জ্রুং সঃ গুরবে স্বাহা।

আহুতি মন্ত্র— "ওঁ বৃহস্পতে অতিনর্য্যো হাদ্য মস্বিভতিক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয় ঋতপ্রজা তত্বদাস্মা শূদ্রবিণং ধেহচিত্রম।।

জপসংখ্যা— ৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচ শত)।

দানদ্রব্য—পোখরাজ, স্বর্ণ, কাংস্য, ছোলার ডাল, চিনি, ঘৃত, পীতবস্ত্র, হরিদ্রা, বৃহস্পতি যন্ত্র, পীতপুষ্প।

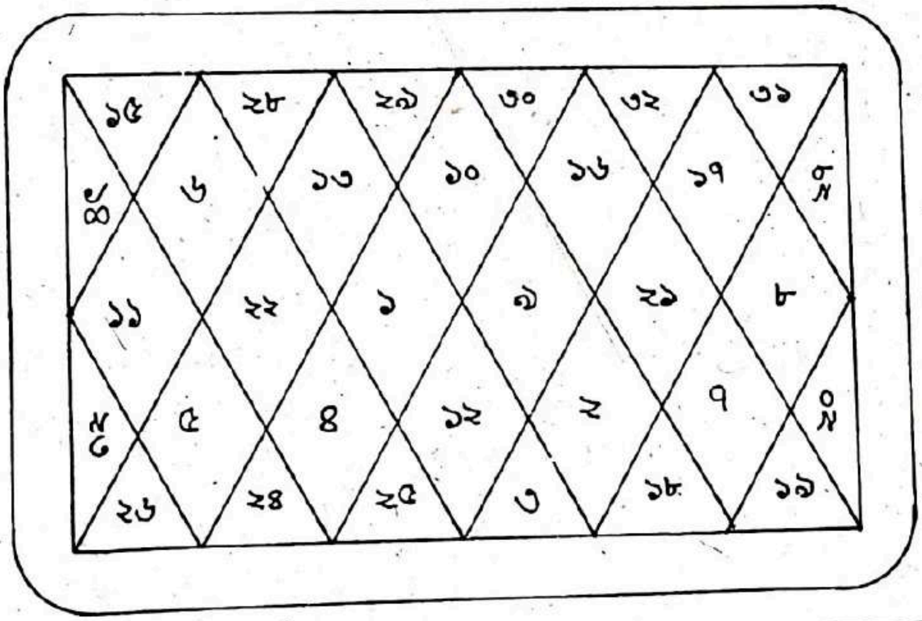

যন্ত্র নির্মাণ— রূপার পাতে যন্ত্র খোদাই করে যন্ত্রের ন্যায় স্থণ্ডিল নির্মাণ করে তাতে রেখে, তার মাঝে পোখরাজ রেখে, ছোলার ডালের দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করে তদুপরি কলস রেখে উপরোক্ত মন্ত্রে অভিষিঞ্চন করে, সঙ্কল্প ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে যন্ত্রের ষোড়শোপচারে পূজা করবে। দানদ্রব্যসহ পোখরাজটি গ্রহবিপ্রকে দান করবে, নতুন পোখরাজ ধারণ করবে।

শুক্র যন্ত্র প্রয়োগ

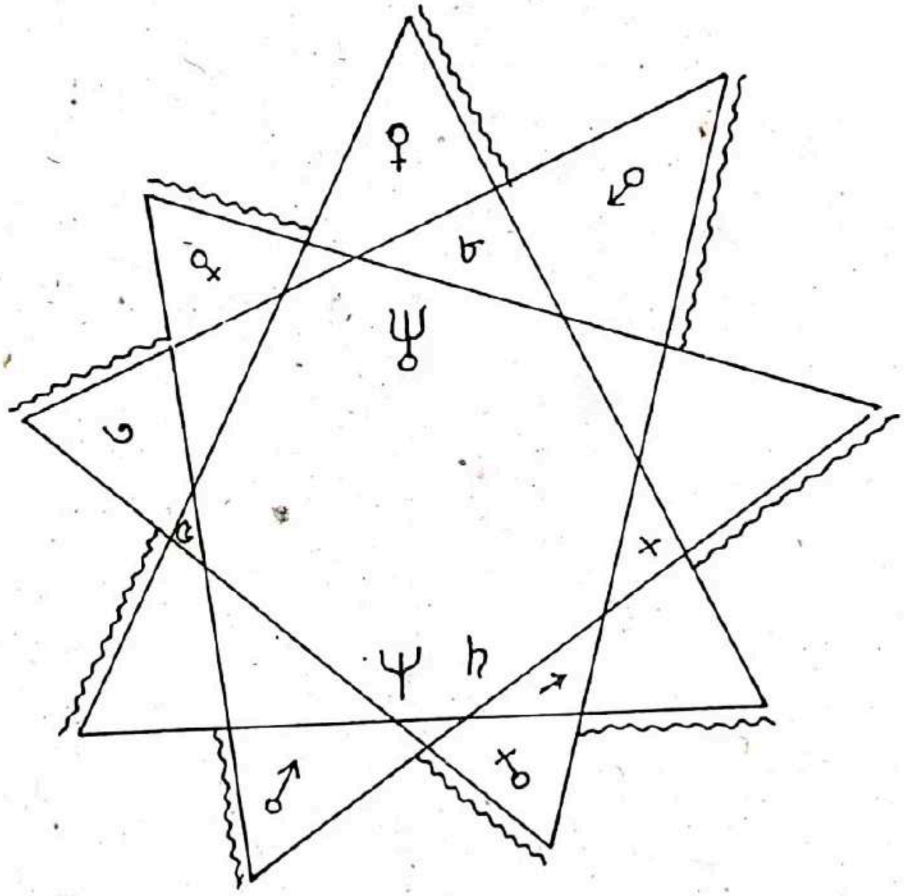

জপযন্ত্র— "ওঁ আং হং ওঁ সঃ।"

বৈদিক মন্ত্র— "ওঁ অন্নান্তরি শ্রুতোরসং ব্রহ্মণাব্যপি তৎক্ষার্থং জয়ঃ।
সোমং প্রজাপতি পতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপনামূর্ধং।
শুক্র সংধহন্দ্রং স্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োমৃত মধু।।"

এটিও স্বাহা যোগে আহুতি দেওয়া যায়।

জপসংখ্যা—১৬,০০০ (ষোল হাজার)।

দানদ্রব্য—হীরা, রূপা, স্বর্ণ, দুগ্ধ, শ্বেতবস্ত্র, দধি, আতপ চাউল, কর্পূর, ঘৃত, শ্বেতচন্দন, শ্বেতপুষ্প, শ্বেত গাভীসহ শুক্র যন্ত্র।

যন্ত্র নির্মাণ—রূপার পাতে যন্ত্র খোদাই করে, তার ওপর হীরা রেখে যথাবিধি পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করে ষোড়শোপচারে পূজা, জপ, হোমাদি সমাপ্ত করে সমস্ত দান দ্রব্য সহ হীরা ও যন্ত্রটি গ্রহবিপ্রকে দান করে স্বয়ং হীরা ধারণ করবে।

শনি যন্ত্র প্রয়োগ

জপমন্ত্র তন্ত্রোক্ত—ওঁ ষাং ষীং ষুং সঃ শনয়ে স্বাহা।"

বৈদিক মন্ত্র—"ওঁ শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥"

জপসংখ্যা—২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)।

দানদ্রব্য—শনি যন্ত্র, নীলা, লোহা, লৌহপাত্রে তিল, তিল তেল, মসুর কলাই, মহিষ, কৃষ্ণাগাভী, কৃষ্ণবস্ত্র।

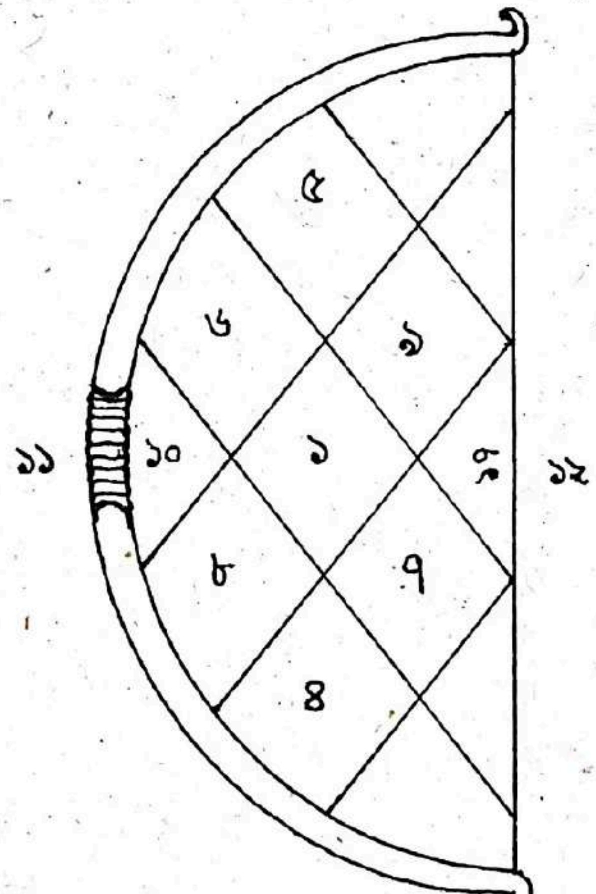

যন্ত্র নির্মাণ—রূপার পাতে শনি যন্ত্র খোদাই করে তদুপরি নীলা রেখে, পূর্বোক্ত প্রকারে ষোড়শোপচারে পূজা, জপ, হোম করে, নীলাসহ যন্ত্র ও সমস্ত দানদ্রব্য গ্রহবিপ্রকে দান করে নতুন নীলা শোধন করে ধারণ করবে।

রাহু যন্ত্র প্রয়োগ

জপমন্ত্র—"ওঁ ক্রোং ক্রীং হুং হুং টং টংক ধারিণ্যৈ রাহবে স্বাহা।"

বৈদিক মন্ত্র—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ।

সখাকয়া শচিষ্ঠয়াবৃতাঃ॥

জপসংখ্যা—১৮,০০০ (আঠারো হাজার)।

দানদ্রব্য— রাহু যন্ত্র, গোমেদ, গম, নীলবস্ত্র, কম্বল, তিল, সরষের তেল, লোহা, অভ্রক।

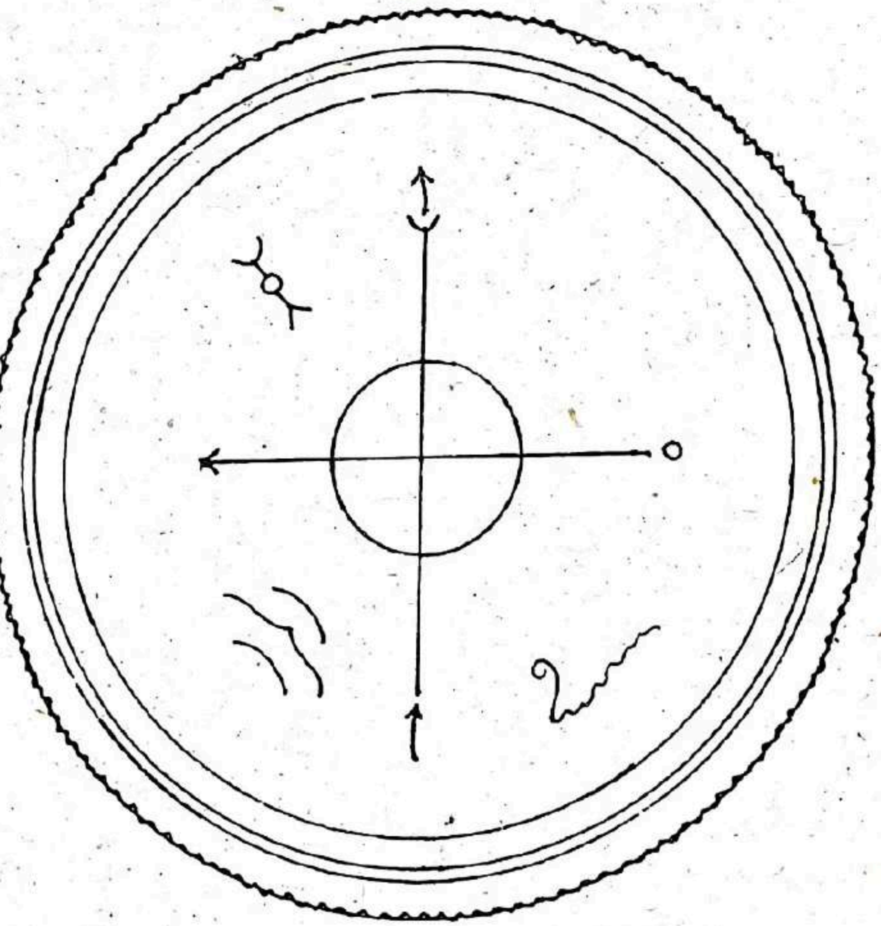

যন্ত্র নির্মাণ—রূপার পাতে যন্ত্র নির্মাণ করে স্থণ্ডিলে রেখে সঙ্কল্প ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করে যোড়শোপচারে পূজা করে, জপ ও হোমাদি সমাপন করে, যন্ত্রাদিসহ সমস্ত দানদ্রব্য গ্রহবিপ্রকে দান করে, পরে গোমেদ ধারণ করবে।

কেতু যন্ত্র প্রয়োগ

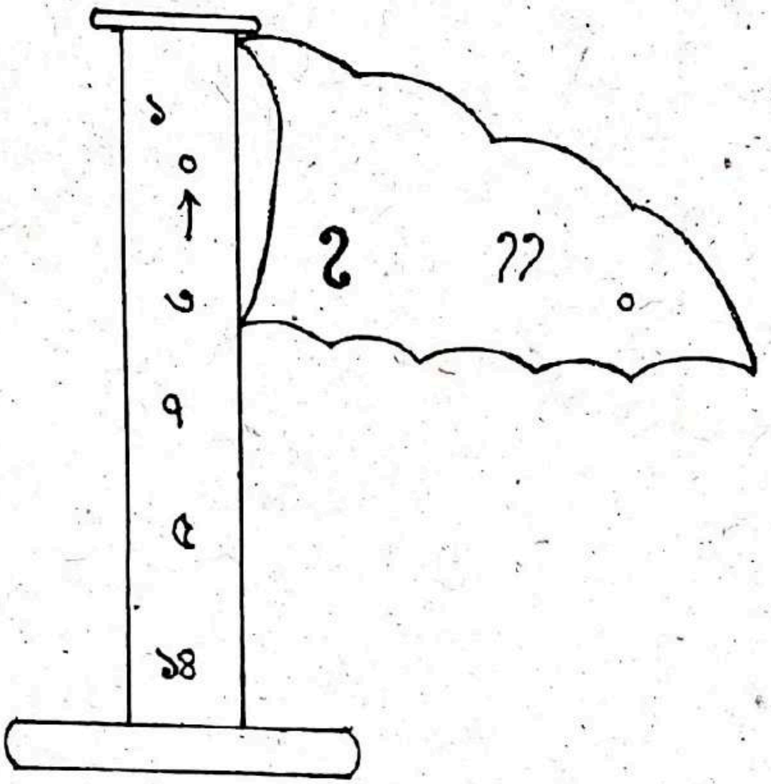

জপমন্ত্র—"ওঁ ক্লাং ক্লীং ক্লুং সঃ কেতবে স্বাহা।"

বৈদিক মন্ত্র—"ওঁ কেতু কৃন্নন্ন কেতবে পেশোমর্যা অপেশষে।
সমুসদ্ভি রজায়থাঃ।

জপসংখ্যা—১৭,০০০ (সতেরো হাজার)।

দানদ্রব্য—কেতু যন্ত্র, ক্যাটস আই, লোহা, তিল, কালো কম্বল, কস্তুরী, অস্ত্র, কৃষ্ণবস্ত্র, সরষের তেল, কৃষ্ণ পুষ্প।

মন্ত্র নির্মাণ—সাত তোলা রূপার পাতে কেতু যন্ত্র খোদাই করে, তার ওপর ক্যাটস আই রেখে বিধিমত প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করে যোড়শোপচারে পূজা, জপ, হোম, শেষ করে দানদ্রব্যাদি যন্ত্রসহ বিপ্রকে দান করে রত্ন ধারণ করবে।

রাহু হোমের বিশেষ যন্ত্র—"ওঁ হ্রীং কৃং ক্রূররূপিণ্যৈ কেতবে স্বাহা।

বিঃ দ্রঃ—প্রতিটি গ্রহের যন্ত্র যেভাবে খোদাই হবে, সেইভাবেই পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা স্থণ্ডিল অঙ্কন করে তার ওপর যন্ত্র রেখে পূজা করতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
রত্ন, মূল ও ধাতু প্রকরণ

গ্রহ	রত্ন	ধারণবিধি
সূর্য	চুনী(মাণিক্য)	সোনা বা তামার আংটিতে (৫ রতি)।
চন্দ্র	মুক্তা	রূপার আংটিতে।
মঙ্গল	মুগা	তামা বা সোনায়।
বুধ	পান্না	সোনার আংটিতে।
বৃহস্পতি	পোখরাজ	সোনার আংটিতে।
শুক্র	হীরা	রূপা বা সোনার আংটিতে।
শনি	নীলা	রূপার আংটিতে।
রাহু	গোমেদ	রূপার আংটিতে।
কেতু	ক্যাটস আই	রূপার আংটিতে।

রত্নের উপরত্ন

রত্ন	উপরত্ন
চুনী	—
মুক্তা	নিমরু ও চন্দ্রমণি
মুগা	সঙ্গমুগা
পান্না	সগপন্না, মরগজ, পীতপর্নী
পোখরাজ	সোনালী, কৈরু, কেশরী
নীলা	নীলিয়া, জামুনিয়া
গোমেদ	তুরসা, সাফী।
ক্যাটখ্ আই	সঙ্গী, গোমন্ত, গোদন্তী।

রোগের ওপর রত্নের প্রভাব

রত্ন	রোগের ওপর প্রভাব
চুনী মাণিক্য	রক্তবিকার রোগে মাণিক্য ভস্ম উপকারী, রক্ত পায়খানায় মাণিক

ধোয়া জল উপকারী। গ্রহনী ও অতিসারে বুড়ো আঙ্গুলে মাণিক বেঁধে রাখবে। নপুংখতা ও রক্তার্শে মানিক্যভস্ম উপকারী। গৃহে থাকলে রোগ বীজাণু নষ্ট হয়।

মুক্তা পাথুরীরোগে মুক্তা ভস্ম মধুসহ সেবন। প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা হলে মুক্তা ভস্ম কেওড়াজল সহ, শরীর গরম হলে শুদ্ধ মুক্তা ধারণ, অর্শরোগে ও গ্রন্থি বেদনায় মুক্তা ভস্ম, স্ত্রীলোকের উদর সংক্রান্ত ব্যাধিতে মুক্তা ধারণে উপকার হয়।

মুগা রক্তসম্পর্কিত রোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধিতে মুগা ভস্ম মধুসহ সেবন, মন্দাগ্নিতেও মুগাভস্ম জলসহ, প্লীহা ও পেটের বেদনায় মুগা ভস্ম দুধের সঙ্গে ও জলসহ সেবন ও দুর্বলতায় মুগা ভস্ম, মৃগী, হৃদরোগ, বায়ুরোগ ইত্যাদিতে মুগা ভস্ম দুগ্ধসহ সেবনে উপকার হয়।

পান্না ২১দিন পর্যন্ত পান্নাকে কেওড়া জলে ভিজিয়ে রেখে ঘসে দুধের সরের সঙ্গে খেলে—বুদ্ধি, বল, বীর্য প্রবল হয়। আধকপালী, অর্শ, জ্বর, ভগন্দর, রক্ত সংক্রান্ত রোগে পান্নাভস্ম মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

পোখরাজ জণ্ডিস, একাহিক জ্বরে পোখরাজ ঘসে মধুসহ সেবন। হাড়ের যন্ত্রণা, অর্শ, কাশি, ইত্যাদিতে পোখরাজ ভস্ম উপকারী, কিছুক্ষণ মুখে রাখলে মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

হীরা মন্দাগ্নিতে হীরা ভস্ম মধুসহ। বীর্য তারল্যে হীরা ভস্ম দুগ্ধসহ দুর্বলতা, শক্তিহীনতা, অতিসার, অজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ রোগে হীরা ধারণ উপকারী।

নীলা চোখের রোগ, চক্ষু জ্বালা, ক্ষীণ দৃষ্টি, চোখে জল পড়া, ছানি প্রভৃতি রোগে নীলা কেওড়া জলের সঙ্গে ঘসে চোখে দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। নীলা ভস্ম পাগলামি আরোগ্য করে। ধারণে চক্ষু রোগ, বমন, কাশি, রক্তবিকার, বিষমজ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

গোমেদ গোমেদ ভস্ম প্রত্যহ সেবনে—বল, বুদ্ধি, বীর্য বৃদ্ধি পায়। দুধের সঙ্গে খেলে—মৃগী, মাথাঘোরা, বায়ুবিকার অর্শ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ধারণ করলে—চুলকানি, খোস, উপদংশ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ক্যাটস আই দুধের সঙ্গে এই রত্ন ভস্ম সেবনে—উপদংশ, প্রমেহ দূর হয়। ঘৃতের সঙ্গে খেলে নপুংসতা দূর হয়। মধুর সঙ্গে খেলে রক্ত পায়খানা আরোগ্য হয়। অশ্বত্থ কাঠের ভস্ম সহ এই রত্ন ভস্ম সেবনে, চোখের রোগ আরোগ্য হয়। এই রত্ন ধারণে অজীর্ণ, আমবাত, ডায়াবেটিস রোগ দূর হয়।

গ্রহদোষে মূল ধারণ

সূর্য বিরুদ্ধ হলে—বিল্বমূল। **চন্দ্রের**—ক্ষীরিকামূল। **মঙ্গলের**—অনন্তমূল। **বুধের**—বৃদ্ধদারকের মূল। **বৃহস্পতির**—আপাং মূল। **শুক্রের**—সিংহপুচ্ছের মূল। **শনির**—শ্বেতবেড়েলার মূল। **রাহুর**—শ্বেতচন্দন মূল। **কেতুতে**—অশ্বগন্ধার মূল ধারণীয়।

মূল তোলার বিধি

যে গাছের মূল তুলতে হবে, মূল তোলার পূর্বদিন সেই গাছের কাছে গিয়ে জল দ্বারা গাছকে স্নান করিয়ে গাছে ধূপ-দীপ দিয়ে প্রণাম ও ৭ বার প্রদক্ষিণ করে আসতে হবে। পরদিন গাছের কাছে গিয়ে কিছু শ্বেত সরিষা ছড়িয়ে ভূতাপসারণ করবে। মন্ত্র, যথা—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা, সে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তুতে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতা॥

ভূতাপসারণ করে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (অক্ষত) দ্বারা গাছের পূজা করবে। যথা—**"ওঁ বৃক্ষ দেবতায় নমঃ।**

তারপর করযোড়ে বলবে—হে বৃক্ষদেবতা! আমি অমুক গ্রহশান্তির জন্য আপনার মূল গ্রহণ করছি। আপনি আমার গ্রহদোষ শান্তি করুন। এই বলে প্রণাম করে মূল তুলে আনবে।

মূল শোধন—এক ইঞ্চির ওপর মূল কেটে, শোধিত পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে তদুপরি বিরুদ্ধ গ্রহের পূজা করে, সাধ্যমত গ্রহের মন্ত্র জপ করে ধারণ করবে। শুষ্ক হয়ে গেলেই পুনরায় নতুন ধারণ করতে হয়।

মূল তোলার শুভদিন ও সময়

সূর্যের—বিল্বমূল, পুষ্যানক্ষত্র বা কৃত্তিকা, উত্তর ফাল্গুনী বা উত্তরাষাঢ়া যুক্ত

রবিবারে প্রাতঃ ৯টার মধ্যে তুলে এনে ধারণ করতে হবে।

চন্দ্রের—ক্ষীরিকা মূল। পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত বৃহস্পতিবারে বা রবিবারে প্রাতঃ দশটার মধ্যে মূল তুলে এনে ধারণ করতে হবে। সাদা সূতায়।

মঙ্গলের—অনন্ত মূল। মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র থাকলে বা মঙ্গলে থাকলে সেদিন মৃগশিরা, চিত্রা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে দিবা ১১টার মধ্যে মূল তুলে ধারণ করতে হবে। লাল সূতায়।

বুধের—বৃদ্ধদারকের মূল। অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, রেবতীযুক্ত বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার মধ্যে মূল ধারণ করতে হবে। নীল সূতায়।

বৃহস্পতি—ব্রহ্মযষ্টির (বামনহাটির) মূলপুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত বৃহস্পতিবারে দিবা ১১টার মধ্যে মূল তুলে ধারণ করতে হবে। নীল সূতায়।

শুক্রের—সিংহপুচ্ছের (রামবাসকের) মূল, বৃষ, তুলা, মীনরাশিতে শুক্র থাকলে বা ভরণী, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র যুক্ত শুক্রবার শুভসময়ে মূল সাদা সূতায় ধারণ করবে।

শনির—শ্বেতবেড়েলার মূল, মকর বা কুম্ভরাশিতে শনি থাকলে, বা উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্র যুক্ত শনিবার শুভমুহূর্তে মূল তুলে এনে কালো সূতায় ধারণ করবে।

রাহুর—শ্বেতচন্দন মূল। স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রানক্ষত্রে শুভ সময়ে মূল তুলে এনে নীল সূতায় ধারণ করবে।

কেতুর—অশ্বগন্ধার মূল। মেষ, মীন বা ধনুরাশিতে চন্দ্র থাকলে বা অশ্বিনী, মঘা, মূলা নক্ষত্রযুক্ত বুধবার বা শুক্রবারে সন্ধ্যা ৫ টা থেকে ৮টার মধ্যে মূল তুলে এনে ছাই রঙের সূতায় ধারণ করবে।

গ্রহদোষে ধাতু ধারণ

সূর্যের—তাম্র। **চন্দ্রের**—শঙ্খ। **মঙ্গলের**—স্বর্ণ। **বুধের**—স্বর্ণ। **বৃহস্পতির**—রৌপ্য। **শুক্রের**—রৌপ্য। **শনির**—লৌহ, সীসা। **রাহুর**—পঞ্চধাতু, (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য (মতান্তরে শলী) ও লৌহ)। কেতুর পঞ্চধাতু। **মতান্তরে সূর্যের**—স্বর্ণ। **চন্দ্রের** রৌপ্য।

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত মূল ধারণের বিধিতে ও উপরোক্ত মূল ধারণের শুভ তিথি নক্ষত্রে ধাতু পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে তদুপরি যথাসাধ্য গ্রহের পুজা ও যথাশক্তি গ্রহের মন্ত্র জপ করে, ধারণ করতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধ্যানমালা

সূর্যের ধ্যান

"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ—
র্মাণিক্য মৌলি মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়।"

প্রণাম মন্ত্র—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বন্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

চন্দ্রের ধ্যান

"ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্॥
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্যাস্যামাহুয়েত্তথা॥"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়।"

প্রণাম মন্ত্র—"দিব্যশঙ্খ তুষারাভ্যং ক্ষিরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্॥

মঙ্গলের ধ্যান

আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষিণোর্দ্ধ ক্রমাচ্ছক্তি বরাভয় গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তন্নদেব সমাহুয়েৎ।
স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি প্রত্যধিদৈবতম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায়।"

প্রণাম মন্ত্র—ধরণী গর্ভসম্ভুতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গ নমাম্যহম॥

বুধের ধ্যান

ওঁ মাগধং দ্যঙ্গুল্যত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্মগদা বরদ খড়্গিনম্॥
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিবৈষ্ণ বিষ্ণু প্রত্যধিদৈবতম্॥

পূজামন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং, শ্রীং বুধায়।

প্রণাম মন্ত্র—"প্রিয়ঙ্গু কলিকা শ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্বংগুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্॥

বৃহস্পতির ধ্যান

"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্॥
দক্ষোর্দ্ধাদিক্ষরবরদকারকাদণ্ড মাহ্বয়েৎ

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে।

প্রণাম মন্ত্র—দেবতানামৃষীনাঞ্চ গুরো কনক সন্নিভম্।
বন্দে ভুত ত্রিলোকেশং ত্বং নমামি বৃহস্পতিম্॥

শুক্রের ধ্যান

ওঁ শুক্রং ডোজকটংবিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥
সদাক্ষবরকরকাদণ্ড হস্তং সিতাম্বরম্।
শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যধিদৈবতম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়।"

প্রণাম মন্ত্র—হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণামাম্যহম্॥

শনির ধ্যান

"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রীগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্॥
ভম্বাণ শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতি প্রত্যধিদৈবতম্॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়।

প্রণাম মন্ত্র—"নীলাঞ্জন চয় প্রখ্যং বরিসূত মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।"

রাহুর ধ্যান

"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ ॥
চতুর্বাহুং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম করন্তথা।
কামাধিদৈবতং সূর্য্যাস্যং সর্প প্রত্যধিদৈবতম্ ॥

পূজামন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।"

প্রণাম মন্ত্র—"অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দকম্।
সিংহিকায়ং সূতং রৌদ্রং ত্বং রাহু প্রণমাম্যহম্।"

কেতুর ধ্যান

"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।
ধূম্র গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্॥
সূর্য্যাস্যং ধূম্র বসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধি দৈবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যধিদৈবতম্।

পূজামন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।"

প্রণাম মন্ত্র—"পলাল ধূম সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম॥"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কবচমালা

নবগ্রহ কবচম্

ওঁ শিরো মে পাতু মার্তণ্ডঃ কপাল রোহিণীপতিঃ।
মুখমঙ্গারকং পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ ॥১॥
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতি নন্দনঃ ॥২॥

পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রানি বপুঃ সদা ॥৩॥
অংশৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ।
গুহ্যং লিঙ্গং সদা পান্তু সর্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ ॥৪॥
অণিমাদীনি সর্বানি লভতে যঃ পঠেদ্ ধ্রুবম্।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্ যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ ॥৫॥
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী-রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।
অপুত্রো লভতেপুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ॥৬॥
দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৭॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ।
যঃ করে ধারয়োন্নিত্যং ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥৮॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
সর্বপাপ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাৎ ॥৯॥
নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য্য সমন্বিতা।
কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥১০॥
—ইতি গ্রহযামলে নবগ্রহ কবচম্—

সূর্য কবচম্

সূর্য-উবাচ

"ওঁ শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নামং কবচং পরমাদ্ভুতম্॥
যজজ্ঞাত্বা মন্ত্রবিদ্ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপো ভবেৎ॥
পঠনাদ্ ধারণাৎ বিষ্ণুঃ সর্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয় সর্বে সর্বৈশ্বর্য মবাপ্নুয়ু॥
কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোনুষ্টু বুদাহৃতম্।

শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্বদেব নমস্কৃতঃ।
যশ আরোগ্য মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।
ওঁ প্রণবং মে শিরঃ পাতু ঘৃনির্মে পাতু ভালকম্॥
সূর্য্যোঽব্যান্নয়নুস্বন্দু মদিতাঃ কর্ম যুগ্মকম্।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদ॥
চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্।
এক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রোঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
শিরো বহ্নি সমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দু ভূষিতঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্তিতঃ।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥
শীর্ষাদি পাদ পর্যন্তং সদা পাতু মনুত্তমঃ।
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু মোকেষু দুর্লভম্॥
শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্য বিবর্ধনম্।
কুষ্ঠাদি রোগ শমনং মহাব্যাধি বিনাশনম্॥
বহুনাং কিং ময়োক্তেন যদ্ মনসি বর্ততে॥
তত্তৎ সর্বং ভবেৎ তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব রাক্ষসাঃ॥
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ ন দ্রষ্টুমণি তৎক্ষণাৎ।
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্তনাদপি॥
ভূর্জপত্রে সমলিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাং চ বিশেষতঃ॥
ধারয়েদ্ সাধক শ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রিয়ো ভবেৎ।
ত্রিলৌহ মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্দক্ষিণে করে॥
শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ।
ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্য মঙ্গলাভিধম্॥
কবচং দুর্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্॥
সিদ্ধির্ণ জায়তে তস্য কল্পকোটি শতৈ রশিঃ॥
—ইতি ব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য্য কবচম্।

চন্দ্র কবচম্

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাতত্ত্বং সোমস্য কবচং শুভম্।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবী সোমরিষ্টং প্রণশ্যতি॥
অস্য শ্রীচন্দ্রমসঃ কবচস্য অত্রিঋষিঃ স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ
শ্রীসোমো দেবতা সোমরিষ্টি শান্ত্বর্থ্যং জপে বিনিয়োগঃ।
কং খং গং ঘং ঙং পাতু হৃদয়ং যামিনি পতিঃ।
চং ছং জং ঝং ঞং পাতু মস্তকং মেহত্রি গোত্রজঃ॥
টং ঠং ডং ঢং ণং পাতু শিখাঞ্চ তাপহা মম।
তং থং দং ধং নং কবচং মে মৃগাঙ্কঃ শ্বেতপাদ্মভৃৎ॥
পং ফং বং ভং মং পাতু নেত্রে মে রোহিনীপতিঃ।
যং রং লং বং শং ষং সং হং সর্বাঙ্গে পাতু চন্দ্রমাঃ॥
কবচং দ্বিজরাজস্য কথিতং বীরবন্দিতে।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সর্বারিষ্টং বিনশ্যতি॥
কর্পূর চন্দনৈর্যুক্তং কৃত্বা ভূর্জে বরাননে।
ক্ষীরিকামূল সংযুক্তং রৌপ্যস্থং ধারয়েদ্ যদি॥
সর্বব্যাধি প্রশমনং পুত্রদং ধনদং ভবেৎ।
সোমবারে মহেশানি কৃত্বাপবসমং মুদা॥
ভক্তিতঃ সোমমর্ভ্যর্চ কবচঃ ত্রিঃ পঠেত্তু যঃ।
মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেদ্ধ্রুবম্॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা সোমযোগং করোতি যঃ।
নিষ্ফলা সা ক্রিয়া তস্য জপপূজাদিকং তথা॥
—ইতি সাধুসঙ্কলিনীতন্ত্রে সোমস্য কবচম্—

মঙ্গল কবচম্

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহেশানি ভৌমস্য কবচং মুদা।
পঠনাদ্ ধারণাদ্ যস্য ভৌমরিষ্টং প্রণশ্যতি॥

অস্য শ্রীমঙ্গলমহাগ্রহ কবচস্য ভরদ্বাজঋষিঃ ষড়ষ্টকা পংক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীমঙ্গলো দেবতা মঙ্গলগ্রহ প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অং আং মে শিরঃ পাতু ইং ঈং পাতু কপোলকম্।
উং ঊং কর্ণৌ যদা পাতু ঋং ৠং মে পাতু ভালকম্॥
ঌং ৡং পাতু সদা এং তৌ ঐং পাতু শ্রুতি মম।
ওং ঔং পাতু সদা নেত্রদ্বয়ং মে ধরণীপূতঃ॥
অং পাতু মম হৃদয়ং অঃ সর্বাঙ্গং মমাবতু।
ইদং ভৌমস্য কবচং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ॥
সর্বব্যাধিবিনির্মুক্তো গ্রহপীড়া ন দারুণঃ।
ভৌমবারে নিশাভাগে উপবাসং করেতি যঃ॥
ঋণগ্রস্তং ঋণ রেখাঙ্গারেনৈব কারয়েৎ।
প্রোঞ্ছয়েৎ বামপাদেন ঋণং ত্যক্ত্বা ধনং লভেৎ॥
কবচং ত্রিঃ পঠেদ্দেবি নিশামধ্যে বরাননে।
প্রাতঃ স্নাত্বা দ্বিজোঽর্ভ্যর্চ্য পারণঞ্চ স্বয়ং করেৎ।
এবং সমাপ্তং দেবেশি যঃ কুর্য্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ॥
ঋণমুক্তো মহেশানি ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্।
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং রক্তচন্দন মিশ্রিতে॥
সিংমূলান্বিতাং কৃত্বা তাম্রস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
ক্ষতব্রণাদ্যা যাবন্তো দোষা নশ্যন্তি পার্বতি॥

—ইতি শ্রীসাধুমঙ্কলিনী তন্ত্রের হর-পার্বতী সংবাদে ঋণমোচক মঙ্গল কবচম্ সমাপ্তম্—

বুধ কবচম

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বুধস্য কবচং প্রিয়ে।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ নরঃ শুদ্ধত্বমাপ্নুয়াৎ॥

অস্য শ্রীবুধগ্রহ কবচস্য শক্তিঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীবুধো দেবতা বুধ গ্রহারিষ্ট শান্তর্থ্যং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মমোদরম্।
হূং হূং পাতু সদা কণ্ঠং ঋং ঋং পাতু কটিস্থলম্॥
ঐং হ্রীং পাতু সদা স্কন্ধৌ হূং ফট্ পাতু স্তনদ্বয়ম্।

হ্রীং হ্রীং করঞ্চ মে পাতু হ্রীং ফট্ পাতু পদদ্বয়ম্॥
আং নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রীং হ্রীং সৌম্য গুদং তথা।
অকারাদি ক্ষকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু সোমজঃ॥
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ।
ত্রিসন্ধ্যাং যঃ পঠেদ্দেবি সৌন্দর্য্যং স সবাপ্নুয়াৎ॥

লিখিত্বা ভূর্জপত্রে তু কুঙ্কুমেন বরাননে।
বাট্যালমূল সংযুক্তং স্বর্ণস্থং ধারয়েত্তু যঃ॥
বামে চ দক্ষিণে চৈব স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ।
পুংসঃ স্ত্রী বশমাপ্নোতি স্ত্রিয়াঃ পুমান্ ন সংশয়ঃ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্ চন্দ্রমা সৃতম্।
পূজাদিকং তস্য স্মরণ মেঘস্য গর্জনম্॥

—ইতি সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে বুধ কবচম্—

বৃহস্পতি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক।
গুরোশ্চ কবচং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয়॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং ব্রহ্মরূপিণম্।
যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ববিদ্যানিধি ভবেৎ॥
কবীনাং জ্ঞানজনকং সাধূনাং সুখদায়কম্।
অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরাৎ ব্যাধিভীতি জ্বরাপহম্॥

অস্য শ্রীবৃহস্পতি কবচস্য আঙ্গিরসঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতির্দেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং শিরঃ পাতু গুরুসদা।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং কণ্ঠং পাতু বৃহস্পতিঃ॥
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং নাভিং পাতু সদাগুরু।

এং তং থং দং ধং নং ঐং গুরুং পাতুদরং মম॥
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং পাতু লিঙ্গং বাচস্পতির্মম।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং অঃ পাতু সর্বাঙ্গ দেবপূজিতঃ॥
নাসাদিচক্ষুর্বদনং হস্ত পাদৌ ত্বচং কটিম্।
পাদাধঃ কেশ পর্যন্তং পাতু সদৈব এব চ॥
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতে শুভম।
অস্য প্রপঠনাদ্দেবি কবিজ্ঞানী চ সাধক॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বীজমন্ত্রং জপেত্তু যঃ।
শতলক্ষ জপে নাপি তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধিদম্।
যস্ত্রিসন্ধ্যং মহেশনি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ॥
পঠনাদ্ বর্ষমধ্যে হি বিদ্যা চ বিপুলাং ভবেৎ।
ভূর্জপত্রে রোচনয়া লিখিত্বা যস্তু ধারয়েৎ।
ত্রিরাত্র মধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ॥
—ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে বৃহস্পতেঃ কবচম্—

শুক্র কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্বতন্ত্র প্রকাশকৃৎ।
কথয়স্ব মহাদেব কবচং ভার্গবস্য চ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুক্রস্য কবচং মুদা।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি পুত্রপৌত্রান্বিতো ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন বন্ধ্যা চ পুত্রিনী ভবেৎ॥

অস্য শ্রীশুক্রকবচস্য ভার্গবঋষিঃ পঙক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীশুক্রোদেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হৃদয়ং পাতু মে সদা।
হূং বীজং মে শিখাং পাতু হ্রৈং বীজং কবচং মম॥
হ্রৌং নেত্রে মে সদা পাতু হ্রঃ সর্বাঙ্গং সুলোচনে।
অকারাদি ক্ষকারান্তং বর্ণং পঞ্চাশদেবতু॥

ঊর্ধমধশ্চতুর্দিক্ষু সর্বত্র পাতু ভার্গবঃ।
ইদং হি কবচং দিব্যং ভৃগুরিষ্ট বিনাশনম্।।
শতধা পঠনাদ্দেবি পুরশ্চর্য্যা ফলং লভেৎ।
সূর্যে তৌলিগতে দেবি ভৃগুবারে নিশামুখে।।
শতধা পঠনাদ্দেবি শুক্র বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
ধ্বজভঙ্গাদি রোগশ্চ ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি পার্বতী।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেৎ তু যঃ।
নিষ্ফলা জপপূজা চ মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।।

—ইতি সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে শুক্র কবচম্—

শনি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

বিরূপাক্ষ মহাভাগ মহাদেব জগদ্গুরো।
শনৈশ্চরস্য কবচং কৃপয়া মে প্রকাশয়।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি জগন্মাতর্বিশ্বচৈতন্যরূপিনী।

শনৈশ্চরস্য কবচং ত্রৈলোক্য মঙ্গল প্রদম্।।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ শনেঃ পীড়ানিবারণম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনবান্ ভবেৎ।।
শত্রুনাশ করশ্চৈব সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদম্।

অস্য শ্রীশনৈশ্চর কবচস্য কালগ্নিঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চরো দেবতা সর্বাপচ্ছান্তৌ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হুং হুং হুং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মুখং মম।
আং হ্রীং কটিং সদা পাতু ঐং হ্রীং সৌরী ককুৎস্থলম্।।
কীং লং কণ্ঠং সদা পাতু ওঁ গ্লৌং পাতু স্তনদ্বয়ম্।
হূং ফট্ মধ্যে সদা পাতু হ্রীং ফট্ স্বাহা কটিং মম।।
আং হ্রীং ক্রোং রসনাং পাতু হীং ক্ষং পাতু ভ্রূবৌ মম।
অকারাদি ক্ষকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু মে সদা।।
পূর্বে শনৈশ্চরঃ পাতু যাম্যাং কালঃ সদাবতু।

পশ্চিমে সূর্য্যপুত্রশ্চ উদীচ্যাং ভাস্করাত্মজঃ ॥
ঈশানে পাতু মে সৌরিরাগ্নেয্যাং কাল এব চ।
নৈঋত্যাস্তু যমঃ পাতুর্বায়ব্যাং পাতু ভাস্করিঃ ॥
রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং কবচেন বরাননে।
তৎসর্বং পাতু দেবেশি ছায়াপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥
এতত্তে কথিতং দেবি কবচং রিষ্টনাশনং।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি শনিরিষ্টং প্রশাম্যতি ॥
শুক্লাষ্টম্যাং শনের্বারে পঞ্চানন গতে রবৌ।
এতদ্ যোগং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ ॥
আয়স প্রতিমাং কৃত্বা নিশামধ্যে প্রপূজয়েৎ।
কৃষ্ণপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যঃ কৃষ্ণবস্ত্রৈশ্চ সাধকঃ ॥
পূজয়িত্বা নিশামধ্যে কবচং দশধা পঠেৎ।
প্রতিশ্লোকং মহেশানি স্বাহা প্রণব পুটিতম্ ॥
জুহুয়াৎ কটুতৈলেন কালকূটেন বা যতম্।
তদা শত্রুবিনাশঃ স্যাৎ সপ্তাহান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

—ইতি সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে শনৈশ্চর কবচম্—

রাহু কবচম্

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকৃৎ।
কথয়স্ব মহাদেব স্বর্ভানোঃ কবচং প্রভো ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণুষ্ব দেবি চার্বঙ্গি ত্বং মে সর্বস্বরূপিনী।
স্বর্ভানুকবচং দেবি মহাতেজঃ প্রদং ভবেৎ ॥
সর্বগ্রহানাং তেজস্বী সবিতা বীরবন্দিতে।
শক্তস্তমাচ্ছাদয়িতুং যঃ স রাহুর্মহাবল ॥
স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ।
দস্যুভয়হরো রাহুস্তেজস্বিত্ব প্রদায়কঃ ॥
সৈংহিকেয়স্ব কবচ ধারণাদ্ বরবর্ণিনি।
মহাবীরোঽতি বলবান মল্লবিদ্যা বিশারদঃ ॥

করিকুম্ভদারণায় শক্তো ভবতি পার্বতি।

অস্য শ্রীমদ্রাহু কবচস্য বিরূপাক্ষঋষিঃ পঙক্তিশ্ছন্দো রাং বীজম্ উং শক্তি স্বর্ভানুর্দেবতা রাহুগ্রহরিষ্ট শান্ত্যর্থ্যং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্।
ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং চরণং পাতু আং ঈং উং বাহু যুগ্মকম্॥
গ্লাং গ্লীং গ্লুং মুরুং পাতু হ্রীং স্বাহা ক্লী কটিং মম।
মহাগ্রহঃ পাতু মে বক্ষঃ যাং যীং যূং লিঙ্গমূলকম্॥
ওঁ হ্রীং ক্লীং মে গুদং পাতু ক্লীং স্বাহা জানুযুগ্মকম্।
ক্লীং হংসঃ কর্ণজিহ্বে চ ওঁ ক্লীং নাভিং সদাবতু॥
আপাদমস্তকং পাতু সর্বাঙ্গং সৈংহিকেয়কঃ।
এতত্তে কথিতং দেবি স্বর্ভানু কবচং প্রিয়ে॥
কবচেনাবৃতো যো হি রণমধ্যে বিশেন্মুদা।
বায়ু বহ্নি সমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ॥
মন্দাহে রাহুবেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদ্ যদি।
সমর্চ্য যঃ প্রফুর্বীত তস্য রিষ্টং বিনশ্যতি॥
অমাবস্যান্তে মন্দাহে যা বেলা রাহুরূপিনী।
তস্যাং পঠিত্বা নবধা সর্বশত্রু বিনাশকৃৎ॥
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহুমর্চয়তে যদা।
বিফলং জায়তে সর্বং সাধকো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥
পূজাজপাদিকং যত্তু সর্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ॥

—ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে রাহু কবচম্—

কেতু কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব সর্বতত্ত্ব বিশারদঃ।
কথয়স্ব মহাদেব শিখিনঃ কবচং ময়ি॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহামায়ে কবচং দেবদুর্লভম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সর্বান্ রোগান্ বিনাশয়েৎ॥
জ্বরাদীনাং মহেশানি শীঘ্রমেব প্রণাশনম্।

কুষ্ঠী শূলী জ্বরী দুঃখী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ধ্বজভঙ্গাদি রোগানাং নাশনং সুখবৃদ্ধিদম্ ॥

অস্য শ্রীকেতুকবচস্য যৈমিনীঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ শিখী দেবতা সর্বরোগপ্রশমনা পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ওঁ ওঁ শিখি মহাগ্রহ শিরোবদন কেশান, রসনোষ্ঠাধরান্ পাতু।
হ্রীং হ্রীং আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা আং হ্রীং ক্রোং বক্ষ উ
কটি বস্তি, পার্শ্বৌ ধ্বজগুহ্যজঙ্ঘৌ পাতু শিখিনোঽপি,
হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা।
ঐং ক্লীং গ্লৌং করচরণৌ তয়েরঙ্গুলানি
ত্বচ-রস-মাংস মজ্জাস্থি শুক্রানি রং রং রক্ষ রক্ষ ক্রুং ক্রং স্বাহা।
পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমোত্তরেশানাগ্নিনৈঋত বায়বাধউর্ধ্বাদি-
দশদিক্ষু সর্ববর্ণানি, কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং
ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং,
পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং,
হং লং ক্ষং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং
এং ঐং ওং ঔং অং অঃ সর্বত্র মাং রক্ষং স্বাহা।
ইতি তে কথিতং দেবি শিখিনঃ কবচং মুদা।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি জ্বরাদিব্যাধিনাশনম্ ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ তুরীয়কম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥
গুল্ম প্লীহাদি কুষ্ঠানং নাশনং ধনদং ভবেৎ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পুরশ্চর্যাং করোতি যঃ ॥
ন তস্য সিদ্ধিমাপ্নোতি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ ॥

—ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী-সংবাদে কেতোঃ কবচম্—

গ্রহগণের জপ সংখ্যা

রবি—৬,০০০ (ছয় হাজার)	চন্দ্র—১৫,০০০ (পনেরো হা
মঙ্গল—৮,০০০ (আট হাজার)	বুধ—১৭,০০০ (সতেরো হা
বৃহস্পতি—১৯,০০০ (উনিশ হাজার)	শুক্র—২১,০০০ (একুশ হাজ

নি—১০,০০০ (দশ হাজার) রাহু—১২,০০০ (বার হাজার)

কেতু— ১২,০০০ (বারো হাজার)

গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতা

হ	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	অধিদেবতা	প্রত্যধিদেবতা
র্যের	মাতঙ্গী	শিব	বহ্নি
ন্দ্রর	কমলা	উমা	জল
ঙ্গলের	বগলামুখী	স্কন্দ	ক্ষিতি
ধের	ত্রিপুরাসুন্দরী	নারায়ণ	বিষ্ণু
হস্পতির	তারা	ব্রহ্মা	ইন্দ্র
ক্রের	ভুবনেশ্বরী	ইন্দ্র	শচী
নির	দক্ষিণাকালী	যম	প্রজাপতি
হুর	ছিন্নমস্তা	কাল	সর্প
কতুর	ধূমাবতী	চিত্রগুপ্ত	ব্রহ্মা

গ্রহগণের নৈবেদ্য

র্যের—গুড়মিশ্রিত অন্ন

ন্দ্রর—ঘৃতসহ পায়স

ঙ্গলের—হবিষ্যান্ন

ধের—সদুগ্ধ অন্ন

স্পতির—দধিযুক্ত অন্ন

ক্রের—সঘৃত অন্ন

শনির—তিল পিষ্টক

রাহুর—কাঁচা ছাগ মাংস

কেতুর—বিচিত্র অন্ন

(ছাগী দুগ্ধে যব, তিল ও তণ্ডুল পাক করে ছাগের কর্ণের রক্তে রঞ্জিত করে ভোগ দিবে।)

গ্রহগণের পূজাদ্রব্য

হ	পূজাদ্রব্য
র্যের	রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প।
ন্দ্রর	শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, সুগন্ধি দ্রব্য।
ঙ্গলের	রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প।
ধের	বকুলপুষ্প, মসুর, তিল, শালিচনক নৈবেদ্য।
হস্পতির	পীতপুষ্প, পীত অনুলেপন।
ক্রের	মৃগমদযুক্ত চন্দন, সুরভিত শ্বেতপুষ্প।

শনির	কৃষ্ণপুষ্প, কালাগুরু, মৃগনাভিযুক্ত গন্ধ।
রাহুর	কৃষ্ণপুষ্প, কালাগুরু, মৃগনাভিযুক্ত গন্ধ।
কেতুর	ধূম্রবর্ণ দ্রব্য, সমাংস অন্ন।

গ্রহগণের সমিধ

গ্রহ	সমিধ
রবির	আকন্দ
চন্দ্রের	পলাশ
মঙ্গলের	খদির
বুধের	আপাং (অপামার্গ)
বৃহস্পতির	অশ্বত্থ
শুক্রের	যজ্ঞডুমুর
শনির	সাঁই
রাহুর	দূর্বা (তিনটি একত্রে)
কেতুর	কুশ ত্রিপত্র

কবচ সংস্কার বিধি

কৃতনিত্যক্রিয় ব্রাহ্মণ পূর্ব বা উত্তরমুখে বসে আচমন, বিষ্ণুস্মরণপূর্বক স্বস্তিবাচন করবে। যথা— **"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন গণেশাদি পূজাপূর্বকং কবচ সংস্কার কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।**

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি পূজা পূর্বকং কবচ সংস্কার কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বকং কবচ-সংস্কার কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥"

অতঃপর যার কবচ সংস্কার কার্য্য করা হচ্ছে, তার বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করে, সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করবে। যথা —

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধেভূতান্যহক্ষপা।
পবনো দিক্পতিভূমিরাকাশং খচরামরা।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

অতঃপর কুশীতে জল, কুশত্রিপত্র, হরিতকী, আতপ চাউল, যে গ্রহের কবচ সেই বর্ণের পুষ্পাদি লইয়া সঙ্কল্প করবে।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পুরোহিতের নাম) অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণস্য (দাসস্য বা) অমুক গ্রহাণাং (যে গ্রহের কবচ তার নাম) অমুক কবচ (গ্রহের নাম) ধারণার্থং কবচ সংস্কারমহং করিষ্যে। (পরার্থে-করিষ্যামি)।

অতঃপর স্ব-বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করে, সামান্যার্ঘ্য, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ইত্যাদি সমাপন করে, যথাসাধ্য দেবতার পূজা ও গুরুপূজা করবে। পরে যে গ্রহের কবচ তার যথাসাধ্য উপচারে পূজা করবে।

অতঃপর কবচকে সামানার্ঘ্য জলে স্নান করিয়ে "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। পরে শোধিত পঞ্চগব্যে "ওঁ" মন্ত্রের দ্বারা কবচকে ধৌত করে, শুদ্ধ বস্ত্রে মুছে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রপাত্রে স্থাপন করে, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমযুক্ত জলদ্বারা পুনরায় স্নান করিয়ে মুছে কবচের ওপর "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে।

অতঃপর যে গ্রহের কবচ, তার মূলমন্ত্র দ্বারা বা "ওঁ" মন্ত্রদ্বারা পঞ্চামৃতে স্নান করিয়ে, পুণরায় মূলমন্ত্রে দুগ্ধ ও জলদ্বারা স্নান করাবে পরে আবার মূলমন্ত্র দ্বারা, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, দুগ্ধ, জল, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে স্নান করাবে।

পুনরায় গোরোচনা ও কুঙ্কুমমিশ্রিত জলে স্নান করিয়ে পঞ্চকষায় যুক্ত সহস্রধারা ও অষ্টকলস দ্বারা পর্যায়ক্রমে স্নান করিয়ে শেষে শুদ্ধ জলে স্নান করাবে। পরে বস্ত্রদ্বারা মুছে স্বর্ণাদি পাত্রে রেখে, কবচটি কুশ কুশত্রিপত্রদ্বারা স্পর্শ করে নিম্নমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে।

জপমন্ত্র—"**ওঁ কবচরাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নো কবচং প্রচোদয়াৎ।**"

এবার নিম্নমন্ত্রে কবচের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। যথা—

"অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয় ঋগ-যজুঃসামার্থ-বামশ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।"

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক (গ্রহের নাম) দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ (গ্রহের নাম) জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ (গ্রহের নাম) সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়া (গ্রহের নাম) বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।। ওঁ মনোজুতির্জুষতা মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমংদধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোঁ প্রতিষ্ঠ।। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা"।।

এরপর কবচে দেবতার (গ্রহের) আবাহনাদি (পঞ্চমুদ্রাদি দ্বারা) করে ষড়ঙ্গন্যাস করে যথাশক্তি উপচারে পুজা করে, ষড়ঙ্গের পূজা করবে। অতঃপর পট্টবস্ত্র বা পট্টসূত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচার দিবে। পূজা শেষে যে গ্রহের কবচ সেই গ্রহের মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে জপ সমর্পণ করবে। যথা—

জপ সমর্পণ মন্ত্র—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভব মে দেব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।"

অনন্তর যে গ্রহের যে সমিধ তার দ্বারা সেই গ্রহের বৈদিক মন্ত্র সহযোগে ১০৮ বার হোম করবে। হোমে অসমর্থ হলে দ্বিগুণ জপ করবে। শেষে দক্ষিণান্ত অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ রাশি

মেষ রাশি

অশুভ তিথি—প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী (উভয় পক্ষের) অশুভ।

অশুভ বার—রবিবার।

অশুভ মাস—কার্তিক মাস।

অশুভ প্রহর—প্রতিদিনের প্রথম প্রহর।

শুভ তারিখ— প্রতিমাসের ৯,১৮,২৭।

শুভ তিথি—উভয় পক্ষের তৃতীয়া ও দ্বাদশী।

শুভ বার—মঙ্গলবার।

শুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

লাভ—পূর্বদিকে। **মিত্র**—মিথুন, কন্যা ও মীন রাশি। **শত্রু**—কর্কট, বৃশ্চিক। নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—**"ওঁ হূং মঙ্গলায় নমঃ।"**

জপসংখ্যা—১০,০০০ (দশ হাজার)।

দ্রব্য—মুগা, স্বর্ণ, গম, তাম্র কলস, ঘৃত, রক্তবস্ত্র।

বৃষ রাশি

অশুভ তিথি—**পঞ্চমী, দশমী** ও পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

অশুভ বার—শনিবার।

অশুভ মাস—অগ্রহায়ণ।

অশুভ প্রহর—চতুর্থ প্রহর।

শুভ তারিখ—প্রতিমাসের ৬,১৫,২৪।

শুভ তিথি—ষষ্ঠী, দ্বাদশী (যে কোনও পক্ষের)।

শুভ বার—শুক্রবার।

শুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

লাভ—উত্তরদিকে।

মিত্র—কন্যা ও মকর রাশি।

শত্রু—সিংহ, ধনু ও মেষরাশি।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয় —

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—**"ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।**

জপসংখ্যা—২০,০০০ (কুড়ি হাজার)।

দান দ্রব্য—শ্বেতবস্ত্র, মধু, ধান, গুড়।

মিথুন রাশি

অশুভ বার—সোমবার।

অশুভ মাস—আষাঢ়।

অশুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—ষষ্ঠে, স্ত্রীলোক পক্ষে—সপ্তমে।

শুভ তারিখ—প্রতি মাসের ৫, ১৪, ২৩।

শুভ তিথি—পঞ্চমী ও চতুর্দশী (যে কোনও পক্ষের)।

শুভ বার—বুধবার।

শুভ প্রহর—প্রথম প্রহর।

লাভ—উত্তরে।

মিত্র—তুলারাশি ও কুম্ভরাশি।

শত্রু—কন্যা ও মকর রাশি।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়।

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—**"ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।"**

জপসংখ্যা—১৭,০০০ (সতেরো হাজার)।

দান দ্রব্য—ঘৃত, পীতবস্ত্র, গম, চাউল, ও চিনি।

কর্কট রাশি

অশুভ তিথি—দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী।

অশুভ বার—বুধবার।

অশুভ মাস—পৌষ।

অশুভ প্রহর—প্রথম প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—দ্বিতীয়ে, স্ত্রীপক্ষে—ষষ্ঠে।

শুভ তারিখ—২, ১০, ২০ ও ২৯।

শুভ তিথি—তৃতীয়া, একাদশী।

শুভ বার—সোমবার।

শুভ প্রহর—দ্বিতীয় প্রহর।

লাভ—ঈশান কোণে।

মিত্র—বৃশ্চিক ও মীন রাশি।

শত্রু—তুলা, ধনু ও কুম্ভ।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—**"ওঁ ক্লীং সোমায় নমঃ।"**

জপসংখ্যা—১০,০০০ (দশ হাজার)।

দান দ্রব্য—শ্বেতবস্ত্র, মুক্তা ও রূপা।

সিংহ রাশি

অশুভ তিথি—প্রতি পক্ষের তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী।

অশুভ মাস—জ্যেষ্ঠ।

অশুভ বার—শনিবার।

অশুভ প্রহর—প্রথম প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—ষষ্ঠে, স্ত্রীলোক পক্ষে—চতুর্থে।

শুভ তারিখ—১,১০,১৯,২৮ (প্রতি মাসের)।

শুভ তিথি—প্রতিপদ, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

শুভ বার—রবিবার।

শুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

মিত্র—বৃশ্চিক, মকর, মীন।

শত্রু—মেষ, বৃষ, কর্কট, কন্যা, তুলা, ধনু।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।"

জপসংখ্যা—৭,০০০ (সাত হাজার)।

দান দ্রব্য—স্বর্ণ, তাম্র, ঘৃত, গম, গুড়, রক্তবস্ত্র, রক্তপুষ্প।

কন্যা রাশি

অশুভ তিথি—উভয় পক্ষের পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

অশুভ মাস—ভাদ্র।

অশুভ বার—শনিবার।

অশুভ প্রহর—প্রথম্ প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—দশমে, স্ত্রীলোক পক্ষে—তৃতীয়।

শুভ তারিখ—৫, ১৪, ২৩ (প্রতি মাসের)।

শুভ তিথি—উভয় পক্ষের তৃতীয়া, দ্বাদশী।

শুভ প্রহর—দ্বিতীয় প্রহর।

মিত্র রাশি—মকর, বৃষ।

শত্রু—ধনু, কুম্ভ ও মেষ।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।"

জপসংখ্যা—৮,০০০ (আট হাজার)।
দানদ্রব্য—কাঁসা, ঘৃত, চিনি, কর্পূর।

তুলা রাশি

অশুভ তিথি—কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের চতুর্থী, নবমী, দশমী।

অশুভ মাস—মাঘ মাস।

অশুভ বার—বৃহস্পতিবার।

অশুভ প্রহর—চতুর্থ প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—তৃতীয়া, স্ত্রীলোক পক্ষে —ষষ্ঠে।

শুভ তারিখ—৬, ১৫, ২৪ (প্রতি মাসের)।

শুভ তিথি—তৃতীয়া, ষষ্ঠী, নবমী কৃষ্ণপক্ষের। শুক্লপক্ষের—দ্বাদশী ও পূর্ণিমা।

শুভ বার—শুক্রবার।

শুভ প্রহর—দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

মিত্র রাশি—বৃশ্চিক, কুম্ভ, মিথুন।

শত্রু—মকর, মীন, বৃষ।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ঐং জং গ্রীং গ্রহেশ্বরায় শুক্রায় নমঃ।"

জপসংখ্যা—১৬,০০০ (ষোল হাজার)।

দান দ্রব্য—স্বর্ণ, রৌপ্য, আতপ চাউল, মিছরী, দুগ্ধ, শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন।

প্রাতে উঠে প্রত্যহ নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয়।

মন্ত্র—"ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নো শ্রী প্রচোদয়াৎ।"

বৃশ্চিক রাশি

অশুভ তিথি—উভয় পক্ষের প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী।

অশুভ মাস—আশ্বিন।

অশুভ বার—শুক্রবার।

অশুভ প্রহর—দিবারাত্রির প্রথম প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—সপ্তমে। স্ত্রীলোক পক্ষে—দ্বিতীয়ে।

শুভ তারিখ—যে কোনও মাসের ৯,১৮,২৭।

শুভ তিথি—তৃতীয়া, ষষ্ঠী, নবমী, দ্বাদশী (যে কোনও পক্ষের)।

শুভ বার—বৃহস্পতিবার ও সোমবার।

শুভ প্রহর—দিবারাত্রির চতুর্থ প্রহর।

মিত্র রাশি—মিথুন ও কর্কট।

শত্রু—কুম্ভ, মেষ, মিথুন।

প্রত্যহ প্রাতে জপ করবে—"নমঃ শিবায়"।

নিম্নমন্ত্র জপে শুভ হয় —

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

জপ সংখ্যা—৭,০০০ (সাত হাজার)।

দান দ্রব্য—মুগা, ধান, রক্তবস্ত্র।

ধনূ রাশি

অশুভ তিথি—উভয়পক্ষের তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী।

অশুভ মাস—শ্রাবণ।

অশুভ বার—শুক্রবার।

অশুভ প্রহর—প্রথম প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—চতুর্থে, **জাতিকাপক্ষে**—দশমে।

শুভ তারিখ—৩, ১২, ২১ ও ৩০।

শুভ তিথি—ষষ্ঠী, নবমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা।

শুভ বার—বৃহস্পতিবার।

শুভপ্রহর—তৃতীয় প্রহর।

মিত্র রাশি—মেষ, সিংহ।

প্রত্যহ প্রাতে নিম্নমন্ত্র ১০৮ বার জপে শুভ হয়, তাছাড়া নিম্নলিখিত তন্ত্রোক্ত মন্ত্র জপে শুভ হয়—

মন্ত্র—"ওঁ হৌং হ স্ফ্রে স্ফ্রে হস্রাং হস্ফ্রে হসৌ হনুমতে নমঃ।"

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ক্লীং বৃহস্পতয়ে নমঃ।"

জপসংখ্যা—১৬,০০০ (ষোল হাজার)।

দান দ্রব্য—পীতবস্ত্র, স্বর্ণ, ছোলার ডাল, মধু, গুড়।

মকর রাশি

অশুভ তিথি—চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী।

অশুভ মাস—বৈশাখ।

অশুভ বার—মঙ্গলবার।

অশুভ প্রহর—চতুর্থ প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—অষ্টমে। **জাতিকাদের পক্ষে**—একাদশে।

শুভ তারিখ—প্রতি মাসের ৮, ১৭, ২৬।

শুভ তিথি—উভয় পক্ষের চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী ও দ্বাদশী।

শুভ বার—শনিবার।

শুভ প্রহর—চতুর্থ প্রহর।

শুভ রাশি—বৃষ ও কন্যা।

অশুভ রাশি—মেষ, মিথুন, সিংহ।

নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র প্রাতে ১০৮ বার জপ করবে।

মন্ত্র—"ওঁ নৃং নৃং নৃং নৃসিংহায় নমঃ।"

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র জপে শুভ হয়—

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।"

জপসংখ্যা—১৯,০০০ (উনিশ হাজার)।

দান দ্রব্য—কম্বল, তিল, তিল তেল, চর্ম, পাদুকা ও ছত্র।

কুম্ভ রাশি

অশুভ তিথি—উভয় পক্ষের দ্বিতীয়া, অষ্টমী ও দ্বাদশী।

অশুভ মাস—চৈত্র।

অশুভ বার—বৃহস্পতিবার।

অশুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

অশুভ চন্দ্র—একাদশে। **জাতিকাদের পক্ষে**—পঞ্চমে।

শুভ তারিখ—৮, ১৭, ২৬ (প্রতি মাসের)।

শুভ তিথি—চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী ও দ্বাদশী উভয়পক্ষের শুভ।

শুভ বার—শনিবার।

শুভ প্রহর—চতুর্থ প্রহর।

শুভ রাশি—মিথুন ও তুলা।

অশুভ রাশি—বৃষ ও কর্কট।

নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র প্রত্যহ প্রাতে ১০৮ জপে শুভ হয় এবং নিম্নোক্ত তন্ত্রোক্ত মন্ত্র জপে শুভ হয়।

মন্ত্র—"ওঁ হৌং শ্রীং ক্লীং ধন-ধান্য সমৃদ্ধিং দেহি দাপয় স্বাহা।"

তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ"

জপসংখ্যা—১৯,০০০ (উনিশ হাজার)।

দান দ্রব্য—তিল, তিলতেল, কালো কম্বল, চর্ম-পাদুকা, ছত্র।

মীন রাশি

অশুভ তিথি—পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা (উভয় পক্ষের)।

অশুভ বার—শুক্রবার।

অশুভ মাস—ফাল্গুন।

অশুভ প্রহর—চতুর্থ।

অশুভ চন্দ্র—দ্বাদশে, জাতিকা পক্ষে—দ্বাদশে।

শুভ তারিখ—৩,১২,২১,৩০ (প্রতি মাসের)।

শুভ তিথি—তৃতীয়া, নবমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা।

শুভ বার—বৃহস্পতিবার।

শুভ প্রহর—তৃতীয় প্রহর।

শুভ রাশি—কর্কট, বৃশ্চিক।

অশুভ রাশি—মিথুন, সিংহ, তুলা।

নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার জপে শুভ হয় এবং নিম্নোক্ত তন্ত্রোক্ত মন্ত্র জপে শুভ ফল হয়।

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হূং ফট্ স্বাহা।"

তন্ত্রোক্ত—"ওঁ ঐং ক্লীং বৃহস্পতয়ে নমঃ।"

জপসংখ্যা—১৬,০০০ (ষোল হাজার)।

দান দ্রব্য—পীতবস্ত্র, স্বর্ণ, ছোলার ডাল, গুড়।

রাশি অনুসারে ব্যবহার্য রত্ন

রাশি	রত্ন
মেষ রাশি	মুগা। মতান্তরে—চুনী, মুক্তা ও প্রবাল।
বৃষ রাশি	হীরা। মতান্তরে—চুনী, মুক্তা বা মুনষ্টোন, পোখরাজ, পান্না।
মিথুন রাশি	পান্না। মতান্তরে—মুক্তা ও প্রবাল।
কর্কট রাশি	মুক্তা। মতান্তরে—নাভিশঙ্খ।

সিংহ রাশি	চুনী (মাণিক্য)। মতান্তরে—মুক্তা, পোখরাজ বা প্রবাল।
কন্যা রাশি	পান্না। মতান্তরে—হীরা ও মুক্তা
তুলা রাশি	হীরা। মতান্তরে—পান্না ও প্রবাল।
বৃশ্চিক রাশি	মুগা। মতান্তরে—মুক্তা বা পোখরাজ।
ধনু রাশি	পোখরাজ। মতান্তরে—মুক্তা ও রক্ত প্রবাল।
মকর রাশি	নীলা। মতান্তরে—পোখরাজ, পান্না ও মুক্তা।
কুম্ভ রাশি	নীলা। মতান্তরে—প্রবাল ও মুক্তা।
মীন রাশি	পোখরাজ। মতান্তরে—মুক্তা।

রাশি অনুসারে ব্যবহার্য ধাতু

রাশি	ধাতু
মেষ রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—সীসা।
বৃষ রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—তাম্র।
মিথুন রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—তাম্র, শাঁখের আংটি।
কর্কট রাশি	রৌপ্য। মতান্তরে—স্বর্ণ।
সিংহ রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—শঙ্খ।
কন্যা রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—প্লাটিনাম ও শঙ্খ।
তুলা রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—তাম্র।
বৃশ্চিক রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—তাম্র।
ধনু রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—তাম্র, শঙ্খ।
মকর রাশি	পঞ্চধাতু। মতান্তরে—স্বর্ণ, শঙ্খ।
কুম্ভ রাশি	পঞ্চধাতু। মতান্তরে—সীসা, তাম্র।
মীন রাশি	স্বর্ণ। মতান্তরে—শঙ্খ।

রাশি অনুসারে ব্যবহার্য মূল

রাশি	মূল
মেষ রাশি	বৃদ্ধদ্দারক ও অশ্বগন্ধা।
বৃষ রাশি	বিল্বমূল, ক্ষীরিকা ও বামনহাটির মূল।
মিথুন রাশি	ক্ষীরিকা ও অনন্তমূল।
কর্কট রাশি	অনন্ত মূল ও বৃদ্ধদ্দারক মূল।

সিংহ রাশি	ক্ষীরিকা মূল ও ব্রহ্মযষ্টির মূল।
কন্যা রাশি	বৃদ্ধদ্দারক ও ক্ষীরিকা মূল।
তুলা রাশি	বৃদ্ধদ্দারক, শ্বেত বেড়েলা ও ক্ষিরীকা মূল।
বৃশ্চিক রাশি	ক্ষিরীকা, ব্রহ্মযষ্টি ও অনন্ত মূল।
ধনু রাশি	ব্রহ্মযষ্টি, ক্ষিরীকা ও অনন্ত মূল।
মকর রাশি	ব্রহ্মযষ্টি, বৃদ্ধদ্দারক ও ক্ষিরীকা মূল।
কুম্ভ রাশি	শ্বেত বেড়েলা, অনন্ত মূল ও ক্ষিরীকা মূল।
মীন রাশি	অনন্ত মূল, ব্রহ্মযষ্টি ও ক্ষিরীকা মূল।

লগ্ন অনুসারে রত্নাদি ধারণ

লগ্ন	রত্ন	মূল
মেষ লগ্ন	প্রবাল ও মুক্তা।	অনন্ত মূল ও ক্ষিরীকা মূল।
বৃষ লগ্ন	হীরা বা নীলা।	শ্বেত বেড়েলা ও রামবাসকের মূল।
মিথুন লগ্ন	পান্না এবং মুক্তা।	বৃদ্ধদ্দারক ও বিল্বমূল।
কর্কট লগ্ন	মুক্তা বা পোখরাজ।	বামনহাটি, ক্ষিরীকা ও অনন্তমূল।
সিংহ লগ্ন	চুনী, মুক্তা ও প্রবাল।	বিল্বমূল এবং ক্ষিরীকা মূল।
কন্যা লগ্ন	পান্না ও চুনী।	বৃদ্ধদারক, বিল্বমূল, শ্বেত বেড়েলা মূল।
তুলা লগ্ন	হীরা, পোখরাজ ও মুক্তা।	বামনহাটি, ক্ষিরীকা ও রামবাসক মূল।
বৃশ্চিক লগ্ন	পান্না, প্রবাল, ক্যাটস আই।	অনন্তমূল, অশ্বগন্ধা, বৃদ্ধদ্দারক মূল।
ধনু লগ্ন	পোখরাজ, প্রবাল ও মুক্তা।	বামনহাটি, অনন্তমূল ও ক্ষিরীকা মূল।
মকর লগ্ন	হীরা ও পান্না।	বৃদ্ধদারক, শ্বেতবেড়েলা ও রামবাসকের মূল।
কুম্ভ লগ্ন	প্রবাল ও মুক্তা।	অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলা ও ক্ষিরীকা মূল।
মীন লগ্ন	পান্না, প্রবাল ও মুক্তা।	বৃদ্ধদারক, অনন্তমূল ও ক্ষিরীকা মূল।

নক্ষত্র পরিচয়

সৌরমণ্ডলে নিম্নলিখিত ২৭টি নক্ষত্র আছে। যথা —

১। অশ্বিনী	১৪। চিত্রা
২। ভরণী	১৫। স্বাতী

৩। কৃত্তিকা
৪। রোহিণী
৫। মৃগশিরা
৬। আর্দ্রা
৭। পুনর্বসু
৮। পুষ্যা
৯। অশ্লেষা
১০। মঘা
১১। পূর্বফল্গুনী
১২। উত্তরফল্গুনী
১৩। হস্তা
১৬। বিশাখা
১৭। অনুরাধা
১৮। জ্যেষ্ঠা
১৯। মূলা
২০। পূর্বাষাঢ়া
২১। উত্তরাষাঢ়া
২২। শ্রবণা
২৩। ধনিষ্ঠা
২৪। শতভিষা
২৫। পূর্বভাদ্রপদ
২৬। উত্তরভাদ্রপদ
২৭। রেবতী

রাশি নাম নির্ণয়

উপরোক্ত নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটিকে চারভাগে ভাগ করলে, এক একটি ভাগকে 'চরণ' বলা হয়।

এইসব চরণের এক এক চরণে এক একটি অক্ষর হয়। জাতক-জাতিকা ভূমিষ্ঠ হবার পর কোন্ নক্ষত্রের কোন্ চরণে জন্মগ্রহণ করেছে দেখে, সেই অক্ষর অনুযায়ী জাতক-জাতিকার রাশি নাম হবে।

মনোস্কামনা সিদ্ধ কবচ

এই কবচ প্রস্তুত করতে হলে, প্রথমে একটি মনোস্কামনা পূর্ণ যন্ত্র অঙ্কন করে নিতে হবে। তারপর বিধিবৎ যন্ত্র অঙ্কন ও পূজা করে সেই কবচ ধারণ করতে হবে।

আপনার মনে হয়তো এমন কামনা আছে, যার জন্য আপনি ব্যাকুল, কিন্তু তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিভিন্ন প্রকার বাধা-বিঘ্নের জন্য তা সাফল্য লাভ করছে না। হাতে পয়সা আসছে না এবং এলেও ব্যায়াধিক্য বশতঃ দ্বিগুণ খরচ হয়ে যাচ্ছে।

মনে করুন, আপনি কোনও মেয়েকে ভালবাসেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু তাতেও নানা রকম বাধা আসছে। আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে চান, কিন্তু আপনার পছন্দ করা সত্ত্বেও বিবাহে বাধা আসছে। এইভাবে ছেলের বিয়ে দেবার স্থলেও নানা প্রকার বিঘ্ন এসে উপস্থিত হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও মতের মিল হচ্ছে না। বাড়ীতেও সামান্য কারণে ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে। বিদেশে বেড়াতে যাবার সব ঠিকঠাক করেছেন, কিন্তু ঠিক সময়কালে বাধা পড়ছে। এই অবস্থা হলে, নিম্নলিখিত যন্ত্র প্রস্তুত করে পূজাদি করে অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা-জপাদি করিয়ে, যন্ত্রটিকে কবচে ভরে ধারণ করবেন, আশানুরূপ ফল পাবেন।

অ উ ঌ ও	আ ঊ ৡ ঔ	ই ঋ এ অং	ঈ ৠ ঐ অঃ

পূজাবিধি— উপরিলিখত ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক যন্ত্রটি ভূর্জপত্রে ডালিম গাছের কলম ও কস্তুরী দ্বারা অঙ্কন করে শুদ্ধস্থানে একটি চৌকী পেতে, তার ওপর নতুন বস্ত্র বিছিয়ে, ভূর্জপত্রে লিখিত যন্ত্রটি তার ওপর স্থাপন করবেন। তারপর পঞ্চোপচারে অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করবেন। প্রদীপটি এমনভাবে জ্বালাতে হবে, যেন সেটি ৪০দিন পর্যন্ত জ্বলে, নিভে না যায়। এই ৪০ দিন যাবৎ প্রত্যহ যন্ত্রের পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। সন্ধ্যায় ধূপ-ধূনা দিতে হবে। ৪১ দিনের দিন পূজা সমাপ্ত করে যন্ত্রটিকে তামার কবচে ভরে নারী গলায় এবং পুরুষ ডানহাতে

বাঁধবে। তারপর প্রদীপ নিভে গেলেও ক্ষতি নেই।

এইভাবে যন্ত্র ও কবচ প্রস্তুত করে ধারণে খুব সত্বর আপনার মনোস্কামনা সিদ্ধ হবে।

পূজামন্ত্র—"স্বরবর্ণাত্মক মনোস্কামনা সিদ্ধি যন্ত্রায় নমঃ।"

ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করালে বা নিজে করলেও সঙ্কল্প করতে হবে।

সঙ্কল্প মন্ত্র— "বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমো) তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মাসের নাম) অমুকে পক্ষে (পক্ষের নাম) অমুক তিথৌ (তিথির নাম) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পূজক ব্রাহ্মণের নাম) অমুক গোত্রস্য (ধারণকারীর গোত্র) শ্রী অমুক দেবশর্মণঃ বা দাস (ধারণকারীর নাম) সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক মনোস্কামনা সিদ্ধ কামঃ চত্বারিংশ দিবস যাবৎ প্রত্যহম্ মনোস্কামনা যন্ত্র পূজা, যথাসাধ্য হোম, কবচ ধারণ কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

৪১ দিনের দিন ঘৃত দ্বারা ১০৮ হোম করবেন।

হোমের মন্ত্র—"মনোস্কামনা সিদ্ধ যন্ত্রায় স্বাহা।"

বিঃ দ্রঃ— ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করালে যথাবিধি দক্ষিণান্ত ক্রিয়াদি করবেন।

—ইতি মনোস্কামনা সিদ্ধ কবচ ও যন্ত্র—

সাধারণ কবচ শোধন বিধি

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করে স্বস্তিবাচন করবে। যথা—স্বস্তিবাচন—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কবচ সংস্কার কর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।"

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কবচ সংস্কার কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কবচ সংস্কার কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।"

অতঃপর স্বস্তিসূক্ত পাঠ করবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)— ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।।

স্বস্তিসূক্ত (যজুঃ)— ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥

স্বস্তিসূক্ত (ঋক্)— ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বনঃ। স্বস্তিপূষা অসুরোদধাতু নঃ, স্বস্তিদ্যাবা পৃথিবীসুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রুবামহৈ সোমঃ স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিস্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভব স্বস্তয়ে। স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ মিত্রাবরুণাঃ স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ওঁ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দধতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু, বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম ॥ ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাস্ত্রেয়ং মনসা চ, তার্ক্ষ্যম্, প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, সম্বাধেস্বভয়ং নোহস্তু ॥"

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ববেদীয়গণ নিম্নলিখিত সাক্ষ্য মন্ত্র পাঠ করবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র— "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ॥ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্। ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ॥"

এরপর সঙ্কল্প করবেন। যথা—

সঙ্কল্প— কুশীতে জল, তিল কুশত্রিপত্র, হরীতকী ও পুষ্প নিয়ে বামহস্তে রেখে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করবেন।

বিষ্ণুরোম্ (বিষ্ণুর্নমো) তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পূজকের নাম) অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণন্য (দাসস্য বা) (কবচ ধারণকারীর নাম গোত্র) অমুক দেবতায়া (যে গ্রহের নামে গ্রহের কবচ তার নাম) অমুক কবচ (গ্রহের নাম বা দেবতার নাম) ধারণার্থং কবচ সংস্কারমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর কুশীটি তাম্রপাত্রে উপুড় করে দিয়ে তার ওপর পুষ্প ও আতপ চাল ছড়াতে ছড়াতে সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করবেন।

সঙ্কল্প সূক্ত (সাম)— ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥

সঙ্কল্প সূক্ত (যজুঃ)— ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋক্)— ওঁ যা গুংগুর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানী মহু উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

উপরোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত স্ব স্ব বেদোক্ত অনুযায়ী পাঠ করে, সামান্যার্ঘ্য, ভূতাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ইত্যাদি শেষ করে, গণেশের পূজা ও গুরুর পূজ সাধ্যানুসারে করবেন, এইরূপে পঞ্চদেবতার পূজা পঞ্চোপচারে শেষ করে, তারপর যে দেবতা বা গ্রহের কবচ, তার যথাশক্তি উপচারে পূজা করবেন।

এবার কবচকে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা স্নান করিয়ে কবচের ওপর "ওঁ হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। তারপর শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে বা "ওঁ" মন্ত্রে কবচকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্রখণ্ডে মুছে, তাম্রপাত্র, রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করে পুনরায় তার ওপর 'ওঁ হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন।

এবার যে দেবতার কবচ, সেই দেবতার মূলমন্ত্র বা যে গ্রহের কবচ সেই গ্রহের মূলমন্ত্র অথবা 'ওঁ' মন্ত্র দ্বারা কবচকে পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা) দ্বারা স্নান করিয়ে পুনরায় মূলমন্ত্রে দুগ্ধ ও জল দ্বারা স্নান করাবেন পরে পুনরায় মূলমন্ত্র দ্বারা—দধি, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, মধু, শর্করা (চিনি), চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে স্নান করাবেন। তারপর কুঙ্কুম ও গোরোচনা মিশ্রিত জলে স্নান করিয়ে পঞ্চকষায়মিশ্রিত অষ্টকলস দ্বারা স্নান করিয়ে শেষে সামানার্ঘ্যের জলে স্নান করাবেন। তারপর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছে তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণপাত্রে কবচটি স্থাপন করে, কুশ ত্রিপত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কবচের ওপর ১০৮ বার জপ করবেন।

জপমন্ত্র—"ওঁ কবচ রাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নো কবচং প্রচোদয়াৎ।" জপ শেষ করে কবচের নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র—ওঁ অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ-যজুঃ সামার্থ বামশ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।"

"ওঁ আং হ্রী ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক (গ্রহ বা দেবতার নাম) দেবতায়াঃ (গ্রহ বা) প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ (গ্রহ বা দেবতার নাম) জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়া (গ্রহ বা দেবতা) সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহস্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ (গ্রহ বা

দেবতার নাম) বাগ্মনশ্চক্ষু শোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।। ওঁ মনো জুতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তমোঁ প্রতিষ্ঠ।। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।”

এরপর কবচে দেবতা বা গ্রহের পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করে দেবতা বা গ্রহের মূলমন্ত্রে বা 'ওঁ' মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করে যথাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করে ষড়ঙ্গের পূজা করবেন। অতঃপর পট্টবস্ত্র বা পট্টসূত্র, চামর, দর্পণ ও ঘন্টাদি উপচার দেবোদ্দেশ্যে বা গ্রহোদ্দেশ্যে দান করবেন। শেষে যে দেবতার কবচ বা গ্রহের কবচ সেই দেবতা বা যে গ্রহ তার মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করবেন। পুরুষ দেবতা হলে দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে, চতুর্ভূজ হলে নিম্ন দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে, স্ত্রীদেবতা হলে বামহস্তের উদ্দেশ্যে। চতুর্ভূজ, দশভূজ হইলেও নিম্নবাম হস্তের উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষ দিয়ে জপ সমর্পণ করবেন।

জপ সমর্পণ মন্ত্র—“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং (স্ত্রী দেবতা পক্ষে) গোপ্ত্রীত্বং
গৃহাণস্মম কৃতম্ জপম্।
সিদ্ধির্ভবুত মে দেব (স্ত্রী পক্ষে) দেবী তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।
(স্ত্রীপক্ষে—সুরেশ্বরী।।)

এবার যে দেবতার সমিধ যে প্রকার বা গ্রহের সমিধ যাহা, তার দ্বারা দেব বা দেবীর ও গ্রহের মূলমন্ত্র দ্বারা ১০৮ হোম করবেন।

বিঃ দ্রঃ—হোমে অসমর্থ হলে দ্বিগুণ জপ করবেন। সর্বশেষে দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করে শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করে, কবচ ধারণ করবেন।

—ইতি সাধারণ কবচ শোধন বিধি—

— সম্পূর্ণ —

সমাপ্ত